

আলেক্সান্দর ফাদেয়েভ

ছত্রভঙ্গ





'বেছে নেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হয় নি। পড়াশুনা আমরা করতাম মা-বাপের মেহনতের কড়িতে। আমার মা-বাপ ছিলেন এক পাণ্ডববর্জিত গ্রামের নার্স-কম্পাউণ্ডার, তখনো জমি চষতেন তাঁরা। ইশকুলের সাথীরাও ছিল একই রকম। শ্রমিক কৃষকদের জীবন ছিল আমাদের জানা।

'এইভাবেই স্কুলের ব্যাগে মাক্সিম গোর্কি আর নেক্রাসভের কিছু বই নিয়ে প্রাণভরে কৈশোরের উদ্দীপনায় আমরা বিপ্লবে যোগ দিই।

'মুক্তির প্রেরণায় আমরা উদ্বুদ্ধ ছিলাম, কেননা সাইবেরিয়া ও রুশ দূর প্রাচ্যে তখন শ্বেতরক্ষী অ্যাডমিরাল কলচাকের রাজত্ব, যা সাবেকী আমলের চেয়েও বেশি হিংস্র। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ছিলাম আমরা, কেননা স্বদেশ ভূমিকে দলিত করছিল জাপানী হস্তক্ষেপকারীদের কাঁটা-মারা বুট।

'আমার লেখক-জন্মের জন্য আমি সেই সময়টার কাছে ঋণী।'

আলেক্সান্দর ফাদেয়েভ
(১৯৪৯ সালে প্যারিসের জনসভায়
বক্তৃতা থেকে)

এ বইয়ের লেখক আলেক্সান্দর ফাদেয়েভ (জন্ম ১৯০১— মৃত্যু ১৯৫৬) বিখ্যাত রুশ সোভিয়েত লেখক ও সমাজকর্মী। বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী, শান্তি রক্ষার আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলিতে বহুবার সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের মুখপাত্র আলেক্সান্দর ফাদেয়েভ বহু বছর ধরে সোভিয়েত ইউনিয়নের লেখক সংঘেরই নেতৃত্ব করেছেন। ফাদেয়েভের লেখনী থেকে বেরিয়েছে সোভিয়েত সাহিত্যের সুপরিচিত উপন্যাস 'ছত্রভঙ্গ', 'শেষ উদেগে', 'তরুণ রক্ষী', একগুচ্ছ গল্প ও কাহিনী এবং জীবনের শেষের দিকে শুরু করা অসমাপ্ত উপন্যাস 'কৃষ্ণ ধাতু'।

ফাদেয়েভের লেখা প্রকাশ হতে থাকে ১৯২৩ সাল থেকে। সেদিন থেকেই লেখক আলেক্সান্দর ফাদেয়েভের নাম পাঠকদের কাছে অসাধারণ জনপ্রিয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের নানা ভাষায় তাঁর বই ছাপা হয়েছে ও এখনো হয়ে চলেছে বিপুল সংখ্যক কপিতে।

'আলেক্সান্দর ফাদেয়েভ আমাদের সাহিত্যে উপস্থিত হন ও সঙ্গে সঙ্গে প্রথম সারিতে গিয়ে বসেন তাঁর উচ্চমাত্রার মহা সত্যের বই 'ছত্রভঙ্গ' দিয়ে।'

কনস্তানতিন সিমনভ

আলেক্সান্দর ফাদেয়েভ

ছত্রভঙ্গ

উপন্যাস

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

অনুবাদ: কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনা: ননী ভৌমিক

অঙ্গসজ্জা: ওরেস্ত ভেরেইস্কি

А. ФАДЕЕВ

РАЗГРОМ

Роман

На языке бенгали

সূচি

ভূমিকা

'ছত্রভঙ্গ' উপন্যাসের লেখক আলেক্সান্দর ফাদেয়েভের জন্ম হয় ১৯০১ সালে। লেখক বলেছেন, 'আমি সেই যুগের লোক, যারা রাশিয়ার অক্টোবর মহাবিপ্লবের সময় সবে তারুণ্যে পৌঁছেছে, কোন পক্ষে যাব বেছে নিতে হয়েছিল আমাদের... বিবেকের নির্দেশে।'

আর সে পথ নির্বাচনে দ্বিধা দেখা যায় নি। সতের বছরের ফাদেয়েভ যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টিতে, সারা জীবন তাঁর এ পার্টির সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত। তিনি সাহিত্যে আসেন গুপ্ত বলশেভিক ও পার্টিজান জীবন, গৃহযুদ্ধ এবং পার্টি ও পার্টি সংবাদপত্রের কাজের এক বৃহৎ বাস্তব অভিজ্ঞতা অতিক্রম করে। বিশের দশকেই লেখক ফাদেয়েভের নাম ছড়িয়ে পড়ে, সেই সময়েই দেখা যায় তাঁর বিরল সাংগঠনিক প্রতিভা। মাক্সিম গোর্কির মৃত্যুর পর ফাদেয়েভ বহু বছর ধরে সোভিয়েত ইউনিয়নের লেখক সঙ্ঘের নেতৃত্ব করেন।

উদার হৃদয় মানুষ, প্রতিভাবান লেখক, অক্লান্ত সাংবাদিক, সত্যনিষ্ঠ সমালোচক — এই বলেই লক্ষ লক্ষ পাঠক ফাদেয়েভকে চেনেন। তাঁর লেখা বইগুলি শুধু বিপুল সাফল্যই লাভ করে নি, সেগুলি হয়ে দাঁড়ায় যুগান্তকারী। তা বোঝা যায়। খ্যাতনামা সোভিয়েত ঔপন্যাসিক কনস্তানতিন ফেদিন যা বলেছেন — 'অন্য যে কোনো লেখকের পক্ষে যা বিরল, শিল্পীর জীবন ও বিপ্লবীর জীবনকে তেমন নিবিড়ভাবে বেঁধে নিয়ে... সংগ্রামের আগুনে অর্জিত সবকিছু অভিজ্ঞতা, জীবনের সমস্ত ভুক্তভোগী জ্ঞানকে তিনি ঢেলে দিয়েছেন তাঁর সেই সব মজুর, পার্টিজান, তরুণতরুণীদের জ্বলজ্বলে মূর্তিতে, যাদের আমরা চিনেছি তাঁর বই পড়ে।'

লেখকের সাহিত্য কীর্তি হল তিনটি উপন্যাস। এর মধ্যে দ্বটি, 'ছত্রভঙ্গ' (১৯২৫—১৯২৭) এবং 'শেষ উদেগে' (১৯২৯—১৯৪১) গৃহযুদ্ধের দিনগুলো নিয়ে। তাতে তিনি শুনিয়েছেন কীভাবে নবীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের শ্রমিক কৃষকেরা অস্ত্র হাতে শ্বেতরক্ষী ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের সুকৃতিগুলিকে রক্ষা করে। ফাদেয়েভের তৃতীয় উপন্যাস 'তরুণ রক্ষী' লেখা হয় ১৯৪১—১৯৪৫ সালের পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের ঘটনা নিয়ে। তাঁর নায়কেরা সবাই সোভিয়েত কিশোর কিশোরী, হিটলারী অধিকারের সময় ক্রাস্নোদন শহরে গঠিত 'তরুণ রক্ষী' নামক গুপ্ত সংগঠনের সভ্য।

'ছত্রভঙ্গ' উপন্যাসটিতেই ফ্যদেয়েভের সাহিত্যিক খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল, এর মালমসলা সবই লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা নিয়ে। সাইবেরিয়ায় গৃহযুদ্ধের (১৯১৯—১৯২০) একজন অংশীদার তিনি, দূর প্রাচ্যের পার্টিজানদের সঙ্গে একত্রে তরুণ ফাদেয়েভ তায়গার বুনো পথে হাজার হাজার কিলোমিটার প্যাড়ি দিয়েছেন, লড়াই করেছেন, ঘুমিয়েছেন সৈনিকের গ্রেটকোট চাপা দিয়ে, খেয়েছেন সৈনিকের কটোরা থেকে। কয়েক বছর পরে তিনি এই বইটি লেখেন, যা গৃহযুদ্ধ নিয়ে লেখা শ্রেষ্ঠ সোভিয়েত সাহিত্যের অন্যতম।

বইয়ের প্লটটা সরল, বিয়োগাত্মক। শত্রুর সঙ্গে নিষ্ঠুর মোকাবিলায় চূর্ণ হল গোটা পার্টিজান বাহিনী, বেঁচে রইল মাত্র উনিশ জন। কিন্তু বাহিনীর ধ্বংস মানে বিপ্লবরক্ষীদের আত্মিক পরাজয় নয়। যে দুর্বিষহ পরিস্থিতির মধ্যে পার্টিজানরা পড়ে তাতে লেখকের মূলকথাটাতেই নিঃসন্দেহ হয়ে ওঠে পাঠক: আত্মমুক্তির জন্য যারা লড়ছে সে জনগণের দার্ঢ্যশক্তি অসীম, মনোবল অপরাজেয়।

লেভিন্সনের যে পার্টিজান বাহিনীর কথা ফাদেয়েভ লিখেছেন সেটা খুবই পাঁচমিশেলী। যে লোকগুলো তাতে এসেছিল, তাদের ভাগ্যও যেমন বিভিন্ন, চরিত্রও তেমনি বিচিত্র, সামাজিক উৎসও নানান ধরনের। একটা শক্ত শ্রমিক কোষকেন্দ্র আছে তার (দুবোভের নেতৃত্বে খনিমজুরেরা)। আশেপাশের গ্রাম থেকে কৃষকও কম নেই (কুব্রাকের প্লেটুন)। প্রথম দিকে বাহিনীর বহু পার্টিজানের কাছেই বিপ্লবী সংগ্রামের অর্থ ছিল কেবল নিজেদের স্থানীয় এলাকার শত্রুদের হাত থেকে মুক্তি। যুদ্ধ শৃঙ্খলাটা কী জিনিস তা অনেকেও তখনো বোঝে নি। কিন্তু উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনা

ধারায় বদলে যাচ্ছে লোকে, তাদের মধ্যে ঠিক সেই সব গুণই দানা বেঁধে উঠছে যা যোদ্ধার পক্ষে আবশ্যক।

'ছত্রভঙ্গ' উপন্যাস নিয়ে কীভাবে খেটেছিলাম' প্রবন্ধে ফাদেয়েভ তাঁর বইয়ের প্রধান ও মূলকথাটা নির্দিষ্ট করেছেন এই বলে: '...গৃহযুদ্ধে চলে মানব-বস্তুর ঝাড়াই বাছাই। বৈর সবকিছুই ভেসে যায় বিপ্লবে, সত্যিকারের বিপ্লবী সংগ্রামের পক্ষে যা কিছু অনুপযোগী, বিপ্লবের শিবিরে যা দৈবাৎ এসে জুটেছে, তা সবই নিশ্চিহ্ন হয়, আর বিপ্লবের সত্যিকারের মূলটা থেকে, লক্ষ লক্ষ জনগণের মধ্য থেকে যা উদ্গত তা বাড়তে থাকে, পরিবিকশিত হয়ে ওঠে। একটা বিরাট ঢেলে সাজার কাজ চলে মানব-বস্তু নিয়ে।'

চেতনার এই 'ঢেলে সাজাটা', বিপ্লবসাধক লোকগুলোর 'চিত্তের এই দ্বান্দ্বিকতাটাই' লেখককে আকৃষ্ট করে ১৯১৯—১৯২০ সালের সাইবেরিয়ায় যুদ্ধরত এক বিপ্লবী বাহিনীর নাটকীয় নিয়তির দিকে।

ফাদেয়েভের 'ছত্রভঙ্গ' বইটি প্রকাশের পর চল্লিশ বছর কেটেছে, কিন্তু আজও পর্যন্ত তা পাঠকের কাছে প্রিয়, বিশ্বের নানা ভাষায় তার অনুবাদ হয়েছে। বক্তব্যের দিক থেকে গভীর আশাবাদী এই বইটিতে দৃঢ় হয়ে ওঠে জনগণের শক্তিতে, ন্যায়ের বিজয়ে আস্থা।



১

মরোজকা

তোবড়ান জাপানী তরোয়ালটার ঝনঝন শব্দ তুলে সিঁড়ি দিয়ে লেভিন্সন উঠোনে নেমে এল। ক্ষেত থেকে বাকহ্বইটের মধ্ব গন্ধ ভেসে আসছে। দ্বধে-আলতা ফেনায় সাঁতার দিচ্ছে জ্বলাই মাসের স্বর্য।

চাব্বক হাঁকিয়ে নাছোড়বান্দা এক ঝাঁক পাখি তাড়াতে তাড়াতে আর্দালি মরোজকা তেরপলের উপর জই শ্বকোচ্ছিল।

'শোন, শাল্দিবার বাহিনীতে এটা দিয়ে আয়,' একটা শীলমোহর করা খাম বাড়িয়ে লেভিন্সন বলল। 'আর বলিস... না, বলার দরকার নেই। সব কথা লেখা আছে।'

ব্যাজার ম্বখে মরোজকা মাথা ঘ্বরিয়ে চাব্বকটা নাচালে। যাবার ইচ্ছে ছিল না তার। বিরক্ত ধরে গেছে তার এই সব একঘেয়ে আপিসের কাজে ঘোরাঘ্বরিতে, এই সব অনর্থক প্যাকেটগ্বলোয়, বিশেষ করে লেভিন্সনের বিজাতীয় চোখ দ্বটোয়; জমজ হ্রদের মতো বড়ো বড়ো গভীর সেই চোখ দ্বটো যেন মরোজকাকে ব্বটসব্দ্ধ গিলে খেল। তার মধ্যে এমন অনেক জিনিসই সে চোখ দেখতে পাচ্ছে যা হয়ত মরোজকার কাছেও অজানা।

রাগ ফালিয়ে চোখ মিটমিট করতে করতে আর্দালি ভাবল, 'বেজন্মা কোথাকার।'

লেভিন্সন চটে উঠল, 'দাঁড়িয়ে রইলি যে?'

'দেখো না কমরেড কম্যান্ডার, যেই কোথাও যেতে হবে, অমনি ডাকো মরোজকাকে কেন, আর কেউ কি নেই?'

ইচ্ছে করেই মরোজকা 'কমরেড কম্যান্ডার' বলেছিল যাতে কথাটার মধ্যে সরকারী সুর থাকে। সাধারণত লেভিন্সনকে সে শুধু তার উপাধি ধরেই ডাকে।

'তবে কি আমায় নিজেই যেতে হবে, না?' তীব্র কণ্ঠে লেভিন্সন প্রশ্ন করল।

'আপনি নিজে কেন? লোক তো কত রয়েছে...'

লেভিন্সন খামটা পকেটে গুঁজল এমন একটা স্থির সংকল্প নিয়ে যা থেকে বোঝা যায় যে তার প্রায় ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে।

'কোয়ার্টারমাস্টারের কাছে গিয়ে তোর রাইফেলটা দিয়ে দিবি,' ভয়ঙ্কর শান্ত গলায় বলল, 'তারপর যেখানে খুশি যেতে পারিস। এখানে আমার কোনো নিষ্কর্মা লোকের দরকার নেই।'

নদীর সোহাগী বাতাসে মরোজকার বেয়াড়া চুলের গুচ্ছগুলো এলোমেলো হয়ে উঠল। গোলাটার কাছে গুল্মগুলোর মধ্যে একদল অক্লান্ত গঙ্গা-ফড়িং আতপ্ত বাতাসে ক্রমাগত যেন হাতুড়ি পিটিয়ে চলেছে।

'বেশ!' মরোজকা বলল গোমড়া মুখে। 'দাও চিঠিটা।'

বুকের কাছে চিঠিটা গুঁজে লেভিন্সনের জন্য ততটা নয় যতটা নিজের কাছেই ব্যাখ্যা করে বলল:

'সৈন্যদল ছেড়ে যাব, রাইফেলটা দিয়ে দেব? আহ্লাদ আর কি!' ধুলি ধূসর টুপিটাকে মাথার পিছনে ঠেলে দিয়ে আচম্বিত ফুর্তির সুরে সে তার বক্তব্য শেষ করল, 'কেননা, ভায়া আমার লেভিন্সন, তোমার ওই বাহারে চোখগুলোর জন্যে তো আর আমরা কাণ্ডটা বাধাই নি! সোজাসাপ্টাই বলছি বাপু তোমাকে, খনিমজুররা যেমন বলে।'

'এই তো পথে এসেছিস,' কম্যান্ডার হেসে উঠল, 'অথচ আগে খানিক গোঁতোমি করলি বলদ কোথাকার।'

লেভিন্সনের কোটের বোতামটা ধরে টান দিয়ে রহস্যময়ভাবে ফিসফিস করে মরোজকা বলল:

'আমি ওদিকে ভায়া হাসপাতালে ভারিয়াকে দেখতে যাবার জন্যে তৈরী, আর তুমি এলে তোমার চিঠিটা নিয়ে। দাঁড়াচ্ছে, তুমিই বলদ।'

ধূর্তের মতো একটা সবজে বাদামী চোখ মটকে সে হেসে উঠল, আর প্রসঙ্গটা এমন কি তার স্ত্রীকে নিয়ে হলেও সে হাসিটার মধ্যে কেমন একটা অশ্লীল সুর ছিল, বহু বছর ধরে যা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে।

'তিমোশা!' বারান্দায় বিহ্বল দর্শন এক ছোকরাকে ডাকল লেভিন্সন। 'জইগুলোর দিকে নজর রাখিস, মরোজকা বাইরে যাচ্ছে।'

আস্তাবলের কাছে একটা উল্ট কাঠের গামলার উপর বসে বিস্ফোরণ-কর্মী গনচারেঙ্কো কতকগুলো চামড়ার গাঁটরি সেলাই করছিল। মাথায় তার টুপি ছিল না, রঙটা রোদপোড়া। গাঢ় লালচে রঙের দাড়িটা ঘন আর জট-পড়া। পাথরের মতো তীক্ষ্ম তার মুখটা নুইয়ে এমন জোর দিয়ে সে ছুঁচটা চালাচ্ছিল যে মনে হবে বুঝি একটা পিচফর্ক চালাচ্ছে। তার মোটা কাপড়ের শার্টের তলাকার শক্তিশালী কাঁধগুলো ওঠা নামা করছিল জাঁতার মতো।

'কী আবার বেরুচ্ছিস?' গনচারেঙ্কো জিজ্ঞাসা করল।

'জী হুজুর!' মরোজকা দু'পা একত্র করে শক্ত হয়ে দাঁড়াল, তারপর এমন জায়গায় হাত দিয়ে সেলাম করলে যেটা উল্লেখ করা যায় না।

'সহজ হয়ে দাঁড়াতে পারো,' গনচারেঙ্কো কৃপা মিশ্রিত স্বরে বলল, 'এক সময় আমি নিজেও অমনি গাধা ছিলাম। কী কাজে পাঠান হচ্ছে?'

'এমনি একটা বাজে কাজে। কম্যান্ডারের হুকুম ব্যায়াম করি। নইলে হয়ত বসে বসে বেটাবেটির জন্ম দিতে শুরু করব।'

'গর্দভ!' বিড়বিড় করলে গনচারেঙ্কো। 'সুচানের বকবকে গাধা কোথাকার!'

আস্তাবল থেকে মরোজকা তার ঘোড়াটাকে বার করে আনল। লম্বা কেশরওলা ঘোড়াটা কান নাড়তে লাগল সতর্কের মতো। বেশ তাগড়াই লোমশ ঘোড়া, চেহারাটাও তার প্রভুরই মতো: সেই একই ধরনের নির্মল সবুজ-বাদামী চোখ, সেই একই ধরনের গাঁট্টাগোঁট্টা দেহ, বাঁকা বাঁকা পা, মুখের ভাবেও একই ধরনের সরল ধূর্তামি আর লাম্পট্য।

'মিশকা! চু-চু-চু... শয়তান!' জিনের পেটিটা এঁটে বাঁধতে বাঁধতে মরোজকা সস্নেহে বলল। 'মিশকা! চু-চু-চু... লক্ষ্মীমণি শয়তান!'

'পিঠে চড়তে হলে যদি বুদ্ধির দরকার হত,' গনচারেঙ্কো গম্ভীরভাবে

মন্তব্য করল, 'তাহলে, মাইরি বলছি, মিশকা চড়ত তোর ওপর, মিশকার ওপর তোকে আর চড়তে হত না।'

উঠোন থেকে মরোজকা ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল।

নদীর একেবারে তীর ধরে আগাছায় ভরা গ্রাম্য পথটা চলে গেছে। নদীর ওপারে দেখা যায় রৌদ্রস্নাত গম আর বাকহুইটে ভরা মাঠের পর মাঠ। সিখোতে-আলিন পর্বতশ্রেণীর নীল চূড়োগুলো বাষ্পাচ্ছন্ন কুজ্ঝটিকার উপর মাথা তুলে রয়েছে।

মরোজকা এক খনিমজুরের ছেলে, নিজেও সে খনিমজুর। তার সুচানের ঠাকুর্দা, ঈশ্বর এবং আত্মীয়স্বজনের কাছে পরিত্যক্ত সে ঠাকুর্দা তখনো জমিতে লাঙল চষত; কিন্তু তার বাবা ইতিমধ্যে কালো জমি ছেড়ে কয়লা ধরেছিল।

২ নং পিটের কাছে এক অন্ধকার ব্যারাকে মরোজকার যখন জন্ম হয়, তখন কাজে যাবার চড়া বাঁশি বাজছিল।

ঘুপসি ঘরটা থেকে পিটের ডাক্তার বেরিয়ে এসে যখন খবর দিয়েছিল যে তার ছেলেই হয়েছে, অন্য কিছু নয়, তখনো তার বাবা ফের আর একবার প্রশ্ন করেছিল, 'ছেলে?' তারপর বাধ্যের মতো সিদ্ধান্ত টেনেছিল, 'তার মানে চার নম্বর... আনন্দের জীবন...'

তারপর সে তার কয়লা গুঁড়ো মাখা তারপলিনের কালো জ্যাকেটটা পরে চলে গিয়েছিল কাজে।

বার বছর বয়সেই মরোজকা শিখে নিয়েছিল বাঁশির শব্দের সঙ্গে উঠতে, গাড়িগুলো ঠেলতে, অনাবশ্যক মুখখিস্তি করতে এবং ভোদকা গিলতে। সুচান খনিতে যতগুলো খনির টিপ্‌ল ছিল ততগুলো ছিল শুঁড়িখানা।

খনি থেকে দু'শ গজ দূরে উৎরাই শেষ হয়ে শুরু হয়েছে পাহাড়। তাদের ঢালু পিঠ থেকে শ্যাওলা-ঢাকা বিরাট বিরাট ফার গাছগুলো গম্ভীরভাবে তাকিয়ে থাকত বসতির উপর। কুয়াশাচ্ছন্ন শুভ্র সকালে তায়গা'র হরিণগুলো তাদের ডাক দিয়ে বাঁশির শব্দটাকে ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করত। নীলচে শৈলশিরার ওপর দিয়ে খাড়াই গিরিসঙ্কট উজিয়ে, শেষহীন রেলপথগুলো দিয়ে দিনের পর দিন কয়লা ভরা ট্রাকগুলো যেত কাঙ্গাউজ স্টেশনের দিকে। ডিবির উপরে কালো তেল মাখা চরকি কলগুলোয় অবিরাম টানে থরথরিয়ে জড়াতে থাকত পিচ্ছিল তারগুলো। আর গিরিসঙ্কটের পাদদেশে, যেখানে সুগন্ধী ফার গাছগুলোর মধ্যে ইটের

বাড়িগুলো বেখাপ্পাভাবে মাথা তুলেছিল, সেখানে কে জানত কার জন্যে কাজ করে যেত লোকেরা, রেলের ইঞ্জিনগুলো বেয়াড়া হাঁক ছাড়ত, আর গুঞ্জন করে যেত বৈদ্যুতিক লিফটগুলো।

সত্যিই সেটা ছিল আনন্দের জীবন।

সে জীবনে মরোজকা নতুন পথ খুঁজতে চেষ্টা করে নি, পুরনো, নিরাপদ পথটাই সে অনুসরণ করে। তার পালা আসতে সেও কিনল একটা সাটিনের শার্ট আর বাছুরের চামড়ার হাই বুট; ছুটির দিনে সে যেত নীচের উপত্যকার গ্রামে। সেখানে অন্যান্য ছোকরাদের সঙ্গে সে বাজাতে এ্যাকর্ডিয়ন, মারপিট বাধাত, চেঁচিয়ে গাইত বেসরম গান আর 'নষ্ট' করত গ্রামের মেয়েদের।

ফিরতি পথে 'খনির ছোঁড়ারা' চুরি করত তরমুজ ও গোল গোল শশা আর খরস্রোতা পাহাড়ী নদীতে চান করত। তাদের উচ্চ উচ্ছল স্বরে তায়গা জেগে উঠত। পাহাড়ের পিছন থেকে শীর্ণ হয়ে আসা চাঁদ তাদের দিকে তাকিয়ে থাকত ঈর্ষার দৃষ্টিতে। নদীর উপর দিয়ে ভেসে বেড়াত একটা উষ্ণ ভিজে কুয়াশা।

যথাসময়ে মরোজকাকে ভরা হল নোংরা, ছারপোকা ও ঘামে ভেজা পাপাটির দুর্গন্ধময় এক হাজতে। ঘটনাটা ঘটে যখন এপ্রিল মাসের হরতাল চরমে পৌঁছয়, যখন পিটের অন্ধ ঘোড়াদের কান্নার মতো মাটির তলার ঘোলাটে জল সারা দিন ধরে ফোঁটা ফোঁটা চুইয়ে পড়তে থাকে পিটের খুঁটিগুলো বেয়ে এবং কেউই তা পাম্প করে বার করে না।

কোনো দুঃসাহসী কাজ করেছিল বলে তাকে বন্দী করা হয় নি, তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল শুধু তার বাজে কথা বলার জন্য: পুলিস ভেবেছিল তাকে ভয় দেখিয়ে হাঙ্গামার নেতাদের নাম বার করতে পারবে। মাইখের মদ চোরাকারবারীদের সঙ্গে একত্রে দুর্গন্ধময় সেলে বসে বসে মরোজকা তার সেলের বন্ধুদের অজস্র অশ্লীল গল্প বলেছিল, কিন্তু হরতালের নেতাদের নাম সে ফাঁস করে দেয় নি।

আবার যখন পালা এল, গেল যুদ্ধক্ষেত্রে, ভর্তি হল অশ্বারোহী বাহিনীতে। সেখানে সব অশ্বারোহী সৈনিকদের মতোই শিখল 'হেঁটে চলা মোষগুলো'র দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাতে, আহত হল ছ'বার, দু'বার ভুগল শেল-শকে এবং বিপ্লবের ঠিক আগেই বরাবরের জন্য হল বরখাস্ত।

বাড়ি ফিরে পনের দিন ধরে সে দারুণ মদ্যপান করল আর তারপর এক

নম্বর পিটের এক গাড়ি-ঠেলিয়ে স্বৈরিণী বাঁজা মেয়েকে করল বিয়ে। সব কাজই সে করত কোনো রকম বিবেচনা না করে। সুচানের তরমুজ বাগানের গোল শশার মতোই জীবনটা তার কাছে মনে হত সরল ও সহজ।

হয়ত সেই কারণেই ১৯১৮-তে বৌকে সঙ্গে নিয়ে সে গিয়েছিল সোভিয়েতের পক্ষে লড়তে।

যাই-ই হোক না কেন তারপর থেকে তার আর খনিতে ফিরে যাওয়া হয় নি। সোভিয়েতের পতন হল। নতুন কর্তৃপক্ষ মরোজকার মতো ছোকরাদের সন্দেহের চোখে দেখত।

মিশকা তার লোহার নাল লাগান খুরে ক্রুদ্ধ শব্দ তুলে ছুটে চলল। কানের কাছে কমলা রঙের ডাঁশগুলো ভনভন করছিল। ঝাঁকড়া লোমের মধ্যে ঢুকে গিয়ে রক্ত খাচ্ছিল কামড়ে কামড়ে।

মরোজকা প্রবেশ করল স্ভিয়াগিনো সংগ্রাম এলাকার মধ্যে। উজ্জ্বল সবুজ বাদাম গাছে ঢাকা এক পাহাড়ের পিছনে ক্রিলোভকা গ্রামটা দেখা যাচ্ছে না। সেখানেই শাল্দিবার সৈন্যদের ঘাঁটি।

'ভন-ভন, ভন-ভন... ভন-ভন-ভন-ভন!' ডাঁশগুলোর তীক্ষ্ম সঙ্গীত যাচ্ছিল ক্রমাগত শোনা।

পাহাড়ের পিছনে অদ্ভুত একটা শব্দ ফেটে পড়ে গুরুগুরু করে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। তারপর শোনা গেল দ্বিতীয় আর তৃতীয় বার। যেন একটা বুনো জানোয়ার তার শিকল ছিঁড়ে কাঁটা ঝোপের ভিতর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে চলেছে ছুটে।

'দাঁড়া!' লাগাম টেনে চাপা গলায় মরোজকা বলল।

অগ্রগামী পেশল শরীরটা থমকে মিশকা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল আজ্ঞাবহের মতো।

'শুনেছিস? গোলাগুলির শব্দ!' জিনের উপর সোজা হয়ে বসতে বসতে আর্দালি বিড়বিড় করে বলল। 'গুলি চলছে, তাই না?'

পাহাড়ের পিছন থেকে র‍্যাট-ট্যাট-ট্যাট শব্দ করে উঠল একটা মেসিনগান। বের্দান রাইফেলের কান-ফাটানো দুমদাম আর জাপানী কার্বাইনের তীক্ষ্ম-নিটোল কাঁদুনিকে তা যেন সেলাই করে দিল তার আগুনের সুতো দিয়ে।

'এগিয়ে চল, দৌড়!' মরোজকা উত্তেজিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল।

রেকাবে গেঁথে বসল তার পা, কম্পিত আঙুল দিয়ে সে তার রিভলবারের চামড়ার কেসটা খুলল, আর শনশন শব্দ করা ঝোপগুলোর ভিতর দিয়ে মিশকা তীব্র গতিতে ছুটে চলল পাহাড়ের চূড়োর দিকে।

চূড়োয় পেঁছবার ঠিক আগে মরোজকা আচমকা লাগাম টেনে দিল।

'দাঁড়া এখানে!' জমির উপর লাফিয়ে নেমে লাগামগুলো জিনের উপর ছুঁড়ে দিয়ে সে বলল। মিশকা ছিল ভারি অনুগত, তাকে বাঁধবার দরকার হয় না।

মরোজকা হামাগুড়ি দিয়ে এগুল চূড়োর দিকে। ডান দিকে ক্রিলোভকাকে এড়িয়ে টুপির উপর সবুজ আর হলদে ফিতে আটকানো ছোট ছোট একই আকারের অসংখ্য মূর্তিগুলো নিখুঁতভাবে সারবন্দী অবস্থায় এগিয়ে আসছিল, যেন কুচকাওয়াজ করছে। বাঁ দিকে বার্লির সোনালী শিষের ভিতর দিয়ে দলে দলে লোক আতঙ্কে এলোমেলোভাবে পালাচ্ছে আর দৌড়তে দৌড়তেই বন্দুক ছুঁড়ছে। ক্রুদ্ধ শাল্দিবা (কালো ঘোড়া আর ব্যাজারের ফারের ছুঁচলো টুপিটা দেখে মরোজকা তাকে চিনতে পারল) পাগলের মতো চাবুকটা হাঁকাচ্ছে তার, কিন্তু লোকদের সে থামাতে পারছিল না। বেশ দেখা যাচ্ছিল কেউ কেউ আবার লুকিয়ে তাদের লাল ফিতেগুলো ছিঁড়ে ফেলছে।

'শুয়োর-কা-বাচ্চা! করছে কী দ্যাখো দিকি, শালারা করছে কী!' বন্দুকের শব্দে ক্রমাগত উত্তেজিত হয়ে বিড়বিড় করে উঠল মরোজকা।

আতঙ্কিত লোকগুলোর শেষ দলে মাথায় শাদা রুমাল বাঁধা, খাটো সহুরে জ্যাকেট পরা রোগা চেহারার একটি ছোকরা তার রাইফেলটা মাটিতে ঘষটাতে ঘষটাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটছিল। মনে হল দলের বাকী সবাই ইচ্ছে করেই আস্তে আস্তে দৌড়ছিল যাতে তাকে ফেলে যেতে না হয়। দলটা দ্রুত পাতলা হয়ে আসছিল, শাদা রুমাল বাঁধা লোকটিও পড়ে গেল। তবে মরে নি, কয়েকবার চেষ্টা করল উঠে ধীরে ধীরে চলতে, সে হাত বাড়িয়ে কী যেন চীৎকার করে বলল।

পিছনে না তাকিয়ে তাকে ফেলে লোকগুলো আরো জোরে দৌড়তে লাগল।

'বেজন্মার দল! কী করছে দ্যাখো দিকি?' আবার বলল মরোজকা, ঘেমে ওঠা আঙুলগুলোয় কার্বাইনটা মুঠো করে ধরল উত্তেজিত হয়ে।

'মিশকা! এখানে আয়!..' অস্বাভাবিক গলায় চীৎকার করে উঠল সে।

মৃদু ডেকে ঘোড়াটা দৌড়ে এল পাহাড়ের চূড়োয়। তার নাকটা স্ফীত হয়ে উঠেছে, সারা গায়ে আঁচড় আর রক্ত।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই উড়ন্ত পাখির মতো মরোজকা ছুটে চলল বার্লি মাঠের উপর দিয়ে। তার মাথার উপর তীক্ষ্ন শিস দিয়ে জ্বলন্ত সীসের ডাঁশগুলো চলল ছুটে, মনে হল ঘোড়ার পিঠটা কোন এক অতলে তলিয়ে গেছে, তার পায়ের নীচে বার্লিগুলো শিস দিয়ে উঠল।

'শুয়ে পড়!..' এক পাশে লাগামগুলো ছুঁড়ে ক্ষিপ্তের মতো এক পায়ে জুতোর কাঁটার খোঁচা দিয়ে চীৎকার করে উঠল মরোজকা।

মিশকা গোলাগুলির নীচে শুয়ে থাকতে চাইল না। মাথায় রক্তাক্ত শাদা রুমাল বাঁধা শুয়ে থাকা কাতরানো যুবকের চারপাশে চার পায়ে সে লাফিয়ে চলল।

'শুয়ে পড়!..' টান মেরে ঘোড়াটার ঠোঁটগুলো ছিঁড়ে মরোজকা ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

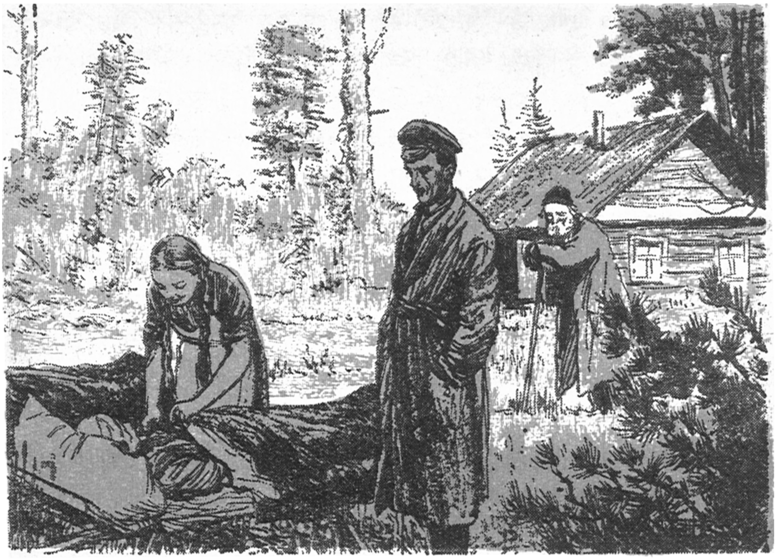
কম্পিত হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে পড়ল মিশকা।

আহত ছেলেটিকে জিনের উপর তুলতেই সে কাতরাতে লাগল, 'লাগছে উহ্... লাগছে...' মুখটা তার ফ্যাকাশে, মাকুন্দ এবং পরিষ্কার, যদিও রক্ত মাখা।

'চুপ করো, নাকে-কাঁদুনী কোথাকার!' মরোজকা ধমক দিলে হিসিয়ে।

কয়েক মিনিট পর লাগামটা ছেড়ে দু' হাতে তার বোঝাটাকে ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়টা ঘুরে সে ছুটে চলল সেই গ্রামের দিকে যেখানে লেভিন্সন বাহিনী ঘাঁটি নিয়েছে।





২

মেচিক

সত্যি কথা বলতে কি, যে ছেলেটার জীবন সে বাঁচিয়েছিল তাকে মরোজকার ভালো লাগে নি।

পরিপাটী পরিচ্ছন্ন লোকদের মরোজকার ভালো লাগে না। তার জীবনের অভিজ্ঞতায় সে দেখেছে এরা অস্থিরমতি, অকেজো, এদের বিশ্বাস করা চলে না। তাছাড়া প্রথম থেকেই আহত ছেলেটি বিশেষ মনের জোর দেখায় নি।

'একেবারে মেয়েলি...' রিয়াবেৎসের কুটিরে এক বিছানায় হতচেতন ছেলেটাকে যখন শোয়ান হচ্ছিল আর্দালি তখন ব্যঙ্গ করে বলেছিল, 'এক আঁচড়েই একেবারে কাবু।'

খুবই অপমানসূচক কিছু একটা মরোজকা বলতে চাইছিল, কিন্তু ঠিক কথাটা কিছুতেই জোগাল না।

'বোঝাই যাচ্ছে, একেবারে শিকনি ঝরা...' বিরক্ত হয়ে সে গজগজ করে উঠল।

'বকবকানি থামা তো!' লোভিন্সন রুক্ষ স্বরে তাকে থামিয়ে দিল। 'বাক্লানভ! অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাস।'

ছেলেটার ক্ষত বেঁধে দেওয়া হল। জ্যাকেটের পাশ পকেট থেকে বেরুল সামান্য টাকা, কাগজপত্র (নাম পাভেল মেচিক), একতাড়া চিঠি আর একটি তরুণীর ফোটো।

গোটা বিশেক গোমড়ামুখো, দাড়ি ভরা, রোদে পুড়ে কালো চেহারার লোক একে একে মেয়েটির নরম মুখ আর হালকা কুঞ্চিত কেশদাম দেখল, তারপর এক অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতার মধ্যে ছবিটাকে রেখে দেওয়া হল যথাস্থানে। আহত ছেলেটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল, তার ঠোঁটগুলো ঠান্ডা, রক্তশূন্য, কম্বলের উপর তার হাত পড়ে রইল মড়ার মতো।

সেই গুমোট পায়রা-ধূসর সন্ধ্যায় গ্রামের বাইরে একটা গাড়িতে করে কী ভাবে তাকে ঝাঁকানি খাওয়াতে খাওয়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেটা সে টের পায় নি। জ্ঞান তার ফেরে স্ট্রেচারে। তালে তালে দোলার প্রথম ঠাহরটা তার মিশে গেল চোখের সামনে ভাসন্ত এক তারাময় আকাশের একই রকম আবছা একটা অনুভূতিতে। চতুর্দিক থেকে ভিড় করে এল এক কুণ্ডলিত চক্ষুহীন অন্ধকার। পাইন কাঁটা আর ঝরা পাতার উগ্র তীব্র গন্ধ আসছিল নাকে, যেন সুরায় সিঞ্চিত।

যারা তাকে অমন ধীরে ধীরে সযত্নে বয়ে নিয়ে চলেছে তাদের উপর কৃতজ্ঞতায় তার হৃদয় ভরে উঠল। তার ইচ্ছে হল তাদের সঙ্গে কথা বলবে। ঠোঁট নাড়ল সে, কিন্তু কিছু বলবার আগে অজ্ঞান হয়ে গেল।

আবার যখন তার জ্ঞান হল ততক্ষণে সকাল হয়ে গেছে। সিডার গাছের ধোঁয়াটে ডালপালার উপর এক অলস সূর্য যেন গলে পড়ছে। ছায়ায় এক বাঙ্কের উপর মেচিক শুয়েছিল। তার ডান দিকে দাঁড়িয়েছিল হাসপাতালের ধূসর পোষাকে পরা এক দীর্ঘ দৃঢ়কায় লোক, বাঁ পাশে তার বিছানার উপর ঝুঁকে পড়েছিল একটি শান্ত কোমল নারীমূর্তি, তার সোনালী-তামাটে বেণী উলটে এসেছে কাঁধের উপর দিয়ে।

প্রথমে সে অভিভূত হল কেমন যেন লক্ষ্যহীন, কিন্তু অসীম, সর্বব্যাপী এক মমতা ও কোমলতার অনুভূতিতে আর তা যেন ক্ষরিত হচ্ছে এই শান্ত মূর্তিটা থেকে, তার বড় বড় কুহেলিকাময় চোখ, তার ঘন বিনুনি আর তার উষ্ণ তামাটে হাত দুটো থেকে।

'কোথায় আমি?' নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল মেচিক।

সেই দীর্ঘ ও দৃঢ়কায় লোকটি কোথা থেকে একটা কঠিন হাড্ডিসার হাত বাড়িয়ে তার নাড়ি দেখল।

শান্ত স্বরে সে বলল, 'এতেই হবে... ভারিয়া, ড্রেসিং-এর জন্যে সবকিছু তৈরী রাখো আর খারচেঙ্কোকে ডাকো...' খানিক থেমে কে জানে কার উদ্দেশে সে যোগ করল, '...একই সঙ্গে।'

মেচিক কষ্ট করে চোখ খুলে বক্তার দিকে তাকাল। লোকটার মুখটা হলদে আর লম্বাটে, বসা-বসা জ্বলজ্বলে চোখ। নির্বিকার দৃষ্টিতে তা তাকিয়ে আছে আহতের দিকে, একটা চোখ অকস্মাৎ মটকে উঠল বীরসভাবে।

কড়কড়ে ক্ষত স্থানে খসখসে গজটা ঢোকাবার সময় প্রচুর লাগল, কিন্তু মেচিক আর্তনাদ করল না, মেয়েটির শান্ত, স্নেহশীল দুটি নারী হাতের সন্তর্পণ স্পর্শ সে অনুভব করছিল সবসময়।

'বাস!' ড্রেসিং শেষ করে দীর্ঘ লোকটি বলল। 'তিনটে ফুটো সত্যিকারের ফুটো, কিন্তু মাথাটায় শুধু আঁচড় লেগেছে। ওগুলো এক মাসের মধ্যে সেরে যাবে, নইলে আমার নাম স্তাশিনস্কি নয়।' একটু চাঙ্গা হয়ে উঠল সে। চঞ্চল হয়ে উঠল আঙুলগুলো, শুধু তার চোখ দুটোয় তখনো সেই বিষণ্ণ ঝলক, ডান চোখটা মিটমিট করতে থাকল একই রকম।

মেচিকের মুখ আর হাতগুলো ধোয়ান হল। কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে সে চারিদিকে তাকাল।

কাঠের ছাউনির কাছে কয়েকজন লোক ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে; চিমনি দিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে নীল ধোঁয়া উঠছে; ছাতের রজনে রোদ চমকাচ্ছে। বনের কিনারায় একটা বড় কালো ঠোঁটওলা কাঠঠোকরা একমনে ঠকঠক করে চলেছে। শাদা দাড়িওলা, হাসপাতালের পোষাক পরা এক শান্ত চেহারার বৃদ্ধ লাঠির ওপর ভর দিয়ে সদয় চোখে তাকিয়ে দেখছে চারিদিকে।

বৃদ্ধের উপর, ছাউনির উপর, মেচিকের উপর ঝরে পড়ছে রজনের গন্ধ-ভরা তায়গার আতৃপ্ত স্তব্ধতা।

প্রায় তিন সপ্তাহ আগে বুটের মধ্যে সরকারী হুকুমনামা ও পকেটে একটা রিভলবার নিয়ে মেচিক যখন সহর থেকে পায়ে হেঁটে এসেছিল তখন ভবিষ্যতে তার কপালে কী আছে সে সম্বন্ধে তার ধারণা ছিল খুবই

অস্পষ্ট। মনের ফুর্তিতে সহরের একটা উচ্ছল সুর সে গাইছিল শিস দিয়ে। শিরায় শিরায় ছুটছিল স্পন্দিত রক্ত স্রোত; লড়াই আর গতির জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল সে।

পাহাড়-বনের লোকেরা (যাদের শুধু সংবাদপত্র মারফৎ চিনত) তার চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠছিল বারুদের ধোঁয়া এবং বীর কীর্তির পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে। সেই মেয়েটি, চুলগুলো যার সুন্দর করে কোঁকড়ানো, তাকে নিয়ে কৌতূহলে, স্পর্ধিত কল্পনায় আর মধুর স্মৃতিতে মন ছিল তার ভরা। সে মেয়ে নিশ্চয় আগের মতোই সকালের কফি খাচ্ছে বিস্কুট দিয়ে, আর তারপর নীল কাগজের মলাট দেওয়া পাঠ্যপুস্তকগুলোকে একত্রে স্ট্র্যাপে বেঁধে ইস্কুলে যাচ্ছে দ্রুত পায়ে...

সে যখন ক্রিলোভকার কাছাকাছি এসে পড়েছে, তখন বের্দান রাইফেল বাগিয়ে ঝোপের ভিতর থেকে কতকগুলো লোক বেরিয়েছিল লাফিয়ে।

'তুমি কে?' নাবিকের টুপি-পরা তীক্ষ্ম মুখ একটা লোক প্রশ্ন করেছিল।

'মানে... আমাকে সহর থেকে পাঠান হয়েছে...'

'কাগজপত্র আছে?'

হুকুমনামাটা বার করার জন্য তাকে বুটটা খুলতে হয়েছিল।

'সোশ্যালিস্ট... রে-ভ-লিউ-শানারিদের... সমুদ্র-তীর-বর্তী... আঞ্চলিক কমিটি,' কাঁটার মতো তীক্ষ্ম চোখ দিয়ে মাঝেমাঝে মেচিকের দিকে তাকাতে তাকাতে প্রতিটি অক্ষরে থেমে থেমে পড়ছিল নাবিকটা। তারপর অনিশ্চিতের মতো টেনে টেনে মন্তব্য করলে, 'আচ্ছা-া...'

অকস্মাৎ তার মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠল। মেচিকের কোটের ল্যাপলটা চেপে ধরে সে কঠিন তীক্ষ্ম গলায় চীৎকার করেছিল:

'কুত্তির বাচ্চা কাঁহাকা!..'

'কী? কী?' হকচকিয়ে উঠেছিল মেচিক। এটা তো ম্যাক্সিমালিস্টদের লেখা। কমরেড, পড়ে দেখো!'

'খানাতল্লাস করো!'

কয়েক মিনিট পরে প্রহৃত ও নিরস্ত্রীকৃত মেচিককে ব্যাজার ফারের ছুঁচলো টুপি পরা একটি লোকের সামনে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। তার কালো চোখগুলো যেন একেবারে আপাদমস্তক পুড়িয়ে ছাড়ে।

'ওরা বুঝতে পারে নি,' তোৎলাতে তোৎলাতে এবং ফোঁপাতে ফোঁপাতে

মেচিক বলেছিল। 'কাগজটায় তো লেখাই আছে... ম্যাক্সিমালিস্টদের কাছ থেকে...'

'কই, কাগজগুলো আমাকে দাও!'

ছুঁচলো টুপি পরা লোকটা হুকুমনামাটার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

তার জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে মোচড়ান কাগজটা থেকে যেন ধোঁয়া উঠছিল। তারপর সে দৃষ্টি ফেরাল নাবিকের দিকে।

'গর্দভ কোথাকার!' কঠিন স্বরে সে বলেছিল। 'দেখতে পাচ্ছ না লেখা রয়েছে — ম্যাক্সিমালিস্ট।'

'দেখলে তো!' খুশি হয়ে মেচিক বলেছিল, 'আমি তো আগেই বলেছিলাম ম্যাক্সিমালিস্ট! সে তো একেবারেই অন্য ব্যাপার।'

'তাহলে, খামোকাই পিটুনি দিলাম,' হতাশ কণ্ঠে বললে নাবিকটি। 'ধুর শালা!'

সেই দিন থেকে এই সৈন্যদলের একজন হিসেবে মেচিক সবরকম সুবিধে পেয়ে এসেছে।

তার উদ্দীপ্ত কল্পনায় যে ছবি ছিল তার চারিদিকের লোকেরা একেবারেই সে রকম নয়। এরা অনেক বেশি নোংরা, উকুন-ভরা, নিষ্ঠুর ও সরল। তারা পরস্পরের কাছ থেকে কার্তুজ চুরি করত, সামান্য ব্যাপার নিয়ে প্রচণ্ড মুখখিস্তি করে ঝগড়া বাধাত এবং এক টুকরো শুয়োরের মাংসের জন্য রক্তারক্তি করত। মেচিককে নিয়ে তারা বিদ্রূপ করত সামান্য ছুতোতেই, — তার সহুরে জ্যাকেট, তার নির্ভুল ভাষা, ও যে তার রাইফেল পরিষ্কার করতে পারে না, এবং এমনকি ও যে খাবারের সময় রুটি খায় আধসেরেরও কম — এই সব নিয়েই।

কিন্তু তাহলেও তারা পুস্তকবর্ণিত লোক নয়, তারা ছিল সত্যিকারের জীবন্ত মানুষ।

এখন, তায়গার এক শান্ত ফাঁকায় শুয়ে শুয়ে মেচিক এই সব কথাই ভাবছিল। খানিকটা কাঁচা হলেও যে আন্তরিক আবেগ নিয়ে সে এই সৈন্যদলে এসেছিল, তার জন্য এখন সে মনে মনে অনুশোচনা করতে লাগল। তার আশেপাশের লোকের যত্ন ও স্নেহ এবং তায়গার নিদ্রাতুর নিস্তব্ধতা তার কাছে এখন খুবই পীড়াদায়ক লাগল।

দুটি স্রোতের সঙ্গমস্থলে হাসপাতালটি। অরণ্যের প্রান্তে কাঠঠোকরাটা যেখানে অবিরাম শব্দ করে যাচ্ছে, সেখানে লাল রঙের ছোপ লাগা কালো কালো

মাণ্ডুরীয় মেপল গাছগুলোর ফিসফিসানি আর নীচে ঢালু জমিটার পাদদেশে রুপালী ফার্ণের পাড় দেওয়া স্রোতগুলোর অবিরাম গান। অসুস্থ ও আহতদের সংখ্যা ছিল খুব কম। দুটি মাত্র লোক ছিল গুরুতরভাবে আহত: ফ্রলোভ নামে সুচানের পার্টিজান দলের একটি লোক, তার পেটে বুলেটের ক্ষত, আর মেচিক।

ছাউনির গুমোট থেকে প্রতিদিন সকালে তাদের যখন ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে যাওয়া হত, পিকা নামে সেই শাদা দাড়িওলা শান্ত বৃদ্ধটি আসত মেচিকের কাছে। তাকে দেখে মেচিকের কেমন একটি ভারি পুরনো সকলের ভুলে যাওয়া ছবির কথা মনে হত: এক প্রাচীন শ্যাওলা-ঢাকা মঠের কাছে প্রশান্ত স্তব্ধতার মধ্যে ধর্মজাযকদের টুপি-পরা ধবধবে শান্ত চেহারার এক বৃদ্ধ এক বিলের পান্না-সবুজ তীরে বসে মাছ ধরছে। বৃদ্ধের মাথার উপরে এক প্রশান্ত আকাশ; আতপ্ত আলস্যের মধ্যে প্রশান্ত ফার গাছ; নলখাগড়ায় ভরা প্রশান্ত হ্রদ। শান্তি, স্বপ্ন, নিস্তব্ধতা...

এই স্বপ্নের জন্যই কি মেচিকের মন কেমন করছিল?

গ্রামের কীর্তনীয়ার মতো সুরেলা গলায় মেচিককে পিকা বলে তার ছেলের কথা, যে ছিল লালরক্ষী।

'হ্যাঁ, আসে আমার কাছে। আমি আমার মৌমাছির বাগানে বসে আছি... তাছাড়া আর কোথায় থাকব?.. তা বহুকাল তো আমাদের দেখা সাক্ষাৎ নেই, তাই চুমু খাওয়া টাওয়া হল, বুঝতেই তো পারছ। কিন্তু আমি টের পাচ্ছি, কী যেন একটা ভাবছে। বলে, — বাবা, আমি চিতা সহরে চলে যাচ্ছি। — সে আবার কী? না, — হ্যাঁ বাবা, চেকোস্লোভাকরা হাজির হয়েছে সেখানে। বলি, — তা চেকোস্লোভাক এল তো তোর কী? থাক, এখানে দেখো না, ধনধান্যি কত। তা কথাটা তো মিথ্যে নয়, মৌমাছির বাগানটা আমার সগগো বললেও চলে, — বার্চ গাছ কত, লাইম গাছে ফুল ফুটেছে, মৌমাছিগুলো কেবলি গুন্‌গুন্‌... গুন্‌গুন্‌...'

পিকা তার নরম কালো টুপিটা খুলে আনন্দে ঘোরাতে থাকত।

'তা দ্যাখো দিকি? রইল না। কিছুতেই রইল না। চলে গেল। আর এখন **কলচাকরা** আমার সে মৌমাছির বাগানটাও ছারখার করলে, ছেলেও আমার নেই... দ্যাখো কেমন জীবন!'

বৃদ্ধের কথা শুনতে মেচিকের ভালো লাগে। ভালো লাগে তার মৃদু

টানা টানা স্বর, তার মন্থর অঙ্গভঙ্গী যেগুলো তার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে যেন বেরিয়ে আসে।

কিন্তু আরো ভালো লাগে নার্স তার পরিচর্যায় এলে। হাসপাতালের সবাইকার জন্য সে কাচাকাচি সেলাই ফোড়াইয়ের কাজ করে। টের পাওয়া যায় মানুষের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা। তবে মেচিকের উপর তার স্নেহ যত্ন যেন বেশি। ধীরে ধীরে সেরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাকে মেচিক পার্থিব দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। একটু কুঁজো মেয়েটি, রঙটা ফ্যাকাশে, মেয়েদের তুলনায় হাতগুলো বড় বড়। কিন্তু হাঁটার ভঙ্গীটা অদ্ভুত ধরনের উগ্র, কাটাখাট্টা, আর কণ্ঠস্বরে সর্বদাই কিসের যেন একটা আভাস।

বিছানায় তার পাশে সে যখন বসে, স্থির হয়ে শুয়ে থাকা তখন মেচিকের পক্ষে কষ্টকর হয়ে ওঠে। (সোনালী কোঁকড়ানো চুলের মেয়েটির কাছে কখনো বোধ হয় কথাটা সে স্বীকার করত না।)

পিকা একদিন বলল, 'ভারিয়া মেয়েটা ছেনাল, স্বামী, মরোজকা, রয়েছে সৈন্যদলে, আর বেহায়া মেয়েটা এখানে নষ্টামি চালাচ্ছে।'

বৃদ্ধ যেদিকে চোখ মটকাল মেচিক তাকাল সেদিকে। ফাঁকা জায়গাটায় নার্স কাপড় কাচছে আর কম্পাউন্ডার খারচেঙ্কো ঘুরঘুর করছে তার কাছে। থেকে থেকে ভারিয়ার দিকে ঝুঁকে সে মজাদার কিছু একটা বলছে আর কাজ ভুলে মেয়েটি তার দিকে তাকাচ্ছে অদ্ভুত ধোঁয়াটে দৃষ্টিতে। 'ছেনাল' কথাটা মেচিকের মনে তীব্র কৌতূহল জাগাল।

'কিন্তু ... অমন কেন সে? ..' বিহ্বলতা ঢাকবার চেষ্টা করে সে প্রশ্ন করল পিকাকে।

'কে বা জানে কেন এত সোহাগী — কাউকেই ও কিছুতেই ফেরাতে পারে না, এই হল আসল ব্যাপার ...'

নার্স সম্বন্ধে তার প্রথম ধারণাটার কথা মেচিকের মনে পড়ল এবং দুর্বোধ্য একটা বিদ্বেষ জেগে উঠল তার মনে।

সেই মুহূর্ত থেকে আরো ভালো করে তাকে সে লক্ষ করে চলল। বাস্তবিকই, পুরুষগুলোর সঙ্গে তার ঢলাঢলিটা বড়োই বেশি, বলতে কি, নেহাৎ শয্যাশায়ী নয় এমন সবাইকার সঙ্গেই। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে হাসপাতালের মধ্যে মেয়ে তো আর নেই।

একদিন সকালে মেচিকের ক্ষতস্থান ড্রেস করে দেবার পর ভারিয়া রয়ে গেল তার বিছানাটা গোছগাছ করতে।

'একটু বসো আমার কাছে,' লাল হয়ে উঠে মেচিক বলল।

অনেকক্ষণ তার দিকে মন দিয়ে তাকিয়ে রইল ভারিয়া, সেদিন হাসপাতালের কাপড় ধোবার সময় যে দৃষ্টিতে ও খারচেঙ্কোর দিকে তাকিয়েছিল সেই দৃষ্টিতে।

'খুব যে দেখছি...' কিছুটা অবাক হয়েই কথাটা যেন বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে।

তাহলেও বিছানাটা গোছগাছ করার পর তার পাশেই সে বসল।

'খারচেঙ্কোকে তোমার ভালো লাগে না?' প্রশ্ন করল মেচিক।

প্রশ্নটা তার কানে যায় নি, বড় বড় কুহেলিকাময় চোখগুলো দিয়ে মেচিককে বিহ্বল করে নিজের মনেই সে কথা কয়ে যাচ্ছিল:

'অথচ এত ছোটো...' তারপর কথাটা খেয়াল হতেই বলল, 'খারচেঙ্কো?.. তা মন্দ কি। তোমরা সব পুরুষ মানুষরাই সমান...'

বালিশের তলা থেকে খবরের কাগজে জড়ান ছোটো একটা পুঁটলি বার করল মেচিক। অস্পষ্ট হয়ে আসা ফোটোগ্রাফ থেকে মেয়েটির পরিচিত মুখ তাকাল তার দিকে, কিন্তু আগের মতো এখন আর সেই মুখকে অতটা সুন্দর বলে মনে হল না। এ যেন অজানা একটা মুখ, তার প্রফুল্লতা কৃত্রিম, আর কথাটা নিজের কাছে স্বীকার করতে মেচিকের ভয় হলেও সে বুঝতে পারল না কেন তার কথা সে আগে অত ভাবত। কেন যে কাণ্ডটা সে করছে, করা উচিত কিনা কিছুই না ভেবে সুন্দর কোঁকড়ান চুলের মেয়েটির ছবিটা সে এগিয়ে দিল নার্সের দিকে।

নার্স সেটাকে ভালো করে দেখতে লাগল, প্রথমে কাছে থেকে, পরে এক হাত দূর থেকে। অকস্মাৎ আর্তনাদ করে ছবিটা ফেলে বিছানা থেকে সে লাফিয়ে উঠল, ভীত চকিত দৃষ্টিতে তাকাল ঘাড় ফিরিয়ে।

'খাসা মাগী বটে!' মেপল গাছের পিছন থেকে শোনা গেল কার ভাঙা ভাঙা বিদ্রূপের স্বর।

আড়চোখে সেদিকে তাকাতেই যে মুখটা মেচিকের চোখে পড়ল সেটা যেন আশ্চর্য পরিচিত। টুপির নীচে অবাধ্য লালচে একগোছা চুল ঝুলছে, চোখগুলো তার সবুজ বাদামী, বিদ্রূপ-ভরা। তার মনে পড়ল এক সময় এই চোখ দুটোর ভাব ছিল একেবারে অন্য রকম।

'সে কি, ভয় পেলি যে বড়ো?' শান্তভাবে বলে চলল সেই ভাঙা স্বরটা। 'আরে তোকে বলি নি, বলছি ওই ছবিটার কথা... কত মাগী বদলালাম, কিন্তু

দ্যাখো, ফোটো একটাও নেই। তা তুই নয় একটা ছবি আমায় দিস কোনো দিন?..'

ভারিয়া আত্মস্থ হয়ে হেসে উঠল।

'তা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে সত্যি...' এমন স্বরে সে বলল যেটা তার স্বাভাবিক স্বর একেবারেই নয়, বললে গিন্নির মতো সুরেলা গলায়। 'ভূত একেবারে, কোথা থেকে এসে জুটলে,' তারপর মেচিকের দিকে ফিরে সে বলল, 'এ হল মরোজকা, আমার সোয়ামী। কিছু না কিছু একটা কান্ড ওর করাই চাই...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দুজন আমরা দুজনকে চিনি... সামান্য,' আর্দালি বলল, 'সামান্য' কথাটা বিশেষ শ্লেষ দিয়ে টেনে।

মেচিক হতবুদ্ধি হয়ে শুয়ে রইল, লজ্জা আর অপমানে কোনো কথাই তার জোগাল না। ভারিয়া ততক্ষণে ছবিটার কথা ভুলে গেছে। তার স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে ছবিটার উপর তার পা পড়ল। সেটা তুলে দেবার কথা বলতেও মেচিকের লজ্জা হল।

তারা দুজনে তায়গায় চলে যাবার পর, মেচিক নিজেই দাঁত চেপে পায়ের যন্ত্রণা সহ্য করে মাটি মাখা পদদলিত ফোটোগ্রাফটা তুলে নিয়ে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলল।





৩

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়

দুপুর গড়িয়ে যাবার অনেক পরে মরোজকা আর ভারিয়া ফিরল অলস অবসন্ন শরীরে। পরস্পরের দিকে তারা তাকাচ্ছিল না।

ফাঁকা জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়াল মরোজকা। তারপর মুখের মধ্যে দুটো আঙুল ভরে তিন বার তীক্ষ্ন ডাকাতে শিস দিল। আর ঠিক যেন রূপকথার গল্পের মতোই ঝোপের ভিতর থেকে খুরের শব্দ করে লাফিয়ে বেরুল একটা লোমশ ঘোড়া, মেচিকের মনে হল এদের দুজনকেই সে যেন কোথায় দেখেছে।

'মিশকা, দোস্ত, কুত্তির বাচ্চা, খুব দেরি হয়ে গেল না?' সস্নেহে হুঙ্কার ছাড়লে সে।

মেচিকের পাশ দিয়ে যাবার সময় তার দিকে চেয়ে সে ধূর্ত হাসি হাসল। তারপর ছায়ায় ঢাকা সবুজ সংকীর্ণ গিরিসংকটের ঢালু জায়গায় ঘোড়ার পিঠে ঝাঁকুনি খেতে খেতে যাবার সময় একাধিকবার মেচিকের কথা তার মনে পড়েছিল। 'ওদের মতো লোকেরা সব কেন যে আসে আমাদের সঙ্গে?'

রাগতভাবে হতবুদ্ধি হয়ে সে ভাবল। 'যখন শুরু করেছিলাম তখন কেউ আসে নি; আর দেখছে তৈরি — চলে আসছে!' তার ধারণা হয়েছিল যে মেচিক এসেছে একেবারে সব 'তৈরি' হয়ে যাবার পর, যদিও সত্যি কথা বলতে কি, তখনো তাদের সামনে দীর্ঘ ও কঠিন পথ। 'এসব মিনমিনে লোক আসে, কাবু হয়ে পড়ে, আর ভুগতে হয় আমাদের... কী ওর মধ্যে পেল আমার ঐ বোকা বৌটা?'

এ কথাও তার মনে হল যেন জীবনটা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে: সুচান জীবনের সেই পুরনো পথটা আগাছায় হারিয়ে গেছে, নিজের জন্য নতুন একটা পথ তাকে নিজেই করে নিতে হবে।

নিজের ভারাক্রান্ত চিন্তায় মরোজকা এমন অন্যমনস্ক ছিল যে তার খেয়ালই হয় নি কখন সমতল জায়গায় এসে পৌঁছেছে। সুগন্ধী বাণতৃণ ও বুনো ঝাঁকড়া ক্লোভারের মধ্যে শিস দিচ্ছে ঘাস কাটার লম্বা হাতলওলা কাস্তে। লোকগুলোর মাথার ওপর ঘনিয়ে উঠেছে মেহনতের দিন। ক্লোভারের মতোই ঝাঁকড়া দাড়ি সবার, পরনে ঘামে ভেজা হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কামিজ, হাঁটু বেঁকিয়ে মাপা কদমে এগিয়ে চলেছে তারা আর পায়ের কাছে গুঞ্জন করে লুটিয়ে পড়ছে গা-এলানো সুগন্ধী ঘাস।

সশস্ত্র ঘোড়সওয়ারকে দেখে ধীরেসুস্থে কাজ থামিয়ে তারা কঠিন হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল।

'ঠিক মোমবাতির মতো!' রেকাবির উপর ভর দিয়ে একটু উঠে, খাড়া শরীরটাকে জিনের উপর খানিকটা বাঁকিয়ে মরোজকা ঠিক মোমবাতির শিখার মতোই একটু কেঁপে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যেতে তারা তার ঘোড়ায় বসার ধরনটা তারিফ করে বলল।

নদীটার বাঁক পেরিয়ে গ্রামের সভাপতি খমা রিয়াবেৎসের তরমুজ খেতের কাছে মরোজকা তার ঘোড়াটা থামল। খেতটার চেহারা ছন্নছাড়া। গৃহকর্তা যখন জনসাধারণের কাজে নামে, তখন তার তরমুজ খেতে আগাছা জন্মায়, তার ঠাকুর্দার কুঁড়েটা ভেঙে পড়ে, পেট-মোটা ফুটিগুলো সুগন্ধের মধ্যে ধীরে ধীরে পেকে ওঠে আর কাকতাড়ুয়াটা দেখায় ঠিক এক মুমূর্ষু পাখীর মতো।

চারদিকে চোরের মতো তাকাতে তাকাতে সেই জীর্ণ কুঁড়েটার দিকে মরোজকা তার ঘোড়াটা ফেরাল। ভিতরে তাকাল সাবধানী দৃষ্টিতে। কুঁড়েটা খালি। মেঝেয় ছড়িয়ে আছে ছেঁড়া ন্যাকড়া, একটা মর্চে পড়া ভাঙা কাস্তে,

কিছু শশা আর ফুটির শুক্ন খোসা। জিন থেকে একটা ছালা খুলে মরোজকা লাফিয়ে নামল, তারপর গুড়ি মেরে চলল খেতটার উপর দিয়ে। অতিরিক্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে ফুটিগুলোর বোঁটা ছিঁড়ে ভরতে লাগল তার ছালায়। কতকগুলোকে তার হাঁটুর উপর ভেঙে সেখানেই সে গপগপিয়ে খেল।

ল্যাজ নাড়িয়ে মিশকা ধূর্ত চোখে তাকিয়ে রইল তার প্রভুর দিকে। অকস্মাৎ এক সন্দেহজনক শব্দ শুনেই তার লোমশ কান দুটো খাড়া করে এলোমেলো কেশরযুক্ত মাথাটা তৎক্ষণাৎ ফেরাল নদীর দিকে। নদীর তীরে বেত ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল সুতির প্যান্ট আর বাদামী খসখসে ফেল্টের টুপি পরা এক লম্বা দাড়িওলা চওড়া হাড়ওয়ালা বৃদ্ধ। হাতে একটা জাল। তার মধ্যে একটা বিরাট চ্যাপ্টা কানকোওলা মাছ মৃত্যুযন্ত্রণায় ধড়ফড় করছে। জল মেশা তার ঠান্ডা রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছে তার সুতির প্যান্ট, শক্ত নাঙ্গা পায়ের ওপর।

খমা ইয়েগোরভিচ রিয়াবেৎসের প্রকান্ড শরীরটা দেখে মিশকা চিনতে পারল তার সেই পিঙ্গলবর্ণা স্থূল-নিতম্বিনী ঘোটকীর প্রভুকে, যার সঙ্গে সে একই আস্তাবলে একটি বেড়ার ব্যবধানে আহার নিদ্রা করেছে ও অবিরাম পীড়িত হয়েছে কামনায়। ফলে কান খাড়া করে সে স্বাগত জানাল এবং মাথা তুলে বোকার মতো আনন্দে হ্রেষাধ্বনি করে উঠল।

দু হাত দিয়ে ছালাটা চেপে ধরে আতঙ্কিত হয়ে মরোজকা লাফিয়ে উঠল।

'ওখানে কী হচ্ছে?' ক্ষুব্ধ কম্পিত কণ্ঠে রিয়াবেৎস প্রশ্ন করল। মরোজকার দিকে সে তাকাল অতিশয় কঠিন তিরস্কারের দৃষ্টিতে। কিন্তু প্রচন্ডভাবে কম্পিত জালটা থেকে সে মুঠো আলগা করল না। ভেতরকার টগবগে ফুটন্ত কথাগুলোকে বলতে না পারা হৃৎপিন্ডের মতো মাছটা তার পায়ের কাছে ধড়ফড় করতে লাগল।

মরোজকা ছালাটা ফেলে ভীরুর মতো ঘাড় গুঁজে দৌড়ে গেল তার ঘোড়াটার কাছে। জিনের উপর বসার পর তার মনে পড়ল যে ফুটি ঝাঁকিয়ে ফেলে ছালাটা তার নিয়ে আসা উচিত ছিল, যাতে এমন কোনো সূত্র পড়ে না থাকে যা থেকে তাকে চেনা যায়। কিন্তু তার আর উপায় নেই টের পেয়ে জুতার কাঁটায় তাড়া দিয়ে চলে গেল ঘোড়া ছুটিয়ে।

'দাঁড়া না, দাঁড়া, এর প্রতীকার করে ছাড়ব, ছাড়ব, ছাড়ব!..' রিয়াবেৎস চীৎকার করতে লাগল ওই একটা কথাই বারবার বলে। তখনো সে বিশ্বাস করতে পারছিল না যে লোকটাকে সে একমাস ধরে নিজের ছেলের মতো

খাইয়েছে পরিয়েছে সেই কিনা তার ফুটি চুরি করতে এসেছে, আর এমন সময়, যখন কিনা তার খেতটা ভরে যাচ্ছিল আগাছায়, কারণ তার মালিক কাজ করছিল সমস্ত গ্রামের জন্য।

রিয়াবেৎসের বাগানের ছায়ায় ছোটো একটা গোল টেবিলের উপর পুরনো একটা মানচিত্র বিছিয়ে লেভিন্সন এক স্কাউটকে প্রশ্ন করছিল। এইমাত্র সে ফিরেছে।

লোকটার গায়ে চাষীদের বালাপোষ ওভারকোট, পায়ে গাছের ছালের লাপতি। জাপানীদের ঘাঁটির একেবারে মাঝখান পর্যন্ত সে গিয়েছিল। রোদ পোড়া লালচে গোল মুখটা তার উত্তেজিত আনন্দে উজ্জ্বল। অনেক বিপদ সে পিছনে ফেলে এসেছে।

তার কথামতো জানা গেল যে জাপানীদের প্রধান হেডকোয়ার্টার্স ইয়াকোভলেভকায়। দুটো কম্পানি স্পাস্ক-প্রিমোর্স্ক থেকে সান্দাগোউতে চলে গেছে। অন্যদিকে সুভিয়াগিনো অঞ্চল থেকে সৈন্যদল সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ফলে সে শাল্দিবার সৈন্যদলের দুজন সশস্ত্র সৈনিকের সঙ্গে ট্রেনে চড়ে গিয়েছিল শাবানোভস্কি উৎস পর্যন্ত।

'আর শাল্দিবা কোথায় গেছে পিছু হটে?'

'কোরীয়দের খামারে।'

মানচিত্রের উপর লোকটা খামারগুলোকে দেখাবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার পক্ষে সেটা করা সহজ ছিল না। নিজের অজ্ঞতা চাপা দেবার জন্য নির্দিষ্ট কিছু না দেখিয়ে কাছাকাছি এক অঞ্চলের উপর আঙুল রাখল।

'ক্রিলোভকায় ওরা দারুণ মার খেয়েছে,' নাক দিয়ে শব্দ করতে করতে সে চটপট বলে চলল। 'দলের অর্ধেক লোক এখন নিজেদের গ্রামে ফিরে গেছে আর শাল্দিবা এক কোরীয় খামারে চুমিজা খেতে খেতে দিন কাটাচ্ছে। লোকে বলে দারুণ নাকি মদ টানে। লোকটা একেবারে গোল্লায় গেছে।'

আগের দিন স্তির্কশা নামে এক মদ-চোরাকারবারীর কাছ থেকে যে সব কথা জানা গিয়েছিল এবং সহর থেকে যে সব খবর পাঠানো হয়েছিল তার সঙ্গে লেভিন্সন এই সব নতুন তথ্যগুলো মিলিয়ে দেখতে লাগল। কোথাও কিছু একটা ভুল হয়েছে। এ ধরনের ব্যাপারে লেভিন্সনের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, অন্ধকারে উড়ন্ত বাদুড়ের মতো তার ছিল একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়।

সমবায় সমিতির সভাপতি স্পাস্কোয়ে গিয়ে দু' সপ্তাহ হল ফিরছে না — এটা মনে হল একটা গোলমেলে ব্যাপার। সান্দাগোউর কিছু চাষীর



যে হঠাৎ বাড়ির জন্যও মন কেমন করে উঠল এবং তিন দিন হল বাহিনী ছেড়ে চলে গেছে, এটাও যেন কেমন কেমন, এবং সবশেষে লি-ফু নামে খোঁড়া চীনে ডাকাতটা। সৈন্যদলের সঙ্গে উবোর্কা পর্যন্ত যাবে বলে মনস্থ করেছিল, হঠাৎ সে যে অজানা কারণে সেখানে না গিয়ে হাজির হল ফুজিন নদীর উজানে সেটাও গোলমেলে।

বারবার লেভিন্সন প্রশ্ন করতে শুরু করল, বারবারই মানচিত্র দেখছিল সে। তার অদ্ভুত ধৈর্য আর একগুঁয়েমিটা ছিল তায়গার বুড়ো নেকড়ের মতো, সে নেকড়ের হয়ত দাঁত পড়ে গেছে, তবুও বহু যুগের দুর্জয় বিচক্ষণতায় দলের সবাইকে যে চালায়।

'কিন্তু অন্যরকম আর কিছু টের পাও নি?'

লোকটা তাকে বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

'গন্ধ শুঁকে? গন্ধ শুঁকে!..' এক চিমটে নুন তোলার মতো আঙুল দুটোকে একত্র করে নিজের নাকের কাছে এনে লেভিন্সন বুঝিয়ে বললে।

'না, গন্ধ টন্ধ কিছু পাই নি। যা দেখেছি সে তো বললাম...' লোকটা অপরাধীর মতো মুখ করে বলল। 'কেন, আমি কি কুকুর নাকি?' রেগে হতবুদ্ধি হয়ে সে ভাবল। সঙ্গে সঙ্গেই মুখটা তার লাল আর বোকা-বোকা হয়ে উঠল সান্দাগোউ বাজারের দোকানদারণীর মতো।

'বেশ, যাও এবার ভাগো,' হাত নাড়িয়ে বলল লেভিন্সন। গভীর পুকুরের মতো নীল চোখ দুটো কুঁচকে উঠল উপহাসে।

সবাই চলে যাবার পর সে চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে বাগানে ঘুরতে লাগল। একটা আপেল গাছের কাছে দাঁড়িয়ে সে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল একটা মস্ত মাথাওলা বালি রঙের গুবরে পোকার দিকে। এবং কোন এক অজানা উপায়ে হঠাৎ সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে জাপানীরা তাদের সৈন্যদলকে ধ্বংস করে ফেলবে যদি না আগেই তার একটা ব্যবস্থা করা যায়।

ফটকের কাছে লেভিন্সনের সঙ্গে দেখা হল রিয়াবেৎস ও বাক্লানভ নামে তার সহকারীর। ছেলেটা গাঁট্টাগোঁট্টা, বয়স উনিশ, পরনে খাকি উর্দি, আর বেল্টে সদাজাগ্রত একটা কোল্ট পিস্তল।

'কী করা যায় মরোজকাকে নিয়ে?..' তৎক্ষণাৎ বাক্লানভ তাকে প্রশ্ন করল। নাকের কাছে ভুরু দুটো তার দারুণ কুঁচকে উঠল আর চোখ জ্বলতে লাগল জ্বলন্ত কয়লার মতো। 'রিয়াবেৎসের বাগান থেকে সে ফুটি চুরি করেছিল। এই দেখুন...'

সেলাম করে হাতটা সে এগিয়ে দিল লেভিন্সনের কাছ থেকে রিয়াবেৎসের দিকে, যেন তাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। সহকারীকে ওরকম উত্তেজিত অবস্থায় বহুকাল লেভিন্সন দেখে নি।

'চেঁচিও না তো বাপু,' শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে সে বলল। 'চেঁচাবার দরকার নেই। কী ঘটেছিল?'

হাত কাঁপাতে কাঁপাতে রিয়াবেৎস সেই অপয়া ছালাটা বাড়িয়ে দিল।

'আমার আধখানা খেত পয়মাল করে দিয়েছে, কমরেড কম্যান্ডার, একেবারে খাঁটি কথা। মানে, গিয়েছিলাম জালগুলো দেখতে। কত যুগ তো আর ওমুখো হতে পারি নি... বেত ঝোপের ভেতর থেকে যেই বেরিয়েছি...'

বহুক্ষণ বকে বকে সে তার ক্ষোভ জানালে, বিশেষ করে এইটে জানাল সব চেয়ে বেশি করে যে সবাইকার জন্য কাজ করতে গিয়ে নিজের খামার তার গোল্লায় যাচ্ছে।

'আর আমার বাড়ির মেয়েরা, দেখো পাঁচজনা যা করে, কোথায় নিজেদের ক্ষেতের আগাছা বাছবে, তা না বারোয়ারি ঘাস কাটায় গিয়ে হাড় কালি করছে। মরণ আর কি!..'

ধৈর্য ধরে মন দিয়ে তার কথা শুনে লেভিন্সন মরোজকাকে ডেকে পাঠাল।

লম্পটের মতো টুপিটাকে মাথার পিছনে ঠেলে মরোজকা এল দৌড়তে দৌড়তে। নিজে অন্যায় করেছে এ কথাটা জানলেও মিথ্যে কথা বলে তর্জন গর্জন করে যখন তা সে উড়িয়ে দিতে পারা যাবে বলে ভাবত তখন তার মুখের ভাবে যা ফুটে উঠত ঠিক সেই রকম একটা নির্দোষ নির্লজ্জতা তার মুখে।

'এটা তোর ছালা?' প্রশ্ন করল কম্যান্ডার, তীক্ষ্ম চোখ দিয়ে মরোজকার আপাদমস্তক সে দেখল।

'আমার।'

'বাক্লানভ, ওর কাছ থেকে রিভলবারটা নিয়ে নাও!'

'নেবে মানে? এটা কী তুমি আমায় দিয়েছিলে?' একপাশে লাফিয়ে মরোজকা রিভলবারের খাপটা খুলল।

'শয়তানি রাখো,' দৃঢ় কর্কশ কণ্ঠে বাক্লানভ হুঙ্কার ছাড়ল ভ্রূ কুঁচকে।

রিভলবারটা কেড়ে নিতেই মরোজকার সব তর্জন গর্জন অদৃশ্য হল।

'কিন্তু বলো, কটা ফুটি আমি নিয়েছি? খমা ইয়েগোরিচ, সত্যি এসব কী লাগিয়েছ? সত্যি বলতে, একেবারে খামোকা...'

ধৈর্য ধরে রিয়াবেৎস মাটির দিকে তাকিয়েছিল। এবার সে তার ধূলি ধূসর পায়ের আঙুলগুলো নাড়াল।

লেভিন্সন হুকুম দিল যে গ্রাম পঞ্চায়েত আর সৈন্যদল সেই সন্ধেয় সভা করে মরোজকার কার্যকলাপের বিচার করবে।

'সবাই ওর কীর্তির কথাটা শুনুক!'

'ওসিপ আব্রামিচ...' বিষণ্ণ ভাঙা গলায় মরোজকা বললে, 'বেশ, সৈন্যরা থাকুক, কিন্তু চাষীদের কেন?'

'শোনো ভায়া,' রিয়াবেৎসকে উদ্দেশ্য করে লেভিন্সন বলল, মরোজকার কথায় একেবারেই কান দিল না, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে একটু আলাদা...'

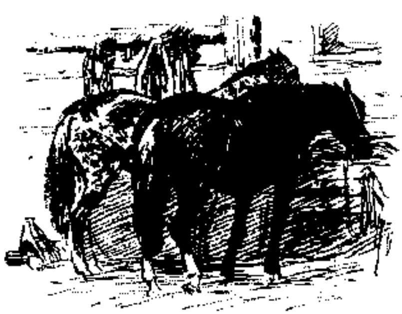
গ্রামের মোড়লের কনুই ধরে একপাশে সরিয়ে এনে তাকে সে বলল যেন দু' দিনের মধ্যে গ্রামে রুটি সংগ্রহ করে পুদ দশেক শুঁটকী রুটি তৈরি থাকে।

'তবে দেখো, কেউ যেন জানতে না পারে কেন কিংবা কার জন্যে।'

মরোজকা বুঝতে পারল তার আর কোনো কথা চলবে না। বিষণ্ণ মুখে সে ধীরে ধীরে পাহারাদারদের বাড়ির দিকে চলে গেল।

সবাই চলে যাবার পর বাক্লানভকে লেভিন্সন বলল পরের দিন থেকে ঘোড়াদের জইয়ের খোরাকটা যেন বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

'কোয়ার্টারমাস্টারকে বলো যেন পুরো এক মাপ করে দেয়।'





৪

একলা

হাসপাতালের মসৃণ প্রশান্ত জীবনের দরুন মেচিকের যে মানসিক শান্তি গড়ে উঠেছিল মরোজকার আগমনে তা ভেঙে গেল।

'আমার দিকে অমন অবজ্ঞা করে ও চাইল কেন?' আর্দালি চলে যাবার পর মেচিক ভাবতে লাগল, 'স্বীকার করছি বিপদ থেকে আমাকে সে উদ্ধার করেছিল, কিন্তু তার দরুন ঠাট্টা করার কী অধিকার তার আছে? সবাই ওরা, প্রধান কথা, সবাই ওরা...' পাতলা কাঠ দিয়ে বাঁধা কম্বলের তলাকার তার পা আর শীর্ণ ফ্যাকাশে আঙুলগুলোর দিকে সে তাকাল। যে পুরনো ক্ষোভকে সে চেষ্টা করেছিল বহু কষ্টে দমন করতে সেটা আবার নতুন করে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল, হৃদয় তার যন্ত্রণা ও দুঃখে টনটন করে উঠল।

যে মুহূর্ত থেকে সেই সরু মুখো লোকটা, চোখগুলো যার কাঁটার মতো তীক্ষ্ণ, অভদ্রভাবে শত্রুর মতো তার কলার চেপে ধরেছিল সেই মুহূর্ত থেকে মেচিকের কাছে যারাই আসত তারাই আসত সাহায্য করতে নয়, নাক সিটকে। কেউই তার ক্ষোভটাকে জানতে চাইত না। এমনকি হাসপাতালেও

যেখানে তায়গার নিস্তব্ধতা থেকে বিচ্ছুরিত হত প্রীতি ও শান্তি সেখানেও লোকে তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করত কর্তব্যবোধে। কোথাকার কোন এক বার্লিং ক্ষেতে তার রক্ত রেখে আসার পর থেকে নিজেকে এমন নিঃসঙ্গ বোধ করা — এইটেই ছিল তার কাছে সবচেয়ে দুঃসহ ও তিক্ত।

ইচ্ছে হল পিকার কাছে যায়। বৃদ্ধ কিন্তু তার জামাটা বিছিয়ে, নরম টুপিটাকে বালিশ করে তায়গার ধারে গাছের তলায় নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে রইল। তার মাথার চকচকে গোল টাকটাকে ঘিরে আছে স্বচ্ছ রুপালী চুলের গুচ্ছ, যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে। দুটি ছেলে তায়গার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল, এক জনের হাতে ব্যান্ডেজ, আর একজন একটা পা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। বৃদ্ধের কাছে থেমে তারা পরস্পরের দিকে শয়তানী দৃষ্টিতে তাকাল। খোঁড়া ছেলেটা একটা খড় নিয়ে ভ্রূ জোড়াকে উপর দিকে তুলে হাঁচবার মতো মুখভঙ্গী করে পিকার নাকে সুড়সুড়ি দিল। পিকা ঘুম জড়ান গলায় বিড়বিড় করে, নাক কুঁচকে হাত নাড়িয়ে অবশেষে জোরে হাঁচল। ভারি খুশি লাগল সবার। ছোকরা দুটো হাসিতে ফেটে পড়ে, গুড়ি মেরে দুষ্টু ছেলের মতো ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে তাকাতে দৌড়ল ব্যারাকের দিকে, একজন সাবধানে নিজের হাতটা বাঁচিয়ে, অন্যজন চোরের মতো খুঁড়িয়ে পা টিপে।

'এই যে ব্যাটা যমদূত!' কুটিরের সামনে এক বেঞ্চিতে ভারিয়ার পাশে খারচেঙ্কোকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল প্রথম জন। 'এসব কী হচ্ছে তোর, আমাদের মেয়েদের নিয়ে টেপাটেপি? নে, দে তো, দে এবার আমিও একটু আঁকড়ে বসি...' মধু ঝরিয়ে বললে সে, তারপর নার্সের পাশে বসে তার সুস্থ হাতটা দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল, 'তোমায় যে আমরা ভালোবাসি। তুমি আমাদের ধন নীলমণি। আর এই কেলেমুখোটাকে দূর করে দাও তো, দাও ওই কুত্তার বাচ্চাকে, চলে যাক ওর ... মার কাছে!' সেই হাত দিয়েই খারচেঙ্কোকে সে ঠেলে দিতে চেষ্টা করল। কম্পাউন্ডার কিন্তু অন্য পাশ থেকে ভারিয়ার গায়ের সঙ্গে লেপটে থেকে 'মাগুরীয়' তামাক খাওয়া হলদেটে দাঁত বার করে একমুখ হাসল।

'আর আমি, আমি কোথায় যাই?' খোঁড়া ছোকরাটা নাকি সুরে কাঁদুনি গাইল। 'এ সব কী ব্যাপার। কোথায় বা ন্যায় বিচার। জখম লোকের ওপর একটু মায়া দয়া কেই তাকে দেখায়? এর জবাবে কী তোমরা বলতে চাও কমরেড?' সজল চোখের পাতা মিটমিট করে অযথা হাত দুটো নাড়াতে নাড়াতে সে গড়গড় করে বলে চলল।

তাকে ভাগাবার জন্য লাথি ছংড়তে লাগল তার বন্ধ্য। আর কম্পাউন্ডার অস্বাভাবিক উচ্চ কণ্ঠে হেসে অলক্ষ্যে ভারিয়ার ব্লাউজের মধ্যে হাত ঢোকাল। তিন জনের দিকেই ভারিয়া তাকাচ্ছিল মেনে নেওয়ার একটা ক্লান্ত দৃষ্টিতে, এমনকি খারচেঙ্কোর হাতটা সরাবারও সে চেষ্টা করল না। তারপর অকস্মাৎ মেচিকের হতভম্ব দৃষ্টির দিকে চোখ পড়ায় সে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে তার ব্লাউজটা ঠিক করতে করতে পিওনি ফুলের মতো আরক্ত হয়ে উঠল।

'ওঁছা কুত্তার দল সব কোথাকার, ছেঁকে ধরে একেবারে যেন মধ্যর ওপর মাছি!' দারুণ রেগে সে চীৎকার করে উঠল, তারপর মাথা নীচু করে দৌড়ে কুটিরের মধ্যে ঢুকল। দরজায় আটকে গেল তার স্কার্টটা। চটে উঠে সেটাকে সে টানল, তারপর এমন জোরে দরজাটা বন্ধ করল যে ফাটলের ভিতর থেকে ঝরে পড়ল শ্যাওলা।

'নার্স বটে বাবা!..' খোঁড়া ছোকরাটা সুর করে বলে উঠল। এমন সে মুখভঙ্গী করল যেন এক টিপ নস্য নিয়েছে, তারপর চাপা, হালকা গলায় ফ্যা ফ্যা করে হাসতে লাগল অশ্লীল ভঙ্গিতে।

এতক্ষণ এক মেপল গাছের তলায় বাণ্ডের ওপর চারটে তোষকের গদিতে শুয়ে ছিল আহত পার্টিজান ফ্রলোভ। যন্ত্রণা-কাতর হলদে মুখটা আকাশের দিকে তুলে সে তাকিয়ে ছিল কঠোর অনাত্মীয় দৃষ্টিতে। মড়ার মতো সে দৃষ্টি ফাঁকা নিষ্প্রভ। ক্ষতটা তার অতি মারাত্মক। এ কথাটা সে তখন থেকেই জানত যে মুহূর্তে পেটের নিদারুণ যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠে প্রথম সে গোলাকার শূন্য আকাশটাকে দেখেছিল। ফ্রলোভের স্থির দৃষ্টিটা মেচিক নিজের উপর অনুভব করল, তারপর ভয় পেয়ে শিউরে উঠে সে চোখ ফিরিয়ে নিল।

'ছোঁড়ারা আবার ওকে নিয়ে পড়েছে...' একটা আঙুল নেড়ে ভাঙা গলায় ফ্রলোভ বলল যেন সে সবাইকার কাছে প্রমাণ করতে চায় যে তখনো সে বেঁচে আছে।

মেচিক না শোনবার ভান করল।

ফ্রলোভ তার দিকে আর মনোযোগ না দিলেও বহুক্ষণ তার দিকে তাকাতে মেচিকের সাহস হল না। তার মনে হচ্ছিল বুঝি আহত লোকটা তখনো একটা টান টান অস্থিল হাসিতে তাকিয়ে আছে।

ব্যারাকের দরজা দিয়ে বেঢপ কুঁজো হয়ে বেরিয়ে এল ডাক্তার স্তাশিনস্কি। এসেই লম্বা ফলার মতো সঙ্গে সঙ্গে আবার সোজা হয়ে উঠল। কী করে যে সে ঝুঁকে পড়তে পেরেছিল অদ্ভুত। লোকগুলোর দিকে বড় বড় পা ফেলে

সে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কী কারণে এখানে এসেছে সে কথাটা ভুলে গিয়ে একটা চোখ মিটমিট করতে করতে সে অবাক হয়ে থামল।

'বেশ গরম...' অবশেষে সে বিড়বিড় করে উঠল। মাথার ছোটো ছোটো করে ছাঁটা চুলগুলোর উল্টো দিকে হাত বোলাতে লাগল সে। অথচ এই কথাটা বলবার জন্যই বেরিয়েছিল যে মেয়েকে জ্বালাতন করা উচিত নয়, সে সবাইকার মা এবং স্ত্রী দু-ই হতে পারে না।

'শুয়ে থাকতে একঘেয়ে লাগছে?' মেচিকের কাছে এসে তার তপ্ত শুক্ন হাতটা মেচিকের কপালে রেখে সে প্রশ্ন করল।

এই অপ্রত্যাশিত করুণায় মেচিক গলে গেল।

'আমার কেমন লাগছে? আমার আর কি, ভালো হলেই চলে যাব,' তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল। 'কিন্তু আপনার কেমন লাগে... সবসময় বনের মধ্যে...'

'কিন্তু যদি তার দরকার থাকে?'

'কিসের দরকার?' ঠিক ধরতে পারল না মেচিক।

'বলেছিলাম যদি বনে থাকার দরকার থাকে...' স্তাশিনস্কি তার হাতটা সরিয়ে নিয়ে এই প্রথম মেচিকের দিকে আন্তরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ কৌতূহল ভরা চোখে তাকাল। তার কালো জ্বলজ্বলে চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল মেচিকের চোখের উপর। সে চোখ যেন তাকিয়ে আছে অনেক দূর থেকে সবিষাদে। তায়গার দীর্ঘ দীর্ঘ রাত্রিতে, সিখোতে-আলিন পর্বতশ্রেণীর ধূমায়িত আগুনের পাশে কোনো নিঃসঙ্গ মানুষের উপর যে নিঃসঙ্গতা ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই নিঃসঙ্গতা যেন তার চোখের মধ্যে উপচে পড়ছিল।

'আমি বুঝি,' বিষণ্ণ স্বরে বললে মেচিক, একই রকম সৌহার্দ্যের বিমর্ষ হাসি হাসল। 'কিন্তু আপনি কি কোনো গ্রামে থাকতে পারেন না? মানে... ব্যক্তিগতভাবে আপনার কথা আমি বলছি না,' অন্য জনের বিস্মিত প্রশ্নকে সে বাধা দিল। 'আমি হাসপাতালের কথা বলছি।'

'এ জায়গাটা বেশি নিরাপদ... কোথা থেকে আপনি আসছেন?'

'সহর থেকে।'

'অনেক দিন সহর ছাড়া?'

'হ্যাঁ, এক মাসের ওপর।'

'ক্রাইজেলমানকে চেনেন?' স্তাশিনস্কি উৎসাহিত হয়ে বলল।

'হ্যাঁ... কিন্তু খুব ভালো করে নয়।'

'সেখানে তার কেমন চলছে? তাছাড়া আর কাদের চেনেন?' ডাক্তারের চোখ আরো ঘনঘন মিটমিট করতে লাগল। তারপর এমন অকস্মাৎ সে একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসে পড়ল, যেন পিছন থেকে কেউ লেঙ্গি মেরেছে।

'ভর্নাসককে চিনি, ইয়েফরেমভকে...' মেচিক শুরু করল। 'গুরিয়েভ, ফ্রেঙ্কেল, চশমা পরা ফ্রেঙ্কেল নয়, তাকে আমি চিনি না, যে ফ্রেঙ্কেল বেঁটে...'

'কিন্তু সবাই যে তারা ম্যাক্সিমালিস্ট?!' বিস্মিত হয়ে স্তাশিনস্কি বলল। 'কী করে তাদের সঙ্গে আপনার পরিচয় হল?'

'তাদের পেছনই বেশি ঘুরতাম...' কেন জানি ভয় পেয়ে মৃদু স্বরে মেচিক বলল।

স্তাশিনস্কি যেন বলতে চেয়েছিল, 'ও হো! বটে...' কিন্তু বললে না।

'তা ভালো,' কেমন একটা শুকনো অনাত্মীয় গলায় বলে সে উঠে দাঁড়াল। 'যাক, ভালো হয়ে উঠুন...' বলে মেচিকের দিকে না তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে সে ব্যারাকের দিকে পা চালাল, যেন ভয় পাচ্ছিল মেচিক তাকে পাছে আবার ডেকে বসে।

'ভাসিউতিনাকেও আমি চিনি!' ফসকে যাওয়া কী একটা জিনিস ধরবার চেষ্টায় মেচিক চেঁচিয়ে বললে ডাক্তারের উদ্দেশে।

'বুঝেছি, বুঝেছি...' পাশে ঘাড় ফিরিয়ে বলে স্তাশিনস্কি দ্রুত হেঁটে গেল।

মেচিক বুঝতে পারল অন্যজনের সহানুভূতি লাভ করতে সে অকৃতকার্য হয়েছে। ঈষৎ কুঁকড়ে গিয়ে আরক্ত হয়ে উঠল সে।

অকস্মাৎ গত মাসের সমস্ত অভিজ্ঞতা তাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আবার সে এমন একটা জিনিসকে মুঠো করে ধরতে চেষ্টা করল যেটা মনে হল তার কাছ থেকে পিছলে যাচ্ছে। তার ঠোঁটগুলো কুঁচকে উঠতে লাগল, চোখের জল ঠেকাবার জন্য ঘনঘন পাতা মিটমিট করতে লাগল সে। কিন্তু জল বাধা মানল না, অঝোরে নেমে এল তার মুখ বেয়ে। কম্বল দিয়ে মুখ ঢেকে সে আর আত্মসংবরণ করল না। নিঃশব্দে কেঁদে চলল। চেষ্টা করল না ফোঁপাতে, না কাঁপতে পাছে তার দুর্বলতা কারুর চোখে পড়ে।

বহুক্ষণ ধরে সে কাঁদল। কিন্তু তাতে কোনো তৃপ্তি পেল না। তার অশ্রুর মতোই ভাবনাগুলোও তিক্ত ও লবণাক্ত। পরে খানিক শান্ত হয়ে সে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল, মাথাটা তার তখনো কম্বলের তলায়। ভারিয়া কয়েকবার

এসেছিল তার কাছে। তার দৃঢ় পদশব্দ মেচিকের ভালোই চেনা। নার্স এমনভাবে হাঁটে যেন সে প্রতিজ্ঞা করেছে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তার সামনেকার একটা ভর্তি গাড়ি ঠেলবে বলে। তার বিছানার কাছে এক মুহূর্ত ইতস্তত করে আবার চলে গিয়েছিল ভারিয়া। তারপর পিকা এল তার কাছে।

'ঘুমোচ্ছ নাকি?' সে তার কোমল পরিষ্কার গলায় প্রশ্ন করল।

মেচিক ঘুমের ভান করল। পিকা খানিক অপেক্ষা করে রইল। কম্বলের উপর সন্ধেবেলাকার মশাদের গুনগুনানি মেচিক শুনতে পেল।

'বেশ, ঘুমোও...'

অন্ধকার হয়ে যাবার পর ভারিয়া এবং আর একজন এল তার বিছানার কাছে। ধীরে ধীরে খাটটা তুলে তারা ব্যারাকের মধ্যে নিয়ে গেল। ভিতরটা গরম আর ভ্যাপসা।

'যাও... ফ্রলোভের কাছে যাও। আমি এক্ষুণি আসছি,' ভারিয়া বলল।

মেচিকের খাটের পাশে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে ভারিয়া সাবধানে তার মাথার উপর থেকে কম্বলটা সরাল।

'কী হয়েছে, ভাই পাভেল? শরীর খারাপ লাগছে?'

এই প্রথম ভারিয়া তাকে এমনভাবে নাম ধরে ডাকল।

অন্ধকারে মেচিক তার মুখটা দেখতে পারছিল না, কিন্তু তার উপস্থিতি টের পাচ্ছিল। আর এটাও বুঝতে পারল যে ব্যারাকে তারা একলা।

'হ্যাঁ,' মৃদু বিষণ্ণ গলায় সে উত্তর দিল।

'পা টনটন করছে?'

'না, তা নয়।'

অকস্মাৎ ভারিয়া নীচু হয়ে তার বড় বড় নরম বুকের চাপ দিয়ে চুম্বন করল মেচিকের ঠোঁটে।





৫

চাষী আর 'কয়লাওয়ালা'

সন্দেহটাকে পরখ করে দেখার জন্য শুরু হবার খানিক আগে লেভিন্সন সভায় গেল। ইচ্ছে ছিল চাষীরা কী বলাবলি করে শুনবে।

সভা চলে ইস্কুল বাড়িতে। লেভিন্সন যখন সেখানে পেঁছিল তখন খুব বেশি লোকজন হয় নি। ক্ষেত থেকে মাত্র যে ক'জন আগে ফিরেছে তারা গোধূলিতে বসেছিল সিঁড়ির উপর। খোলা দরজা দিয়ে রিয়াবেৎসকে দেখা যাচ্ছিল, বাতিটার ঝুলকালি-মাখা কাঁচের চিমনি লাগাতে সে ব্যস্ত।

'নমস্কার ওসিপ আব্রামিচ,' শ্রদ্ধাভরে ঝুঁকে তাদের কালো কালো কড়া পড়া আঙুলগুলো লেভিন্সনের দিকে বাড়িয়ে দিল চাষীরা। সবাইকার সঙ্গে করমর্দন করে লেভিন্সন একটা সিঁড়িতে বসল বিনীতভাবে।

নদীর অন্য তীরে চাষী মেয়েরা বেসুরা গলায় গান গাইছিল। খড়, শিশির সিক্ত ধুলো আর অগ্নিকুণ্ডের ধোঁয়ার গন্ধ ভেসে আসছিল। নদীর

উপরকার খেয়া নৌকা থেকে ক্লান্ত ঘোড়াগুলোর পা আছড়াবার শব্দ যাচ্ছিল শোনা। উষ্ণ প্রদোষ অন্ধকারে বোঝা-ভরা গাড়িগুলোর ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে, পরিতৃপ্ত দুধ-না-দোয়া গরুগুলোর দীর্ঘ হাম্বারবের মধ্যে চাষীদের কাজের দিন আসছিল শেষ হয়ে।

'লোক জোটে নি বেশি,' বারান্দায় বেরিয়ে রিয়াবেৎস বলল। 'তা আজ লোক জমানো যাবে না, অনেকেই ঘাস কাটার মাঠেই শুয়ে থাকবে।'

'কাজের দিনে গ্রাম জমায়েৎ কেন? জরুরি ব্যাপার নাকি?'

'হ্যাঁ, কাজ আছে গো একটা...' সভাপতি দ্বিধান্বিতভাবে বলল। 'এখানকার এক ওই যে আমার সঙ্গে যে থাকে, বদমাইসি করেছে। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে সেটা খুব মারাত্মক কিছু নয়, কিন্তু তাহলেও কাজটা বেশ খারাপ...' লেভিন্সনের দিকে ভীরু চোখে তাকিয়ে সে চুপ করল।

'যদি খুব দরকারী কিছু নয়, তাহলে জমায়েৎ ডেকেছ কেন?' সমবেত কণ্ঠে প্রশ্ন করল চাষীরা। 'মরশুমের সময়, চাষীদের কাছে এখন প্রতিটি মিনিটই দামী।'

লেভিন্সন বুঝিয়ে বলল ব্যাপারটা। তখন তারা এ ওকে বাধা দিয়ে তাকে জানাতে লাগল নিজেদের অভিযোগ। সবই ঘাস কাটার ব্যাপার, মালপত্রের স্বল্পতা নিয়ে।

'ওসিপ আব্রামিচ, মাঠে গিয়ে তুমি একবার বাপু দেখতে পারতে কী দিয়ে ঘাস কাটছে লোকে। কারুরই একটা আস্ত কাস্তে নেই, সবই ভাঙাচোরা জোড়াতালি দেওয়া। কাজ তো নয়, যন্ত্রণা!'

'সেমিওন সেদিন কী চমৎকার কাস্তেটাকেই না নষ্ট করল। কেবলি তার তাড়া, কাজ পাগলা মরদ। মাঠে চলে কি, একেবারে ঘোঁৎঘোঁৎ করে, যেন যন্তর, তারপর যেই ঘা দিয়েছে চাঙড়ে, বাস খতম, এখন যতই মেরামত করো, তেমনটি আর হবে না।'

'হ্যাঁ গো, জিনিসটি ছিল খাসা...'

'আর আমার লোকগুলো? চালাচ্ছে কেমন,' চিন্তিতভাবে রিয়াবেৎস বলল মৃদুস্বরে। 'শেষ করেছে? ঘাস তো এবছর মেলাই... রববারের মধ্যে বড় মাঠটার কাজ শেষ করতে পারলেও হয়!.. হ্যাঁ, এই যুদ্ধে আমাদের ঝক্কি আছে খুব।'

অন্ধকারের ভিতর থেকে নতুন নতুন মূর্তি হাজির হতে লাগল কম্পিত আলোক চক্রটার মধ্যে। কেউ কেউ সোজা এল ক্ষেত থেকে পোঁটলাপুঁটলি

নিয়ে, লম্বা নোংরা সাদা সাদা কামিজ পরে। এল চাষাড়ে কলরব করতে করতে, সঙ্গে নিয়ে এল আলকাতরা, ঘাম আর সবে কাটা ঘাসের গন্ধ।

'কুশল হোক গো, কুশল!..'

'আরে ওহে, ওহে, ও ইভান? কই আলোতে একবার চাঁদবদনটি দেখি। আচ্ছা কামড় খেয়েছে মৌমাছির, পালাতে দেখেছি হে তোকে, পাছা নাচিয়ে।'

'আমার মাঠের ঘাস কাটলি যে বড়ো হারামজাদা?'

'তোর মাঠ! বাজে কথা রাখ! কেটেছি সিধে আল বরাবর, পরের ধনে আমাদের দরকার নেই হে, আমাদের নিজেদেরই ঢের আছে...'

'জানি হে জানি... ঢের আছে! তোর শুয়োরটা তো দিনরাত আমাদের শব্জী খেতেই চরে, তাড়ায় কার সাধ্যি... দেখিস আরো ওখানে বাচ্চা বিইয়ে না বসে... আবার বলে কিনা ঢের আছে...'

কে একজন ভিড়ের ভিতর থেকে দাঁড়িয়ে উঠল। চেহারাটা তার দীর্ঘ, কাটখোট্টা, একটু কোলকুঁজো, অন্ধকারে তার একটা চোখ জ্বলজ্বল করছে।

সে বলল, 'জাপানীরা গত পরশু সুন্দুগায় পেঁাছেছে, চুগুয়েভকার লোকদের কাছে শুনলাম। এসে ইস্কুল বাড়িটা নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের পেছনে লেগেছে। — রুশ ছুঁড়ি, রুশ ছুঁড়ি... থুঃ থুঃ বেজন্মার দল!' ঘৃণায় চেঁচিয়ে সে থামল। এমনভাবে হাতের ঝটকা দিল যেন কাঠ কোপাচ্ছে।

'আমাদের এখানেও আসবে, নির্ঘাৎ...'

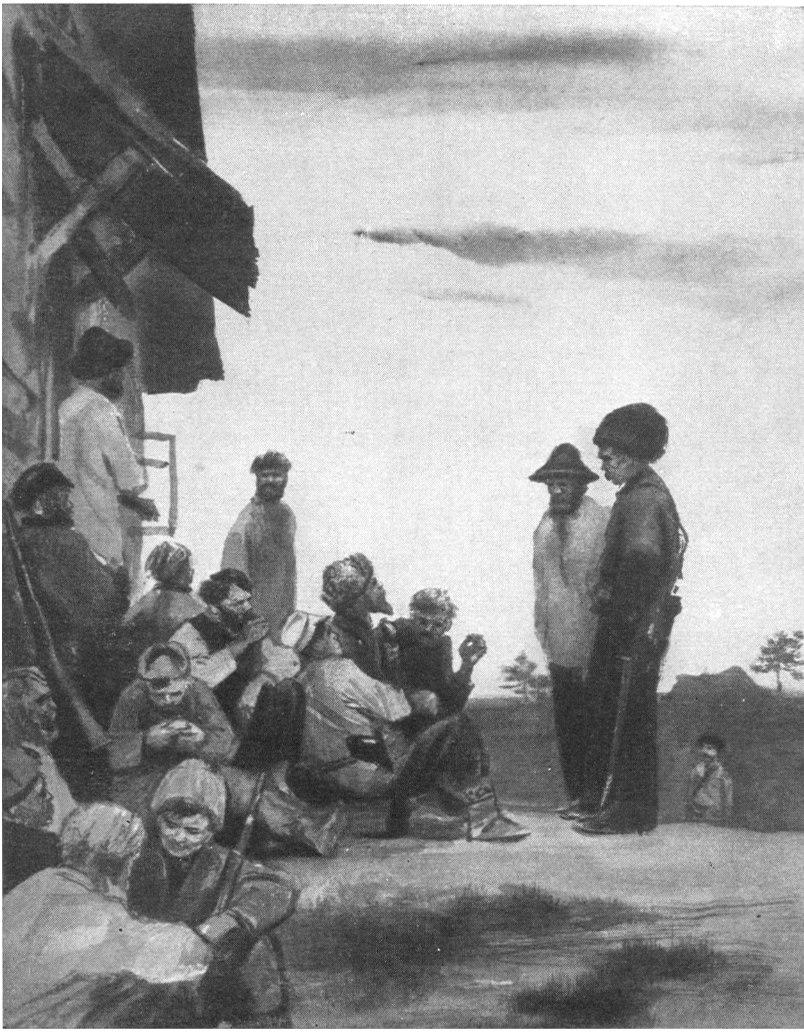
'আসবে কোথা থেকে গো?'

'চাষীর কপালে শান্তি নেই...'

'যাই হোক সব চাষীর ঘাড়ে, যে দিকেই হোক একটা হেস্তনেস্ত হলেও বাঁচতাম।'

'পেরধান কথা হল উপায় কিছু নেই। হয় কবর নয় কফিন!..'

লেভিন্সন চুপচাপ শুনছিল, তার কথা কারো খেয়াল ছিল না। চেহারাটা তার ভারি ছোটো, চোখে পড়ার মতো নয়, শুধুই একটা টুপি, লালচে দাড়ি আর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ফারের বুট। কিন্তু চাষীদের এলোমেলো কথার মধ্যে লেভিন্সন নিঃসন্দেহেই শঙ্কার সুর শুনতে পেল, একমাত্র সেই সেটা পারল ধরতে। 'অবস্থাটা বেশ খারাপ বলে মনে হচ্ছে,' বারবার নিজেকে সে বলতে লাগল। 'ভারি খারাপ। কালকের মধ্যে স্তাশিনস্কিকে লিখতে হবে, যেখানে



পারে আহতদের যেন সে লুকিয়ে ফেলে। কিছু দিনের জন্যে আমাদের গা ঢাকা দিতে হবে, একেবারে উধাও ... পাহারাদারদের দল ভারি করা দরকার ...'

'বাক্লানভ!' সহকারীকে সে ডাকল। 'একটু এসো এখানে। ব্যাপারটা হল এই ... কাছে সরে এসো। আমার ধারণা গোশালার কাছে একজন পাহারাদারে চলবে না। তাছাড়া ঘোড়সওয়ার পাহারা রাখতে হবে ক্রিলোভকা পর্যন্ত, বিশেষ করে রাতে। আমরা ভারি ঢিলে দিয়েছি ...'

'কেন?' শঙ্কিত হয়ে বাক্লানভ প্রশ্ন করল। 'বিপদ কিছু নাকি? .. কী হয়েছে?' সে তার পরিষ্কার করে কামানো মাথাটা লেভিন্সনের দিকে ফেরাল। তাতারদের মতো তার বাঁকা সরু সরু চোখ উদ্বিগ্ন ও সতর্ক হয়ে উঠল।

'লড়াইয়ে ভাই বিপদ সর্বদাই,' লেভিন্সন বলল একাধারে স্নেহ ও জ্বালা ঢেলে। 'লড়াইটা ঠিক মারুসিয়ার সঙ্গে খড়ের গাদায় শুয়ে থাকার মতো ব্যাপার নয় ভায়া ...' অপ্রত্যাশিতভাবে হালকা ফুর্তির গলায় হেসে উঠে বাক্লানভের পাঁজরে সে খোঁচা দিল।

'ঈস, ভারি যে চালাক দেখছি!' লেভিন্সনের হাতটা চেপে ধরে সঙ্গে সঙ্গে হাসিখুসি, ফূর্তিবাজ এক লড়াক্কু ছোকরা হয়ে উঠল বাক্লানভ। 'ছটফট করো না গো, ছটফট করো না, ছাড়াতে আর হচ্ছে না,' লেভিন্সনের হাতটা তার পিছন দিকে মুচড়ে তাকে সিঁড়ির খুঁটিটার সঙ্গে চেপে ধরে খুসি মনে সে চেঁচিয়ে উঠল।

'যা, যা পালা। ওই শোন ... মারুসিয়া ডাকছে,' ধাপ্পা দিলে লেভিন্সন। 'নে বাপু, হাত ছেড়ে দে, শয়তান কোথাকার! জমায়েতের মধ্যে এসব কি।'

'জমায়েৎ না হলে দেখিয়ে দিতুম ...'

'পালা! ভাগ ওই দেখ মারুসিয়া!'

'একজন পাহারাদার, তাই না?' দাঁড়িয়ে উঠে বাক্লানভ প্রশ্ন করল।

হাসিভরা দৃষ্টিতে লেভিন্সন চেয়ে রইল তার গমন পথের দিকে।

'সহকারীটি তোমার বাহাদুর বটে,' কে যেন একজন বললে, 'মদ খায় না, সিগারেট টানে না, আর সবচেয়ে বড় কথা ছোকরা বয়েস। পরশু আমার বাড়িতে এসেছিল ঘোড়ার একটা কলারের জন্যে। বললাম, — তা কী হে, লঙ্কা দেওয়া এক গেলাস ভোদকা খাবে? বলে, — না, মদ খাই না। বলে, — তা যদি খাওয়াবে, তাহলে দুধ দাও, দুধ খাবার যম। আর দুধ খায় কেমন জানো, ঠিক বাচ্ছাদের মতো, রুটির টুকরো দিয়ে বাটি করে। সোজা কথা, জঙ্গী ছোকরা! ..'

ভিড়ের মধ্যে ক্রমশ পার্টিজানদের সংখ্যা বেড়ে উঠল। চকচক করছিল রাইফেলের মুখ। এল তারা ঠিক সময়ে দল বেঁধে। তারপর এল খনিমজুরেরা, তিমোফেই দুবোভ নামে সুচানের এক ঢ্যাঙা কয়লা-কাটিয়ের নেতৃত্বে। এখন সে একটা সৈন্যদলের কম্যান্ডার। তারাও জনতার সঙ্গে মিশে গেল, তবে দল না ভেঙে। মরোজকাই শুধু বিষণ্ণ মুখে বসল একটু দূরে দেয়ালের পাশে।

'আরে, তুমিও এখানে জুটেছ?' লেভিন্সনকে দেখে খুসি হয়ে দুবোভ চেঁচিয়ে উঠল, যেন তার সঙ্গে বহু বছর দেখা হয় নি আর যেন এ জায়গায় যে তার সঙ্গে দেখা হতে পারে এ কথাটা সে কল্পনাতেও ভাবতে পারে নি। 'আমাদের ওই বন্ধুটি এসব কী করেছে?' লেভিন্সনের দিকে একটা প্রকাণ্ড কালো হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে ধীরে ধীরে মোটা টানা টানা গলায় প্রশ্ন করল: 'শিক্ষা দিতে হবে, শিক্ষা দিতে হবে যাতে অন্যেরা টের পায়।' লেভিন্সন বিশদ করে ব্যাপারটা বলতে শুরু করেছিল, কিন্তু তা সবটা না শুনেই আবার সে হুঙ্কার ছাড়ল।

'বহুকাল আগেই মরোজকাকে টিট করা আমাদের উচিত ছিল। সৈন্যদলের কলঙ্ক,' সুমধুর গলায় এক যুবক বলে উঠল। মাথায় তার ছাত্রদের টুপি, বুটজোড়াটা ভালো করে পালিশ করা। লোকে তাকে ডাকে 'পাখি' বলে।

'কেউ তোমার মতামত চায় নি!' দুবোভ তাকে থামিয়ে দিল, একবার তাকালও না তার দিকে।

ছোকরা আহত হয়ে ঠোঁটে ঠোঁট চাপল, কিন্তু চেষ্টা করল মুখের ভাবটা কঠিন করে তুলতে। লেভিন্সনের বিদ্রূপভরা চোখ দুটো দেখে সে ভিড়ের মধ্যে সেঁধিয়ে পড়ল।

'মালটিকে দেখলে তো?' পল্টনের কম্যান্ডার ব্যাজার গলায় প্রশ্ন করল। 'সৈন্যদলে ওকে রাখছ কেন? লোকে বলে চুরি করার জন্যে ওকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।'

'সব গুজব বিশ্বাস করতে নেই,' লেভিন্সন বলল।

'ভেতরে গেলে হয় এবার, না কী হে,' বারান্দা থেকে অপ্রতিভভাবে হাত নাড়তে নাড়তে রিয়াবেৎস বলল। সে ভাবতেই পারে নি তার আগাছাভরা ফুটি খেতের তুচ্ছ ঘটনাটা এতগুলো লোককে একত্রিত করে বসবে। 'কমরেড কম্যান্ডার, কাজ শুরু করে দিলেই তো হয়? মোরগ ডাকা পর্যন্ত বসে থাকতে হবে নাকি...'

ঘরের ভিতরটা গরম হয়ে তামাকের সবজে ধোঁয়ায় ভরে উঠল। বেঞ্চির সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। চাষী আর সৈনিকরা পরস্পরের সঙ্গে মিশে বেঞ্চির মাঝখানে আর দরজার মধ্যে ঠেস্যাঠেসি করে দাঁড়িয়ে লেভিন্সনের গলার উপর নিশ্বাস ফেলতে লাগল।

'শুরু করো হে ওসিপ আব্রামিচ,' গম্ভীরভাবে রিয়াবেৎস বলল। কম্যান্ডার ও নিজের উপর সে চটে উঠেছিল, সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে এখন মনে হল নিরর্থক ও অনাবশ্যক।

মুখ ভারি করে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে মরোজকা ভিড় ঠেলে দরজার ভিতর দিয়ে এসে দুবোভের পাশে দাঁড়াল।

লেভিন্সন বেশি করে এই কথাটা বললে যে কাজ থেকে সে চাষীদের ডেকে আনত না যদি না সে মনে করত যে ব্যাপারটার সঙ্গে সবাই সংশ্লিষ্ট। উভয় পক্ষের স্বার্থ এতে জড়িত। তাছাড়া সৈন্যদলের মধ্যে বহু স্থানীয় লোক রয়েছে।

'তোমরাই যা বলবে তাই হবে,' এই কথা বলে সে বক্তব্য শেষ করল। চাষীদের কথা বলার ঢং অনুকরণ করে সে কথাগুলোর উপর খুব জোর দিল। ধীরে ধীরে বেঞ্চির উপর বসে সে পিছনে ঠেস দিল আর সঙ্গে সঙ্গেই সে হয়ে উঠল সাধারণ ও অকিঞ্চিৎকর, মোমবাতির সলিতার মতো সে যেন অন্ধকারে নিভে গিয়ে খোদ সভাকেই ভার দিয়ে গেল ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করতে।

একসঙ্গে কয়েকজন লোক কথা বলতে শুরু করল। প্রত্যেকেরই ভাবনাগুলো এলোমেলো ও অনিশ্চিত। অসংলগ্ন ও তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তারা জড়িয়ে পড়ল। তারপর যোগ দিল অন্যরা। অল্পক্ষণের মধ্যেই কী যে বলা হচ্ছে সে কথা বোঝা অসম্ভব হয়ে উঠল। বক্তাদের অধিকাংশই চাষী। সৈন্যদলের লোকরা নিজেদের বলার পালার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

'না, ব্যাপারটা ঠিক না,' ইয়েভস্তাফি নামে এক বৃদ্ধ বলল কঠিন স্বরে। চুল তার সাদা, কপালে পুরনো শ্যাওলার মতো ভ্রূকুটি। 'আগেকার দিনে, নিকোলাই জারের আমলে এ ব্যাপার হলে চোরকে গাঁ ঘুরিয়ে দেখান হত। চোরাই মাল তার গলায় ঝুলিয়ে কড়াই বাজাতে বাজাতে ঘোরানো হত!..' শীর্ণ আঙুল তুলে কাকে যেন সে শাসালে।

'নিকোলাইয়ের আমলের কথা রাখো তো বাপু!' বললে সেই একচোখো

কুঁজো লোকটি। সে হাত নাড়তে চেয়েছিল, কিন্তু নাড়াবার জায়গা ছিল না। তাই আগের চেয়েও বেশি সে রেগে উঠল। 'তুমি শুধু জানো জারকে! সে সব দিন খতম, ল্যাঠা চুকেছে... ফেরার আর নয়!..'

'জার হোক চাই নাই হোক, এ ধরনের ব্যাপারটা ঠিক নয়,' একগুঁয়ের মতো সেই বুড়ো দাদু আবার বলল। 'এমনিতেই সৈন্যদের সবাইকে আমাদের খাওয়াতে হচ্ছে। তার ওপর চোর বিয়তে পারি না।'

'কে বিয়তে বলছে? চোরের পক্ষ কেউ নিচ্ছে না। চোর বিয়চ্ছ হয়ত তুমিই নিজে!..' বলল সেই এক চোখওলা লোকটা। বৃদ্ধের ছেলের কথা সে ইঙ্গিত করল, দশ বছর ধরে যে উধাও। 'আমাদের দরকার নতুন মাপকাঠি। গত ছ বছর ধরে ছোকরা লড়াই করছে, একটা ফুটি ছিঁড়তেও সে পারবে না?..'

'কিন্তু লুকিয়ে তাকে নিতে হবে কেন?' আর একজন জানতে চাইল। 'ভগবান জানেন... কী সাত রাজার ধন! আমার কাছে যদি এসে চাইত তাহলে তাকে কিছু না ভেবেই এক ঝুড়ি ঢেলে দিতাম। নে ধর... শুয়োর খাওয়াই — ও দিয়ে — ভালো মানুষকে দিতে আবার মায়া!..'

চাষীদের স্বরের মধ্যে রাগ ছিল না। তাদের অধিকাংশই একমত হল যে পুরনো নিয়মগুলো এখন বাতিল হয়ে গেছে। ব্যাপারটাকে নতুনভাবে বিচার করা দরকার।

'সভাপতিকে নিয়ে নিষ্পত্তি করে নিক!' কে একজন চেঁচিয়ে উঠল। 'আমাদের মাথা গলাবার কিছু নেই।'

আবার দাঁড়িয়ে উঠে লেভিন্সন টেবিল চাপড়াল।

'কমরেড, একের পর একে কথা বলো,' মৃদু অথচ স্পষ্ট উচ্চারণ করে কথাগুলো সে বলল, সবাই তা শুনতে পেল। 'সবাই আমরা এক সঙ্গে কথা বললে কোথাও পৌঁছতে পারব না। মরোজকা কোথায়? নে, আয় তো এদিকে!' গম্ভীর হয়ে সে হাঁকল আর আর্দালি যেখানে দাঁড়িয়েছিল সবাই তাকাল সেদিকে।

'এখান থেকেই বেশ চলবে,' ভাঙা গলায় মরোজকা বলল।

'এগিয়ে যা,' তাকে ধাক্কা দিলে দুবোভ।

মরোজকা ইতস্তত করতে লাগল। সামনে ঝুঁকল লেভিন্সন। তারপর দু চোখে সাঁড়াশির মতো তাকে চেপে ভিড়ের মধ্যে থেকে টেনে আনল পেরেকের মতো।

মাথা নীচু করে চোখ নামিয়ে হাত দিয়ে ভিড় ঠেলে আর্দালি টেবিলটার কাছে এগিয়ে গেল। দারুণ ঘামছিল সে, হাত কাঁপছিল। এখন সে অনুভব করল তার উপর নিবদ্ধ শত শত কৌতূহলী চোখের দৃষ্টি। মাথা তোলার চেষ্টা করতেই দেখতে পেল গনচারেঙ্কোর গম্ভীর দাড়িভরা মুখটা। মুখের ভাবটা তার সহানুভূতি আর কাঠিন্যে পরিপূর্ণ। মরোজকা তার দিকে তাকাতে পারল না। জানালার দিকে ফিরে সে স্থির হয়ে দাঁড়াল। দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে বাইরের শূন্য অন্ধকারের উপর।

'এবার ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলা যাক,' লেভিন্সন বলল। স্বর তার অস্বাভাবিক রকম শান্ত যদিও সবাই তার কথা শুনতে পেল, এমনকি যারা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল তারাও। 'কে বলতে চাও? কি বুড়ো দাদু তুমি?'

'আমি কেন বলতে যাব?' ঘাবড়ে গিয়ে ইয়েভস্তাফি বলল। 'আমরা শুধু নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলাম ...'

'আলোচনা করার বিশেষ কিছু নেই। নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নাও!' চাষীরা চেঁচিয়ে উঠল।

'বেশ বুড়ো আমাকে বলতে দাও ...' অকস্মাৎ দুবোভ চেঁচিয়ে উঠল, তার স্বরে চাপা রাগ। সে তাকিয়ে ছিল ইয়েভস্তাফি দাদুর দিকে, তাই ভুল করে লেভিন্সনকে সে ডেকে বসেছিল 'বুড়ো'। তার স্বরের মধ্যে এমন কিছু ছিল যাতে সবাই চমকে উঠে তার দিকে মুখ ফেরাল।

ভিড় ঠেলে টেবিলের কাছে গিয়ে মরোজকার পাশে সে দাঁড়াল। তার বিরাট ভারি শরীরটায় লেভিন্সন আড়ালে পড়ে গেল।

'তোমরা চাও নিজেরাই নিষ্পত্তি করি? ভয় পাচ্ছ?!' হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে সে রেগে চীৎকার করে উঠল। 'তাহলে বেশ, নিজেদের মধ্যেই আমরা ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করব!..' আচমকা সে মরোজকার দিকে ঘুরে দাঁড়াল, তার জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি তাকে যেন বিদ্ধ করল। 'বলিস তুই আমাদের লোক, মরোজকা... খনিমজুর?' সে প্রশ্ন করল কঠিন, তীক্ষ্ণ গলায়। 'ছি, ছি, শয়তান, সুচানের কলঙ্ক! আমাদের লোক হতে চাস না? চুরি করছিস? কয়লাওয়ালাদের মাথা হেঁট করালি? বেশ!..' পড়ন্ত কয়লার ঠং ঠং শব্দের মতো দুবোভের কথাগুলোর ভারি আওয়াজ নিস্তব্ধতাকে চুরমার করে দিল।

কাগজের মতো সাদা হয়ে মরোজকা তার দিকে তাকিয়ে রইল, চোখ ফেরাতে পারল না। দারুণ সে ভয় পেয়ে গেল।

'বেশ!..' আবার বলল দুবোভ। 'চোর হয়েই থাক! দেখা যাবে আমাদের বাদ দিয়ে তোর কেমন চলে!.. আমরা... আমরা ওকে লাথিয়ে দূর করব!..' ঝট করে লেভিন্সনের দিকে ফিরে সে তার বক্তব্যকে অকস্মাৎ শেষ করলে।

'ঈস, বড়ো যে তম্বি?' পার্টিজান দলের একজন চেঁচিয়ে উঠল।

'কী বললি?!' এক পা এগিয়ে দুবোভ চেঁচিয়ে উঠল।

'রাগারাগি করো না গো, হেই ভগবান,' ঘরের এক কোণ থেকে এক বৃদ্ধের করুণ স্বর কেঁপে উঠল।

প্লেটুন কম্যান্ডারের হাতার আস্তিনটা পিছন থেকে চেপে ধরল লেভিন্সন।

'দুবোভ...' শান্ত গলায় সে হাঁকল। 'একটু সরে দাঁড়াও, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না...'

সঙ্গে সঙ্গে দুবোভ ঠান্ডা হয়ে গেল। আমতা আমতা করে ভীরুর মতো মিটমিট করে তাকাতে লাগল সে।

'বোকাটাকে তাড়াই কী করে?' ভিড়ের উপর রোদ-পোড়া কোঁকড়া চুলভরা মাথাটা তুলে অকস্মাৎ বলে উঠল গনচারেঙ্কো। 'আমি ওর পক্ষ নিচ্ছি না, সেটা করা যায় না। ছোঁড়াটা একটা জঘন্য কাজ করেছে। তাছাড়া প্রতিদিনই ওর পেছনে আমি খিটখিট করি। কিন্তু তোমাদের ওর স্বপক্ষে এ কথাটা বলতেই হবে, লড়াই করে ও ভালো। উসুরি ফ্রণ্টে আমরা একসঙ্গে লড়াই করেছিলাম। ছোকরা আমাদেরই একজন, বেইমানি করবে না, বিকিয়ে দেবে না...'

'তোমাদের লোক!' তিক্ত স্বরে দুবোভ বলল। 'আর ভেবেছিস আমাদের লোকও নয়? একই খনির নরকে আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। প্রায় তিন মাস আমরা একই গ্রেটকোট চাপা দিয়ে ঘুমিয়েছি!.. আর যত সব হারামজাদা এখানে,' 'পাখির' মিষ্টি স্বরটা মনে পড়ায় অকস্মাৎ সে হুঙ্কার ছাড়ল, 'কিনা আমাদের শেখাতে এসেছেন!..'

'ও কথায় আমি আসছি,' গনচারেঙ্কো বলে চলল। দুবোভের দিকে সে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল। তার মনে হল দুবোভের মন্তব্যটা তাকে উদ্দেশ্য করেই বলা। 'এমনি এমনি ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া চলে না, আবার ওকে

আমরা লাথিয়ে তাড়াতেও পারি না। আমাদের নিজেদের দলের লোকদের আমরা লাথিয়ে তাড়াতে পারি না। আমার মতে ওকেই জিগগেস করা উচিত ওর কী বলার আছে!..' তার মোটা হাতটা দিয়ে সে এমন একটা ভঙ্গী করল যে মনে হল তার নিজের প্রয়োজনীয় ও যুক্তিযুক্ত মতামত থেকে সে সব অনাবশ্যক জিনিসকে ছেঁটে বাদ দিয়ে দিল।

'ঠিক কথা!.. ওকেই জিজ্ঞেস করা যাক!.. চেতনা থাকে তো নিজেই ও আমাদের বলুক!..'

দুবোভ ভিড় ঠেলে তার নিজের জায়গায় যেতে শুরু করেছিল। হঠাৎ সে যাতায়াতের পথে থেমে অনুসন্ধিৎসু চোখে মরোজকার দিকে তাকাল।

আর্দালি চাইল ভ্যাব্যাচ্যাকা খেয়ে। ঘর্মাক্ত আঙুল দিয়ে ভীতভাবে সে তার জামাটা টানতে লাগল।

'বল কী তুই ভাবছিস?'

মরোজকা আড়চোখে লেভিন্সনের দিকে তাকাল।

'মানে আমি কি সত্যিই...' সে বলতে শুরু করে কথা খুঁজে না পেয়ে থেমে গেল।

'বল, বল!..' তাকে উৎসাহ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল লোকে।

'মানে, আমি কি আর ওই?..' আবার সে কথা খুঁজে পেল না। রিয়াবেৎসের দিকে সে ইঙ্গিত করলে। 'মানে এই ফুটিগুলো... আমি কী ও কাজ করেছি... কোন খারাপ কিছু ভেবে, না কি বলবে? আর নষ্টচন্দ্রের কথা যদি বলো, তো সে আমাদের আছে, সবাই জানে... আমিও তা করেছি... আর দুবোভ এই যে বলল যে আমি আমাদের সকলের মুখ... কিন্তু, ভাই, আমি, কী কখনো?..' শেষের কথাগুলো একেবারে তার মনের কথা। সামনে ঝুঁকে পড়ল সে, হাত দিয়ে চেপে ধরল নিজের বুকটা। উষ্ণ ভিজে একটা দ্যুতিতে চকচক করতে লাগল তার চোখ দুটো... 'তোমাদের সবার জন্যে আমি যে রক্ত দিয়ে দেব — তোমাদের মুখ পোড়াব না!..'

বাইরের নানা শব্দ ঘরের মধ্যে শোনা যেতে লাগল: কোথায় ডাকল একটা কুকুর; পাশের ধর্মযাজকের বাড়ি থেকে একটা চাপা ঠকঠক শব্দ তালে তালে শোনা যেতে লাগল, যেন হামানদিস্তায় কিছু গুঁড়ন হচ্ছে; খেয়া নৌকো থেকে একটা টানা চীৎকার শোনা গেল, 'হেইও!'

'তবে নিজে আমি আর নিজের শাস্তি দিই কী করে?' মরোজকা বলে চলল। তখনো তার স্বরে সেই একই যন্ত্রণাবোধ ছিল। এবার সে আরো জোর দিয়ে কিন্তু কম আন্তরিকতার সঙ্গে বলতে লাগল। 'আমি শুধু তোমাদের কাছে আমার খনিমজুরের কথা দিচ্ছি, ও কাজ আর কখনো আমি করব না...'

'আর যদি কথার খেলাপ করিস?' লেভিন্সন সাবধানে প্রশ্ন করল।

'কথা রাখব,' মরোজকা মুখ বিকৃত করল। চাষীদের সামনে তার লজ্জা করছিল।

'আর যদি না রাখিস?'

'তখন যা খুসি করো... গুলি করেও মারতে পারো...'

'হ্যাঁ, সেই গুলি করেই মারব!' কঠিন স্বরে দুবোভ বলল। এখন আর তার চোখ জ্বলজ্বল করছে রাগে নয়, স্নেহে, মৃদু হাসিতেও।

'বাস, চুকে গেল, হুররে!..' বেঞ্চি থেকে লোকেরা চেঁচিয়ে উঠল।

'এই তো চুকে গেল,' বলল চাষীরা, শেষ পর্যন্ত যে এই বিরক্তিকর লম্বা সভা সমাপ্ত হতে চলেছে তাতে তারা খুসি। 'ব্যাপার তো সামান্য, কিন্তু আলোচনা চলছে যেন বছর ধরে।'

'এই তাহলে স্থির রইল, কী বলো?.. আর কোনো প্রস্তাব নেই?..'

'হয়েছে, হয়েছে, বন্ধ করো এখন যতো সব!..' কলরব করে উঠল পার্টিজানরা। কিছুক্ষণ আগেকার উত্তেজনার পর এখন সরব হয়ে উঠল সবাই 'বিরক্ত ধরে গেল গো! ক্ষিদে পেয়েছে, পেটে ডন মারছে ইঁদুরে!..'

'না, না, দাঁড়াও একটু,' হাত তুলে ভ্রূ কুঁচকে লেভিন্সন বলল। 'এ মামলাটা চুকল, এবার আর একটা...'

'আবার কী?!'

'আমার ধারণা আমাদের একটা প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত...' সে তার চারিধারে তাকাল। 'আরে, আমাদের যে কোনো সেক্রেটারি নেই!..' মৃদু সৌহার্দ্যের হাসি হাসল সে। 'আয়রে 'পাখি' এদিকে. আয়। লিখে যা এই রকম একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক: যখন কোনো লড়াই চলছে না তখন রাস্তায় বগল বাজিয়ে বেড়ানোর বদলে যতটুকুই হোক না কেন চাষীদের সাহায্য করতে হবে,' সে এমন দৃঢ়বিশ্বাসের সঙ্গে কথাগুলো বলল যে মনে হল

সে বাস্তবিকই বিশ্বাস করছে যে তার দলের লোকদের কেউ না কেউ চাষীদের সাহায্য করবে।

'কিন্তু আমরা তো সাহায্য চাই নি!..' চাষীদের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠল।

'টোপ গিলেছে,' লেভিন্সন ভাবল।

'চুপ চুপ!' অন্যান্য চাষীরা তাকে ধমকে উঠল। 'বরং কথাগুলো শোন। ভালোই তো কাজ করুক — ওদের হাতগুলো খসে পড়বে না!'

'আর রিয়াবেৎসের জন্যে আমরা কাজ করব বিশেষ করে...'

'বিশেষ করে কেন?' উত্তেজিত হয়ে চাষীরা চেঁচিয়ে উঠল। 'ও এমন কী হোমরাচোমরা?.. কী আর খাটুনি, মোড়ল সবাই হতে পারে!..'

'শেষ করো, শেষ করো!.. খুব হয়েছে!.. আমরা রাজী!.. লিখে নাও!..' পার্টিজানরা আসন ছেড়ে উঠে তাদের কম্যান্ডারের কথা না শুনেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'এ — হেই —! ভানিয়া!..' ঝাঁকড়া-চুল, তীক্ষ্ম নাকওলা একটা লোক লাফিয়ে গেল মরোজকার কাছে, বুটের শব্দ তুলে তাকে ঠেলে নিয়ে গেল দরজার দিকে। 'সোনামণি ব্যাটা আমার, খাঁদা-নেকো বাছা আমার... এ — হেই —!..' সাড়ম্বরে টুপিটাকে মাথার পিছনে ঠেলে দিয়ে এক হাতে মরোজকাকে জড়িয়ে বারান্দায় সে পা ঠুকে ঠুকে প্রায় নাচ জুড়ে দিল।

'যা ভাগ,' সহৃদয় ভাবে মরোজকা তাকে সরিয়ে দিল।

লেভিন্সন আর বাক্লানভ পাশ দিয়ে দ্রুত পায়ে চলে যাচ্ছিল।

'এই দুবোভ লোকটার গায়ের জোর ষাঁড়ের মতো,' হাত নেড়ে থুতু ছিটিয়ে বাক্লানভ বলছিল উত্তেজিত হয়ে। 'তার সঙ্গে গনচারেঙ্কোকে লড়ালে মজা হয় না? কে জিতবে বলে মনে করো?'

লেভিন্সন অন্য কথা ভাবছিল। কথাটা তার কানে গেল না। পথের নরম ভিজে ধুলোয় তাদের পা ডুবে যেতে লাগল।

অলক্ষ্যে পেছিয়ে রইল মরোজকা। চাষীদের শেষ দলটাও তাকে পেরিয়ে গেল। এখন তারা শান্ত, ধীরে সুস্থে কথা বলছে, যেন কাজ থেকে ফিরছে, সভা থেকে নয়।

পাহাড়ের গায়ে কুটিরের আলোকিত জানলাগুলো খাবার জন্য আমন্ত্রণ

জানিয়ে মিটমিট করছে। শত শত কণ্ঠে কল্লোল তুলে কলকল করছে কুয়শোচ্ছন্ন নদীটা।

'মিশকা এখনো জল খেতে পায় নি,' অকস্মাৎ মরোজকার মনে পড়ল। ক্রমশ সে স্বাভাবিক হয়ে উঠল।

আস্তাবলে তার প্রভুর গন্ধ পেয়ে মিশকা মৃদু রাগত গলায় ডেকে উঠল, যেন প্রশ্ন করল, 'কোন চুলোয় তুমি গিয়েছিলে?' অন্ধকারে মরোজকা ঘোড়াটার খসখসে কেশরগুলো ধরে তাকে আস্তাবলের বাইরে নিয়ে এল।

'ইস, খুসি যে আর ধরে না,' ঘোড়াটা তার ভিজে নাক মরোজকার ঘাড়ের উপর অসভ্যের মতো গুঁজতেই মরোজকা তার মাথাটা সরিয়ে দিয়ে বলল। 'তুই শুধু জানিস বজ্জাতি করতে, কিন্তু জবাবদিহি করতে হয় কেবল আমাকে ...'





৬

লেভিন্সন

চার সপ্তাহের উপর ধরে লেভিন্সনের সৈন্যবাহিনী বিশ্রাম করছিল। এই সময়ে তারা অনেক ঘোড়া, গাড়ি আর রান্নার বাসনপত্র জোগাড় করে যার চারিপাশে ঘুরঘুর করত অন্য সৈন্যদল থেকে পালিয়ে আসা ছিন্নকন্থা, বশম্বদ সব লোকেরা। কুঁড়ে হয়ে পড়েছিল এরা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘুমত, এমনকি পাহারার সময়ও।

এই বিরাট দলকে কাজে নামাতে লেভিন্সন ইতস্তত করছিল যে ভয়াবহ খবর তার কাছে পোঁছেছিল তার জন্য। নতুন নতুন তথ্যে তার আশঙ্কা কখনো দৃঢ় হচ্ছিল কখনো উপহাস্য। অতি সাবধানতার জন্য একাধিকবার নিজেকে সে দোষী করলে, বিশেষ করে যখন জানা গেল যে জাপানীরা ক্রিলোভকা থেকে চলে গেছে আর তার সন্ধানীরা চারিপাশে অনেক মাইলের মধ্যে শত্রুর সন্ধান পাচ্ছে না।

কিন্তু স্তাশিনস্কি ছাড়া লেভিন্সনের অব্যবস্থিত চিত্তের কথা কেউ জানত না। সৈন্যদলের মধ্যে কেউই বিশ্বাস করতে পারত না যে লেভিন্সন অব্যবস্থিত চিত্ত হতে পারে। সে তার ভাবনাচিন্তার কথা কাউকে বলত না। সর্বদাই সংক্ষেপে সে 'হ্যাঁ' 'না' বলত। ফলে সবাই তাকে মনে করত এক বিশেষ ধরনের উঁচু জাতের লোক বলে, — শুধু দুবোভ, স্তাশিনস্কি আর গনচারেঙ্কোর মতো লোক ছাড়া, যারা তার আসল মূল্য জানত। পার্টিজান দলের সব লোকরা, বিশেষ করে ছেলেমানুষ বাক্লানভ, যে কম্যান্ডারের হাবভাব আর চেহারার নকল করতে চেষ্টা করত, সে ভাবত: 'আমি পাপী সন্দেহ নেই, অনেক দুর্বলতা আছে আমার, অনেক কিছু আমি বুঝি না; অনেক ব্যাপারে আমি নিজেকে সামলাতে পারি না; ঘরে আমার এক যত্নশীলা মমতাময়ী স্ত্রী কিংবা বাগদত্তাকে ফেলে এসেছি যার জন্যে আমার মন কেমন করে। আমি মিষ্টি সুগন্ধী ফুটি কিংবা দুধ রুটি ভালোবাসি, কিংবা ভালো করে পালিশ করা বুটজোড়া পছন্দ করি সন্ধেবেলার নাচের আসরে গ্রামের মেয়েদের চিত্ত জয় করার জন্যে। কিন্তু লেভিন্সন মানুষের মতো মানুষ। তার মধ্যে এ ধরনের কোনো কিছু সন্দেহ করতে কেউ পারবে না। সবকিছুই সে করে ত্রুটিশূন্যভাবে। বাক্লানভের মতো সে মেয়েদের পেছনে ছোটে না। মরোজকার মতো সে ফুটি চুরি করে না। তার মাথায় শুধু একটি ভাবনা— তার কাজ। তাকে বিশ্বাস না করে, তার কথা না মেনে তুমি পারবে না, কারণ সে হল মানুষের মতো মানুষ...'

যেদিন থেকে লেভিন্সন কম্যান্ডার নির্বাচিত হয়েছিল সেদিন থেকে অন্য কোনো পদে কেউ তাকে কল্পনা করতে পারে নি: সবাইকারই মনে হত যে তার বৈশিষ্ট্য হল যে সে প্রভুত্ব করছে। যদি তাদের সে বলত ছেলেবেলায় কীভাবে সে তার বাবাকে পুরনো আসবাবপত্র বিক্রি করতে সাহায্য করেছে, কীভাবে তার বাবা আজীবন স্বপ্ন দেখেছে বড়লোক হবার, কীভাবে সে ইঁদুরকে ভয় করত আর নিজের বেহালাটা খারাপভাবে বাজাত, তাহলে সবাই ভাবত যে সেটা একটা বাজে রসিকতা। কিন্তু লেভিন্সন কখনো সে সব কথা বলত না। তার কারণ এই নয় যে সে স্বল্পভাষী, তার কারণ সে জানত সবাই তাকে মনে করে 'বিশেষ জাতের মানুষ' বলে।. নিজের ও অন্যদের দুর্বলতাগুলোকে সে জানত, এবং সে বিশ্বাস করত যে লোকে তখনই শুধু নেতৃত্ব করতে পারে যখন সে অন্যদের মধ্যেকার দুর্বলতা সম্বন্ধে তাদের সচেতন করতে এবং নিজের দুর্বলতাকে লুকোতে পারে। সেজন্য তাকে নকল

করার জন্য তরুণ বাক্লানভকে কখনো সে ঠাট্টা করতে চেষ্টা করত না। বাক্লানভের বয়সে লেভিন্সন স্বয়ং তার শিক্ষকের অনুকরণ করত, বাক্লানভ তাকে এখন যেমন উঁচু জাতের লোক বলে ভাবে তার শিক্ষককেও তার তখন সেরকম লাগত। বড় হয়ে সে বুঝেছিল যে তার শিক্ষকদের সে যেরকম উঁচু জাতের মানুষ বলে কল্পনা করেছিল সেরকম তারা নয়। তাসত্ত্বেও তাদের কাছে সে ছিল কৃতজ্ঞ। বাক্লানভ তো শুধু তার মুদ্রাদোষগুলোকেই অনুকরণ করত না, গ্রহণ করত তার সমস্ত অভিজ্ঞতা, তার লড়াই, কাজ, আচরণের রীতি। লেভিন্সন জানত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাদোষগুলো কেটে যাবে আর লেভিন্সনের অভিজ্ঞতা বাক্লানভের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন লেভিন্সন আর বাক্লানভদের উপর হবে সঞ্চারিত। সেটাকে সে মনে করত প্রয়োজনীয় আর দরকারী।

...আগস্ট মাসের শুরুতে এক গভীর বর্ষারাতে এক রিলে অশ্বারোহী বার্তাবহ তাদের সৈন্যদলের প্রধান অধিনায়ক বৃদ্ধ সুখোভেই-কভতুনের কাছ থেকে একটা খবর নিয়ে এল। বৃদ্ধ সুখোভেই-কভতুন লিখেছিল যে জাপানীরা আনুচিনো আক্রমণ করেছে। সেখানেই তাদের প্রধান সৈন্যদল কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। লিখেছিল যে ইজভেস্তকোভায়ার কাছে দারুণ লড়াই হয়ে গেছে, শত শত পার্টিজানকে যন্ত্রণা দিয়ে নিহত করা হয়েছে এবং সে নিজে ন'টা গুলি খেয়ে শিকারীদের শীতকালের এক ডেরায় লুকিয়ে আছে এবং বোঝাই যাচ্ছে সে আর বেশি দিন বাঁচবে না।

সমতলভূমির উপর ভয়ঙ্কর দ্রুতগতিতে পরাজয়ের খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু রিলেটা এল তারও আগে। রিলের প্রত্যেক অশ্বারোহীই অনুভব করেছিল যে তাদের দলের গমনাগমনের শুরু থেকে তারা যত খবর বয়ে এনেছে তাদের সবগুলোর মধ্যে এই খবরটাই সবচেয়ে মারাত্মক। এমনকি তাদের লোমশ ঘোড়াগুলো পর্যন্ত ভয় পেয়েছিল। দাঁত বার করে তারা পাগলের মতো ছুটেছিল গ্রাম থেকে গ্রামে, কর্দমাক্ত নিরানন্দ গ্রাম্য পথ দিয়ে। ফোয়ারার মতো কাদা ছিটকেছিল তাদের খুর থেকে।

লেভিন্সন খবরটা পেল সাড়ে বারোটায়। আধ ঘণ্টার মধ্যে রাখাল মেতেলিৎসার নেতৃত্বে অশ্বারোহী বাহিনী ক্রিলোভকাকে পিছনে ফেলে পাহাড়ে পায়ে-চলা পথ ধরে সিখোতে-আলিন জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। স্ভিয়াগিনোর সামরিক অঞ্চলের সৈন্যদলের কাছে তারা বয়ে নিয়ে চলল বিপদ সঙ্কেত।

বিভিন্ন সৈন্যদলের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতে লেভিন্সনের চার দিন লেগে গেল। তার মনটা উত্তেজনায় কঠিন হয়ে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে লাগল, যেন যে কোনো মিনিটেই সে আরো মারাত্মক খবর শোনবার আশঙ্কা করছে। কিন্তু লোকজনের সঙ্গে সে কথা কইতে লাগল স্বাভাবিক শান্ত গলায়, বারবার তার নীল চোখগুলো যেভাবে বিদ্রুপভরে কুঁচকিয়ে উঠত সেইভাবেই কোঁচকাতে লাগল তা আর বাক্লানভের পিছনে লাগতে লাগল 'নোংরা মারুসিয়ার' সঙ্গে তার ব্যাপারটা নিয়ে। একবার 'পাখি' যখন নিছক ভয়ের দরুনই সাহস করে জানতে চাইল এ ব্যাপারে সে কিছুই করছে না কেন, তখন লেভিন্সন ছোকরার কপালে নম্রভাবে টোকা দিয়ে বলল যে সেটা কোনো 'পাখীর ভাববার কথা' নয়। খতিয়ে দেখে লেভিন্সন এটাই বোঝাতে চাইল যে এ সব ঘটনা কীভাবে ঘটেছে সে কথা সে ভালো করে বোঝে, সে জানে কোথায় তারা চলেছে, বোঝাতে চাইল এ সব ঘটনা খুবই স্বাভাবিক, এর মধ্যে ভয়ের কিছুই নেই এবং সে, লেভিন্সন, বহুকাল আগেই তাদের উদ্ধারের নিরাপদ ও অভ্রান্ত পরিকল্পনা করে রেখেছে। আসলে কিন্তু তার শুধু যে ওধরনের কোনো পরিকল্পনা নেই তাই নয়, সে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল, ইস্কুলের ছাত্রকে বহু অজানা গুণনীয়ক সম্বলিত কোনো সমীকরণের সমাধান সঙ্গে সঙ্গে করতে বললে সে যে রকম হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। সহর থেকে খবরের জন্য সে অপেক্ষা করছিল। তাদের দলের কানুনিকভ ঐ মারাত্মক খবর পেঁৗছবার এক সপ্তাহ আগে সেখানে গিয়েছে।

ঐ খবরটা পেঁৗছবার পাঁচ দিনের দিন কানুনিকভ ফিরল ক্লান্ত ও ক্ষুধিত অবস্থায়। মুখটা তার খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ভরা, কিন্তু মাথায় আগেকার মতোই সেই লালচে চুল, স্বভাব ঠিক আগের মতোই ধূর্ত — এ আর তার যাবার নয়।

'সহরে ধরপাকড় হচ্ছে, ক্রাইজেলমান জেলে,' জামার আস্তিনের ভিতর থেকে তাস জুয়াড়ী জোচ্চোরদের মতো দক্ষতায় দুটো চিঠি বার করে ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে সে বলল। একটুও তার ফুর্তি হয় নি, কিন্তু না হেসে কথা কইতে পারে না। 'জাপানীরা ভ্লাদিমিরো-আলেক্সান্দ্রভস্কয়ে আর ওলগায় নেমেছে। সুচান খতম। তামাকে ব্যাপার একেবারে, নাও ধরাও!' বলে সে লেভিন্সনকে এমনভাবে একটা সোনালী আগাওলা সিগারেট দিল যে বোঝা গেল না ধরাতে হবে কোনটা, সিগারেট নাকি ব্যাপারটা, যা 'তামাকের মতো' রদ্দি।

লেভিন্সন খাম দুটোর উপর চোখ বুলিয়ে একটাকে পকেটে ভরে অন্যটা খুলল। কান্নিকভের খবরটাই সমর্থিত হচ্ছে চিঠিতে। সরকারী ভাষা এবং কৃত্রিম প্রফুল্লতার পিছনে পরাজয়ের গ্লানি আর অসহায় ভাবটা ভারি স্পষ্ট।

'খুব খারাপ খবর, না?..' সহানুভূতিভরা গলায় কান্নিকভ প্রশ্ন করল।

'এক রকম! কে এটা লিখেছে — সোদিখ?'

কান্নিকভ মাথা নাড়িয়ে 'হ্যাঁ' বলল।

'তা বোঝা যায়। সবই সে লেখে ধারা ভাগ করে,' শ্লেষের সঙ্গে বলল লেভিন্সন। 'চতুর্থ ধারা: বর্তমান কর্তব্য' কথাগুলোর তলায় আঙুলের একটা নখ দিয়ে দাগ দিল সে। সিগারেট শুঁকল। 'বাজে তামাক তাই না? দেশলাই দে তো... মুখ বুজে থাকিস কিন্তু... জাপানীদের নামা টামা নিয়ে... আমার পাইপটা কিনেছিস?' কেন পাইপটা সে কিনতে পারে নি এ কথা যখন কান্নিকভ বিশদ করে বলতে শুরু করে তখন সে চিঠিটার দিকে তাকাল।

'বর্তমান কর্তব্য' ধারায় পাঁচটি পয়েন্ট, তাদের মধ্যে চারটি লেভিন্সনের মনে হল অসম্ভব। পঞ্চম পয়েন্টে এই কথাগুলো ছিল:

'...পার্টিজান নেতৃত্বের কাছে সবচেয়ে দরকারী জিনিস যেটা দাবী করা হচ্ছে এবং যেটা যেমন করেই হোক করা দরকার সেটা হল ছোটো ছোটো হলেও শক্তিশালী ও সুশৃংখল যোদ্ধাদল সংরক্ষণ করা, পরে যাদের ঘিরে...'

'বাক্লানভ আর কোয়ার্টারমাস্টারকে ডাকো,' লেভিন্সন চেঁচিয়ে উঠল।

'পরে' এই যোদ্ধাদলের কপালে কী ঘটবে সে কথা না পড়ে ফিল্ড ডিস্প্যাচ-কেসে চিঠিটা সে রেখে দিল। অসংখ্য সমস্যার মধ্যে কোথায় যেন একটা কর্তব্য পরিষ্কার ফুটে উঠল: যা 'সবচেয়ে দরকারী'। নিভে যাওয়া সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে লেভিন্সন টেবিলের উপর আঙুল বাজাতে লাগল। 'যোদ্ধাদল সংরক্ষণ করা' ব্যাপারটা সে বুঝতে পারল না: লাইন-টানা কাগজের উপর কপিং পেন্সিল দিয়ে লেখা তিনটে কথার আকারে সেটা তার মনে লাগল ঘুরতে। যান্ত্রিকভাবে সে দ্বিতীয় চিঠিটা আঙুল দিয়ে ছুঁল, দেখল খামটার দিকে। মনে পড়ল সেটা তার স্ত্রীর লেখা।

'এটা অপেক্ষা করতে পারে,' আবার সেটাকে পকেটে রেখে সে ভাবল। 'যোদ্ধাদল সংরক্ষণ করা।'

কোয়ার্টারমাস্টার আর বাক্লানভ যখন পোঁছল লেভিন্সন তখন বুঝে ফেলেছে তাকে এবং তার অধীনের লোকদের কী করতে হবে — তাদের সৈন্যদলকে একটা যোদ্ধাদল করে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তারা সবকিছু করবে।

'শীগগিরই আমাদের এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে,' সে বলল। 'সবকিছু ঠিকঠাক আছে?.. কোয়ার্টারমাস্টার, তুমি বলো...'

'হ্যাঁ, কোয়ার্টারমাস্টার বলো...' বলে বাক্লানভ এমন গম্ভীর আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞভাবে বেল্টটা কষতে লাগল যে মনে হল ঘটনাটা এমন যে দাঁড়াবে তা আগে থেকেই সে জানত।

'হ্যাঁ, আমি তৈরী, আমার জন্যে কিছু আটকাবে না। কিন্তু জই-এর ব্যাপারে আমরা কী করব?' এই বলে জইগুলো ভিজে গেছে, গাঁটরি ছেঁড়া, ঘোড়া অসুস্থ, 'সব জই নিয়ে যাওয়া অসম্ভব' ইত্যাদি সমন্ধে কোয়ার্টারমাস্টার একটা দীর্ঘ গল্প ফাঁদল — এক কথায় এমন সব ব্যাপারের উল্লেখ করল যার থেকে বোঝা গেল যে কোনো কিছুর জন্যই সে প্রস্তুত নয় এবং তার মতে চলে যাবার কথাটা ভাবা হাস্যকর ও বিপজ্জনক। কম্যান্ডারের চোখের দিকে সে তাকালে না। মুখ বিকৃত করল যেন যন্ত্রণা পাচ্ছে। লাগল চোখ মিটমিট করতে আর গলা খাঁকারি দিতে। কিন্তু সে জানত মিথ্যেই বকে চলেছে।

লেভিন্সন তার জামার বোতামটা টেনে বলল, 'বাজে কথা!'

'না, ওসিপ আব্রামিচ, সত্যি। আমাদের বরং এখানে ঘাঁটি গাড়াই ভালো।'

'ঘাঁটি গাড়া?.. এখানে?..' লেভিন্সন এমনভাবে মাথা নাড়ল যেন সে কোয়ার্টারমাস্টারের নির্বুদ্ধিতা দেখে করুণা প্রকাশ করছে। 'এ মাথার চুল তো দেখছি পাকা। ভাবো কী দিয়ে, মাথাটা দিয়ে নাকি?'

'আমি...'

'হয়েছে, হয়েছে!' তার বোতাম ধরে টেনে সে বলল। 'বলবামাত্রই তোমাকে তৈরি হতে হবে। বুঝতে পারলে? বাক্লানভ, লক্ষ রেখো যেন এটা হয়।' বোতামটা সে ছেড়ে দিল। 'তোমার লজ্জা হওয়া উচিত! তোমার ওই গাঁটরি ফাটরি — বাজে কথা!' তার চোখগুলো নিরুত্তাপ হয়ে উঠল, আর তীক্ষ্ম দৃষ্টি কোয়ার্টারমাস্টারকে নিঃসন্দেহ করল যে বাস্তবিকই তার গাঁটরিগুলো আলোচনার যোগ্য নয়।



'তা বটে... পরিষ্কার বৈকি, ওটা অত দরকারী কিছু নয়...' সে আমতা আমতা করতে লাগল। কম্যান্ডার একবার বললেই জইগুলোকে সে এবার নিজের পিঠে করে নিয়ে যেতেও যেন প্রস্তুত। 'আটকাবে কিসে, কতক্ষণ আর লাগবে, ফুঃ, আজকেই তৈরি হয়ে যেতে পারি।'

'এই তো চাই!' লেভিন্সন হেসে উঠল। 'বেশ, বেশ, তৈরি হও!' কোয়ার্টারমাস্টারের পিঠে সে আস্তে ধাক্কা দিল। 'মনে থাকে যেন, যে কোনো মুহূর্তে!'

'আচ্ছা চালাক হারামজাদা,' রাগের সঙ্গে প্রশংসা মিশিয়ে কোয়ার্টারমাস্টার ভাবল।

সন্ধের দিকে লেভিন্সন প্লেটুন কম্যান্ডারদের নিয়ে একটা সামরিক মন্ত্রণাসভা ডাকল।

লেভিন্সনের বিবরণীর প্রতিক্রিয়া হল বিভিন্ন জাতের। বড় বড় ঝুলে পড়া গোঁফগুলো টানতে টানতে দুবোভ সভার সমস্তক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইল। এ কথাটা পরিষ্কার বোঝা গেল যে লেভিন্সনের সব প্রস্তাবকেই সে সমর্থন করবে। দ্বিতীয় প্লেটুন কম্যান্ডার কুব্রাকের কাছ থেকে তীব্র বিরোধিতা এল। সমস্ত জেলাটার মধ্যে সেই সবচেয়ে বয়স্ক, সবচেয়ে শ্রদ্ধাভাজন, সবচেয়ে বুদ্ধিহীন কম্যান্ডার। কেউ তাকে সমর্থন করল না। সে ক্রিলোভকার বাসিন্দা। সবাই বুঝতে পারল সৈন্যদলের চেয়ে তার গ্রামের খেতগুলো সম্পর্কেই তার প্রধান মাথা ব্যথা।

'থামো, ব্যস!..' মেতেলিৎসা রাখাল বাধা দিয়ে উঠল। 'বৌয়ের ঘাগরার কথা ভোলবার সময় হয়েছে, কুব্রাক খুড়ো!' সর্বদাই যেমন হয়, নিজের কথায় নিজেই সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। টেবিলের উপর ঘুষি মারল আর সঙ্গে সঙ্গে তার বসন্তের দাগওলা মুখটা উঠল ঘামে চকচক করে। 'এখানে আমাদের মুর্গিছানাদের মতো তারা... থামো, বাস!..' ফারের বুটজোড়া ঘষটে ঘরময় সে ছুটাছুটি করতে শুরু করল আর চাবুকটা দিয়ে বাড়ি মারতে লাগল টুলগুলো।

'একটু আস্তে নইলে শীগগিরই হাঁপিয়ে যাবি,' লেভিন্সন উপদেশ দিল, যদিও মনে মনে সে লোকটার চাবুকের চামড়াটার মতোই কঠিন ও নমনীয় শরীরটার উগ্র চলনভঙ্গীর তারিফ করছিল। মুহূর্তের জন্যও মানুষটা স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না। সবসময়েই উত্তেজিত, সবসময়েই ছটফট করে।

তার হিংস্র চোখগুলো সর্বদাই যেন কারো পিছু ধাওয়া করে মারামারি বাধানোর তৃপ্তিহীন তৃষ্ণায় জ্বলতে থাকে।

মেতেলিংসা তার পশ্চাদপসরণের পরিকল্পনাটা পেশ করল। তা থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল অনেক দূরে যেতেও কোনো ভয় নেই তার উত্তেজিত মাথাটায়, অভাব নেই সামরিক চাতুর্যেরও।

'ঠিক কথা!.. মাথা আছে বটে!' সপ্রশংসভাবে বাক্লানভ চেঁচিয়ে উঠল, কিন্তু মেতেলিংসার দুঃসাহসী স্বাধীন চিন্তাধারায় কিছুটা ঈর্ষান্বিতও হল সে। 'এই তো সেদিন আমাদের ঘোড়া চরাত, বছর দুয়েকের মধ্যে দেখে নিও ও আমাদের কম্যান্ডার হবে...'

'মেতেলিংসা?.. বটে, বটে... হীরের টুকরো,' লেভিন্সন একমত হল। 'তবে দেখিস, পায়াভারি না হয় যেন...'

যাই হোক, উত্তেজিত আলোচনার সুযোগ নিয়ে, যেখানে প্রত্যেকেই ভাবছিল অন্যদের চেয়ে সে চালাক এবং অন্যদের কথা শুনতে চাইছিল না, লেভিন্সন নিজের পরিকল্পনাটা চালিয়ে দিল। মেতেলিংসার পরিকল্পনার চেয়ে সেটা অনেক সহজ আর সাবধানী। কিন্তু এমন অলক্ষ্যে ও চাতুর্যের সঙ্গে সেটা সে করলে যে এই নতুন প্রস্তাবটা সর্ববাদিসম্মতভাবে গৃহীত হল, যেন মেতেলিংসার প্রস্তাব হিসাবেই।

সহরে এবং স্তাশিনস্কির কাছে চিঠিতে লেভিন্সন লিখল যে কয়েক দিনের মধ্যেই তার দল সরিয়ে নিয়ে যাবে শিবিশি গ্রামে, ইরোখেজার উৎসের কাছে। আদেশ দিল যতদিন না নতুন হুকুম দেওয়া হয় ততদিন হাসপাতালটা যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। স্তাশিনস্কিকে লেভিন্সন সহরে থাকতেই চিনত, তার কাছে এই তার দ্বিতীয় আশঙ্কাজনক চিঠি।

গভীর রাতে সে কাজ শেষ করল। বাতির কেরোসিন ফুরিয়ে যাচ্ছিল। খোলা জানলা দিয়ে আর্দ্রতা ও পচা পাতার গন্ধ আসছিল। শোনা যাচ্ছিল উনুনের পিছনে আরশোলাগুলো ফড়ফড় করছে, পাশের কুটির থেকে রিয়াবেৎসের নাক ডাকার শব্দ আসছে। স্ত্রীর চিঠির কথাটা তার মনে পড়ল। বাতিতে আরো কেরোসিন ঢেলে সেটা সে পড়তে শুরু করল। নতুন কিছু, আনন্দজনক কিছু তাতে ছিল না। এখনো সে কোনো কাজ পায় নি। যা কিছু সম্ভব বিক্রি করে দিয়েছে এবং শ্রমিকদের রেড ক্রসের দয়ায় আছে বেঁচে। ছেলেমেয়েরা স্কার্ভি আর রক্ত শূন্যতায় ভুগছে। সবচেয়ে বেশি করে প্রতিটি ছত্রে তার ফুটে উঠেছে লেভিন্সনের জন্য উৎকণ্ঠা। চিন্তিতভাবে

লেভিন্সন তার দাড়িটা টেনে লিখতে শুরু করল। তার জীবনের এই দিকটার সঙ্গে জড়িত ভাবনাগুলো সে প্রথমে জাগাতে চায় নি, কিন্তু ক্রমশ সে আবেগে গা ঢেলে দিল, মুখের ভাবটা কোমল হয়ে উঠল। ছোটো ছোটো, অতিশয় জড়ানো হাতের লেখায় সে দুটো কাগজ ভরে ফেলল, এমন অনেক কথাই লিখল যে লেভিন্সন তা লিখতে পারে বলে কেউ ভাবতেই পারত না।

তারপর অসাড় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর আড়িমুড়ি ভেঙ্গে সে উঠোনে বেরুল। আস্তাবলে ঘোড়াগুলো পা ঠুকছে আর সানন্দে ঘাস চিবোচ্ছে। যে আর্দালির পাহারা দেবার কথা সে তার রাইফেলটা আঁকড়ে খোলা একটা ছাউনিতে শুয়ে অগাধে ঘুমোচ্ছে। 'পাহারাওলারাও যদি ঘুমিয়ে থাকে তাহলে?' লেভিন্সন ভাবল। খানিক দাঁড়াল সে, তারপর তার ঘুমঘুম ভাবকে কষ্ট করে তাড়িয়ে আস্তাবল থেকে নিজের ঘোড়াটা বার করল, জিন চড়াল তাতে। যে আর্দালির কাজ করার কথা সে জাগল না। 'কুত্তীর বাচ্চা!' লেভিন্সন সাবধানে আর্দালির টুপিটা খুলে খড়ের গাদার মধ্যে লুকিয়ে রাখল। তারপর জিনের উপর লাফিয়ে দেখতে চলল রাত পাহারার ঘাঁটিগুলো।

ঝোপের কাছ ঘেঁষে চুপিচুপি সে যাচ্ছে গোশালার দিকে।

'কে যায়?' খট করে রাইফেলের বোল্টটা লাগিয়ে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল প্রহরী।

'বন্ধু।'

'লেভিন্সন? রাতের বেলায় কী ব্যাপার?'

'পাহারাদাররা এসেছিল?'

'একজন মিনিট পনেরো আগে ঘোড়ায় চেপে গিয়েছে।'

'নতুন খবর কিছু?'

'এখনো শান্ত। তামাক আছে?'

লেভিন্সন লোকটাকে তার 'মাঞ্চুরীয়' তামাকের খানিকটা দিল। তারপর নদী পেরিয়ে খেতে গেল।

মেঘের মধ্যে ঝাপসা আধখানা চাঁদ উঁকি মারছে। অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে শিশিরের ভারে আনত ফ্যাকাশে ঝোপ। পাথুরে চড়ার উপর দিয়ে কলকল করে নদীটা বয়ে চলেছে। প্রত্যেকটা নুড়ির উপর ছোটো ছোটো ঢেউগুলোর শব্দটা খুব স্পষ্ট। সামনে ছোটো একটা পাহাড়ের উপর চারজন

ঘোড়সওয়ারের ছায়ামূর্তি দেখা দিতে শুরু করল। লেভিন্সন ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মানুষগুলোর গলার স্বর শোনা যেতে লাগল খুব কাছ থেকে। তাদের দুজনকে সে চিনতে পারল — পাহারাদারদের দুজন।

'দাঁড়াও তো বাপু!' রাস্তায় বেরিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল। ঘোড়াগুলো চমকে উঠে নাক দিয়ে শব্দ করতে লাগল। সেগুলোর মধ্যে একটা লেভিন্সনের ঘোড়াটাকে চিনতে পেরে মৃদু হ্রেষাধ্বনি করে উঠল।

'অমন ভয় পাওয়াতে হয়!' সামনের সওয়ারী বলল আধা শঙ্কা আধা ফুর্তির গলায়, 'তরুরে, খানকী কোথাকার!..'

'তোমাদের সঙ্গে ওরা কারা?' তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল লেভিন্সন।

'ওসোকিনের স্কাউটরা। জাপানীরা মারিয়ানভকায় এসেছে।'

'মারিয়ানভকায়?' লেভিন্সন খাড়া হয়ে উঠল। 'ওসোকিন আর তার সৈন্যদল কোথায়?'

'ক্রিলোভকায়,' একজন স্কাউট বলল। 'আমাদের পিছু হটতে হয়েছে: দারুণ লড়াই হয়েছিল, আমরা টিকতে পারি নি। যোগাযোগের জন্যে আমাদের পাঠিয়েছে। কাল আমরা কোরীয় খামারগুলোর দিকে যাব...' সামনের দিকে জিনের উপর ভারাক্রান্তের মতো সে ঝুঁকে পড়ল, যেন নিজের কথাগুলোর নিষ্ঠুর চাপে সে পিষে যাচ্ছে। 'সবকিছু ছারখার হয়ে গেছে। চল্লিশ জনকে হারিয়েছি। সারা গ্রীষ্মকাল ধরে আমাদের এত লোক লোকসান যায় নি।'

'ক্রিলোভকা ছাড়বে কখন, সকালে?' লেভিন্সন প্রশ্ন করল। 'ফিরে চলো, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।'

...যখন সে সৈন্যদলে ফিরে এল তখন প্রায় ভোর হয়ে গেছে। চেহারাটা তার উদ্‌ভ্রান্ত, চোখগুলো ফোলা ফোলা, ঘুমের অভাবে মাথাটা ভারি।

ওসোকিনের সঙ্গে আলোচনায় অবশেষে সে নিঃসন্দেহ হয়েছে যে সময় থাকতে পালিয়ে গিয়ে সৈন্যদলের সব চিহ্ন মুছে ফেলার যে সিদ্ধান্ত সে নিয়েছে সেটা সঠিক। ওসোকিনের সৈন্যদলের দিকে তাকানো মাত্রই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কুড়ুলের ঘা খাওয়া মর্চে পড়া পতর দেওয়া পচা কাঠের পুরনো পিপের মতো সে সৈন্যদল খসে খসে পড়েছে। লোকগুলো তাদের

কম্যান্ডারকে আর মানে না, উঠোনের মধ্যে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অনেকেই মাতাল। বিশেষ করে একটা লোককে লেভিন্সনের মনে পড়ল: রাস্তার ধারের চকে রোগা আর এলোমেলো চুলওলা একটা লোক, ঘোলা চোখে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে আর অন্ধ হতাশায় ধূসর ঊষার দিকে ছুঁড়ে চলছে গুলির পর গুলি।

ফিরে এসে লেভিন্সন সঙ্গে সঙ্গে তার চিঠিগুলো পাঠিয়ে দিল, কিন্তু কাউকে বলল না যে সেই রাতেই সৈন্যদলকে যেতে হবে।





৭

শত্রু

সেই স্মরণীয় চাষী জমায়েতের পরের দিন লেভিন্সন স্তাশিনস্কিকে যে চিঠিটা পাঠিয়েছিল তাতে সে তার ভয়ের কথাটা জানিয়েছিল এবং প্রস্তাব করেছিল হাসপাতালটাকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে ফেলতে যাতে ভবিষ্যতে বাড়তি বোঝা হয়ে সেটা না দাঁড়ায়। ডাক্তার চিঠিটা একাধিকবার পড়ল। বারবার তার চোখ মিটমিট করায় এবং তার হলদেটে মুখে থুতনিটা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠায় চারিপাশের লোকরা উদ্বিগ্ন বোধ করল। স্তাশিনস্কি তার শীর্ণ হাতে যে ছোটো ধূসর খামটা ধরেছিল তার ভিতর থেকে লেভিন্সনের ঝাপসা আশঙ্কাটা যেন উপছে পড়ে সেখানকার প্রতিটি ঘাস, প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে থিতিয়ে আসা প্রশান্তিটাকে দিল তাড়িয়ে।

...ভালো আবহাওয়াটা কেন জানি হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। কখনো সূর্য উঁকি দেয়, কখনো পড়ে বৃষ্টি। আসন্ন শরতের বাতাস প্রথমে টের পেয়ে বিষণ্ণ সুরে মর্মর তুলল কালো মাঞ্চুরীয় মেপল গাছগুলো। বুড়ো কালো

ঠোঁটওলা কাঠঠোকরাটা নতুন উদ্যমে ঠুকরে চলল গাছের গঁুড়িটা। উদ্বেগে অধীর হয়ে পিকা আরো রূঢ় ও স্বল্পভাষী হয়ে উঠল। দিনের পর দিন সে তায়গায় ঘুরে বেড়ায়, ফিরে আসে ক্লান্ত ও অশান্ত হয়ে। সেলাই করতে চেষ্টা করলে সুতোটা জট পাকিয়ে ছিঁড়ে যায়; ড্রাফট্‌স্‌ খেলতে বসলে সর্বদাই হারে; তার মনে হল সে যেন একটা নল দিয়ে পচা জলাভূমির জল পান করছে। ইতিমধ্যে সেখানকার অন্যান্য বাসিন্দারা নিজের নিজের গ্রামে ফিরে যেতে লাগল। সৈনিক জীবনের তুচ্ছ জিনিসপত্রগুলো বেঁধে পরস্পরের কাছে বিষণ্ণ মনে বিদায় নিল তারা। নার্স তাদের ব্যাণ্ডেজগুলো পরীক্ষা করে তার 'ভাইদের' শেষ বিদায় চুম্বন দিলে। গাছের ছালের নতুন জুতোগুলোয় শ্যাওলা মাড়িয়ে মাড়িয়ে তারা চলে গেল তায়গার রহস্যময় কোন সুদূরে।

ভারিয়া শেষ বিদায় দিল সেই খোঁড়া যুবকটিকে।

'বিদায়, ভাই,' তার ঠোঁট চুম্বন করে ভারিয়া বলল। 'দেখছ তো, ভগবান তোমায় ভালোবাসেন — কেমন ভালো দিনটা পাঠিয়েছেন... বেচারি আমরা, ভুলে যেয়ো না আমাদের...'

'কোথায় তোমার ভগবান?' শ্লেষের হাসি হেসে খোঁড়া যুবক বলল। 'ভগবান নেই; নরকের নামে শপথ করে বলছি ভগবান নেই!..' চিরাচরিত ফুর্তির ভঙ্গিতে অশ্লীল সুরে সে আরো কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু তার বদলে মুখটা কুঁচকে উঠল, বিষণ্ণভাবে সে হাত নাড়াল, তারপর মুখ ফিরিয়ে হাঁটা পথটা ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে গেল। বিশ্রী শব্দ হতে থাকল তার মেসের টিনের পাত্রটায়।

আহতদের মধ্যে এখন রইল শুধু মেচিক আর ফ্রলোভ। পিকাও রইল। সে মোটেই অসুস্থ নয়, কিন্তু যেতে তার মন সরল না। মেচিক একটা নতুন শ্যাগ্রিন জামা পরে পিকার ড্রেসিং-গাউন আর বালিশে ঠেস দিয়ে তার বাঙ্কে বসেছিল। জামাটা নার্স তাকে করে দিয়েছে। মাথায় তার এখন আর ব্যাণ্ডেজ নেই। চুলগুলো বেড়ে উঠে ঝাঁকড়া হলদেটে গুচ্ছে ঝুলছে। রগের ক্ষত চিহ্নটার দরুন তার মুখটা হয়ে উঠেছে গম্ভীর, বয়স্ক।

'তুমিও ভালো হয়ে উঠে শীগগিরই চলে যাবে,' বিষণ্ণ সুরে নার্স বলল।

'কোথায় যাব?' অনিশ্চিত গলায় প্রশ্ন করল সে, আর নিজেই অবাক হয়ে উঠল। এই প্রথম প্রশ্নটা উঠল তার কাছে আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল একটা অস্পষ্ট, কিন্তু পরিচিত নিরানন্দ এক অনুভূতি। 'কোথাও আমার যাবার জায়গা নেই,' ভাঙা গলায় সে বলল।

'তার মানে?' বিস্মিত হয়ে ভারিয়া চেঁচিয়ে উঠল। 'কেন, বাহিনীতে যাবে লেভিন্সনের কাছে!.. তুমি ঘোড়ায় চড়তে পার? আমাদের দলটা ঘোড়সওয়ারীদের। ঘাবড়ো না, শিখে যাবে।'

বাঙ্কে তার পাশে বসে ভারিয়া তার হাতটা তুলে নিল। মেচিক তার দিকে তাকাল না; যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তো তাকে যেতেই হবে, এই ভাবনাটা এখন মনে হল অবান্তর, বিষের মতো তিক্ত।

'ভয় নেই!' যেন তার মনের কথা টের পেয়ে ভারিয়া বলল। 'কেমন সুন্দর চেহারা, উঠতি বয়েস, তুমি কিন্তু ভীরু... ভারি ভীরু তুমি,' কোমল সুরে সে পুনরাবৃত্তি করলে কথাটা, তারপর সাবধানে চারিদিকে তাকিয়ে তার কপালে চুমু দিলে। তার এ আদরের মধ্যে কী একটা ছিল যা মায়ের মতো। 'শাল্দিবার ওখানে অবস্থাটা অন্য রকম, কিন্তু আমাদের এখানে ঠিক আছে...' তাড়াতাড়ি ফিসফিস করে তার কানে সে বলল, কথাটা পুরো শেষ করল না। 'শাল্দিবার দলের লোকেরা বেশির ভাগই চাষী, কিন্তু আমাদের দলের লোকেরা খনিমজুর, নিজেদের লোক সব, মানিয়ে নেওয়া যায়। প্রায়ই এসো আমার কাছে...'

'আর মরোজকা?'

'আর সেই মেয়েটা — ছবির সেই মেয়েটা?' পাল্টা প্রশ্ন করে সে খিলখিল করে হেসে উঠল, ফ্রলোভ মুখ ফেরানোয় মেচিকের কাছ থেকে একটু সরে গেল সে।

'ওঃ, তার কথা আর মনেই পড়ে না। ফোটোটাও ছিঁড়ে ফেলেছি,' তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল। 'মাটিতে তার টুকরোগুলো দেখেছিলে?'

'মরোজকার বেলায় আমারও তাই। এত দিনে এ ব্যাপারটা তার গা সওয়া হয়ে গেছে। নিজেও সে ফুর্তি করে বেড়ায়। তুমি কিছু ভেবো না। সোজা চলে এসো যত ঘনঘন পারো। সর্বদাই মাথা খাড়া রাখবে, কখনো হার মানবে না, নিজের কাছেও না। আমাদের ছেলেদের ভয় পাবার কিছু নেই। ওরা দেখতেই শুধু বদরাগী — মুখে যদি আঙুল ঢোকাও তাহলে তো কামড়াবেই। কিন্তু এমনি ভয়ঙ্কর কিছু নেই — ও শুধু দেখতে। তোমাকেও রুখে উঠতে হবে — আর কিছু না।'

'তুমি কি রুখে ওঠো?'

'আমি মেয়েমানুষ। রুখে না উঠেও আমার চলে — আমি জিতব পীরিতি দিয়ে। পীরিতি নইলে পুরুষের যে চলে না। শুধু তুই যে পারিস না,'

চিন্তিতভাবে যোগ করল সে। তারপর তার দিকে আবার ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল, 'কে জানে হয়ত সেই জন্যেই বা তোকে ভালোবাসি — জানি না...'

'সত্যিই তাই — আমার একেবারেই সাহস নেই,' মেচিক ভাবল। হাত দুটো তার মাথার নীচে ভাঁজ করা আর চোখ দুটো স্থির হয়ে আকাশের দিকে নিবদ্ধ। 'কিন্তু সত্যিই কি পারব না? পারতেই হবে... যেমন করে হোক... অন্যরা তো পারে...' এখন তার ভাবনার মধ্যে বিষণ্ণতা নেই, নেই দুঃখ কিংবা নিঃসঙ্গ বোধ। সবকিছুই সে নির্লিপ্তভাবে ভাবতে পারে, কারণ সেরে উঠছে সে, তাড়াতাড়ি ক্ষত শুকিয়ে আসছে, শরীরটা শক্ত হচ্ছে, ভরে উঠছে। মনে হল এ সবই যেন আসছে এই মাটি থেকে, যে মাটিতে সুরার গন্ধ, পিঁপড়ের গন্ধ; আরো আসছে ভারিয়ার কাছ থেকে। সে ভারিয়ার চোখ দুটি ধোঁয়ার মতো গভীর, কথা বলে সে প্রেম ঢেলে, ইচ্ছে হল বিশ্বাস করে তাকে।

'কেনই বা হতাশ হব আমি?' মেচিক ভাবল। মনে হল হতাশ হবার বাস্তবিকই কোনো কারণ নেই। 'ওদের সঙ্গে সমানে সমানে খাড়া করব নিজেকে। হার মানব না কারো কাছে, নিজের কাছেও নয়। কথাটা ও ঠিকই বলেছে। এখানকার মানুষগুলো অন্য ধরনের। খাপ খাইয়ে নিতে হবে। নোবই আমি!' জোর করে সে মনস্থির করল। এ রকমটা আগে কখনো বোধ করে নি সে। ভারিয়ার প্রতি তার কথা, তার আন্তরিক ভালোবাসার জন্য সে প্রায় মায়ের কাছে সন্তানের মতো কৃতজ্ঞ বোধ করল। 'সবই তাহলে নতুন খাতে চলবে। সহরে যখন ফিরে যাব কেউ আমায় চিনতে পারবে না — তখন আমি একেবারে অন্য মানুষ...'

ভাবনা তাকে নিয়ে গেল বহুদূরে — ভবিষ্যতের উজ্জ্বল দিনে, তাই তা ভারি লঘু, তায়গার উপরকার শান্ত গোলাপী মেঘের মতো, আপনা থেকেই তা গলে যায়। কল্পনায় সে নিজেকে দেখতে লাগল একটা ট্রেনে ঝাঁকুনি খেতে খেতে ভারিয়ার সঙ্গে ফিরে চলেছে সহরে। ট্রেনের জানালাগুলো খোলা। ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরের অস্পষ্ট পর্বতমালার উপর ঠিক সেই রকম শান্ত গোলাপী মেঘ। জানালার কাছে তারা দুজনে বসে থাকবে পাশাপাশি, ঘেঁষাঘেঁষি করে। ভারিয়া মৃদু সুরে তাকে নানা মধুর কথা বলবে। সে হাত বুলোবে ভারিয়ার মাথায় আর তার নরম বিনুনিতে। আর সে বিনুনির রঙ হবে মধ্যদিনের মতো সোনালী... কল্পনার ভারিয়ার সঙ্গে ১ নং পিটের গাড়ি-ঠেলিয়ে কোলকুঁজো মেয়েটির বিশেষ কোনো সাদৃশ্য

ছিল না, কারণ বাস্তব নিয়ে নয় মেচিক ভাবছিল শুধু তাই যা সে দেখতে চায়।

...কয় দিন পর সৈন্যদলের কাছ থেকে দ্বিতীয় চিঠি এল। সেটা আনে মরোজকা। তার আসাটা নিদারুণ সোরগোল সৃষ্টি করে, তায়গা থেকে সে সবেগে ছুটে আসে ভয়ানক চীৎকার করতে করতে। ঘোড়াটাকে সে জুতোর কাঁটা দিয়ে খোঁচা মারে আর চেঁচায় এলোমেলোভাবে। এ সব সে করে তার জীবনী শক্তির আধিক্যে এবং... 'নিতান্তই মজা করার জন্য।'

'তুমি কি পাগল, ভূত কোথাকার?' আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে পিকা তিরস্কার-ভরা সুরেলা গলায় প্রশ্ন করল। 'একটা লোক ওদিকে মরতে চলেছে,' — ফ্রলোভের দিকে সে আঙুল তুলে দেখাল, — 'আর তুমি হল্লা লাগিয়েছ...'

'ওহো! সেরাফিম বাবাজী!' মরোজকা তাকে অভিবাদন জানাল। 'দন্ডবৎ! দন্ডবৎ!..'

'আমি তোমার বাবাজী নই, আমার নাম ফিওদর!' রেগে পিকা বলল। হালে সে অল্পেই চটে ওঠে। রাগলে তাকে হাস্যকর আর করুণ দেখায়।

'আরে থামো ফেদোসেই, অত মাথা গরম করো না, চুল সব উঠে যাবে... সেলাম জেনানাকে!' মরোজকা সাড়ম্বরে ভারিয়ার দিকে ঝুঁকে অভিবাদন করল। টুপিটা খুলে ফেলে পিকার মাথায় বসাল। 'ঠিক আছে ফেদোসেই, টুপিটা দারুণ মানিয়েছে। শুধু প্যাণ্টটা টেনে তোলো; কাকতাড়ুয়ার মতো লটপট করছে — একেবারেই ভদ্রলোকের মতো নয়!'

'শীগগিরই সরতে হবে নাকি আমাদের?' খামটা ছিঁড়ে স্তাশিনস্কি প্রশ্ন করল। 'উত্তরের জন্যে পরে ব্যারাকে এসো,' খারচেঙ্কোর কাছ থেকে চিঠিটা লুকিয়ে সে বলল। জীবন বিপন্ন করে ডাক্তারের কাঁধের উপর দিয়ে সে গলা বাড়িয়েছিল।

ভারিয়া মরোজকার সামনে দাঁড়িয়ে এপ্রনটা নাড়াচাড়া করছিল। স্বামীর সঙ্গে দেখা হওয়ায় এই প্রথম সে অদ্ভুত অস্বস্তি অনুভব করল।

'এতদিন আস নি যে?' শেষ পর্যন্ত কৃত্রিম ঔদাস্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল।

'খুব মন কেমন করেছিল, বুঝি?' ভারিয়ার দুর্বোধ্য দূরত্ব টের পেয়ে বিদ্রূপভরা গলায় সে বলল। 'তা ভাবনা নেই, আনন্দ করবি, এই তো বনে যাচ্ছি এবার...' এক মুহূর্ত চুপ করে বাঁকা স্বরে সে যোগ করে দিল, 'ভোগান্তি ভুগতে...'

'তোমার শুধু ঐ এক কাজ,' নীরস গলায় সে বলল। তার দিকে তাকাল না। মেচিকের কথা লাগল ভাবতে।

'আর তোর?' চাবুকটা নাড়াচাড়া করতে করতে মরোজকা ভারিয়ার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

'আমার তো এই প্রথম নয়। অচেনা তো আর নই...'

'তাহলে যাব?..' না নড়ে সাবধানে মরোজকা প্রশ্ন করল।

এপ্রনটা ছেড়ে বিনুনি দুটো পিছনে ফেলে পথ দিয়ে আগে আগে সে চলতে লাগল উদাসভাবে। মেচিকের দিকে ফিরে তাকাবার ইচ্ছেটা জোর করে চাপল। ভারিয়া জানত মেচিক তাকে অনুসরণ করছে ক্ষুব্ধ করুণ চোখে। আর পরেও কখনো সে বুঝতে পারবে না যে ভারিয়া শুধু বিরক্তিকর যন্ত্রণাদায়ক এক কর্তব্য পালন করছে।

তার ভয় হচ্ছিল পিছন থেকে হঠাৎ মরোজকা তাকে জড়িয়ে ধরবে। মরোজকা কিন্তু তার কাছে এল না। এইভাবে তারা বেশ কিছুক্ষণ চলল পরস্পরের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে, কেউই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল না। অবশেষে ভারিয়া আর সহ্য করতে পারল না। থেমে তার দিকে সে তাকাল অবাক হয়ে, প্রত্যাশা নিয়ে। মরোজকা কাছে এগিয়ে এল, কিন্তু তাকে ছুঁল না।

'কিছু একটা হয়েছে তোর ছুঁড়ি...' হঠাৎ ভাঙা গলায় কেটে কেটে সে বলল। 'মজেছিস নাকি কোথাও?'

'তাতে তোমার কী?' ভারিয়া মাথা তুলে সোজাসুজি তার চোখের দিকে তাকাল বেপরোয়াভাবে।

মরোজকা বরাবরই জানত তার অনুপস্থিতিতে অন্য লোকেদের সঙ্গে সে প্রেম করে, বিয়ের আগে ঠিক যেমন করত। এটা সে জানতে পারে তাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম দিনেই যখন মেঝের উপর এক গাদা মানুষের মধ্যে নেশার খোঁয়াড়ি নিয়ে ঘুম ভেঙে আইনসঙ্গতভাবে বিবাহিত তরুণী স্ত্রীকে সে দেখে ৪ নং পিটের কয়লা-কাটিয়ে লাল চুলো গেরাসিমের আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে ঘুমোতে। কিন্তু এখন তার মন ব্যথায় টনটন করে উঠল এই ভেবে যে মেচিকের মতো লোককে তার স্ত্রী প্রেমিক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

'তা জানানো হোক লোকটা কে?' অতিরিক্ত বিনয়ের সঙ্গে সে প্রশ্ন করল, স্ত্রীর দৃষ্টির উত্তরে হাসল উদাস শ্লেষের হাসি। মনে মনে যে আহত হয়েছে সে কথা প্রকাশ করতে চাইল না। 'মায়ের সেই আদুরে খোকাটা নাকি?'

'সেই যদি হয়?'

'তা মন্দ কি — ফিটফাট, পরিষ্কার,' মরোজকা স্বীকার করল। 'বেশি মিঠে লাগবে। শুধু তার সিকনি-ঝরা নাকটা মোছার জন্যে কতকগুলো রুমাল করে দিস।'

'দরকার হলে রুমালও করে দোব, আর নিজেই মুছিয়ে দোব — শুনলে? নিজে তার নাকটা মুছিয়ে দোব!' মুখটা মরোজকার দিকে এগিয়ে উত্তেজিত হয়ে সে বলে চলল, 'অতো তোমার বীরত্ব কীসের? তেজের দাম কী, তিন বছরে একটা ছেলেও তো দিতে পারো নি? শুধু বড়াই। কী বীরপুরুষ!..'

'ছেলে দেবে, দেবে কোথা থেকে, গোটা পল্টনই যে লেগে পড়েছে... চ্যাঁচাস না বলছি,' ধমকে উঠল, 'নইলে...'

'নইলে — কী?' তেড়ে উঠে ভারিয়া বলল। 'মারবে? দেখি না একবার কেমন মারো...'

বিস্মিত হয়ে সে তার চাবুকটা তুলে আবার নামাল, যেন কথাটা তার কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত রকমের অনাবৃত মনে হল।

'না, মারব না...' অনিশ্চিত আক্ষেপের গলায় সে বলল, তখনো যেন ভাবছিল তাকে সত্যি সত্যি মারলে ভালো হয় কিনা। 'মারাই দরকার, কিন্তু মেয়েদের ওপর মারপিট করা আমার অভ্যেস নেই।' তার স্বরের মধ্যে এমন একটা সুর ছিল আগে কখনো যা ভারিয়া শোনে নি। 'বেশ, যেমন মর্জি চালা। বলা যায় না লেডি হয়ে উঠবি হয়ত।' ঘুরে বড় বড় পা ফেলে সে চলতে লাগল ব্যারাকের দিকে, বুনো ফুলগুলোর উপর হাঁকাতে লাগল চাবুকটা।

'এই শোনো, দাঁড়াও!..' অকস্মাৎ তার উপর করুণায় বিগলিত হয়ে ভারিয়া চেঁচিয়ে উঠল। 'ভানিয়া!'

'বড়লোকদের এঁটোতে আমার দরকার নেই,' তীব্র কণ্ঠে সে বলে উঠল, 'আমার এঁটোই বরং চেটে দেখুক...'

তার পিছন পিছন দৌড়নো ঠিক হবে কিনা ভারিয়া বুঝতে পারল না। শেষে স্থির করল, না দৌড়নোই ভালো। বাঁকের ওপাশে সে অদৃশ্য হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ভারিয়া অপেক্ষা করল, তারপর নিজের শুক্‌নো ঠোঁট দুটো চেটে ধীরে ধীরে চলল তার পিছন পিছন।

বন থেকে অত তাড়াতাড়ি মরোজকাকে ফিরতে দেখে মেচিক বুঝতে পারল যে ভারিয়ার সঙ্গে মরোজকার 'কিছু জমে নি,' এবং তার

কারণটা মেচিক নিজেই। মনের মধ্যে তার জেগে উঠল একটা অস্বস্তিকর আনন্দ আর দুর্বোধ্য অপরাধবোধ। মরোজকার ভয়ঙ্কর চোখের দিকে তাকাতে তার ভয় হল।

মেচিকের বাঙ্কের পাশের ঘাসগুলোকে মরোজকার লোমশ ঘোড়াটা সশব্দে ছিঁড়াচ্ছিল। মনে হল আর্দালি তার ঘোড়াটার দিকে এগিয়ে আসছে। আসলে কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক রাগ তাকে টেনে আনছিল মেচিকের দিকে। কিন্তু ঘৃণা ও গগনস্পর্শী গর্বে মনটা ভরে থাকায় মরোজকা নিজের কাছেও তা স্বীকার করতে চাইল না। মরোজকা যত কাছে এগিয়ে আসতে লাগল মেচিকের অপরাধবোধটা হয়ে উঠতে লাগল তত গভীর। আনন্দটা গেল উবে। মরোজকার দিকে তাকাল ভীরু কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে, চোখ ফেরাতে পারল না। আর্দালি ঘোড়াটার লাগাম মুঠো করে ধরল। ঘোড়াটা মাথা গুঁতিয়ে তাকে ঠেলল, ফেরাল মেচিকের দিকে — মনে হল যেন ইচ্ছে করেই — আর একটা বিজাতীয়, দুঃসহ, ঘৃণায় আবিল দৃষ্টির সামনে হঠাৎ গলার মধ্যে যেন বিষম খেল মেচিক। সেই ক্ষণিক মুহূর্তটিতে নিজেকে তার এমন হীন, এমন অসহ্য রকমের পাষণ্ড মনে হল যে হঠাৎ কী যেন সে বলতে শুরু করলে শুধু তার ঠোঁট দিয়ে, বাক্যহীন — কথা তার কিছু ছিল না।

'সৈন্যদলের পেছনে বসে আলসেমি করছ!' মেচিকের নিঃশব্দ ব্যাখ্যা উপেক্ষা করে মরোজকা বলল তার মনের করাল ভাবনার তালে তালে। 'চড়ানো হয়েছে আবার শ্যাগ্রিন জামা!'

এ রোষকে মেচিক ঈর্ষা বলে মনে করতে পারে ভেবে তার রাগ হচ্ছিল, কিন্তু নিজেও এ রোষের আসল কারণটা স্বীকার না করে বহুক্ষণ অশ্লীল মুখখিস্তি করে চলল সে।

'গালাগালি করছ যে?' ক্ষেপে উঠে মেচিক প্রশ্ন করল। মরোজকা গালিগালাজ থামানোয় কেন জানি সুস্থ বোধ করল সে। 'আমার পা দুটো থেঁতো — সৈন্যদলের পেছনে থেকে তা হয় নি!' অত্যন্ত অভিমান-ক্ষুব্ধ সুরে সে বলল। সেই মুহূর্তে বাস্তবিকই সে ভাবছিল পা দুটো তার থেঁতো হয়ে গেছে। অনুভব করছিল শ্যাগ্রিন জামাটা যেন পরে আছে মরোজকাই, সে নয়। 'ওরকম ফ্রন্ট লাইনের বীরপুরুষদের কথা আমরা শুনেছি...' আরক্ত হয়ে উঠে সে যোগ করে দিল। 'তোমাকে শুনিয়ে দিতাম... ওই দুর্ভাগ্যের জন্যে তোমার কাছে যদি বাধিত না থাকতাম...'

'আরে! আঁতে ঘা লেগেছে দেখছি?' উত্তেজনায় প্রায় লাফিয়ে উঠল

মরোজকা। আগের মতোই মোচিকের কথায় কান না দিয়ে ও তার ভদ্রতার পরোয়া না করে মরোজকা চীৎকার করল, 'তোমাকে গুলিগোলা থেকে কীভাবে টেনে এনেছিলাম ভুলে গেছ?.. তোমাদের মতো মানুষদের বয়ে বেড়াচ্ছি নিজেদের ঘাড়ে করে!..' এমন জোরে সে চেঁচিয়ে উঠল যেন সারা দিন খোলা থেকে বাদাম বার করার মতো 'গুলিগোলা থেকে' মানুষ টেনে আনা ছাড়া অন্য কোনো কাজ তার নেই। 'নিজেদের ঘাড়ে করে!.. কোথায় চেপে আছ বুঝলে?' ভয়ানক উত্তেজনায় সে চড় মারল নিজের ঘাড়ে।

স্তাশিনস্কি আর খারচেঙ্কো ব্যারাক থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। ক্লিষ্ট বিস্ময় নিয়ে মুখ ঘোরাল ফ্রলোভ।

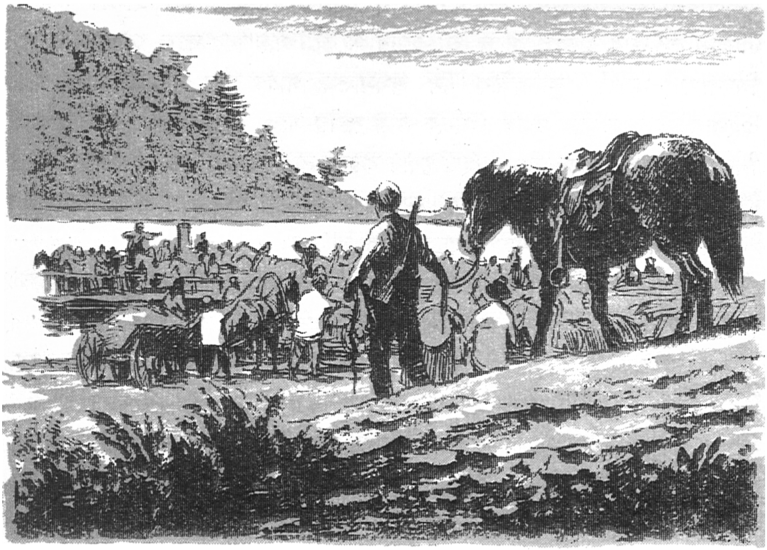
'চেঁচামেচি কী নিয়ে?' একটা চোখ ভীষণ দ্রুত মিটমিট করে স্তাশিনস্কি প্রশ্ন করল।

'আমার বিবেক কোথায়?!' মোচিকের প্রশ্নের উত্তরে মরোজকা চেঁচিয়ে উঠল। 'এই এইখানে, এইখানে!' অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করে দারুণ রেগে সে চেঁচাতে লাগল।

তায়গার দু' দিক থেকে সমস্বরে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে পিকা আর নার্স তাদের দিকে দৌড়ে আসছিল। এক লাফে মরোজকা ঘোড়ায় চড়ে সজোরে চাবুকটা হাঁকাল — এটা সে করত শুধু প্রচন্ড রাগের সময়। মিশকা পিছনের দু' পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে লাফিয়ে গেল, যেন ছেঁকা খেয়েছে।

'দাঁড়া, দাঁড়া চিঠিটা নিয়ে যা!.. মরোজকা!..' হতবুদ্ধি হয়ে স্তাশিনস্কি চীৎকার করে উঠল। কিন্তু তখন আর মরোজকা সেখানে নেই। আলোড়িত অরণ্যের ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছিল উন্মত্ত বেগে ধাবিত ঘোড়ার খুরের বিলীয়মান শব্দ।





৮

প্রথম যাত্রা

টান-টান ফিতের মতো পথটা তার পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে। মাথার উপরকার ঝুলন্ত ডালপালাগুলো বিঁধতে লাগল মরোজকার মুখে। কিন্তু তবুও সে তার উন্মত্ত ঘোড়াটাকে কেবলি ছুটিয়ে চলল। রাগ, অপমান ও প্রতিহিংসাপরায়ণতায় সে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তার উত্তেজিত মনে বারবার ফিরে আসতে লাগল মেচিকের সঙ্গে তার বিদ্ঘুটে বাক্যালাপের টুকরোগুলো, তীক্ষ্ণতায় যার কোনোটাই কম নয়। কিন্তু তবুও মরোজকার ধারণা হল ওধরনের মানুষদের প্রতি তার ঘৃণাকে সে যথেষ্ট জোরালোভাবে প্রকাশ করতে পারে নি।

যেমন ধরা যাক, মেচিককে সে মনে করিয়ে দিতে পারত সেই বার্লি খেতে কী রকম আকুল হাতে সে তাকে আঁকড়ে ধরেছিল। তার তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর জীবনের জন্য কী রকম ঘৃণিত আতঙ্কে ভরে উঠেছিল তার চোখ দুটো। সেই কোঁকড়াচুলো কুমারী মেয়েটির প্রতি মেচিকের

ভালোবাসাকে মরোজকা দারুণ বিদ্রূপ করতে পারত, তার ছবিটা সম্ভবত এখনো সে তার বুকের কাছে জ্যাকেটের পকেটে যত্ন করে তুলে রেখেছে। সেই নিষ্পাপ সুশ্রী কুমারীকে সে জঘন্যতম গালাগালি করতে পারত... এইখানটায় তার মনে পড়ল মেচিক তার স্ত্রীর সঙ্গে 'মজেছে', এখন আর সেই নিষ্পাপ কুমারীর জন্য সে আহত বোধ করবে না। প্রতিপক্ষের অপমানে হিংস্র উল্লাসের বদলে মরোজকা আবার অনুভব করল তার ক্ষোভের প্রতিকার নেই।

... মিশকা প্রভুর অন্যায় আচরণে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। তার ক্ষতবিক্ষত ঠোঁটের উপর যতক্ষণ খলিনটা কেটে কেটে বসছিল ততক্ষণ সে চলল ছুটে। সেটা আলগা হতেই মিশকার গতি মন্থর হয়ে গেল। প্রভুর কাছ থেকে আর তাড়া না পেয়ে সে তার পা ফেলতে লাগল একটা লোকদেখানি দ্রুততায়, ঠিক একটা মানুষের মতো যে অতিশয় ক্ষুব্ধ হওয়া সত্ত্বেও তখনো নিজের সম্ভ্রম বজায় রাখার চেষ্টা করছে। এমনকি জেই পাখিগুলোর উপরেও সে কোনো মন দিল না। তারা যথারীতি অনাবশ্যক জোরে আজ সন্ধেয় কলরব করছে। তাদের সেই চীৎকার তার মনে হল সচরাচরের চেয়েও বেশি গোলমেলে আর বোকা বোকা।

তায়গা শেষ হল এক বার্চ কুঞ্জবনে, কিনারের গাছগুলোর ভিতর দিয়ে উজ্জ্বল লালচে রোদটা সোজাসুজি মরোজকার মুখের উপর এসে পড়ল। এখানে সবকিছুই আরামের, সবকিছুই নির্মল আর আনন্দে ভরা, সাংসারিক ব্যস্ততার চিহ্নমাত্র নেই। মরোজকা ঠাণ্ডা হয়ে এল। যে অপমান মেচিকের উপর সে চাপিয়েছিল কিংবা চেয়েছিল চাপাতে ইতিমধ্যেই তার প্রতিশোধপরায়ণ রঙ ছুটে গেছে। তা এখন তার মনে হতে লাগল বর্ণহীন আর বিরক্তিকর, অযথা চীৎকার ছিল তাতে, ভার ছিল না। ইতিমধ্যেই মেচিকের সঙ্গে তার ঝগড়ার জন্য সে দুঃখিত হয়ে উঠেছিল, আফসোস হচ্ছিল শেষ পর্যন্ত সে 'ডেঁটে থাকতে' পারল না বলে। এখন অনুভব করল আগে যা মনে হত ভারিয়ার প্রতি সে তেমন নির্বিকার নয়। এ কথাটাও নিশ্চিতভাবে জানত যে তার কাছে কখনো সে আর ফিরে যাবে না। ভারিয়া ছিল পিটের তার সেই পুরনো জীবনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র, যখন সে 'পাঁচজনার মতোই' জীবন কাটাত, যখন সবকিছুই তার মনে হত সোজা আর সরল। তাই এখন ভারিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর তার মনে হল সেই জীবনের দীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন পর্বটা শেষ হয়ে গেল অথচ তার নতুন পর্বটা তখনো শুরু হয় নি।

টুপির নীচ দিয়ে সূর্য তাকাল মরোজকার চোখে। তখনো সূর্য

পর্বতমালার উপর ভেসে রয়েছে ঠাণ্ডা নিষ্কম্প একটা চোখের মতো। মাঠগুলো কিন্তু থমথমে জনশূন্য হয়ে পড়েছে।

সে দেখতে পেল আধ-কাটা খেতের মধ্যে বার্লির আঁটিগুলো তখনো পড়ে রয়েছে, আঁটির গাদার উপর তাড়াহুড়োয় ভুলে যাওয়া একটি মেয়ের এপ্রণ, আলের উপর আঁকশিগুলো গাঁথা। এক পাশে হেলে-পড়া একটা বার্লি গাদার উপর বসে রয়েছে একটা কাক, অনাথের মতো নিঃসঙ্গ। এ সব মরোজকার মনে কোনো ছাপ ফেলল না। পুরনো স্মৃতিগুলোর উপর যে ধুলো জমে উঠেছিল সেটাকে সরিয়ে সে আবিষ্কার করল যে সেগুলো একেবারেই আনন্দের নয়, বিষণ্ণ কতকগুলো অভিশপ্ত বোঝা যেন। নিজেকে তার মনে হল পরিত্যক্ত ও নিঃসঙ্গ। মনে হল সে যেন এক বিরাট জনশূন্য মাঠের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে এবং সেটার ভয়ঙ্কর শূন্যতায় তার নিজের নিঃসঙ্গতাই বেড়ে উঠছে।

একটা ছোটো পাহাড়ের পিছনে হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেয়ে তার স্বম্বিৎ ফিরে এল। ঝাঁকিয়ে মাথা তুলে সামনে সে দেখতে পেল এক ঘোড়সওয়ার পাহারাদারের সুঠাম মূর্তি, কোমরে তার একটা বেল্ট। চড়েছিল সে একটা বড় বড় চোখওলা তাজা ঘোড়ার উপর। সাক্ষাৎটা এতই অপ্রত্যাশিত যে ঘোড়াটা পিছনের পায়ে বসে পড়ল।

'ধুর শালা, শয়তান!' মাথা থেকে উড়ে-যাওয়া টুপিটাকে ধরে ফেলে পাহারাদার গালাগালি দিয়ে উঠল। 'কে, মরোজকা নাকি? বাড়ি যা, জলদি ছোট। কী যে হচ্ছে সেখানে! ভগবানের দিব্যি, বোঝে কার সাধ্যি...'

'কী হচ্ছে?'

'দলত্যাগী কয়েকজন সৈন্য এখান দিয়ে যাবার সময় ঝুড়ি-ঝুড়ি সব গুজব ছড়িয়ে গেছে, ঝুড়ি-ঝুড়ি গুজব। জাপানীরা নাকি এল বলে! খেত থেকে চাষীরা বাড়ি পালিয়েছে, মাগীরা জুড়েছে কান্না... গাড়িগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে গেছে খেয়াঘাটে, একেবারে একটা বাজার — মজা বটে বাপু!.. খেয়ামাঝিকে তারা আর একটু হলেই খুন করে ফেলেছিল। সবাইকে এখনো সে পার করতে পারে নি। গ্রিশকা প্রায় দশ ভার্স্ট ছুটে এসেছে, জাপানীদের কোনো চিহ্নই নেই — চিহ্নই নেই! একদম বাজে, বেজন্মা মিথ্যে কথা বলেছে!.. এ ধরনের ব্যাপারের জন্যে গুলি করে মারা উচিত। নেহাৎ কার্তুজ নষ্ট হবে, নইলে...' পাহারাদার উত্তেজনায় থুথু ফেলছিল, চাবুক হাঁকাচ্ছিল, বেপরোয়ার মতো কোঁকড়া চুলের গুচ্ছগুলোকে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে টুপিটা কখনো মাথা থেকে

খুলছিল কখনো পরছিল যেন এ সব ছাড়াও সে বলতে চাইছিল, 'আমার দিকে একবার তাকিয়ে দ্যাখ, সব মেয়ে আমায় নিয়ে পাগল!'

মরোজকার মনে পড়ল দু'মাস আগে এ লোকটা তার কাছ থেকে একটা টিনের মগ চুরি করে দিব্যি গেলে বলেছিল সেটা তার কাছে ছিল 'জার্মান ফ্রন্টের সময় থেকে'। এখন মগটা হারাবার জন্য তার মনে কোনো দুঃখ ছিল না। কিন্তু সেটার স্মৃতি সঙ্গে সঙ্গে তাকে মনে পড়িয়ে দিল (এমনকি পাহারাদারের বলবার আগেই, যার কথা বাস্তবিকই সে মন দিয়ে শুনছিল না, নিজের চিন্তার মধ্যেই সে ডুবেছিল) সৈনিক জীবনের পরিচিত পথের কথা। রিলে করে জরুরী খবর পাঠানো, কানুনিকভের ফিরে আসা, ওসোকিনের পিছু-হটা, যে সব গুজবের উপর হালে তাদের সৈন্যদল নির্ভর করছিল, এই সব তার উপর দিয়ে বিপদ-সঙ্কেতের ঢেউয়ের মতো বয়ে গেল। তাতে ধুয়ে গেল এই অতিক্রান্ত দিনের নোংরা গাঁজলাটা।

'কোথাকার দলত্যাগী? বলছিস কী?' পাহারাদারের কথায় সে বাধা দিল। পাহারাদার বিস্ময়ে একটা ভ্রূ কুঁচকে স্থির হয়ে পড়ল। তার টুপিটা, এক্ষুণি যেটাকে সে খুলে আবার পরতে যাচ্ছিল, ঝুলে রইল মাঝ-পথে। 'তোর কেবল যত বাহার! গাধা কোথাকার!' ঘৃণার স্বরে বলল মরোজকা। রাগতভাবে ঘোড়ার লাগামে সে টান দিল আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছল খেয়াঘাটে।

খেয়ামাঝির শরীরটা লোমশ। প্যান্টের একটা পা গোটানো, দেখা যাচ্ছিল হাঁটুর ওপর বড় একটা ফোড়া। খুব ভারি খেয়া নৌকোটাকে এক পার থেকে অন্য পারে বারবার টেনে নিয়ে গিয়ে সে বাস্তবিকই অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তবুও এখনো বহু লোক এ পাশে রয়েছে। খেয়া নৌকোটা তীরে লাগার সঙ্গে সঙ্গে হিমবাহের মতো লোকজন, থলি, গাড়ি, রোরুদ্যমান ছেলেমেয়ে আর দোলনাগুলো তার উপর আছড়ে পড়ল। প্রত্যেকেই চেষ্টা করছে খেয়া নৌকোটায় নিজে আগে উঠতে। সবকিছু নিয়ে একটা ঠেলাঠেলি চেঁচামেচি গড়াগড়ি শুরু হয়েছে। হৈচৈয়ে খেয়ামাঝির গলা ভেঙে গিয়েছিল, শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় প্রাণপণে চীৎকার করছে সে। এক খাঁদা চাষীমেয়ে দলত্যাগীদের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলার সুযোগ পেয়েছিল। সে মনস্থির করতে পারল না তাড়াতাড়ি বাড়ি যাবে নাকি তীরে যারা রয়েছে তাদের কাছে গল্পটা শেষ করবে। তাই সে খেয়া নৌকোটা তৃতীয় বার হারাল। শুয়োরদের খাবার জন্য বীট-পালঙের পাতা বোঝাই একটা মস্ত বস্তা —

আকারে তার চেয়েও বড়ো — মাটির ওপর নামিয়ে রেখে কখনো সে বিড়বিড় করে প্রার্থনা করতে লাগল, 'হা ভগবান! হা ভগবান!' কখনো আবার গল্পটা শুরু করল গোড়া থেকে, যাতে বোঝা যায় চতুর্থবারও খেয়া নৌকোটায় চড়তে তার দেরী হয়ে যাবে।

এই হট্টগোলের মধ্যে মরোজকার অভ্যেসদোষে ('শুধু মজা করার জন্য') লোভ হয়েছিল তাদের আরো ভয় পাইয়ে দিতে। কিন্তু কেন জানি তার বদলে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে লোকজনদের সে সাহস দিতে লাগল।

'কী সব বাজে গুজব লাগিয়েছ, জাপানী ফাপানি কিছু নেই!' উত্তেজিত চাষী মেয়েটির কথায় সে বাধা দিল। 'বলে কিনা, — গ্যাস ছেড়েছে... গ্যাস বৈকি, কোরীয়রা হয়ত খড় পুড়চ্ছে আর ও শুরু করেছে — গ্যা-সে-র কথা!'

চাষীরা মেয়েটার কথা ভুলে তার চারিপাশেই ভীড় করে এল। হঠাৎ মরোজকা অনুভব করল সে একজন হোমরাচোমরা দায়িত্বশীল লোক হয়ে উঠেছে। এই অস্বাভাবিক ভূমিকায় ভারি খুসি হয়ে উঠল সে, খুসি হল এই জন্য যে 'ওদের ভয় পাওয়াবার' লোভটা সে সম্বরণ করতে পেরেছে। দলত্যাগীদের গল্পটার সে প্রতিবাদ ও ব্যঙ্গ করে চলল। শেষ পর্যন্ত উপস্থিত সবাইকে করল শান্ত। পরের বার খেয়া নৌকোটা যখন তীরে এসে লাগল তখন আর আগের মতো ঠেলাঠেলি শুরু হল না। মরোজকা নিজে গাড়িগুলো বোঝাই করার খবরদারি করতে লাগল। অত তাড়াতাড়ি খেত থেকে চলে আসায় চাষীরা লাগল আক্ষেপ করতে। নিজেদের উপর চটে উঠে গালিগালাজ করতে লাগল ঘোড়াগুলোকে। সেই খাঁদা মেয়েটাও বস্তা নিয়ে অবশেষে একজনের গাড়ির মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। তার একদিকে রইল দুটো ঘোড়ার মাথা, অন্যদিকে এক চাষীর চওড়া পিঠ।

রেলিঙের উপর ঝুঁকে মরোজকা খেয়া নৌকোগুলোর মাঝামাঝি শাদা ফেনার ঘূর্ণিগুলো দেখতে লাগল। কোনোটাই অন্যের আগে যেতে চেষ্টা করছে না। তাদের নির্ভুল শৃঙ্খলা দেখে তার মনে পড়ল যে সে নিজেই খানিক আগে চাষীদের সংঘবদ্ধ করেছে। এ কথা ভেবে সে খুসি হয়ে উঠল।

গোশালার কাছে তার সঙ্গে বদলী পাহারাদারদের দেখা হল — দুবোভ প্লেটুনের পাঁচজন ছোকরা। হেসে খোশ-মেজাজী খিস্তি করে তাকে তারা

সম্ভাষণ জানাল, কেননা তাকে দেখলে সর্বদাই তাদের খুসি লাগে। অথচ বলার মতো কথাও কিছু নেই। তাছাড়া সবাই তারা সুস্থ সবল জোয়ান। আসন্ন সন্ধেটাও ঠাণ্ডা আর প্রাণবন্ত।

'যা বাপু, চুলোয় যা!..' মরোজকা বিদায় জানাল তাদের। ঈর্ষাপূর্ণ চোখে তাদের সে অনুসরণ করতে লাগল। তার ইচ্ছে হচ্ছিল ওদের সঙ্গে থাকতে, ওদের সঙ্গে হাসতে, মুখখিস্তি করতে আর ঠাণ্ডা প্রাণবন্ত সন্ধেয় তাদের সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে দ্রুতবেগে ছুটতে।

পার্টিজানদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় মরোজকার মনে পড়ল হাসপাতাল ছাড়বার আগে স্তাশিনস্কির চিঠিটা সে নেয় নি। তার মানে আবার ফ্যাসাদ। সেই সভার কথাটা তার মনে পড়ল যখন তাকে আর একটু হলেই লাথিয়ে দূর করে দেওয়া হচ্ছিল। দারুণ ঘাবড়ে গেল সে। মরোজকা এখনই শুধু টের পেল যে গত এক মাসের মধ্যে যত ঘটনা তাকে নিয়ে ঘটেছে তার মধ্যে এইটেই সবচেয়ে জরুরী — হাসপাতালে যা ঘটেছে তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

'মিশকা দোস্ত!' ঘোড়াটার মাথার সামনের দিকের কেশরগুলো ধরে সে বলল। 'একেবারে তিতিবিরক্তি ধরে গেছে ভায়া, ঘেন্না ধরে গেছে!' মিশকা মাথা নাড়িয়ে নাক দিয়ে শব্দ করল।

হেডকোয়ার্টার্সে ঘোড়ায় চেপে যেতে যেতে মরোজকা এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছল: 'থুথু ফেলব', প্লেটুনে বদলি চেয়ে নেব, আর্দালির কাজে ইস্তফা দেব।

হেডকোয়ার্টার্সের বারান্দায় বাক্লানভ দলত্যাগীদের জেরা করছিল — তাদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে, পাহারা বসেছে। একটা সিঁড়িতে বসে বাক্লানভ লোকগুলোর নাম লিখে নিচ্ছিল।

'ইভান ফিলিমোনভ...' করুণ স্বরে যতটা পারে গলা বাড়িয়ে চিঁচিঁ করলে একটা লোক।

'কী বললে?..' গম্ভীর গলায় বাক্লানভ আবার প্রশ্ন করল, লেভিন্সনের মতো নিজের সমস্ত শরীরটা ঘুরিয়ে ফিরল লোকটার দিকে। (বাক্লানভের ধারণা ছিল যে লেভিন্সন ওরকম করত তার প্রশ্নের অসাধারণ গুরুত্বের উপর জোর দেবার জন্য, আসলে লেভিন্সন কিন্তু ওরকম করত তার কারণ এক সময় গলায় সে জখম হয়েছিল, মাথা ঘোরাতে সে পারত না।)

'ফিলিমোনভ?.. বাবার নাম?..'

'লেভিন্সন কোথায়?' মরোজকা প্রশ্ন করল। একজন দরজাটার দিকে ইঙ্গিত করলে। চুল ঠিক করে ভেতরে ঢুকল সে।

এক কোণে একটা টেবিলের সামনে কী নিয়ে ব্যস্ত ছিল লেভিন্সন। তাকে লক্ষ করল না। মরোজকা ইতস্তত করে নিজের চাবুকটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। দলের সবাইকার মতোই কম্যান্ডারকে সে মনে করত অসাধারণ লোক বলে। কিন্তু তার জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতায় যেহেতু সে জেনেছে যে নিখুঁত মানুষ দুনিয়ায় নেই, তাই সে নিজেকে বোঝাত যে লেভিন্সন ঠিক তার উলটো, মহা খচ্চর এবং সেয়ানা। তাসত্ত্বেও সে নিঃসন্দেহ ছিল যে কম্যান্ডার সব ব্যাপার টের পায়, তাকে ধাপ্পা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। তার কাছে কিছু চাইতে হলে মরোজকার সর্বদাই অদ্ভুত একটা ভয় করত।

'এখনো ইঁদুরের মতো কেবল কাগজগুলো কাটছ?' অবশেষে সে বলল। 'চিঠিটা ঠিকঠাক পেঁৗছে দিয়েছি।'

'উত্তর আছে?'

'না-আ-আ ...'

'যাক গে!' লেভিন্সন মানচিত্রটা এক পাশে সরিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

'শোনো লেভিন্সন...' মরোজকা শুরু করল। 'একটা আর্জি আছে। পূরণ করলে আজীবন বন্ধু থাকবে, মাইরি।'

'আজীবন বন্ধু?' মৃদু হেসে লেভিন্সন বলল। 'বেশ বলে ফেল। কী চাস?'

'আমাকে প্লেটুনে পাঠিয়ে দাও।'

'প্লেটুনে? কেন?'

'ওঃ, সে অনেক কথা। ঘেন্না ধরে গেছে মাইরি। আমি যেন পার্টিজান নই, শুধু একটা...' মরোজকা হাত নাড়িয়ে মুখ কোঁচকাল। মুখখিস্তি করতে তার ভয় হল পাছে সবকিছু ভেস্তে যায়।

'তাহলে আর্দালি কে হবে?'

'ইয়েফিমকাকে করা যেতে পারে,' সাগ্রহে বলল মরোজকা। 'ওহ্ ঘোড়সওয়ার কী, সত্যি বলছি, পুরনো আমলের সৈন্যদলে পুরস্কার পেয়েছে!'

'তাহলে বলছিস, আজীবন বন্ধু হব?' লেভিন্সন পুনরুক্তি করল। এমন সুরে বলল যেন এটাই সবচেয়ে প্রধান কথা।

'ঠাট্টা কোরো না, শালার ভূত কোথাকার!' মরোজকা আর পারল না। 'আমি এসেছি কাজে আর ও শুরু করেছে হিহি-হাহা...'

'আরে চটিস না — চটা খারাপ। দুবোভকে বলিস ইয়েফিমকাকে পাঠাতে, আর... যেতে পারিস।'

'সত্যি এই হল দোস্তালি... উপকার করলে বটে!' ভারি খুসি হয়ে মরোজকা চেঁচিয়ে উঠল। 'এই তো কম্যান্ডারের মতো কম্যান্ডার! লেভিন্সন! এই একটা কাজের মতো কাজ...' মাথা থেকে টুপিটা খুলে সজোরে সেটা মেঝেতে আছড়াল।

টুপিটা তুলে লেভিন্সন বলল, 'গর্দভ!'

...মরোজকা যখন তার প্লেটুনে পৌঁছল তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। কুটিরে গুটি বারো লোক। দুবোভ একটা বেঞ্চির দু'পাশে পা ঝুলিয়ে রাত-বাতির আলোয় একটা রিভলবার খুলেছিল।

'ওরে, শয়তানের বাচ্চা...' গোঁফের তলা থেকে হুঙ্কার ছাড়ল সে। মরোজকার হাতে পুঁটলিটা লক্ষ করে অবাক হল, 'কী, এসেছিস মালপত্তর নিয়ে যে? কাজে অধঃপতন হয়েছে নাকি?'

'সব খতম!' মরোজকা চেঁচিয়ে উঠল। 'ইস্তফা!.. অর্ধচন্দ্র, পেনশনও নেই... ইয়েফিমকাকে পাঠিয়ে দাও — কম্যান্ডারের হুকুম...'

'খুব উপকার করলি দেখছি,' শ্লেষপূর্ণ স্বরে ইয়েফিমকা বলল। তার চেহারাটা, তার শুকনো মেজাজটা রুক্ষ, মুখটা ব্রণ-ভরা।

'পালা, পালা, সে সব পরে দেখা যাবে। এক কথায় প্রমোশনের জন্যে অভিনন্দন ইয়েফিম সেমিওনভিচ! মদ খাওয়াতে হবে কিন্তু।'

আবার যে এদের মধ্যে ফিরে এসেছে এই আনন্দে মরোজকা ইয়ার্কি শুরু করল, লোকের পিছনে লাগতে লাগল, বাড়ির কর্ত্রীকে চিমটি কেটে কুটিরের মধ্যে নাচতে নাচতে শেষ পর্যন্ত প্লেটুনের কম্যান্ডারের তেলের পাত্রটা সে উলটে ফেলল।

'গিদ্ধড়! পাক মারছেন তেল-হাভাতে!' দুবোভ হুঙ্কার ছেড়ে তার পিঠে এমন জোরে ঘুষি মারল যে আর একটু হলেই শরীর থেকে তার মাথাটা ছিটকে পড়ত।

ঘুষিতে খুব লাগলেও মরোজকার রাগ হল না। এমনকি দুর্বোধ্য সব কথা ব্যবহার করে দুবোভের গাল দেবার ধরনটা পর্যন্ত তার ভালো লাগল। এখানকার সবকিছুই মরোজকা গ্রহণ করল স্বাভাবিক আর সঙ্গত বলে।

দুবোভ বলল, 'ঢের দিন তো হল, ফিরে এলি ভালোই করেছিস। ওখানে একেবারে অকেজো হয়ে পড়েছিলি, আলগা বল্টুর মতো গায়ে তোর জং ধরছিল। তোর জন্যে মাথা হেঁট হল আমাদের।'

প্রত্যেককেই একমত হল যে ভালোই হয়েছে, কিন্তু ভিন্ন কারণে: দুবোভ মরোজকার স্বভাবের যেগুলো অপছন্দ করে অধিকাংশ লোকে ঠিক সেগুলোরই জন্যই মরোজকাকে ভালোবাসত।

হাসপাতালে যাবার স্মৃতিটাকে মরোজকা ভুলতে চেষ্টা করল। এ প্রশ্নটা শুনতে তার খুব ভয় করছিল, 'তোর বৌ কেমন আছে, রে?'

তারপর অন্যদের সঙ্গে সে নদীতে গেল ঘোড়াগুলোকে জল খাওয়াতে। চাপা শব্দে প্যাঁচা ডাকছে, ভয় লাগে না তাতে। জলের কুয়াশার মধ্যে যেন ভেসে রয়েছে ঘোড়ার মাথাগুলো, নীরবে কান খাড়া করে মুখ এগিয়ে দিচ্ছে তারা। তীরের উপরকার কালো কালো ঝোপগুলোকে মনে হচ্ছিল যেন তাদের মধুর মতো ঠাণ্ডা শিশিরে সজারুর মতো কুঁকড়ে উঠেছে।

'একেই বলে জীবন!' মনে মনে বলে মরোজকা ঘোড়াটাকে শিস দিয়ে ডাকল।

কুটিরে ফিরে তারা তাদের ঘোড়ার জিনগুলো সারাল, রাইফেলগুলো পরিষ্কার করল। খনি থেকে দুবোভ যে চিঠিগুলো পেয়েছিল সেগুলো পড়ে শোনাল। শোবার সময় মরোজকাকে সে নিযুক্ত করল রাতের পাহারাদার, তার 'বাড়ি-ফেরা উপলক্ষে'।

সমস্ত সন্ধে মরোজকার মনে হল সে পাকা সৈনিক এবং ভালো ও প্রয়োজনীয় লোক।

পাঁজরে একটা সাঙ্ঘাতিক খোঁচা খেয়ে রাতে জেগে উঠল দুবোভ।

'কি? কি?' ভয় পেয়ে প্রশ্ন করে সে উঠে বসল। নিষ্প্রভ জ্বলন্ত রাত্রির আলোটার দিকে ঘুম-জড়ানো চোখ দুটো খুলে তাকাতে না তাকাতেই সে শুনল কিংবা প্রায় অনুভব করল বহুদূরের একটা গুলির শব্দ আর তারপর আর একটা।

মরোজকা তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছিল, 'উঠে পড়ো, চটপট! নদীর ওপারে চলছে!'

প্রায় নিয়মিত যতি রেখে ছাড়া-ছাড়া একের পর এক গুলির শব্দ শোনা গেল।

দুবোভ আদেশ দিল, 'সবাইকার ঘুম ভাঙা। এক্ষুণি ছুটে যা প্রত্যেকটা কুঁড়েয়। তাড়াতাড়ি!'

কয়েক মুহূর্ত পরে পোষাক পরে সশস্ত্র হয়ে সে ছুটে বেরিয়ে এল উঠোনে। ঠাণ্ডা বাতাসহীন আকাশ ইতিমধ্যেই পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। ছায়াপথের কুহেলিকাময় না-চলা পথের উপর দিয়ে ভয় পেয়ে তারার দল চলেছে ছুটে। বিচালি-ঘরের অন্ধকার গহ্বরের ভিতর থেকে উস্কোখুস্কো চেহারার পার্টিজানদের মূর্তিগুলো একের পর এক বাইরে লাফিয়ে পড়ছে। গালাগালি করতে করতে তারা তাদের কার্তুজের বেল্ট এঁটে ঘোড়াগুলোকে আনছে বাইরে। খাঁচা থেকে দারুণ চেঁচাতে চেঁচাতে মুরগিগুলো উড়ে বেরিয়ে আসছে। ঘোড়াগুলো মাথা নীচু করে অল্প অল্প লাফাচ্ছে আর ডাকছে।

দুবোভ হুকুম দিল, 'হাতিয়ার বন্দ!.. ঘোড়ায় চড়ো!.. দ্মিত্রি, সেমিওন!.. লোকের ঘরে ঘরে গিয়ে জাগিয়ে দাও! ছোটো!..'

হেডকোয়ার্টার্সের সামনেকার চক থেকে একটি রকেট উপরে উঠে শাঁ শাঁ শব্দ করে ধোঁয়া ছেড়ে চলে গেল আকাশ দিয়ে। ঘুম-জড়ানো একটি চাষীমেয়ে তার মাথাটা জানালার ভিতর দিয়ে বার করে তাড়াতাড়ি আবার ঢুকিয়ে নিল।

'বেঁধে ফেলো...' কার এক কম্পিত হতাশ স্বর শোনা গেল।

হেডকোয়ার্টার্স থেকে দৌড়ে আসতে আসতে ইয়েফিমকা ফটকের কাছে চেঁচিয়ে উঠল, 'হুঁশিয়ার!.. পুরো তৈরি হয়ে জমায়েৎ হবার জায়গায় গিয়ে জড়ো হও!..' ফটকের কাঠটার উপর দাঁত বার করা ঘোড়ার মুখটা ঝলকে উঠল। আরো কী একটা চীৎকার করে সে অদৃশ্য হল। সে কথাগুলো কেউ বুঝতে পারল না।

প্লেটুনকে জাগাবার জন্য যে সব লোকদের পাঠানো হয়েছিল তারা ফিরে আসার পর জানা গেল যে অর্ধেকের বেশি লোক তাদের নিজেদের আস্তানায় রাত কাটায় নি। তারা সন্ধেয় বেরিয়েছিল মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দিতে, সম্ভবত মেয়েদের সঙ্গেই থেকে গেছে। দুবোভ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। সে বুঝতে পারল না যাদের পাওয়া গেছে তাদের নিয়ে সে অগ্রসর হবে নাকি হেডকোয়ার্টার্সে নিজে ঘোড়ায় চেপে গিয়ে দেখবে ব্যাপারটা কী। ঈশ্বর এবং পবিত্র ধর্মসভাকে গালাগালি করতে করতে সে চতুর্দিকে ঘোড়সওয়ারদের পাঠাল একে-একে লোকগুলোকে জোগাড় করার জন্য। দু'বার আর্দালিরা ঘোড়া ছুটিয়ে আদেশ নিয়ে এল সমস্ত বাহিনীকে নিয়ে হাজির হতে হবে,

কিন্তু তখনো অনুপস্থিত লোকেদের দেখা নেই। ফাঁদে-পড়া জন্তুর মতো দুবোভ উঠোনের মধ্যে দৌড়োদৌড়ি করতে লাগল। হতাশায় নিজের মাথাতেই একটা গুলি চালাতে উদ্যত হয়েছিল সে, এবং হয়ত সত্যিই চালাতও যদি না সবসময় নিজের গুরু-দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকত। সে রাত্রে তার দলের বহু লোকেরই তার কাছ থেকে নিষ্ঠুর ঘুষি খাবার দুর্ভাগ্য হয়েছিল।

অবশেষে প্লেটুন ছুটে গেল হেডকোয়ার্টার্সে। পিছনে পিছনে চীৎকার করতে লাগল উত্তেজিত কুকুরের দল। আতঙ্কিত রাস্তাগুলোকে পার্টিজানরা ঘোড়ার খুরের উন্মত্ত শব্দ এবং ইস্পাতের ঝনঝন আওয়াজে ফেলল ভরে।

চকে সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে জমা হয়ে থাকতে দেখে দুবোভ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। প্রধান রাস্তায় মালবাহী গাড়িগুলো পরপর সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনেক লোক ঘোড়া থেকে নেমে তাদের ঘোড়ার পাশে বসে ধূমপান করছে। এর মধ্যে নজর চালিয়ে লেভিন্সনের ছোট্টখাট্ট চেহারাটা খুঁজে বার করল সে। মশালের আগুনে আলোকিত একটা কাঠের গাদার পাশে দাঁড়িয়ে লেভিন্সন শান্তভাবে মেতেলিৎসার সঙ্গে কথা কইছিল।

'এত দেরী হল কেন?' বাক্লানভ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। 'বড়াই তো করো খুব — আমরা, খনিমজুর!..' রাগে সে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। নইলে দুবোভকে এধরনের কথা বলতে সে সাহস করত না। প্লেটুন কম্যাণ্ডার শুধু তার হাত নাড়ল। যেটা তাকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করল সেটা হল এই চেতনা যে, তাকে যা খুসি গালাগালি করার অধিকার এখন এই তরুণ বাক্লানভ ছোকরার আছে এবং কোনো গালাগালিই তার অপরাধের সমতুল্য নয়। তাছাড়া বাক্লানভ একেবারে তার আঁতে ঘা দিয়েছে। হৃদয়ের অন্তস্তলে দুবোভ বিশ্বাস করত যে খনিমজুর আখ্যাটা হল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় আর মাননীয়। এখন সে নিঃসন্দেহ হল যে তার প্লেটুন শুধু নিজেদের যে কলঙ্কিত করেছে তাই নয়, তারা কলঙ্কিত করেছে সুচান খনি এবং 'কয়লাওয়ালাদের' অন্তত সাত পুরুষকে।

দুবোভকে প্রাণভরে গালাগালি করে বাক্লানভ ঘোড়ায় চেপে চলে গেল পাহারাদারদের ফিরিয়ে আনার জন্য। পাঁচটি লোক নদীর ওপার থেকে সবে ফিরেছে। তাদের কাছ থেকে সে জানতে পারল যে সেখানে কোনো শত্রু নেই এবং লেভিন্সনের আদেশেই তারা ফাঁকা গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছিল। এতক্ষণে দুবোভ বুঝতে পারল সৈন্যদলের প্রস্তুতিটা লেভিন্সন পরখ করে

দেখতে চেয়েছিল। এই চিন্তায় সে আরো বেশি রেগে উঠল যে সে তার কম্যান্ডারকে নিরাশ করেছে এবং অন্যদের কাছে উদাহরণ স্থাপন করতে পারে নি।

প্লেটুনদের যখন দাঁড় করিয়ে হাজিরা নেওয়া হল তখনো দেখা গেল বহু লোকের পাত্তা নেই। যাদের পাত্তা পাওয়া যাচ্ছিল না তাদের অধিকাংশই হল কুব্রাকের প্লেটুনের লোক। দিনের বেলায় কুব্রাক নিজে তার আত্মীয়দের বাড়িতে গিয়েছিল বিদায় জানাতে। এখনো সে প্রকৃতিস্থ হয় নি। বারবার সে তার প্লেটুনের কাছে বক্তৃতা দিচ্ছিল, তাদের প্রশ্ন করছিল তার মতো 'বদমায়েস আর শুয়োরকে তারা শ্রদ্ধা করতে পারবে কিনা'। সর্বক্ষণ সে কাঁদছিল। দলের সবাই দেখতে পেল যে সে মত্ত অবস্থায় রয়েছে। লেভিন্সন শুধু একলা ভান করল যে সে কিছু লক্ষ করে নি। নইলে কুব্রাককে তার পদ থেকে বরখাস্ত করতে সে বাধ্য হত, কিন্তু তার কাজ চালাবার মতো লোক আর কেউ ছিল না।

সৈন্যদের সারির পাশ দিয়ে ঘোড়ায় চেপে গিয়ে লেভিন্সন মাঝখানে ফিরে এল, হাত তুলল নিরুত্তাপ কঠিন ভঙ্গীতে। নিস্তব্ধতায় রাত্রির রহস্যময় শব্দগুলো এবার শোনা যেতে লাগল।

'কমরেড!' লেভিন্সন বলতে সুরু করল। তার স্বরটা মৃদু হওয়া সত্ত্বেও পরিষ্কার, প্রত্যেকেই তা শুনতে পেল নিজের বক্ষ-স্পন্দনের মতো। 'আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি। কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর ঠিক এখনই দেবার কোনো মানে হয় না। জাপানীদের সৈন্যদলের শক্তিটা বাড়িয়ে ধরার দরকার নেই তা ঠিক। তাহলেও তারা এত বড় যে আমাদের কিছু দিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকা যুক্তিযুক্ত। এর মানে এই নয় যে আমাদের একেবারেই কোনো বিপদ থাকবে না। সবসময়েই আমরা বিপদের মধ্যে আছি। প্রত্যেক প্যার্টিজানই সে কথা জানে। আমরা কি এই পার্টিজান নাম ধারণের যোগ্যতা দেখাব?.. আজ সে যোগ্যতা দেখাই নি। এক দল খুকির মতোই গা ছেড়ে দিয়েছি!.. কিন্তু ধরো জাপানীরা সত্যি সত্যিই যদি আমাদের আক্রমণ করত?.. চক্ষের নিমেষে তারা আমাদের গলা কেটে ফেলত!.. লজ্জার কথা!..' লেভিন্সন অকস্মাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। তার শেষ কথাটা যেন হঠাৎ পাক-খোলা স্প্রিঙের মতো ছুটে গেল। প্রত্যেকে অকস্মাৎ অনুভব করল তার গলার চারিপাশে নিষ্ঠুর লোহার আঙুলের মুঠো।

এমনকি কুব্রাকও, একটা কথাও যে বোঝে নি, গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বলে

উঠল, 'ঠিক কথা... খাঁটি!..' সে তার চৌকা মাথাটা নাড়িয়ে হেঁচকি তুলল সশব্দে।

প্রতি মুহূর্তেই দুবোভ আশঙ্কা করছিল যে লেভিন্সন বলে উঠবে, 'যেমন দেখো দুবোভ — ও এসে হাজির হল খেল খতমের পর। আর সবচেয়ে বেশি ওর ওপরেই আমি নির্ভর করছিলাম। ছি, ছি!..' কিন্তু লেভিন্সন কারুর নাম করল না। সত্যি বলতে কি, খুব কমই সে বলেছিল। কিন্তু শুধু একটা বিষয়ের উপরেই সে জোর দিল, যেন একটা বিরাট পেরেক বসাচ্ছে সে, যা চিরকাল এঁটে থাকবে। যখন সে নিঃসন্দেহ হল যে সে তার বক্তব্যটা সবাইকে বোঝাতে পেরেছে শুধু তখনই সে দুবোভের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলল, 'মালপত্রের গাড়িগুলোর সঙ্গে যাবে দুবোভের প্লেটুন... খুবই চটপটে তো।' রেকাবির উপর দাঁড়িয়ে সে চাবুকের শব্দ করে চেঁচিয়ে উঠল, 'এ্যাটেন-শান! ডান দিক থেকে তিনজন করে... মার্চ!'

সমস্বরে ঝনঝন করে উঠল ঘোড়ার মুখের শিকলগুলো, ক্যাঁচকেঁচিয়ে উঠল জিন। লোকগুলোর ঘনবদ্ধ দোদুল্যমান সারিটাকে রাতে মনে হল যেন একটা গভীর জলের বিরাট মাছ, ভেসে চলেছে সেই দিকে যেখানে প্রাচীন সিখোতে-আলিন পর্বতশ্রেণীর পিছন থেকে উঠে আসছে তেমনি প্রাচীন অথচ ভারি নবীন এক ঊষা।





৯

সৈন্যদলে মেচিক

কোয়ার্টারমাস্টারের সহকারীর কাছ থেকে স্তাশিনস্কি সৈন্যদলের চলে যাওয়ার কথা জানতে পারল। লোকটা হাসপাতালে এসেছিল সরবরাহের হাল দেখতে।

'ভারি চালাক এই লেভিন্সনটা!' কোয়ার্টারমাস্টারের সহকারী বলল। রঙ-ওঠা একটা জামা ঢাকা তার কুঁজো পিঠটাকে সে রোদের দিকে ঘোরাল। 'ও না থাকলে আমরা সবাই মরব। এই একটা জিনিসই দ্যাখো না, হাসপাতালের পথটা কিন্তু কেউ জানে না। জাপানীদের তাড়া খেয়ে গোটা দলটাই এখানে এসে জুটবে। কার সাধ্যি তখন খুঁজে বার করে। যত আমাদের খাবারদাবার সব তো এখানেই মজুত। চালাক নয়?' প্রশংসাজ্ঞাপক ভাবে সে তার মাথাটা নাড়াতে লাগল। স্তাশিনস্কি বুঝতে পারল লেভিন্সন সত্যিই 'চালাক' বলে সে লেভিন্সনের প্রশংসা করছে না। সে প্রশংসা করছে কারণ যে গুণগুলো তার নেই সেগুলোকে কারুর উপর আরোপ করতে তার ভালো লাগে।

সেদিন প্রথম মেচিক তার নিজের পায়ের উপর খাড়া হয়ে দাঁড়াল। অন্যের গায়ে ভর দিয়ে সে মাঠের মধ্যে হাঁটতে লাগল। বিস্ময়ে আনন্দে পায়ের তলায় অনুভব করতে লাগল সতেজ ঘাসের স্পর্শ। বিনা কারণে সে উঠতে লাগল হেসে। পরে বাঙ্কে শুয়ে সে শুনতে লাগল তার বুকের দ্রুত ধুকধুক শব্দ। সেই বক্ষ-স্পন্দনের কারণ হয় তার ক্লান্তি কিংবা তার পায়ের তলাকার ঘাসের আনন্দিত অনুভূতিটা। তখনো তার পা দুটো দুর্বলতায় কাঁপছিল। তার সমস্ত শরীরটা আনন্দে করছিল ঝিমঝিম।

মেচিক যখন হাঁটছিল ফ্রলোভ তখন তাকে দেখছিল ঈর্ষান্বিত চোখে। তার সামনে একটা অদ্ভুত প্যপবোধকে মেচিক চাপতে পারল না। ফ্রলোভ এতদিন ধরে ভুগছে যে তাতে তার আশেপাশের লোকদের মায়া আর এখন হয় না। তাদের সদা-বর্তমান উৎকণ্ঠা ও যত্নের ভিতর সে এই প্রশ্নটাকে শুনতে পেত, 'কখন তুমি মরবে?' কিন্তু মরতে সে চাইছিল না। জীবন আঁকড়ে থাকার এই সুস্পষ্ট বিদঘুটেমিটা যেন কবরের পাথরের মতো সবাইকে পিষ্ট করত।

হাসপাতালে মেচিকের থাকার শেষ দিন পর্যন্ত ভারিয়ার সঙ্গে তার একটা অদ্ভুত সম্পর্ক বজায় ছিল। সেটা যেন সেই খেলার মতো যেখানে জানাই আছে মেয়েটি কী চাইছে আর পুরুষটি কোন জিনিসটায় ভয় পাচ্ছে, কিন্তু তাদের কেউই একটা নির্ভীক চরম বাঁক নিতে সাহস পাচ্ছে না।

ভারিয়ার দুরূহ সহিষ্ণু জীবনে বহু পুরুষ এসেছে, এত লোক যে তাদের চুলের অথবা চোখের রঙ, এমনকি নামও সে এখন আলাদা করে মনে করতে পারে না। তাদের কাউকেই ভারিয়া বলতে পারে নি, 'আমার নাগর, আমার মাথার মণি!' মেচিকই প্রথম পুরুষ যাকে ও-কথাগুলো বলা চলত এবং বলেও ছিল। তার মনে হয়েছিল — এত যে সুন্দর, এত যে নম্র ও কোমল, এই মেচিকই তার মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষাকে পারবে চরিতার্থ করতে। ঠিক এই জন্যই তাকে সে ভালোবেসেছিল। বোবা উত্তেজনার রাত্রে সে তাকে ডাকত এবং দিনের বেলায় অতৃপ্ত ক্ষুধা নিয়ে সে তাকে খুঁজত তার বিলম্বিত প্রেমের অর্ঘ্য নিবেদন করার জন্য। চাইত তাকে সবার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু কেন জানি খোলাখুলিভাবে কথাটা সে বলতে পারে নি।

যদিও সে যা চাইত মেচিকও ঠিক তাই চাইত তার সদ্য পরিণত যৌবনের সমস্ত আবেগ ও কল্পনা দিয়ে, তবু তার সঙ্গে একলা থাকাটা সে

প্রাণপণে যেত এড়িয়ে। কখনো সে তার সঙ্গে পিকাকে টেনে আনত, কখনো শরীর খারাপের ওজর দিত। তার ভয় হত কারণ নারীর ঘনিষ্ঠতা সে কখনো পায় নি। তার মনে হত, অন্যদের ক্ষেত্রে যেমন হয় ওর বেলায় তেমন হবে না, লজ্জার ব্যাপার দাঁড়াবে। এই ভীরুতাকে যদি বা কখনো জয় করত তখনই তার মনে পড়ত মরোজকার সেই ক্রুদ্ধ মূর্তি — তায়গা থেকে সদর্পে বেরিয়ে আসছে আর হাঁকাচ্ছে তার চাবুকটা। আতঙ্ক ও সেই মানুষটার ঋণ পরিশোধ করতে পারার অসামর্থ্য — এই দুই অনুভূতির মিশ্রণে মেচিক অভিভূত হয়ে পড়ত।

এই খেলার মধ্যে সে শীর্ণ ও দীর্ঘ হয়ে উঠল। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার দুর্বলতাকে জয় করতে পারল না। পিকার সঙ্গে সে হাসপাতাল ত্যাগ করল। প্রত্যেকের কাছে তারা অপ্রতিভভাবে বিদায় নিল, যেন তারা এমন লোকদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে যাদের তারা প্রায় চেনেই না। পথের মধ্যে ভারিয়া এসে সঙ্গ ধরল তাদের।

বলল, 'অন্তত ভদ্রভাবে বিদায় নেওয়া যাক।' ছুটে আসায় ও অপ্রস্তুত বোধ করায় আরক্ত হয়ে উঠেছে তার মুখটা। 'ওখানে কেমন যেন লজ্জা করছিল। আগে কখনো হয় নি, এইবারই কেমন লজ্জা হল।' অপরাধীর মতো মুখ করে মেচিকের হাতে সে একটা ছুঁচের কাজ-করা তামাক রাখার থলি দিল, খনির সব তরুণী মেয়েরা যেমন দিত।

তার এই অপ্রতিভ ভাব এবং উপহারটা তার প্রকৃতির সঙ্গে এমন বেমানান যে করুণায় মেচিকের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। পিকা দাঁড়িয়েছিল বলে তার গালটা নিজের ঠোঁট দিয়ে সে প্রায় স্পর্শই করল না। ধোঁয়াটে চোখের শেষ দৃষ্টি দিয়ে ভারিয়া বিদায় জানাল, তার ঠোঁট দুটো থরথর করতে লাগল।

'আবার এসো কিন্তু!' যখন সে চেঁচিয়ে উঠল, ততক্ষণে তারা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে। কোনো উত্তর না শুনে ওখানেই মাটির উপর আছড়ে পড়ে সে কাঁদতে লাগল।

যাবার পথে বিষণ্ণ স্মৃতিকে ঝেড়ে ফেলে মেচিক স্থির করল যে সে সত্যিকারের পার্টিজান। শরীরটাকে তাড়াতাড়ি রোদ-পোড়া করার উৎকণ্ঠায় সে এমনকি তার আস্তিনগুলো গুটিয়ে ফেলল। নার্সের সঙ্গে সেই স্মরণীয় কথাবার্তার পর তার মনে হল, যে নতুন জীবন তার শুরু হয়েছে তার পক্ষে এটা খুব জরুরী ব্যাপার।

ইরোখেজার মুখটা জাপানী ও কলচাক সৈন্যরা অধিকার করে রেখেছিল। পিকা ঘাবড়ে গেল, ছটফট করতে লাগল সে। সমস্ত পথ সে কাল্পনিক যন্ত্রণা নিয়ে অনুযোগ করে চলল। উপত্যকার ভিতর দিয়ে গ্রামটাকে ঘুরে যেতে মেচিক তাকে কিছুতেই রাজী করাতে পারল না। অপরিচিত ছাগল যাতায়াতের পথ দিয়ে তাই তাদের পাহাড়ের উপর উঠতে হল। দ্বিতীয় রাতে পাথুরে খাড়া পাহাড় থেকে তারা নদী পর্যন্ত হামাগুড়ি দিয়ে নামল, পথে তারা মরতে মরতে বেঁচে গেল: মেচিকের পাদুটো তখনো ছিল দুর্বল। প্রায় সকালে তারা এক কোরীয় খামারে পেঁাছল। পেটুকের মতো তারা নুন না-দেওয়া চুমিজা খেল। পিকার উস্কোখুস্কো করুণ চেহারাটা দেখে মেচিক কিছুতেই নলখাগড়া-ভরা শান্ত হ্রদের পাশে বসে-থাকা সেই চমৎকার হাসিখুসি বৃদ্ধের মূর্তিটা কল্পনা করতে পারল না। পিকার এলোমেলো চেহারাটা সেই শান্তির অনিত্যতা ও ভ্রান্তিকে কীভাবে যেন স্পষ্ট করে তুলেছিল। সেই শান্তির মধ্যে না ছিল বিশ্রাম, না ছিল পরিত্রাণ।

তারপর তারা এগতে লাগল বিক্ষিপ্ত খামারগুলোর ভিতর দিয়ে। সেখানে কেউই জাপানীদের কথা শোনে নি। চাষীদের যখন প্রশ্ন করা হল সৈন্যদল সে পথ দিয়ে গিয়েছে কিনা তারা হাত তুলে দেখাল নদীটার উজানের দিকে, তারপর নিজেরাই তারা খবর জানতে চাইল, খেতে দিল মধু-মেশানো ক্‌ভাস, মেয়েরা উঁকি দিতে লাগল মেচিকের দিকে। ইতিমধ্যেই ফসল তোলার মরশুম শুরু হয়েছে। পথগুলো ছেয়ে গেছে ঘন ভারি গমের শিষে। সকালে মাকড়সার খালি জাল শিশিরে চকচক করে। শরতের বাতাস মৌমাছিদের করুণ গুঞ্জনে ভরা।

সন্ধের দিকে তারা শিবিশিতে পেঁাছল। অস্তায়মান সূর্যের রশ্মিতে জঙ্গল-ভরা এক পাহাড়ের পাদদেশে ছোট্ট গ্রামটি এলোমেলোভাবে পড়ে রয়েছে। শ্যাওলা-ঢাকা একটি ছোট্ট জরাজীর্ণ গির্জার কাছে একদল ফুর্তি ও হল্লাবাজ ছোকরা গোরোদকি* খেলছে, টুপিতে লাল ফিতে। বেঁটে একটি লোকের সমস্ত ডাংগুলো ভয়ানক ফসকে গেল। লোকটার পায়ে উঁচু বুট, দাড়িটা লালচে রঙের, দীর্ঘ আর ছুঁচলো। তাই তাকে দেখাচ্ছিল ছেলেমেয়েদের রূপকথার গল্পের বামন যক্ষের মতো। সবাই তার উদ্দেশ্যে হেসে উঠল। লোকটা লাজুক লাজুক মুখ করে হাসতে লাগল বটে, কিন্তু

---

* ডাংগুলির মতো একপ্রকার খেলা। — সম্পাঃ

বেশ বোঝা গেল যে তার এতটুকু লজ্জা হয় নি। সবাইকার মতোই সমান ফুর্তি পাচ্ছে সে।

'ওই সে, ওই তো লেভিন্সন,' পিকা বলল।

'কোথায়?'

'ওই যে লালচে দাড়ি।'

হতভম্ব মেচিককে পিছনে ফেলে বিস্মিত দ্রুত গতিতে পিকা এগিয়ে গেল বেঁটে লোকটির কাছে।

'ওহে দেখ, দেখ! পিকা এসেছে!..'

'আরে পিকাই বটে...'

'চলে এল তাহলে টেকো শয়তানটা!..'

খেলা ভুলে বৃদ্ধকে ঘিরে তারা দাঁড়াল। মেচিক দাঁড়িয়ে রইল খানিক দূরে। সে বুঝতে পারল না যাবে নাকি না ডাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

'তোর সঙ্গে লোকটি কে?' লেভিন্সন অবশেষে প্রশ্ন করল।

'হাসপাতালের একজন... ভাল ছেলে!..'

'ওই সেই আহত ছেলেটা, মরোজকা যাকে এনেছিল,' কে একজন মেচিককে চিনতে পেরে বলল। তারই কথা হচ্ছে শুনে মেচিক কাছিয়ে এল।

ছোট্টখাট্ট চেহারার যে লোকটি খুব বাজে গোরোদকি খেলছিল, দেখা গেল তার চোখ দুটো বেশ বড় বড় আর সতর্ক। মনে হল যেন সে চোখ মেচিককে ধরে, উলটিয়ে ফেলে কয়েক মুহূর্ত ঝুলিয়ে রেখে যাচাই করে দেখছিল তার ভিতরে কী আছে।

'আমি আপনার সৈন্যদলে যোগ দিতে এসেছি,' বলতে শুরু করে মেচিক আরক্ত হয়ে উঠল এই ভেবে যে তার গুটনো আস্তিন নামাতে সে ভুলে গেছে। 'আহত হবার আগে আমি শাল্দিবার দলে ছিলাম,' বক্তব্যকে জোরাল করার জন্য সে যোগ দিলে।

'শাল্দিবার কাছে ছিলে কতদিন?'

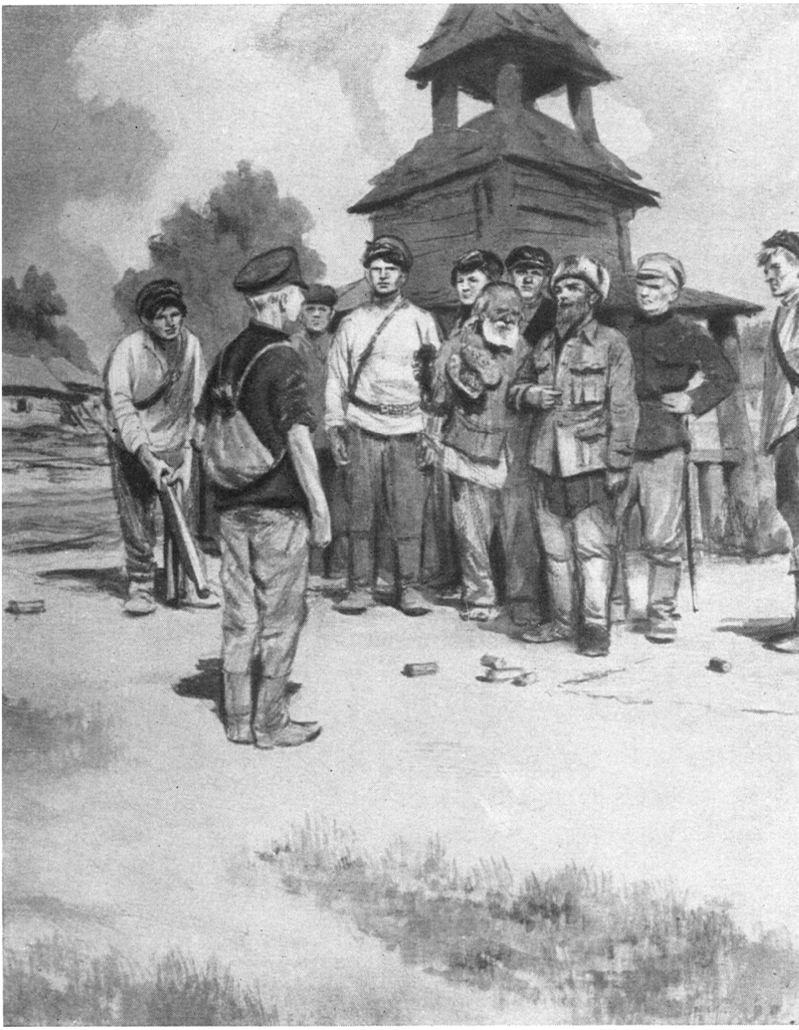
'মোটামুটি জুন থেকে... প্রায় মাঝামাঝি থেকে...'

লেভিন্সন তার দিকে আর একবার তীক্ষ্ণ, কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল। 'বন্দুক চালাতে পারো?'

'হ্যাঁ...' মেচিক ইতস্তত করে বলল।

'ইয়েফিমকা, একটা রাইফেল নিয়ে এসো।'

ইয়েফিমকা যখন রাইফেল আনতে ছুটল মেচিক অনুভব করল বহু



জোড়া চোখ তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। তাদের নির্বাক তীব্রতাটা তার কাছে মনে হল শত্রুতা প্রণোদিত।

'এই নাও। এখন কীসে মারবে?' লেভিন্সনের চোখ দুটো খুঁজে দেখতে লাগল।

'ক্রশটার ওপর!' কে একজন সহর্ষে বলে উঠল।

'না, ওখানে না ছোঁড়াই ভালো। ইয়েফিমকা, ওখানে ঐ খুঁটিটার ওপর গোরোদকটা বসাও।'

মেচিক রাইফেলটা নিয়ে প্রায় চোখ বন্ধ করে ফেলল। হঠাৎ তার ভয় করল — তাকে গুলি চালাতে হবে বলে নয়, তার মনে হল সবাই চাইছে সে যেন ফসকায়।

'বাঁ হাতটা আর একটা কাছিয়ে ধরো, সুবিধা হবে,' কে একজন তাকে উপদেশ দিল।

কথাগুলো আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে উচ্চারিত হওয়ায় মেচিকের খুব সাহায্য হল। সাহস পেয়ে সে ঘোড়াটা টিপল। শব্দটা হতেই সে চোখ না বুজে পারে নি। তাহলেও ওরই মধ্যে কোনো রকমে সে দেখল খুঁটিটার উপর থেকে গোরোদক পড়ে যাচ্ছে।

'তা গুলি ছুঁড়তে পারো,' লেভিন্সন হেসে উঠল। 'ঘোড়ায় চড়েছ কখনো?'

'না,' মেচিক স্বীকার করল। এমন একটা সাফল্যের পর সে এখন পরের দোষও ঘাড় পেতে নিতে রাজী।

'খুব খারাপ,' লেভিন্সন বলল। পরিষ্কার বোঝা গেল যে বাস্তবিকই সে মনে করেছে ব্যাপারটা খুব খারাপ। 'বাক্লানভ, ওকে জিউচিখাকে এনে দাও,' ধূর্তভাবে সে চোখ কোঁচকাল। 'ওকে যত্ন করো। নিরীহ ঘোড়া। তোমার প্লেটুন কম্যান্ডার তোমায় বলে দেবে ওকে কী করে সামলাতে হয়। কোন প্লেটুনে ওকে আমরা দোব?'

'আমার মতে কুব্রাকের ওখানে — ওর লোক কম,' বাক্লানভ বলল। 'ওকে আর পিকাকে।'

'আপত্তি নেই,' লেভিন্সন একমত হল। 'কাজে লেগে পড়ো।'

...জিউচিখার দিকে একবার তাকাতেই মেচিক তার হালের সাফল্যের কথা এবং তার ফলে মনে যে বালকসুলভ গর্বের ভাবটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল সেটা ভুলে গেল। জন্তুটা বিষণ্ণ চেহারার এক ঘোটকী, চোখ দিয়ে

জল গড়ায়, গায়ের রঙ ময়লা-শাদাটে, পিঠে গর্ত, পেটটা মোটা — চাষীর বাধ্য বশীভূত ঘোড়া, জীবনে সে বহু দেসিয়াতিনা জমি চাষ করেছে। তাছাড়া তার বাচ্চা হবার কথা। অদ্ভুত তার নামটাও মানিয়েছে যেন এক বৃদ্ধার লোল প্রার্থনায় ঐশ্বরিক আশীর্বাদের মতো।

'এটা কি আমার জন্যে?..' মৃদু স্বরে মেচিক বলল।

'দেখতে কিছু সুন্দর নয়,' কুব্রাক ঘোড়াটার পাছা চাপড়ে বলল। 'খুরগুলো দুবলা, ঠিকমতো পোষা হয় নি হয়ত অসুখও থাকতে পারে, তবে চেপে যাওয়া যাবে...' সে তার পাকা খোঁচাখোঁচা চুল-ভর্তি চৌকো মাথাটা ঘুরিয়ে একটা ভোঁতা প্রত্যয়ের সুরে বললে, 'হ্যাঁ, চেপে যাওয়া যাবে...'

'তোমাদের অন্য ঘোড়া নেই নাকি?' মেচিক প্রশ্ন করল। জিউচিখার ওপর এবং তার পিঠে চেপে যে যাওয়া যেতে পারে এই ব্যাপারটার ওপর বোবা রাগে তার মনটা সঙ্গে সঙ্গে ভরে উঠল।

কুব্রাক উত্তর দেবার জন্য মাথা ঘামাল না। উৎসাহহীন একঘেয়ে গলায় মেচিককে সে বলতে শুরু করল এই পঙ্গু ঘোটকীর যে সব অসংখ্য বিপদ ও অসুখ হতে পারে তা থেকে তাকে রক্ষা করতে হলে সকালে, দুপুরে আর সন্ধেয় কী কী করা উচিত।

'ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে আসার পর সঙ্গে সঙ্গে ওর জিনটা খুলে দিও না,' প্লেটুন কম্যান্ডার উপদেশ দিল। 'খানিক জিরোক, ঠান্ডা হোক। জিনটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে হাতের চেটো কিংবা খড় দিয়ে ওর পিঠটা মুছে দিও। পিঠে আবার জিন চড়াবার আগেও আবার মুছে নেবে।'

মেচিকের ঠোঁট দুটো কুঁচকে উঠল। তাকিয়ে রইল ঘোড়াটার মাথার উপর দিয়ে। কথাগুলো মন দিয়ে শুনল না। তার মনে হল যে এই কুৎসিত ঘোটকীটা — যার খুরগুলো জঘন্য — দেওয়া হয়েছে প্রথম থেকে তাকে অপমান করার জন্য। যে নতুন জীবন তার শুরু করার কথা, তার দৃষ্টিকোণ থেকে হালে সে তার প্রতিটি পদক্ষেপকে বিচার করতে শুরু করেছে। এখন তার মনে হল এই জঘন্য ঘোড়াটাকে নিয়ে সে নতুন জীবনে পদার্পণ করা অসম্ভব। কারো চোখেই পড়বে না যে সে ইতিমধ্যেই অন্য মানুষ হয়ে গেছে— শক্তিমান, আত্মবিশ্বাসী। প্রত্যেকেই ভাববে এখনো সে সেই আগেকার, হাস্যকর মেচিকই থেকে গেছে যাকে একটা ভালো ঘোড়া দিয়েও বিশ্বাস করা যায় না।

'এই ঘুড়িটার অন্যান্য দোষ ছাড়াও আরো একটা দোষ আছে — মুখের ঘায়ে ভোগে,' প্লেটুন কম্যান্ডার বলল। মেচিক কী পরিমাণ ক্ষুব্ধ হয়েছে

কিংবা তার কথাগুলো তার কানে যাচ্ছে কিনা এ বিষয়ে একেবারে নির্বিকার হয়ে অনিশ্চিতের মতো সে বলে চলল, 'ওকে সালফেট দিয়ে চিকিৎসা করা উচিত। কিন্তু আমাদের একটুও সালফেট নেই। তাই এদের আমরা চিকিৎসা করি মুরগির বিষ্ঠা দিয়ে। এটা খুব ভাল ওষুধ। রাশটা লাগাবার আগে খলিনের চারিধারে একটা কাপড়ে খানিকটা বিষ্ঠা জড়িয়ে বেঁধে দিও। অদ্ভুত ফল দেয়।'

'আমাকে পেয়েছে কি বাচ্চা ছেলে?' প্লেটুন কম্যান্ডারের কথা না শুনে মেচিক ভাবল। 'না, লেভিন্সনকে গিয়ে আমি বলব ওধরনের ঘোড়ায় আমি চড়ব না। অন্যদের জন্যে আমার ভোগবার কথা নয়।' (এ কথাটা ভাবতে তার ভালো লাগল যে অন্য কারুর জন্য তাকে ভুগতে হচ্ছে।) 'না, কথাটা আমি সোজাসুজি গিয়ে বলে দেব। কী পেয়েছে...'

বক্তব্য শেষ করে প্লেটুন কম্যান্ডার ঘোড়াটাকে তার জিম্মায় অবশেষে দিয়ে দেবার পরেই শুধু উপদেশ ভালো করে না শোনবার জন্য তার আক্ষেপ হল। মাথাটা নীচু করে জিউচিখা শাদাটে ঠোঁট দুটো কোঁচকাতে লাগল। মেচিক হৃদয়ঙ্গম করল ঘোটকীর সম্পূর্ণ জীবন এখন তার নিজের হাতে। কিন্তু সে জীবনটা নিয়ে কী করবে তা সে জানে না। এই শান্ত ঘোটকীটাকে কী করে বাঁধতে হয় এ কথাটা পর্যন্ত তার জানা নেই। জিউচিখা আস্তাবলের ভিতর ঘুরে বেড়াতে লাগল, মাথা গুঁজতে লাগল অন্য ঘোড়াদের খড়ের মধ্যে। এতে ঘোড়াগুলো এবং যে লোকগুলির উপর কাজের ভার পড়েছে সবাই উঠল বিরক্ত হয়ে।

'সেই নতুন ছোঁড়াটা কোন চুলোয় গেল?.. নিজের ঘুড়িটাকে সে বেঁধে রাখে নি কেন?..' আস্তাবলের ভিতর থেকে কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, একটা চাবুকের ক্রুদ্ধ শিস গেল শোনা। 'দূর হ, কুত্তির বাচ্চা! এই, কে এখন ডিউটিতে? ওটাকে নিয়ে যা। নিয়ে যা ওই...'

মেচিক উত্তেজনা ও ব্যস্ততায় আপাদমস্তক ঘেমে উঠেছিল। কড়া কড়া কথা ঘুরছিল মাথার মধ্যে। কাঁটা ঝোপে খোঁচা খেতে খেতে অন্ধকার ঘুমন্ত পথ দিয়ে সে যাচ্ছিল হেডকোয়ার্টার্সের খোঁজে। একবার তরুণতরুণীদের এক সান্ধ্য জটলার ওপর আর একটু হলেই সে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। একটা বেসুরো এ্যাকর্ডিয়ন থেকে 'সারাতভের চুটকি গান' বাজছে। অন্ধকারে জ্বলছে সিগারেট। অশ্বতাড়নী আর তরোয়ালগুলো ঝনঝন করছে। ফুর্তিতে তীক্ষ্ম চীৎকার করে হেসে উঠছে মেয়েরা। সমস্ত জায়গাটা এক উন্মত্ত নৃত্যে

থরথর করে কাঁপছে। পথের কথা জিজ্ঞেস করতে মেচিকের সাহস হল না, চলে গেল তাদের পাশ দিয়ে। হয়তো সমস্ত রাত ধরেই তাকে ঘুরতে হত যদি না পথের একটা বাঁক থেকে একটা মূর্তি হঠাৎ বেরিয়ে আসত।

'কমরেড, হেডকোয়ার্টার্সে যাব কী করে?' কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল মেচিক। তারপর মরোজকাকে চিনতে পেরে দারুণ হতবুদ্ধি হয়ে সে বলল, 'নমস্কার ...'

অনির্দিষ্ট কী একটা শব্দ করে মরোজকা বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'ডান দিকের দ্বিতীয় বাড়িটা,' অন্য কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে অবশেষে সে বলল। অদ্ভুতভাবে তার চোখ দুটো চকচক করে উঠল। পিছন ফিরে না তাকিয়ে যেদিকে সে যাচ্ছিল সেদিকেই চলে গেল হেঁটে।

'মরোজকা! বটেই তো, এখানেই তো সে থাকে,' মেচিক ভাবল। আগেকার মতোই নিজেকে তার মনে হল নিঃসঙ্গ, নানা ধরনের বিপদ তাকে রয়েছে ঘিরে — মরোজকা, অন্ধকার অপরিচিত পথ, বাধ্য ঘোটকী, যাকে কী করে সামলাতে হয় সে জানে না।

হেডকোয়ার্টার্সে যখন পৌঁছল ততক্ষণে সে এমনই দমে গেছে যে ভেবে পেল না কেন সে এসেছে, কী সে করবে বা বলবে।

মাঠের মতো বড় একটা উঠোনের মাঝখানে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশে শুয়েছিল জন কুড়ি পার্টিজান। লেভিন্সন আগুনের পাশে বসেছিল কোরীয় রীতি অনুসারে পা মুড়ে। ধূমায়িত হিস্‌হিস্‌ শব্দে জ্বলা আগুনে যেন সে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাকে মেচিকের এখন সবচেয়ে বেশী করে মনে হল শিশুদের রূপকথার বইয়ে বামন যক্ষের মতো। মেচিক এগিয়ে এসে লোকগুলোর পিছনে দাঁড়াল। কেউ তার দিকে ফিরে তাকাল না। পার্টিজানরা পালা করে অশ্লীল গল্প বলছিল। গল্পগুলো এক বোকা ধর্মযাজক, তার অতিরিক্ত কামুক প্রকৃতির স্ত্রী আর এক বেপরোয়া যুবককে নিয়ে, যে নির্ভাবনায় দিন কাটায় এবং সুকৌশলে ধর্মযাজকের চোখে ধুলো দিয়ে তার স্ত্রীর মধুর অনুগ্রহ লাভ করে। মেচিকের মনে হল যে গল্পটা তারা বলছে সেটা বাস্তবিক মজার বলে নয়, বলছে কারণ অন্য কিছু গল্প তাদের বলার নেই এবং তারা হাসছে নেহাৎ কর্তব্যবোধে। তাসত্ত্বেও লেভিন্সন সবসময় মন দিয়ে শুনছিল আর হেসে গড়িয়ে পড়ছিল যেন আন্তরিকভাবেই। তারা তাকে যখন বলল যে এবার তার পালা, সেও কতকগুলো রসালো গল্প বলল। দলের মধ্যে সেই সবচেয়ে শিক্ষিত, তাই তার গল্পগুলো ছিল সবচেয়ে জটিল আর

সবচেয়ে অশ্লীল। কিন্তু বাহ্যত মনে হল না তার জন্য লেভিন্সনের একটুও সঙ্কোচ হচ্ছে, সে বিদ্রূপের সুরে শান্তভাবে গল্পগুলো বলছিল, অশ্লীল কথাগুলো তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছিল যেন তাকে স্পর্শ না করে — সেগুলো যেন একেবারেই তার নিজের কথা নয়।

তার দিকে তাকিয়ে মেচিকের লোভ হল নিজেও বানানো একটা গল্প বলবে। আসলে এসব গল্প শুনতে সে ভালোবাসত, যদিও সেগুলোকে সে মনে করত লজ্জাকর বলে আর ভান করত যে সে তাদের ঊর্ধ্বে। কিন্তু তার ভয় হল সবাই অবাক হয়ে তার দিকে তাকাবে, আর সেটা হবে ভারি অস্বস্তিকর।

নিজের উপর রেগে এবং সবাইকার উপর বিরক্তি নিয়ে, বিশেষ করে লেভিন্সনের উপর, সে চলে গেল। আহতভাবে ঠোঁট ফুলিয়ে সে ভাবল, 'বয়েই গেল, যতই করো ও ঘুড়িটার দেখাশোনা আমি করব না। মরুক না! দেখব তখন ও কী বলে। আমি ভয় করি না...'

এর পর থেকে বাস্তবিকই সে তার ঘোড়াটার উপর মন দিত না। সেটাকে বাইরে নিয়ে যেত ঘোড়ায় চড়া শেখার জন্য, কখনো সখনো জল খাওয়াবার জন্য। তার কম্যাণ্ডার যদি আরো মনোযোগী হত তাহলে হয়তো শীগগিরই মেচিককে সামলে তোলা যেত। কুব্রাক কিন্তু প্লেটুনের মধ্যে যা কিছু ঘটছে তার উপর বিন্দুমাত্র নজর দিত না, যেমন চলছে সে রকমই চলতে দিত। জিউচিখার সর্বাঙ্গ খোসে ভরে গেল, সর্বদাই সে থাকত ক্ষুধার্ত ও তৃষিত, পরের দাক্ষিণ্য থেকে উপকৃত হত কদাচিৎ। সেই সঙ্গে মেচিকও সবাইকার বিতৃষ্ণা লাভ করল 'নিষ্কর্মা আর চালিয়াৎ' বলে।

সারা প্লেটুনের মধ্যে মাত্র দুটি লোক তার মোটামুটি বন্ধু ছিল — পিকা আর 'পাখি'। তাদের বন্ধুত্বের উপর মূল্য আরোপ করত বলে যে সে তাদের সঙ্গে মিশত তা নয়, তার কারণ হল অন্য কারুর সঙ্গে সে মানিয়ে চলতে পারত না। তার অনুগ্রহ লাভ করার জন্য 'পাখি' এসেছিল নিজে থেকেই। রাইফেল পরিষ্কার করে নি বলে দলের সর্দারের সঙ্গে ঝগড়া হবার পর মেচিক একটা ছাউনিতে একলা শুয়েছিল ফাঁকা দৃষ্টিতে ছাতের দিকে তাকিয়ে, সেই সুযোগে 'পাখি' চুপিচুপি আসে তার কাছে।

'চটেছেন?' সে প্রশ্ন করল। 'বাদ দিন! লোকটা একটা সাধারণ অজ্ঞ চাষী — ওর আবার কথায় কান দিতে হয়?'

'চটি নি...' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেচিক বলল।

'তার মানে একঘেয়ে লাগছে? তাহলে অন্য কথা, ওটা আমি বুঝি।'

'পাখি' একটা গাড়ির বিচ্ছিন্ন সামনের অংশে বসে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে তার পুরু করে কালি দেওয়া বুটটাকে উপরে তুলল। 'কী জানেন, আমারও একঘেয়ে লাগে। শিক্ষিত লোক তো খুব বেশী নেই। হয়তো লেভিন্সন ছাড়া আর কেউই শিক্ষিত নয়, তবে সেও...' হাত নাড়িয়ে 'পাখি' তার বুট জোড়ার উপর তাৎপর্যপূর্ণভাবে তাকাল।

'সেও কী?..' মেচিক কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল।

'মানে, সেও খুব কিছু শিক্ষিত নয়। লোকটা শুধু ধূর্ত। আমাদের ঘাড় ভেঙে সে পোদ্দারি করে। কি বিশ্বাস হচ্ছে না?' 'পাখি' তিক্তভাবে হাসল। 'হ্যাঁ, সত্যিই তাই! লোকের ধারণা ও খুব সাহসী, সত্যিকারের সেনাপতি।' 'সেনাপতি' কথাটা সে উচ্চারণ করল বিশেষ পরিতৃপ্তির সঙ্গে চিবিয়ে চিবিয়ে। 'একদম বাজে! বিশ্বাস করুন, ওসব আমাদের বানানো। আমাদের পেছু হটে আসার কথাটাই ধরুন না কেন। দ্রুত মারাত্মক আক্রমণে শত্রুকে ঘায়েল করার বদলে আমরা কোথায় এক জঘন্য ঘুপসিতে পালিয়ে এসেছি। আর এসেছি কিনা এক উচ্চ মাত্রার রণচাতুর্যের কারণে! ওখানে হয়তো আমাদের কমরেডরা মরছে, আর আমরা রণচাতুর্য ফলাচ্ছি!' যান্ত্রিকভাবে 'পাখি' একটা চাকার খিল খুলে নিয়ে বিরক্তের ভঙ্গিতে আবার সেটাকে আটকে দিল।

'পাখি' লেভিন্সনের যে বর্ণনা দিল সে যে বাস্তবিকই তেমন লোক এ কথা মেচিকের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হল। কিন্তু তার কথাগুলোকে মেচিকের শুনতে ভালো লাগছিল। বহুকাল পরে সে এমন শুদ্ধ ভাষা শুনল এবং কী জানি কী কারণে তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল যে 'পাখির' কথার মধ্যে খানিকটা সত্যি আছে।

'সত্যি নাকি?' দাঁড়িয়ে উঠে সে প্রশ্ন করল। 'কিন্তু আমার মনে হয়েছিল বেশ ভালো লোক।'

'ভালো লোক?!' আঁতকে উঠল 'পাখি', তার স্বরের স্বাভাবিক মিষ্টতা মিলিয়ে গিয়ে মুরুব্বিয়ানার সুর ফুটল। 'কী ভুল ধারণাই না আপনি করেছেন! দেখুন না কী ধরনের লোকদের সে জুটিয়েছে!.. বাক্লানভটা কী? একেবারে খোকা! নিজের সম্বন্ধে তার দারুণ উঁচু ধারণা, কম্যান্ডারের সহকারী হবার কী যোগ্যতা আছে ওর? অন্য কাউকে খুঁজে পাওয়া যেত না? অবশ্যই আমি নিজে রুগ্ন, আহত লোক — আমি সাতটা গুলি খেয়েছি, শেল-শকেও ভুগেছি, অমন ঝামেলার কাজে যাবার জন্যে আমার কোনো

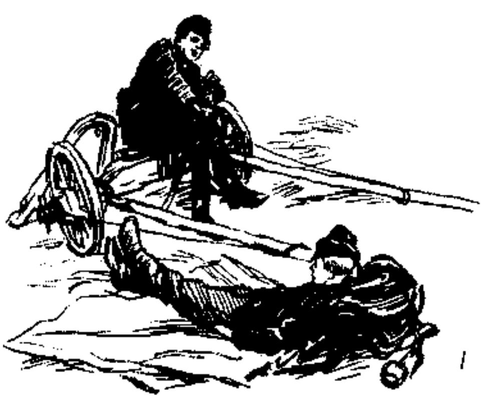
লোভই নেই — কিন্তু যাই হোক, গর্ব না করে বলতে পারি যে ওর চেয়ে খারাপ আমি হতাম না।'

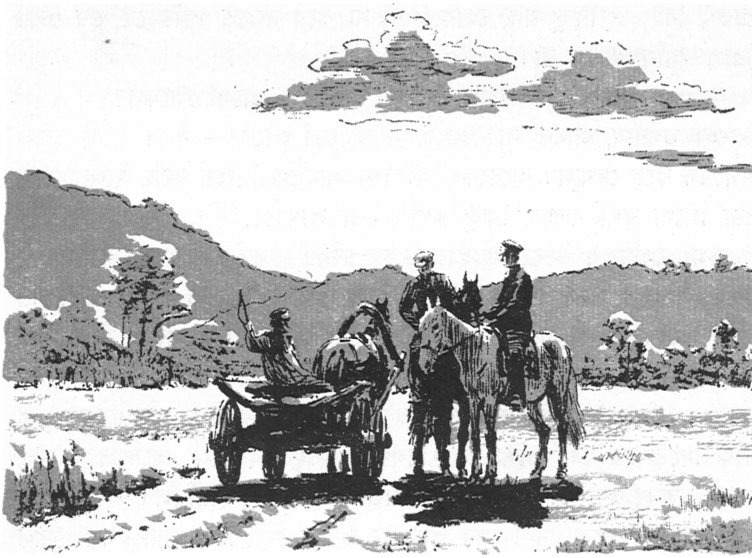
'সম্ভবত কম্যান্ডার জানত না আপনি যুদ্ধবিদ্যা ভালো বোঝেন?'

'হা ভগবান, জানত না! আরে, সবাই তো জানে — যাকে ইচ্ছে তাকে জিগগেস করে দেখুন। অনেকেই অবিশ্যি আমাকে হিংসে করে, ইচ্ছে করেই তারা মিথ্যে কথা বলবে, কিন্তু কথাটা তো সত্যি!..'

ক্রমশ মেচিকও উত্তেজিত হয়ে উঠে 'পাখির' কাছে তার মনের কথাগুলো বলতে লাগল। সারা দিনটা তারা কাটাল একসঙ্গে। আর যদিও ওধরনের আরো কয়েকবার আলাপের পর 'পাখির' উপর মেচিকের দারুণ ঘেন্না ধরে গেল, তাহলেও তার হাত ছাড়াতে পারত না। এমনকি তাকে কিছুক্ষণ না দেখলে সে নিজেই তার সঙ্গ চাইত। কী করে পাহারার আর রান্নাঘরের কাজে ফাঁকি দিতে হয় তা 'পাখি' তাকে শেখাল। ওই সব কাজ বহুকাল আগেই তাদের নতুনত্ব হারিয়ে বিরক্তিকর দায়ভারে পরিণত হয়েছিল।

সে সময় থেকে সৈন্যদলের কর্মব্যস্ত জীবন মেচিককে আর স্পর্শ করল না। যে প্রধান স্প্রীংগুলোয় বাহিনীর জীবনযন্ত্রটা চলছে সেটা তার নজরে পড়ল না এবং যা কিছু করা হচ্ছে তার প্রয়োজনীয়তাটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারল না। এই বিচ্ছিন্নতার জন্য তার নতুন ও দুঃসাহসিক জীবনের স্বপ্ন গেল মিলিয়ে, যদিও মুখে-মুখে উত্তর দিতে আর লোকদের ভয় না করতে সে শিখল। রোদ-পোড়া হয়ে উঠল সে, পোষাক পরিচ্ছদে অবহেলা জাগল এবং এইভাবে বাহ্যিক দিক থেকে অন্যদের সঙ্গে সে এক হয়ে গেল।





১০

ছত্রভঙ্গের সূত্রপাত

মোচিকের সঙ্গে দেখা হবার পর মরোজকা এটা আবিষ্কার করে আশ্চর্য হল যে তার প্রতি সেই আগেকার বিদ্বেষ বা ঘৃণাটা আর তার নেই। ছিল শুধু একটা বিমূঢ়তা — এই বাজে লোকটা কেন আবার তার পথে দেখা দিয়েছে? — আর ছিল একটা অবচেতন বিশ্বাস যে তার, মরোজকার উচিত ওর উপর ক্রুদ্ধ হওয়া। তবু এই সাক্ষাতে সে এতো উত্তেজিত হয়ে ওঠে যে অবিলম্বে এ বিষয়ে কারুর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে হল তার।

দুবোভকে সে বলল, 'যাচ্ছি, সবে একটা বাঁক থেকে বেরুচ্ছি আর হঠাৎ দেখি শাল্দিবার দলের সেই লোকটা একেবারে সামনে। মনে আছে — যেটাকে বয়ে এনেছিলাম?'

'তা কী হল?'

'মানে তেমন কিছু নয়। বলে, — হেডকোয়ার্টার্সটা কোথায়? বললাম, — ডানদিকের দ্বিতীয় বাড়িটা।'

'তাতে হল কী?' দুবোভ বলল। এ পর্যন্ত কথাগুলোর মধ্যে অবাক হবার কিছুই সে খুঁজে না পেয়ে মনে মনে ভেবে নিল আরো কিছু আছে।

'মানে দেখা হল — এই আর কি!.. আবার কী হবে?' বিনা কারণে চটে উঠে বলল মরোজকা।

অকস্মাৎ তার একঘেয়ে লাগল। লোকের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছেটা তার সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেল। মনস্থ করেছিল সন্ধের নাচের আসরে যাবে। কিন্তু সেখানে না গিয়ে সে একটা বিচালি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল, কিন্তু ঘুমতে পারল না। ভারি বোঝার মতো বিস্বাদ সব স্মৃতি তার উপর চেপে বসতে লাগল। মনে হল যে মেচিক ইচ্ছে করে তার সামনে জুটেছে, কী একটা নির্ভুল পথ থেকে তাকে ভ্রষ্ট করতে চাইছে।

পরের পুরো দিনটা সে ঘুরে ঘুরে বেড়াল, শান্তি পেল না। মেচিকের সঙ্গে আবার দেখা করার ইচ্ছেটা বহুকষ্টে সে দমন করল।

প্লেটুন কম্যান্ডারের কাছে বিরক্ত হয়ে সে অনুযোগ করল, 'কিছু না করে এমন বসে আছি কেন? একঘেয়েমিতে পচেই যাব... আমাদের লেভিন্সন কী ভাবছে?..'

'ভাবছে কী করে এই মরোজকাটার জন্যে ফুর্তির ব্যবস্থা করা যায়। ভেবে ভেবে প্যাণ্ট ক্ষইয়ে ফেলেছে।'

মরোজকার মনের ভেতরকার জটিল মর্মপীড়ার কোনো সন্দেহই দুবোভের ছিল না। কারুর কাছ থেকে কোনো সহানুভূতি না পেয়ে মরোজকার মন তীব্র মর্মপীড়ায় ভরে উঠল। সে অনুভব করল যে তাড়াতাড়ি প্রচুর কাজ খুঁজে না পেলে মদ খেতে ধরবে। জীবনে এই প্রথম নিজের বাসনার সঙ্গে সে লড়াই করছিল। কিন্তু তার ইচ্ছাশক্তির জোর এতটা ছিল না। একটা আকস্মিক ঘটনার জন্যই শুধু সে ভেঙে পড়ল না।

লোকালয় থেকে এক দূর জায়গায় সরে আসার ফলে অন্যান্য সৈন্যদলের সঙ্গে সংযোগ লেভিন্সন প্রায় হারিয়েছিল। যে সব টুকরো টুকরো খবর সে জোগাড় করতে পারত তা থেকে ছারখার হয়ে যাবার এক বীভৎস চিত্রই ফুটে উঠছিল। উলাখের শঙ্কিত বাতাসে ভাসছিল রক্তের ধূমায়িত গন্ধ।

তায়গার গুপ্ত পথ ধরে, বহু বছর যে পথ মানুষ মাড়ায় নি, লেভিন্সন রেল লাইনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করল। খবর পাওয়া গেল শীগগিরই অস্ত্রশস্ত্র আর ইউনিফর্ম ভরা এক সামরিক ট্রেনের যাবার কথা আছে। রেলের কর্মচারীরা কথা দিল সঠিক দিন আর সময় তাকে জানাবে। সে জানত যে

তার সৈন্যদলের অবস্থিতির কথা আগেই হোক পরেই হোক জানাজানি হয়ে যাবে এবং গোলাবারুদ ও গরম পোষাক ছাড়া তায়গায় শীত কাটান অসম্ভব। তাই লেভিন্সন স্থির করল সে-ই প্রথম আচমকা আক্রমণ করবে। গনচারেঙ্কো তাড়াতাড়ি তার মাইনগুলোর মধ্যে বারুদ ভরল। এক কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে অধিকৃত এলাকার ভিতর দিয়ে অলক্ষ্যে লুকিয়ে এসে দুবোভের প্লেটুন হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করল রেল লাইনে।

...গনচারেঙ্কোর মাইন মেল ট্রেন থেকে মালগাড়িগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। যাত্রীবাহী কামরাগুলোর কোনো ক্ষতি করল না। বিস্ফোরণের আঘাতে, ডিনামাইটের ধোঁয়ার মধ্যে রেললাইনগুলো উপরে উড়ে শূন্যে কাঁপতে কাঁপতে বাঁধের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। যে তারটা মাইনের সঙ্গে আটকানো ছিল সেটা জড়িয়ে গেল টেলিগ্রাফের তারের সঙ্গে। ভবিষ্যতে এটা নিয়ে বহু লোকে দারুণ মাথা ঘামিয়েছিল কী করে আর কেন ওটা ওখানে ঝোলানো হয়েছিল।

শত্রুর ঘোড়সওয়ার যখন চারিদিকে ছুটোছুটি করে সন্ধান চালাচ্ছিল দুবোভ তখন তার ঘোড়াগুলোর উপর প্রচুর মালপত্র চাপিয়ে অপেক্ষা করে স্‌ভিয়াগিনো অরণ্যে। তারপর রাত্রে গিরিখাতের ভিতর দিয়ে পালিয়ে আসে। কয়েক দিনের মধ্যেই একটি লোককেও না হারিয়ে সে পৌঁছল শিবিশিতে।

'বাক্লানভ, এবার ডেঁটে থাকো...' লেভিন্সন বলল। তার চোখগুলো দেখে বলা কঠিন সে ঠাট্টা করছিল নাকি গুরুত্ব দিয়েই বলছিল কথাগুলো। সেই দিনই সমস্ত মালপত্র সে ভাগ করে দিল। লোকদের দিল সামরিক গ্রেটকোট, কার্তুজ, তরোয়াল আর শুধু রুটি। শুধুমাত্র সেই পরিমাণ জিনিসপত্র রাখল ভারবাহী ঘোড়াগুলো যতটা বইতে পারে।

উলাখে উপত্যকার সমস্তটা উসুরির তীর পর্যন্ত এখন শত্রুর করতলগত। ইরোখেজার মুখে নতুন সৈন্যদল জমায়েত হচ্ছিল। জাপানীদের গুপ্তচরেরা ওঁৎ পেতেছিল সর্বত্র। তাদের সঙ্গে লেভিন্সনের স্কাউটদের একাধিকবার দেখা হয়েছিল। আগস্ট মাসের শেষে জাপানীরা নদীর উজান দিকে এগুতে শুরু করল। যাচ্ছিল তারা ধীরে ধীরে থেমে থেমে, প্রতি পদক্ষেপ করছিল অত্যন্ত সাবধানে আর তাদের পার্শ্বভাগে রেখেছিল প্রচুর পাহারা দেবার লোক। অতি ধীরে এগোন সত্ত্বেও তাদের অগ্রসর হবার স্থির সংকল্পের মধ্যে এমন এক শক্তি অনুভব করা যাচ্ছিল যা আত্মবিশ্বাসী, বুদ্ধিমান, তবুও অন্ধ।

লেভিন্সনের চরেরা বিস্ফারিত চোখে ফিরত, তাদের বিবরণগুলো হত পরস্পরবিরোধী।

'সে কী?' লেভিন্সন নিরুত্তাপ গলায় প্রশ্ন করল। 'গতকাল বললে তারা ছিল সলোমেনায়ায়, আর আজ সকালে বলছ মোনাকিনোয়। তার মানে কি তারা পেছু হটছে? ..'

তোৎলাতে তোৎলাতে সন্ধানী বলল, 'আমি জ-জানি না। হয়তো অগ্রগামী দলটা আছে সলোমেনায়ায়...'

'কিন্তু কী করে জানলে মোনাকিনোতে আসল দলটা রয়েছে, সেটা অগ্রগামী দল নয়?'

'চাষীরা বলছিল...'

'চাষীরা তোমার জাহান্নামে যাক!.. তোমার ওপর কী আদেশ ছিল?'

চর তখন একটা গল্প ফেঁদে বললে কেন শত্রুদের আরো কাছে যাওয়া অসম্ভব ছিল। আসলে কিন্তু মেয়েদের গুজব শুনে সে এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে শত্রুদের দশ ভার্স্টের চেয়ে কাছে যেতে তার সাহস হয় নি। ঝোপের মধ্যে বসে বসে সে ধূমপান করেছে আর অপেক্ষা করেছে কখন ফেরার সুযোগ হবে। 'নিজে গিয়ে একবার নাকটা গলিয়ে দেখলে পারতে,' ধূর্ত মিটমিটে চাষাড়ে চোখে চেয়ে লোকটা ভাবল লেভিন্সনের উদ্দেশে।

'তোকেই তাহলে নিজে যেতে হচ্ছে,' বাক্লানভকে লেভিন্সন বলল। 'নইলে এখানে মাছি মারা করে আমাদের মারবে। এদের দিয়ে কিছু হবে না। কাউকে সঙ্গে নিয়ে ভোর হবার আগেই যাত্রা কর।'

'কাকে নেব?' বাক্লানভ প্রশ্ন করল। একটা গম্ভীর চিন্তিত ভাব ফোটাবার চেষ্টা করল সে, যদিও তার ভিতরটা কাঁপছিল লড়াইয়ের উত্তেজনা ও আনন্দে। লেভিন্সনের মতোই সে মনে করত নিজের আসল মনোভাবটা লুকনো দরকার।

'যাকে ইচ্ছে তাকে নিয়ে যা। কেন, কুব্রাকের প্লেটুনের ঐ নতুন ছোকরাটাকে নিয়ে যা না... নামটা কী — মেচিক তাই না? পরখ করে নিতে পারবি। জানিস তো, ওর সম্বন্ধে লোকে খুব একটা ভালো কথা বলে না। হয়তো খামোকাই...'

এই গুপ্তচরের কাজটা মেচিকের খুব ভালো লাগল। সৈন্যদলে যে অল্প সময়টুকু সে আছে তার মধ্যে এত অসম্পূর্ণ কর্ম, অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি ও অসিদ্ধ আশা জমে উঠেছে যে আলাদাভাবে তাদের বিশেষ কোনো একটি যদি

চরিতার্থও হয়, তাহলেও তার কাছে তার কোনো মূল্য থাকত না। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সেগুলো তার উপর ভারি হয়ে চেপে বসত, পিষ্ট করত, যন্ত্রণা দিত, তাদের অর্থহীন এক ক্ষুদ্র চক্র থেকে তার মুক্তি পাওয়া হয়ে উঠত অসম্ভব। এখন তার মনে হল এক দুঃসাহসী আঘাত হেনে অর্থহীন চক্রটাকে ভেঙে সে বেরিয়ে আসতে পারবে।

ঊষার আগেই তারা যাত্রা করল। পাহাড়ের সারির উপরকার তায়গার চূড়োটায় সামান্য গোলাপী রঙ ধরেছে। পাহাড়ের পাদদেশের গ্রাম থেকে ভেসে আসছে মোরগের দ্বিতীয় ডাক। আবহাওয়াটা ঠাণ্ডা, অন্ধকার, ছমছমে। পরিস্থিতির অসাধারণতা, বিপদের পূর্বাভাস, সাফল্যের আশা তাদের উভয়ের মনেই এমন একটা লড়াইয়ের ভাব জাগিয়ে তুলল যার কাছে আর সবই তুচ্ছ হয়ে যায়। দেহের মধ্যে ঝিমঝিম করে উঠল উষ্ণ রক্ত, পেশীগুলো হয়ে উঠল টানটান। বাতাসটা মনে হল কনকনে, জ্বালাময়, কড়মড়িয়েই উঠছে যেন।

'তোর ঘুড়ির চেহারাটা দেখবার মতো!' বাক্রানভ বলল। 'ওটার দেখাশোনা করিস না বুঝি? বোঝাই যাচ্ছে ওই গর্দভ কুব্রাকটা তোকে দেখিয়ে দেয় নি কী করতে হয়?' বাক্রানভ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না, যে লোক ঘোড়া সম্বন্ধে জানে শোনে সে কখনো তার এরকম হাল করে ছাড়তে পারে। 'দেখিয়ে দেয় নি, তাই না?'

'মানে, ইয়ে ...' বিব্রত হয়ে মেচিক বলল। 'আদপেই ও সাহায্য করে কম। কার কাছে যে যাব জানি না।'

নিজের মিথ্যে কথায় লজ্জিত হয়ে সে জিনের উপর নড়বড় করে উঠল, বাক্রানভের দিকে তাকাল না।

'কেন, যে কোনো লোককে জিগগেস করলেই হয়। আমাদের অনেকেই ঘোড়ার ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। লড়াকু জোয়ান সব ...'

'পাখির' অভিমত সত্ত্বেও, যেটা মেচিকের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল, বাক্রানভকে তার ভালো লাগতে শুরু করল। চেহারাটা তার দারুণ হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল, এমনভাবে বসেছে যেন জিনের সঙ্গে সেলাই করা। চোখগুলো বাদামী আর সজাগ। এক পলকেই সব ধরতে পারে, সঙ্গে সঙ্গেই বেছে নিতে পারে কোনটা প্রয়োজনীয়, কোনটা তুচ্ছ, এবং তার পরে আসে ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত।

'এহে ছোকরা, তাই বলি তোর তলা থেকে কেন জিনটা পিছলে পিছলে যাচ্ছে! আরে, জিনের পেছনের ফিতেটাকে দারুণ টেনে বেঁধেছিস, এদিকে

সামনেরটা আলগা হয়ে ঝলঝল করছে। ঠিক উলটোটা করা দরকার। আয়, ঠিক করে দিই।'

কোথায় ভুল হয়েছে মোচিক বোঝবার আগেই বাক্লানভ ঘোড়া থেকে নেমে জিনের ফিতেগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'ও হো, ঘাম মোছার কাপড়টাও দেখছি গুটিয়ে এসেছে। নেমে পড়ো — ঘোড়াটার সর্বনাশ করবি। আগাগোড়া নতুন করে জিন পরাতে হবে।'

কয়েক ভার্স্ট যাবার পর মোচিকের অবশেষে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মাল যে বাক্লানভ তার চেয়ে অনেক ভালো লোক, বুদ্ধিমান লোক, তাছাড়া খুবই শক্তিশালী, সাহসী, এবং তার, মোচিকের উচিত তর্ক না করে সর্বদাই তার আদেশ পালন করে যাওয়া। অন্যদিকে মোচিককে বাক্লানভ দেখতে লাগল পক্ষপাতিত্বশূন্য মন নিয়ে, যদিও অল্পক্ষণের মধ্যে সে নিজের প্রাধান্যের কথা টের পেয়েছিল। তার সঙ্গে সে কথা কইতে লাগল সমানে সমানে, নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ দ্বারা চেষ্টা করল তার আসল মূল্য নিরূপণ করতে।

'কে তোকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছে?'

'নিজে থেকেই এসেছি। ম্যাক্সিমালিস্টরা আমায় প্রত্যয়পত্র লিখে দেয়।'

স্তাশিনস্কির অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার কথা মনে পড়ায় সে তার প্রেরক সংগঠনের তাৎপর্য একটু লঘু করে দেবার চেষ্টা করল।

'ম্যাক্সিমালিস্ট?.. ওদের সঙ্গে ভিড়ে ভুল করেছিস। নেহাৎ মুখসর্বস্ব...'

'ওদের ওপর আমার বিশেষ আস্থা নেই... ওদের মধ্যে আমার হাই স্কুলের কয়েকজন বন্ধু আছে বলেই...'

'হাই স্কুল শেষ করেছিস?'

'কী? হ্যাঁ, শেষ করেছি...'

'বাঃ, চমৎকার! আমিও একটা ব্যবসা শেখার ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম মিস্ত্রির কাজ শেখার জন্যে। শেষ করবার সুযোগ পাই নি। খুব দেরীতে শুরু করেছিলাম কিনা,' যেন লজ্জিত হয়ে সে যোগ করে দিল। 'তার আগে এক জাহাজের কারখানায় কাজ করতাম, ছোটো ভাইটা বড় হয়ে ওঠা পর্যন্ত আর তার পরেই শুরু হয় এই সব হাঙ্গামা...'

কয়েক মুহূর্ত পরে ধীরে ধীরে চিন্তিতভাবে সে বলল, 'হ্যাঁ, হাই স্কুল... ছোটোতে আমারও হাই স্কুলে যাবার ইচ্ছে ছিল, তবে যা ব্যাপার...'

মেচিকের হঠাৎ বলা মন্তব্যে স্পষ্টতই বাক্লানভের মনে রাশিরাশি অবাঞ্ছিত স্মৃতি জেগে উঠেছিল। অকস্মাৎ উত্তেজিত হয়ে মেচিক তর্ক করতে শুরু করল — বাক্লানভ যে হাই স্কুলে যায় নি সেটা একেবারেই খারাপ কথা নয়, বরঞ্চ খুব ভালো কথাই। নিজের উদ্দেশ্য নিজেই বুঝতে না পেরে বাক্লানভকে জোর দিয়ে সে বোঝাতে চেষ্টা করল যে শিক্ষিত না হওয়া সত্ত্বেও বাক্লানভ চমৎকার বুদ্ধিমান যুবক। বাক্লানভ কিন্তু তার শিক্ষার অভাবের মধ্যে বড় রকমের মূল্যবান কিছু দেখতে পেল না এবং মেচিকের জটিলতর যুক্তিগুলো বুঝতে একেবারেই অসমর্থ হল। মন খোলা আলাপ আর জমল না। উভয়েই নিজেদের ঘোড়াগুলোকে খোঁচা মেরে বহুক্ষণ চলল কথা না বলে।

গোটা পথে প্রায়ই তাদের নিজেদের স্কাউটদের সঙ্গে দেখা হচ্ছিল। আগের মতো তাদের মিথ্যা কথা শুনে বাক্লানভ শুধু মাথা নাড়ল। সলোমেনায়া থেকে তিন ভার্স্ট দূরের এক গ্রামে তারা ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে চলল পায়ে হেঁটে। ইতিমধ্যেই সূর্য পশ্চিমে ডুবেছে। ঝিমন্ত খেতগুলো ভরে উঠেছে চাষী মেয়েদের রঙীন রুমালে। শান্ত-ঘন নরম ছায়া পড়ছে ফসলের মোটা মোটা আঁটিগুলো থেকে। পথে একটা ঘোড়ার গাড়ি দেখে বাক্লানভ প্রশ্ন করল সলোমেনায়ায় কোনো জাপানী আছে কিনা।

'লোকে বলাবলি করছিল যে সকালে গোটা পাঁচেক জাপানী এসেছিল। কিন্তু আজকে তাদের কোনো কথাই শুনি নি। ফসলটা অন্তত যদি ঘরে তোলা যেত... জাহান্নামে যাক ওরা...'

মেচিকের বুকটা দ্রুত স্পন্দিত হতে লাগল, কিন্তু ভয় টের পেল না সে।

'বোঝা যাচ্ছে ওরা বাস্তবিকই মোনাকিনোয় আছে,' বাক্লানভ বলল। 'ওই পাঁচটা জাপানী তাদের গুপ্তচর। এখন আমরা গ্রামের ভেতরে যেতে পারি...'

গ্রামে ঢুকতেই কুকুরদের অলস ঘেউ ঘেউ শোনা গেল। খুঁটির সঙ্গে বাঁধা এক গোছা খড় আর ফটকের কাছে গাড়ি দেখে সরাইখানাটা চিনতে অসুবিধা হল না। বাক্লানভের পদ্ধতিতে তারা সেখানে দুধ পান করল: রুটির টুকরো মিশিয়ে একটা বাটি থেকে। ভবিষ্যতে সেই দিনের ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলোর কথা মনে করলে মেচিক সর্বদাই দেখতে পেত বাক্লানভের চেহারাটা: সরাইখানা থেকে বেরিয়ে আসছে সে হাসিখুসি মুখে, উপরের

ঠোঁটে দুধ চকচক করছে। সেখান থেকে কয়েক পা যেতে না যেতেই একটা গলি থেকে এক মোটা মহিলা ঘাগরা গুটিয়ে ছুটে বেরিয়ে তাদের সামনে এসে যেন স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখ দুটো ঠিকরে আসছে রুমালের নীচে থেকে। হাঁ করে সে খাবি খেতে লাগল যেন ধরা-পড়া মাছ। তারপর অকস্মাৎ সে এক তীক্ষ্ম কাংস্য কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল:

'ওরে বাছারা আমার, কুথা যাইচ্ছিস? ইস্কুল বাড়ির কাছে বেপুল একদল জাপানী! আসছে ওরা? পালা, পালা — ওরা আসছে!'

তার কথাগুলোর মানে হৃদয়ঙ্গম করার আগেই সেই একই গলি থেকে পায়ে পা মিলিয়ে বেরুল চারটে জাপানী সৈন্য। রাইফেলগুলো পিঠের উপর ঝোলান। চীৎকার করে বাক্লানভ তার রিভলবারটা বার করে একেবারে সামনে থেকে তাদের দুজনকে গুলি করল। তাদের পিঠের কাছ থেকে রক্তাক্ত ছেঁড়া কাপড় উড়ে যেতে দেখল মেচিক, দুজনেই তারা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তৃতীয় গুলিটা আটকে গিয়ে বাক্লানভের রিভলবারটাকে অকেজো করে ফেলল। যে দুজন জাপানী বাকী ছিল তাদের একজন পালাতে লাগল। অন্যজন তার কাঁধ থেকে তাড়াতাড়ি রাইফেলটা খুলে নিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে মেচিকের গায়ে এল যেন নতুন শক্তি, সে শক্তি ভয়ের চেয়েও অনেক জোরাল। পরপর জাপানীটার দিকে কয়েকবার গুলি চালাল মেচিক। শেষের গুলিগুলো যখন লাগল ততক্ষণে জাপানীটা ধুলোর উপর ধড়ফড় করছিল।

'দৌড়ো!..' বাক্লানভ চেঁচিয়ে উঠল। 'গাড়িটার দিকে!'

গাড়ির ঘোড়াটা সরাইখানার উঠোনের কাছে লাফাচ্ছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে সেটাকে খুলে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে রাস্তা দিয়ে তারা তীরবেগে গাড়ি হাঁকিয়ে চলল। লাগামের শেষ প্রান্তটা দিয়ে ক্রমাগত বাক্লানভ প্রাণপণে ঘোড়াটাকে চাবুক মেরে বারবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে লাগল কেউ তাদের তাড়া করছে কিনা। গ্রামের কোথাও অন্তত জন পাঁচেক লোক বিউগ্‌ল্ বাজিয়ে বিপদ-সঙ্কেতধ্বনি করল।

'এখানেই আছে ওরা... সবাই!..' এক ধরনের ক্রোধের উল্লাসে বাক্লানভ চেঁচিয়ে উঠল। 'ওদের সব্বাই... প্রধান দলটা... শুনছিস বিউগ্‌লের শব্দ?..'

মেচিক কিছু শুনতে পেল না। গাড়িটার ভিতরে শুয়ে সে এক অদম্য আনন্দ অনুভব করল। সে নিরাপদ, ওই জাপানীটাকে সে মেরেছে। তার কথা

সে ভাবল — উত্তপ্ত ধুলোর উপর ধড়ফড় করছে, মৃত্যুর শেষ যন্ত্রণায় উঠছে কুঁকড়ে। বাক্লানভের দিকে সে যখন তাকাল তখন তার বিকৃত মুখটাকে মেচিকের কুৎসিত আর ভয়ঙ্কর বলে মনে হল।

পর মুহূর্তে বাক্লানভ উঠল হেসে।

'ভালোই দাঁড়াল, তাই না? ওরাও গ্রামে ঢুকছে আমরাও একেবারে সেখানেই। তুই ভায়া সাবাস! সত্যি তোর কাছ থেকে এটা ভাবতেই পারি নি। তুই নাহলে ওরা আমাদের গুলি দিয়ে ঝাঁঝরা করে দিত!..'

মেচিক তার দিকে না তাকাতে চেষ্টা করল। মাথা নীচু করে সে শুয়ে রইল। মুখটা তার হলদে আর ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে, কালো কালো দাগে সেটা ভরে উঠল, যেন পচ-ধরা গমের শীষ।

দু'ভার্স্ট যাবার পর পশ্চাদ্ধাবনের কোনো শব্দ শুনতে না পেয়ে একটা নির্জন এল্‌ম্ গাছের কাছে বাক্লানভ ঘোড়াটাকে থামাল। গাছটা পথটার উপর ঝুঁকে পড়েছিল।

'তুই এখানে থাক। আমি গাছে চড়ে দেখব কী ঘটছে...'

'কীসের জন্যে?..' উত্তেজিত হয়ে তোৎলাতে তোৎলাতে মেচিক প্রশ্ন করল। 'তাড়াতাড়ি যাওয়া যাক। আমাদের খবর দিতে হবে... এ-কথাটা তো পরিষ্কার যে তাদের প্রধান দলটা এখানে পৌঁছচ্ছে।' সে তার নিজের কথাগুলো বিশ্বাস করতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। শত্রুর কাছে থাকতে এখন তার ভয় করছে।

'উঁহুঁ, একটু দেখে যাওয়াই বরং ভালো। ঐ তিনটে গাধাকে মারার জন্যেই তো আর আসি নি। সঠিক জানতে হবে।'

আধ ঘণ্টা পরে জন কুড়ি অশ্বারোহী বেরুল সলোমেনায়া থেকে। 'যদি আমাদের দেখে ফেলে, কী হবে?' বাক্লানভ ভাবল। ভিতরে ভিতরে শিউরে উঠল সে। 'এই গাড়িতে করে ওদের কাছ থেকে আমরা পালাতে পারব না।' নিজেকে সামলে সে স্থির করল শেষ সম্ভব মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। অশ্বারোহীরা পাহাড়ের ওপাশে থাকায় মেচিক তাদের দেখতে পায় নি। অর্ধেকটা পথ তারা যখন পাড়ি দিয়েছে তখন বাক্লানভ তার পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে পদাতিক সৈন্যদের দেখতে পেল। ঘন শ্রেণীবদ্ধভাবে তারা সবে গ্রাম পরিত্যাগ করছে, ধুলোয় চকচক করছে তাদের রাইফেলগুলো। খামারে ফেরার সময় এত জোরে তারা গাড়ি হাঁকায় যে ঘোড়াটা আর একটু হলে মারা পড়ত। খামারে পৌঁছে তারা নিজেদের ঘোড়ায় চেপে শিবিশির দিকে ছুটল।



চিরাচরিত দূরদৃষ্টির জন্য লেভিন্সন তাদের জন্য অপেক্ষা না করেই (তারা ফিরেছিল রাত্রে) পাহারাদারের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছিল — এর জন্য কুব্রাকের প্লেটুনকে নামাতে হয়েছিল ঘোড়ার পিঠ থেকে। তাদের এক তৃতীয়াংশ রইল ঘোড়ার সঙ্গে। বাদবাকীরা গ্রামের কাছে পাহারা দিচ্ছিল এক পুরনো মোঙ্গলীয় দুর্গের প্রাচীরের পিছনে। মেচিক বাক্লানভের কাছে তার ঘোটকীকে দিয়ে রইল নিজের প্লেটুনের সঙ্গে।

অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে, কিন্তু ঘুম আসছিল না। নদীর উপর থেকে ঠাণ্ডা কুয়াশা উঠে আসছে। পিকা এপাশ ওপাশ করতে করতে ঘুমের মধ্যে গোঁ-গোঁ করছে, সান্ত্রীদের পায়ের নিচে রহস্যময় শব্দ উঠছে ঘাসের। তারার দিকে তাকিয়ে মেচিক চিৎ হয়ে শুয়ে রইল: কুয়াশার পর্দার পিছনে অন্ধকার শূন্যে তাদের প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না। তার হৃদয়ের মধ্যেও মেচিক একই শূন্যতা অনুভব করল, সেটা আরো অন্ধকার আর ফাঁকা, কারণ কোনো তারা সেখানে জ্বলজ্বল করছিল না। তার মনে হল ফ্রলোভ নিশ্চয়ই সর্বদাই এই শূন্যতা অনুভব করে। অকস্মাৎ এই চিন্তায় সে দারুণ আতঙ্কিত হয়ে উঠল যে তার নিয়তিও হয়ত হবে ফ্রলোভের মতো। এই ভয়ঙ্কর চিন্তাকে তাড়াতে সে চেষ্টা করল, কিন্তু ফ্রলোভের মূর্তিটা ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। সে তাকে দেখতে পেল তার বাঙ্কে শুয়ে থাকতে, নিষ্প্রাণভাবে হাত দুটো ঝুলছে, মুখটা শুকিয়ে গেছে, মাথার উপর মৃদু মর্মর করছে মেপ্‌ল্‌ গাছগুলো। 'কিন্তু ও তো মারা গেছে!' আতঙ্কিত হয়ে মেচিক ভাবল। কিন্তু ফ্রলোভ একটা আঙুল নাড়িয়ে তার দিকে ফিরে মড়ার মতো হেসে বলল, 'ছোকরার দল কোনো কাজের নয়।' অকস্মাৎ সে কাঁপতে লাগল, তার গা থেকে টুকরো টুকরো কাপড় লাগল উড়তে; আর মেচিক দেখল এটা মোটেই ফ্রলোভ নয়, জাপানীটা। 'কী সাঙ্ঘাতিক!' সে ভাবল, তার সমস্ত শরীরটা উঠল শিউরে, কিন্তু ভারিয়া তার উপর ঝুঁকে বলল, 'ভয় পেয়ো না!' ভারিয়ার শরীরটা ঠাণ্ডা আর নরম। সঙ্গে সঙ্গে মেচিক ভালো বোধ করতে লাগল। 'আমি ভালোভাবে তোমার কাছ থেকে বিদায় নিই নি বলে রাগ করো না কিন্তু,' মৃদু স্বরে সে বলল। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' ভারিয়া তার গায়ের কাছে ঘেঁষে এল আর পর মুহূর্তে সবকিছু গেল অদৃশ্য হয়ে, কোথায় যেন গেল ডুবে। তার পরের মুহূর্তেই মেচিক দেখল সে মাটিতে বসে রয়েছে, চোখ মিটমিট করতে করতে খুঁজছে তার রাইফেলটা। ইতিমধ্যেই বেশ আলো হয়ে গেছে। গ্রেটকোটগুলো গুটিয়ে লোকেরা তার চারিপাশে

দৌড়োদৌড়ি করছে। কুব্রাক একটা ঝোপের পিছনে অর্ধেকটা ঢাকা পড়ে গেছে। সে তার দূরবীন দিয়ে দেখছে, আর সবাই তার চারিধারে ভীড় করে প্রশ্ন করছে:

'কোথায়? কোথায়?'

অবশেষে মেচিক তার রাইফেলটা খুঁজে পেল। উপরে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে সে বুঝতে পারল প্রশ্নটা শত্রুদের নিয়ে। কিন্তু তাদের কোনো চিহ্ন দেখতে না পেয়ে সেও প্রশ্ন করল:

'কোথায়?'

'বল তো ভীড় করছিস কেন?' প্লেটুন কম্যান্ডার খেঁকিয়ে উঠে কাকে ঠেলে দিল। 'লাইন বাঁধ গিয়ে!'

ঢিপির ধারে গুড়ি মেরে নিজের নিজের জায়গায় আসার সময় মেচিক গলা বাড়িয়ে চেষ্টা করল শত্রুকে এক ঝলক দেখতে।

'কিন্তু ওরা কোথায়?..' তার পাশের লোককে সে বার কয়েক প্রশ্ন করল। সে লোকটা উপুড় হয়ে শুয়েছিল, তার তলার ঠোঁটটা নিচের দিকে ঝোলা, মেচিকের কথায় কান না দিয়ে সে কেন জানি সবসময় তার কানটা চুলকুচ্ছিল। অকস্মাৎ সে মুখ ফিরিয়ে দারুণ গালাগালি করতে লাগল। মেচিক মুখের মতো জবাব দিতে যাবে, এমন সময় হুকুম শোনা গেল:

'প্লেট-উউন!'

সে তার রাইফেলের নলটা বার করল। তখনো সে কিছুই দেখতে পেল না। অন্য সবাই শত্রুকে দেখতে পাচ্ছে বলে সে নিজের উপর চটে উঠল। 'ফায়ার!' কথাটা শোনামাত্র অন্ধের মতো সে গুলি চালাল। (এ কথাটা জানবার তার উপায় ছিল না যে প্লেটুনের পুরো আধখানাও শত্রুকে দেখতে পায় নি। কিন্তু ভবিষ্যতে ঠাট্টার হাত থেকে বাঁচবার জন্য দেখতে পাবার ভান করছিল।)

'ফায়ার!..' কুব্রাক আবার আদেশ দিল এবং আবার গুলি চালাল মেচিক।

'ওহো, ঘায়েল হয়েছে!' চারিদিকে চেঁচামেচি উঠল। সবাই হঠাৎ হৈচৈ করে অসংলগ্ন কথা কইতে লাগল। তাদের মুখগুলো আনন্দে ভরা আর উত্তেজিত।

'খুব হয়েছে, খুব হয়েছে!..' প্লেটুন কম্যান্ডার চেঁচিয়ে উঠল। 'কে গুলি চালাচ্ছে ওখানে? কার্তুজ বাঁচা!..'

অল্পক্ষণের মধ্যেই মেচিক জানতে পারল যে জাপানীদের এক দল সন্ধানী ঘোড়ায় চেপে কাছে আসতে চেষ্টা করেছিল। অনেকেই যারা তার মতোই শত্রুকে একেবারে দেখতে পায় নি তারা এখন তাকে বিদ্রূপ করতে লাগল, বড়াই করতে লাগল, কীভাবে তাক করে মারতেই জিন থেকে পড়ে যায় জাপানীরা। সেই মুহূর্তে কামানের গর্জন শোনা গেল। সারা উপত্যকা গুমগুম করে উঠল। কয়েকজন আতঙ্কে মাটিতে পড়ে গেল। মেচিকও কুঁকড়ে উঠল, যেন তার আঘাত লেগেছে: জীবনে এই প্রথম সে কামান-গর্জন শুনল। গ্রামের পিছনে কোথাও গোলাটা ফাটল। তার পর মেশিনগানগুলো উন্মত্তের মতো ঊর্ধ্বশ্বাসে লাগল শব্দ করতে, বহু রাইফেল থেকে গুলির পর গুলি চলল ছুটে। পার্টিজানরা কোনো উত্তর দিল না।

হয়তো এক মিনিট, হয়তো এক ঘণ্টা পরে — সময়ের ধারণা মুছে গেছে, মেচিক সে সম্বন্ধে ক্লিষ্টভাবে সচেতন — তার মনে হল পার্টিজানদের সংখ্যা বেড়ে উঠেছে। বাক্লানভ আর মেতেলিৎসাকে সে দেখল ঢিপির পাশ দিয়ে আসতে। বাক্লানভের হাতে দূরবীন; মেতেলিৎসার গালটা কুঁচকে কুঁচকে উঠছে, তার নাসারন্ধ্র দুটো দারুণ বিস্ফারিত।

'শুয়ে আছিস?' বাক্লানভ জিজ্ঞেস করল, তার কপালের কুঞ্চনগুলো মসৃণ হয়ে এল। 'কেমন চলছে?'

মেচিক কাষ্ঠহাসি হেসে নিজেকে সামলাতে প্রাণপণ চেষ্টা করে প্রশ্ন করল:

'আমাদের ঘোড়াগুলো কোথায়?..'

'তায়গায়। আমরাও সেখানে শীগগিরই যাব। ওদের শুধু আমাদের খানিকক্ষণ বাধা দিতে হবে... এখানে আমাদের অবস্থাটা অত কিছু খারাপ নয়,' সে যোগ করে দিল, স্পষ্টতই চাইল তাকে সাহস দিতে। 'কিন্তু দুবোভের প্লেটুনটা রয়েছে উপত্যকায়... ওঃ, শালা!..' কাছের আরেকটা বিস্ফোরণে চমকে উঠে সে গালাগালি দিয়ে উঠল। 'লেভিন্সনও ওখানে...' দু'হাত দিয়ে তার দূরবীনটা চেপে সে সারবন্দী মানুষের ভিতর দিয়ে কোথায় ছুটে গেল।

পরের বার গুলি চালাবার সময় মেচিক জাপানী সৈন্যদের দেখতে পেল: ঢেউয়ের মতো তারা আসছে এগিয়ে, ছুটছে ঝোপ থেকে ঝোপে। এতো কাছে এসে পড়েছে যে মেচিকের মনে হল যদি দরকার পড়ে তাহলেও তাদের কাছ থেকে পালাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ভয় পেল না সে, শুধু অনুভব করল

এক যন্ত্রণাদায়ক প্রত্যাশা: কখন এ-সব শেষ হবে? এই রকম এক মুহূর্তে কুব্রাক অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করে চেঁচিয়ে উঠল:

'কোথায় তুই গুলি চালাচ্ছিস?'

মেচিক ফিরে তাকিয়ে দেখল প্লেটুন কম্যান্ডারের কথাগুলো তার উদ্দেশে নয়, পিকার উদ্দেশে। তখন পর্যন্ত পিকাকে সে লক্ষই করে নি। অন্যদের চেয়ে পিকা নীচুতে শুয়েছিল, মুখটা মাটির ওপর গোঁজা। মাথার উপর রাইফেল ধরে আনাড়ীর মতো টেনে চলছিল ঘোড়াটা, গুলি চালাচ্ছিল তার সামনের একটা গাছে। এমনকি কুব্রাকের চীৎকারের পরেও সে ঘোড়াটা টিপেই যাচ্ছিল, যদিও তার টোটা ফুরিয়ে গিয়েছিল আর অনর্থক ক্লিক ক্লিক করে চলেছে ঘোড়াটা। প্লেটুন কম্যান্ডার কয়েকবার তাকে বুট দিয়ে লাথি মারল, তবু পিকা মাথা তুলল না।

তারপর সবাই কোথায় যেন দৌড়ল, প্রথমে দারুণ এলোমেলোভাবে, তারপর ছাড়া ছাড়া লাইন করে। অন্যদের সঙ্গে মেচিকও ছুটতে লাগল। সে বুঝতে পারল না কী ঘটছে। কিন্তু সবচেয়ে গোলমেলে মরীয়া অবস্থাতেও সে এটুকু টের পেল যে এই সব ব্যাপার মোটেই অমন আপতিক আর অর্থহীন নয়, এবং বেশ কয়েকজন লোক, যাদের প্রতিক্রিয়াটা হয়তো তার মতো নয়, তারা তাকে এবং কাছাকাছি অন্যান্য লোকদের চালিত করছে। এই সব লোকদের সে দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু তাদের ইচ্ছাশক্তিকে অনুভব করল। গ্রামে পৌঁছবার পর যখন সে ধাতস্থ হল — এখন তারা লম্বা লাইন বেঁধে কদম ফেলে চলেছে — আপনা থেকেই সে চোখ দিয়ে খুঁজতে লাগল সেই সব লোকদের যারা তার নিয়তিকে চালিত করছিল। লেভিন্সন হাঁটছিল সামনে। তাকে এতো ছোটো দেখাচ্ছিল আর তার বিরাট মাউজার পিস্তলটা সে এমন হাস্যকরভাবে দোলাচ্ছিল যে বিশ্বাস করা কঠিন সেই হচ্ছে প্রধান সেনাপতি। মেচিক যখন এই সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করছিল, তখন হঠাৎ আবার ঝাঁক বেঁধে হিংস্র গুলি বৃষ্টি শুরু হল। সে প্রায় অনুভব করছিল সেগুলো যেন তার মাথার চুল ছুঁয়ে এমনকি কানের রোঁয়াগুলোর পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। সারবন্দী লোকেরা সামনের দিকে ছুটল; কয়েকজন গেল পড়ে। মেচিক অনুভব করল আবার যদি তাদের গুলি ছুঁড়তে হয় তাহলে সে ঠিক পিকার মতোই ছুঁড়বে।

সেই দিনের আর একটা অস্পষ্ট স্মৃতি হল ঘোড়ার পিঠে মরোজকার মূর্তিটা। ঘোড়াটা দাঁত বার করে, বাতাসে তার আগুনের মতো কেশরগুলো

উঁড়িয়ে এতো জোরে ছুটে যাচ্ছিল যে কোথায় মরোজকা শেষ হয়েছে আর ঘোড়াটা শুরু হয়েছে সেটা আলাদা করা অসম্ভব। পরে সে জেনেছিল যে মরোজকা ছিল সেই সব ঘোড়সওয়ারদের অন্যতম যুদ্ধরত প্লেটুনদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার ভার দেওয়া হয়েছিল যাদের।

তায়গায় অশ্বখুর-দলিত এক পাহাড়ী পথে পেৌঁছবার পরেই শুধু মেচিক সম্পূর্ণ ধাতস্থ হল। জায়গাটা ছায়া ছায়া, চুপচাপ। একটা গম্ভীর সিডার অরণ্য তার শ্যাওলা-ঢাকা শান্তিময় কোলে তাদের আশ্রয় দিল।





১১

গতর খাটুনি

যুদ্ধের পর সৈন্যদল এক নির্জন, হর্স-টেল আর ফার্নের ঝোপে ভরা গিরিসংকটে লুকিয়ে রইল। ঘোড়াগুলোকে পরীক্ষা করার সময় লেভিন্সনের দৃষ্টি পড়ল জিউচিখার উপর।

‘এ কী ব্যাপার?’

‘কী?’ মেচিক বিড়বিড় করে উঠল।

‘ওর জিন খুলে পিঠটা দেখাও...’

কাঁপা আঙুলে মেচিক জিনের ফিতেগুলো খুলতে লাগল।

‘ঠিকই তো, ওর পিঠটায় ঘা হয়ে গেছে,’ এমন স্বরে লেভিন্সন বলল যেন সে অন্য কিছু আশা করে নি। ‘নাকি ভেবেছ তুমি শুধু ঘোড়ায় চড়বে আর দেখাশোনা করবে অন্যে?..’

লেভিন্সন খুব চেষ্টা করল গলা না চড়াতে। কিন্তু তার ধৈর্যের সীমা

প্রায় পেরিয়ে গিয়েছিল। দাড়িটা তার কাঁপতে লাগল। গাছ থেকে ভাঙা ডালটা সে দু' হাতে উত্তেজিতভাবে মোচড়াতে লাগল।

'প্লেটুন কম্যান্ডার! আয় এদিকে!.. কি চোখের মাথা খেয়েছিস?..'

কেন জানি মেচিক জিনটাকে হাতে ধরে রেখেছিল। প্লেটুন কম্যান্ডার সেটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে মৃদু বিষণ্ণ গলায় বলল:

'কতবার বলা হয়েছে গাধাটাকে...'

'আমি তা জানতাম!' ডালটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল লেভিন্সন। মেচিকের দিকে যে দৃষ্টিতে সে তাকাল সেটা নিরুত্তাপ ও কঠোর। 'তুমি কোয়ার্টারমাস্টারের মালবাহী ঘোড়াগুলোয় চড়বে, যতদিন না এর পিঠটা সেরে যায়...'

'শুনুন কমরেড লেভিন্সন,' মেচিক বিড়বিড় করে বলল। তার স্বরটা কেঁপে উঠল অপমানে — ঘোড়াটোকে অযত্ন করেছে বলে নয়, তার মনে হল বুঝি হাতে করে ভারি জিনটা ধরে রয়েছে বলেই তাকে বোকা বোকা দেখাচ্ছে। 'আমার দোষ নেই। শুনুন, দাঁড়ান... আমায় এখন বিশ্বাস করতে পারেন, আমি ওকে খুবই যত্ন করব।'

কিন্তু ফিরে না তাকিয়ে লেভিন্সন চলে গেল পরের ঘোড়াটার কাছে।

অল্পদিনের মধ্যেই খাদ্যাভাবের জন্য সৈন্যদলকে যেতে হল কাছের উপত্যকায়। উলাখের শাখা-প্রশাখা যে গোলকধাঁধা সৃষ্টি করেছিল কয়েক দিন ধরে সৈন্যদলকে ছুটে বেড়াতে হল তার মধ্যে। শত্রুদের সঙ্গে অসংখ্য সংঘর্ষ আর ক্লান্তিকর যাত্রায় তারা জেরবার হয়ে গিয়েছিল। অনধিকৃত খামারের সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছিল। প্রতিটি রুটির টুকরো, প্রতিটি মুঠো জই পাওয়া যায় শুধু কঠিন লড়াই করে। বার বার ক্ষতগুলো সারতে না সারতেই নতুন করে আবার আত্মপ্রকাশ করে। লোকেরা হয়ে উঠল দারুণ গম্ভীর, স্বল্পভাষী, নীরস আর হিংস্র।

লেভিন্সনের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে তার দলের লোকেরা শুধু তাদের আত্মরক্ষার তাগিদেই এগুচ্ছে না, সমান গুরুত্বপূর্ণ আরো একটা প্রবৃত্তি তাদের চালিত করছে, যেটা বাইরে থেকে দেখা যায় না এবং এমনকি অধিকাংশ লোকদের কাছেও অজানা, — এই জন্যেই তাদের কষ্ট স্বীকার, এমনকি মৃত্যু বরণ পর্যন্ত তাদের চরম লক্ষ্যের কাছে সার্থক, এ নইলে স্বেচ্ছায় উলাখে তায়গায় আত্মবিসর্জন দিতে কেউ আসত না। কিন্তু এ কথাও সে জানত যে তার দলের লোকদের এই প্রগাঢ় প্রেরণাটা নিহিত রয়েছে দৈনন্দিন জীবনের

তুচ্ছ প্রয়োজনগুলোর মধ্যে, নিহিত রয়েছে নিজেদের ক্ষুদ্র অথচ একান্ত জীবন্ত সত্তার জন্য উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তার মধ্যে। কারণ প্রত্যেক লোককেই খেতে এবং ঘুমতে হবে, কারণ মানুষের শরীর যে দুর্বল। দৈনন্দিন নানা উদ্বেগে তারা ভারাক্রান্ত। নিজেদের দুর্বলতা সম্বন্ধে তারা সচেতন। তাই নিজেদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়গুলো তারা তাদের উপর সমর্পণ করেছে যারা ওদের চেয়ে শক্তিশালী — লেভিন্সন, বাক্লানভ এবং দুবোভের মতো লোকেদের উপর। এদেরও আহার নিদ্রা দরকার, কিন্তু সে ভাবনার চেয়েও বেশি তারা যেন ঐ জিনিসগুলোয় মনোযোগ দেয়, এই দায়িত্ব চাপিয়েছে; যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তার কথা যেন তারা অন্যদের দেয় মনে করিয়ে।

লেভিন্সন এখন সর্বদাই তার দলের লোকদের সঙ্গে থাকে: তাদের যুদ্ধে সে নিজেই অধিনায়কত্ব করে, খাবার খায় একই পাত্র থেকে, পাহারাদারদের খবরদারী করার জন্য রাতের পর রাত ঘুমোয় না। সৈন্যদলের মধ্যে সেই প্রায় একমাত্র লোক যে হাসতে ভুলে যায় নি। এমনকি যখন সে দলের লোকদের সঙ্গে অতি সাধারণ কথাবার্তা বলে, তার প্রতিটি কথার মধ্যেই যেন শোনা যায়, 'দেখো, আমিও তোমাদের সঙ্গে কষ্ট পাচ্ছি; কালকে হয়তো আমিও নিহত হব, কিংবা হয়তো না খেয়ে শিঙে ফুঁকব। কিন্তু এখনো আমি আগের মতোই হাসিখুসি একরোখা, কারণ এসব কষ্ট অমন গুরুতর কিছু নয়...'

এসব সত্ত্বেও প্রতিদিন যে অদৃশ্য সূত্রগুলি তাকে পার্টিজান দলের মর্মস্থলের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছিল একের পর এক তা ছিন্ন হতে লাগল। এবং সে সূত্র সংখ্যায় যত কম ও দুর্বল হয়ে উঠতে লাগল ততই তার পক্ষে দলের লোকদের বুঝিয়ে রাজী করানো কঠিন হয়ে উঠল। সে পরিণত হল বাহিনীর উপরওয়ালা এক শক্তিতে।

হাত-বোমা ফাটিয়ে খাবারের জন্য মাছ ধরা হত। সাধারণত ঠাণ্ডা জল ঠেলে যেতে কারুর উৎসাহ থাকত না, তাই তারা সবচেয়ে দুর্বল ছোকরাদের পাঠাত জোর করে। অধিকাংশ সময়ে তারা বেছে নিত লাভ্রুশকাকে। আগে সে শুয়োর চরাত। কেউ তার উপাধি জানে না। ছেলেটা লাজুক প্রকৃতির, কথা বলার সময় তোৎলাত। জলে তার দারুণ ভয়। তীর থেকে গুটিগুটি নামবার সময় সে শিউরে শিউরে উঠে নিজের উপর ক্রশ-চিহ্ন আঁকত। তার রোগা পিঠের দিকে তাকাতে মেচিকের কষ্ট হত। একদিন লেভিন্সনের নজরে পড়ল ব্যাপারটা।

'দাঁড়া! দাঁড়া!..' লাভ্রুশকাকে সে বলল। 'তুই নিজে নামছিস না কেন?' এক বাঁকা-কাঁধওলা ছোকরাকে সে বলল। দেখে মনে হয় তার দেহের একটা দিক যেন দরজায় থে'তলে গেছে। লাভ্রুশকাকে লাথি মেরে সে জলে নামাতে চাইছিল।

শাদা শাদা রোঁয়া-ভরা ক্রুদ্ধ চোখ দুটো তুলে আচমকা উত্তর দিল সে, 'নিজেই নেমে দেখ না কেন?'

শান্ত স্বরে লেভিন্সন বলল, 'আমি তো আর নামব না। আমার অন্য অনেক কাজ আছে। নামতে হবে তোকে, নে... প্যাণ্টটা ছাড়... ওই দ্যাখ মাছগুলো ভেসে পালাচ্ছে।'

'যাক গে। আমি কারো চাকর নই...' লেভিন্সনের দিকে পিছন ফিরে ধীরে ধীরে হেলতে দুলতে চলে গেল ছোকরাটা। বহু চোখ তার দিকে তাকিয়ে রইল সমর্থনের দৃষ্টিতে আর লেভিন্সনের দিকে তাকাতে লাগল বিদ্রূপভরে।

'কী সব নিষ্কর্মা এই ছোকরারা...' বলে গনচারেঙ্কো নিজেই শার্টের বোতাম খুলতে যাচ্ছিল, কম্যান্ডারের অস্বাভাবিক চীৎকার শুনে সে হঠাৎ চমকে থেমে গেল:

'ফিরে আয় বলছি!' লেভিন্সনের স্বরের মধ্যে অপ্রত্যাশিত এক শক্তির সুর বেজে উঠল।

ছোকরা দাঁড়িয়ে পড়ল। গোলমাল বাধিয়েছে বলে ইতিমধ্যেই সে মনে মনে আক্ষেপ করছিল। কিন্তু সহকর্মীদের সামনে মাথা হে'ট করার ইচ্ছে ছিল না তার। তাই আবার বলল:

'বলেই তো দিয়েছি, যাব না...'

লেভিন্সন গম্ভীরভাবে এগিয়ে গেল তার দিকে। হাতটা তার পিস্তলের উপর। চোখগুলো অদ্ভুত কুঁচকিয়ে তীক্ষ্ম হয়ে ছোকরার ভেতরে গিয়ে যেন বি'ধছে। ইতস্তত করে যেন অনিচ্ছায় ছোকরা তার প্যাণ্টের বোতামগুলো খুলতে শুরু করল।

'জলদি!' লেভিন্সন ভয়াবহ কণ্ঠে বলল।

ছোকরা ওর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল। তাড়াতাড়িতে প্যাণ্টের একটা পায়ায় সে গেল জড়িয়ে। ভয় পেয়ে ভাবল, এটা যে আচমকা ঘটেছে লেভিন্সন হয়তো সে কথা না বুঝে ঘোড়াটা টিপবে। তাই সে হড়বড় করে বলতে লাগল:

'...এই যে এক্ষুণি, ধুঃ শালা, জড়িয়ে গেছি যে! এই এক্ষুণি!..'

লেভিন্সন যখন তার দলের লোকদের দিকে তাকাল, সে দেখতে পেল তারা সবাই সভয়ে ও সসম্ভ্রমে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, কিন্তু শুধু ওইটুকুই — কোনো সহানুভূতি নেই তাদের দৃষ্টিতে। সেই মুহূর্তে সে নিজেও টের পাচ্ছিল যে সৈন্যদলের মাথার উপর সে ঊর্ধ্বতন এক শক্তি। কিন্তু এ ভাগ্য সে মেনে নিতে রাজী। তার সন্দেহ ছিল না যে তার এ শক্তিটা ন্যায়সঙ্গত।

সেদিন থেকে খাবার জোটানো বা বাড়তি একটা ছুটির দিনের দরকার পড়লে সে আর কোনো কিছুর পরোয়া করত না। গুরু বাছুর দখল করতে লাগল সে, চাষীদের খেত খামার লুট করতে লাগল। কিন্তু এমনকি মরোজকাও বুঝতে পারল যে রিয়াবেৎস বাগান থেকে তার ফুটি চুরি করা থেকে এ ব্যাপারটা একেবারে আলাদা।

উদেগে পাহাড়ের উপর দিয়ে বহু ভার্স্ট মার্চের পর লেভিন্সন বাঘ উপত্যকার এক নির্জন কোরীয় খামারে এসে হাজির হল, জায়গাটা ইরোখেজা নদীর উৎস থেকে কুড়ি ভার্স্ট দূরে। আসবার সময় সৈন্যদলের সবাই আঙুর আর আগুনে সিদ্ধ ব্যাঙের ছাতা ছাড়া আর কিছু খায় নি। সেখানে তাদের দেখা হল বিরাট চেহারার এক লোকের সঙ্গে। মাথায় টুপি নেই, পায়ের বুট জোড়ার মতোই তার শরীরটাও লোমশ। কোমরবন্ধে আঁটা মর্চে-পড়া একটা রিভলবার। স্তির্কশাকে লেভিন্সন চিনতে পারল। লোকটা দাউবিখের চোরাই মদের কারবারী।

'আরে, লেভিন্সন যে!..' স্তির্কশা অভিনন্দন জানাল তাকে। বারোমেসে সর্দির জন্য গলাটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা। ঝাঁকড়া চুলের ভিতর থেকে চোখগুলোয় ঝিলিক দিচ্ছে তার সেই চিরাচরিত তিক্ত উপহাস। 'কী খবর? এখনো বেঁচে আছো? বেশ, বেশ ... কিন্তু এখানে ওরা তোমায় যে খুঁজছে।'

'কারা খুঁজছে?'

'কেন, জাপানীরা, কলচাকের লোকেরা ... আবার কারা?'

'খুঁজুক, তবে পেতে হবে না। এখানে আমাদের খাবার জুটবে কিছু?'

'তা ধরে ফেলতেও পারে তোমাকে,' অর্থপূর্ণভাবে স্তির্কশা বলল। 'ওরাও বোকা নয়। তোমার মাথার জন্যে টাকা হেঁকেছে। গ্রাম জমায়েতে ফরমান পড়ছে, জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরতে পারলে — পুরস্কার।'

'তাই নাকি? কত টাকা দেবে?..'

'পাঁচশ' সাইবেরীয় রুবল।'

'ভারি শস্তা!' হেসে লেভিন্সন বলল। 'তা এখানে খাবার টাবার পাওয়া যাবে?'

'কিচ্ছু নেই। কোরীয়রা নিজেরাই কেবল চুমিজা খেয়ে কাটায়। তবে ওদের একটা শুয়োর আছে দশ পুদ ওজনের। নাম জপ করছে তাই নিয়ে। সারা শীতকালের মাংস তো।'

চাষীর সঙ্গে দেখা করতে গেল লেভিন্সন। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পাকা চুলওলা কোরীয় লোকটি সঙ্গে সঙ্গে অনুনয়বিনয় করতে শুরু করে দিল, তারা যেন তার শুয়োরটাকে স্পর্শ না করে। মাথায় তার টোল-পড়া তারের একটা টুপি। লেভিন্সন ভাবছিল তার দলের দেড়শ'টা ক্ষুধিত পেটের কথা। এই কোরীয়টার জন্যও কষ্ট হচ্ছিল তার। তাই সে প্রমাণ করতে চেষ্টা করল যে ঐ শুয়োরটা নেওয়া ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। লোকটি একটি কথাও বুঝতে না পেরে উপাসনার ভঙ্গিতে হাতজোড় করে অনুনয়বিনয় করে বারবার বলতে লাগল:

'খাওয়া করিস না, খাওয়া করিস না...'

'উপায় নেই... মার হে শুয়োরটাকে!' হাত নেড়ে লেভিন্সন বলল। তার মুখটা কুঁকড়ে উঠল যেন শুয়োরটা নয়, তাকেই গুলি করা হবে।

কোরীয় লোকটির মুখও কুঁকড়ে উঠল। সে কাঁদতে শুরু করল। অকস্মাৎ নতজানু হয়ে বসে ঘাসে দাড়ি ঘষে সে শুরু করল লেভিন্সনের পদ চুম্বন করতে। তাকে তোলবার কোনো চেষ্টাই লেভিন্সন করল না। তার ভয় হল হয়তো সে নিজেকে সামলাতে না পেরে আদেশ প্রত্যাহার করবে।

ঘটনাটা সবই দেখেছিল মেচিক, তার বুকটা উঠল টনটন করে। ছুটে কুটিরের পিছনে গিয়ে সে খড়ের মধ্যে মুখ গুঁজল। কিন্তু সেখানেও দেখতে পেল বুড়োর সেই সজল মুখ, লেভিন্সনের পায়ের কাছে জড়সড় হয়ে পড়ে থাকা শাদা পোশাক-পরা সেই ছোট্ট মূর্তিটাকে। 'এ ছাড়া কি চলে না?' মেচিক পাগলের মতো ভাবতে লাগল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল আপত্তি-না-করা অসহায় অসংখ্য চাষীদের মুখ যাদের কাছ থেকে তাদের শেষ খাদ্য তারা কেড়ে নিয়েছে। 'না, না, এটা নিষ্ঠুরতা, দারুণ নিষ্ঠুরতা,' বারবার ভাবতে ভাবতে আরো গভীরভাবে খড়ের মধ্যে নিজের মুখটা গুঁজল সে।

মেচিক জানত সে নিজে ঐ বৃদ্ধ কোরীয় লোকটির সঙ্গে ওরকম ব্যবহার

করতে পারত না। কিন্তু অন্য সবাইকার মতোই শুয়োরের মাংসটা খেল, কারণ তার খিদে পেয়েছিল দারুণ।

খুব সকালে শত্রুপক্ষ লেভিন্সনের পাহাড় থেকে বেরুবার পথটা আটকে দিয়েছিল। দু' ঘণ্টা ধরে লড়াই করে প্রায় ত্রিশজন লোককে হারিয়ে সে ইরোখেজা উপত্যকায় যেতে পারল। কলচাকের ঘোড়সওয়ার বাহিনী তাদের একেবারে পিছনে। সমস্ত মালবাহী ঘোড়াগুলোকে ফেলে যেতে সে বাধ্য হল। যখন হাসপাতালে যাবার পরিচিত পথটায় পৌঁছল তখন দুপুর হয়ে গেছে।

এইখানে অকস্মাৎ সে টের পেল জিনের উপর বসে থাকতে তার কী রকম কষ্ট হচ্ছে। শেষ কয়েক ঘণ্টার অবিশ্বাস্য পরিশ্রমের পর তার বুকের স্পন্দনটা হচ্ছে ধীরে ধীরে, মন্থর গতিতে, যেন যে কোনো মুহূর্তেই সেটা থেমে যেতে পারে। ঘুম পাচ্ছিল তার। মাথা নীচু করল সে আর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল জিনের উপর থেকে সে ভেসে যাচ্ছে। দুনিয়ার সবকিছুই তার কাছে হয়ে উঠল সহজ, গুরুত্বহীন। হঠাৎ যেন নিজের ভিতর থেকে ঝাঁকুনি খেয়ে সে পিছন ফিরে তাকাল... কেউ তাকে ঘুমতে দেখে নি। প্রত্যেক লোকেই তাদের সামনে দেখেছে শুধু কম্যাণ্ডারের পরিচিত পিঠটা, সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়েছে। কী করে কেউ বুঝতে পারবে যে সে তাদের মতোই ক্লান্ত হয়ে পড়ে ঘুমতে চেয়েছিল? .. 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত শক্তিতে কুলাবে তো?' ভাবল লেভিন্সন আর মনে হল যেন প্রশ্নটা সে করে নি, অন্য কেউ করেছে। লেভিন্সন মাথা ঝাঁকাল আর অনুভব করল তার হাঁটু দুটো কাঁপছে। অনুভূতিটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর।

'এইতো আর কী... শীগগিরই বৌকে দেখবি,' হাসপাতালের কাছে আসতেই দুবোভ বলল মরোজকাকে।

মরোজকা কোনো কথা বলল না। সে ধরে নিয়েছিল ওটা চুকে গেছে, যদিও সবসময়েই ভারিয়াকে দেখবার ইচ্ছে হত তার। এই ইচ্ছেটাকে নিরাসক্ত দর্শকের স্বাভাবিক কৌতূহল বলে মনে করে নিজেকে সে ঠকাত, 'ওদের দুজনের সম্পর্কটা কী রকম দাঁড়াবে?'

কিন্তু তাকে দেখবার পর তার মধ্যে সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল। ভারিয়া, স্তাশিনস্কি আর খারচেঙ্কো ব্যারাকের পাশে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে সবাইকার দিকে হাত বাড়াচ্ছিল। না থেমে মেপ্‌ল্ গাছগুলোর কাছে ঘোড়ায় চেপে গিয়ে সে অনেকক্ষণ ধরে জিনের ফিতেগুলো খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

মৌচককে খুঁজছিল ভারিয়া, সেই সঙ্গে প্রত্যেকের অভিনন্দনের জবাবে

লাজ্যুক হেসে অন্যমনার মতো চঞ্চল সাড়া দিয়ে যাচ্ছিল। তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মেচিক ঘাড় নেড়ে আরক্ত হয়ে মাথা নীচু করল। তার ভয় হল পাছে ভারিয়া তার দিকে সোজা দৌড়ে আসে। তাহলে সবাই টের পেয়ে যাবে তাদের মধ্যে কিছু একটা আছে। যাই হোক, ভারিয়া তার সহজ বোধেই নিজের আনন্দকে চেপে রাখল।

তাড়াতাড়ি জিউচিখাকে বেঁধে মেচিক বনের মধ্যে চুপিচুপি চলে গেল। কয়েক পা যেতেই সে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল পিকার উপর। পিকা শুয়েছিল তার ঘোড়াটার কাছে। মুখের ভাবটা আত্মমগ্ন, চোখ দুটো ফাঁকা আর ভিজে।

ক্লান্ত স্বরে সে বলল, 'বস...'

মেচিক তার পাশে বসে পড়ল।

'এবার আমরা যাব কোথায়?..'

মেচিক উত্তর দিল না।

'পারলে আমি এখন মাছ ধরতাম...' পিকা যেন স্বপ্নের ঘোরে বলে চলল। 'মৌমাছির বাগানটার পাশে... মাছগুলো এখন ভাটার দিকে চলেছে... গর্ত খুঁড়ে দিতাম, তাহলে মাছ শুধু কুড়িয়ে নেওয়া ছাড়া আর কিছু করতে হত না।' খানিক চুপ করে থেকে বিষণ্ণ সুরে সে বলল, 'তবে মৌমাছির বাগান তো আর নেই... থাকলে চমৎকার হত... চুপচাপ জায়গাটা, মৌমাছিরাও এখন চুপচাপ...'

অকস্মাৎ সে কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে হাত দিয়ে মেচিককে ঠেলা দিয়ে বলতে লাগল, গলার স্বর দুঃখ যন্ত্রণায় কাঁপছে:

'শোন, পাভেল! শোন, পাভেল, মাণিক আমার!.. অমন জায়গা কি আর হয় না? কি বলিস, আর মেলে না? তাহলে বাঁচব কি করে পাভেল, মাণিক?.. আমার যে আপনার বলতে আর কেউ নেই, আমি যে একেবারে একলা... বুড়ো... মরতে বাকি নেই...' তার আর কথা জোগাল না, ঢোক গিলে খালি হাতটা দিয়ে সে ঘাসগুলো মুঠো করে ধরল।

মেচিক তার দিকে তাকায় নি। হয়ত শুনছিলও না। কিন্তু বৃদ্ধের প্রতিটি কথায় তার মধ্যে কী যেন মৃদুভাবে কেঁপে উঠতে লাগল, যেন ভীরু আঙুল তার হৃদয়ের ভেতরকার কোন একটা জীবন্ত বৃন্ত থেকে শুকনো পাতাগুলো তুলে নিচ্ছে। মেচিক ভাবল, 'ও সব শেষ হয়ে গেছে, আর কখনো ফিরবে না...' তার শুকনো পাতাগুলোর জন্য কষ্ট হল তার।

'ঘুমতে চললাম...' পিকাকে বলল সে। কোনো রকম করে চলে যেতে পারলে সে এখন বাঁচে। 'ক্লান্ত হয়ে পড়েছি...'

জঙ্গলের আরো ভিতরে গিয়ে ঝোপের মধ্যে শুয়ে সে অস্বাস্তিকর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। হঠাৎ জেগে উঠল, কেউ যেন তাকে ঝাঁকিয়েছে। জোরে জোরে ধুকধুক করছে বুকটা, ঘামে ভেজা জামাটা লেপটে আছে শরীরের সঙ্গে। ঝোপের পিছনে দুজন লোক কথা কইছিল। স্তাশিনস্কি আর লেভিন্সনের গলা সে চিনতে পারল। সাবধানে ডালগুলো ফাঁক করে উঁকি মেরে দেখল সে।

বিষণ্ণ স্বরে লেভিন্সন বলছিল, '...যাই হোক এ অঞ্চলে আমরা বেশি দিন থাকতে পারব না। একমাত্র যাবার জায়গা উত্তরে — তুদো-ভাকু উপত্যকায়...' সে তার সামরিক ব্যাগটা খুলে একটা মানচিত্র বার করল। 'এইখানে... আমরা পাহাড়গুলো পেরিয়ে থাউনিখেজায় নামতে পারি। অনেক দূরের পথ, কিন্তু উপায় নেই...'

স্তাশিনস্কি মানচিত্রের দিকে চাইল, তায়গার কোন এক দিকে চেয়ে যেন মাপতে লাগল মানুষের ঘামে ভেজা প্রতিটি ভার্স্ট পথ। হঠাৎ দ্রুত চোখ মিটমিট করতে করতে লেভিন্সনের দিকে সে তাকাল।

'আর ফ্রলোভ?.. আবার ভুলে যাচ্ছ...'

'হ্যাঁ, ফ্রলোভ...' লেভিন্সন ধপ করে ঘাসের উপর বসে পড়ল। মেচিক একেবারে তার সামনেই লেভিন্সনের ফ্যাকাশে মুখের একটা পাশ দেখতে পেল।

'অবশ্যই ওর কাছে আমি থাকতে পারি...' খানিক থেমে চাপা স্বরে স্তাশিনস্কি বলল। 'হাজার হলেও এটা আমার কর্তব্য...'

'বাজে বোকো না!' হাত নেড়ে লেভিন্সন বলল। 'জাপানীরা আমাদের পেছু ধাওয়া করে এখানে এসে পড়বে কাল দুপুরে খাবার সময়ের মধ্যে। নাকি ভাবছ নিহত হওয়াই তোমার কর্তব্য?'

'তাহলে করা যাবে কী?'

'জানি না...'

লেভিন্সনের মুখে ওরকম হতাশার ভাব মেচিক আগে কখনো দেখে নি।

'মনে হচ্ছে শুধু একটিমাত্র উপায় আছে। কথাটা ইতিমধ্যেই আমি ভেবেছি...' লেভিন্সন থেমে, দাঁতে দাঁত ঘষে চুপ করে গেল।

'কি উপায়?..' আশান্বিত কণ্ঠে স্তাশিনস্কি বলল।

কিছু একটা অমঙ্গল টের পেয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ল মেচিক, আর একটু হলেই তার উপস্থিতি ধরা পড়ত।

একটিমাত্র উপায়ের কথাটা লেভিন্সন এক কথায় প্রকাশ করতে চেয়েছিল, কিন্তু স্পষ্টতই তা এমন কঠিন যে সেটা বলতে সে পারল না। স্তাশিনস্কি তার দিকে ভীত, আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়েই বুঝল কী ব্যাপার।

পরস্পরের দিকে না তাকিয়ে, আতঙ্কে শিউরে আর আমতা-আমতা করে যে ব্যাপারটা উভয়ের কাছেই জানা তা নিয়ে আলোচনা করে চলল তারা। কিন্তু কেউই সেই একটিমাত্র শব্দে তা ব্যক্ত করতে পারল না যাতে সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু প্রকাশ করে তাদের যন্ত্রণার লাঘব হতে পারত।

'ওকে মেরে ফেলতে চায় ওরা...' মেচিক মনে মনে আর্তনাদ করে উঠল। ফ্যাকাশে হয়ে গেল সে। বুকটা এমন জোরে ধ্বকধ্বক করতে লাগল যে তার ভয় হল সেটা ঝোপের ওপাশের লোকগুলো শুনতে পাবে।

'ও কেমন আছে? খারাপ? খুব খারাপ?' কয়েক বার লেভিন্সন প্রশ্ন করল।

'যদি এটা না হত... মানে যদি আমরা ওকে না... এক কথায় বলতে গেলে ওর ভালো হয়ে ওঠার কোনো আশা আছে কি?'

'একেবারেই আশা নেই। কিন্তু সেটাই কী সবচেয়ে বড় কথা?'

'তবুও, তাতে ব্যাপারটা খানিক সহজ হয়,' লেভিন্সন স্বীকার করল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে প্রতারণা করার এই প্রচেষ্টায় সে লজ্জা বোধ করল। কিন্তু বাস্তবিকই সহজ বোধ করল সে। অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে সে মৃদু স্বরে বলল, 'আজকেই আমাদের ওটা করতে হবে। শুধু সাবধান, কেউ যেন সন্দেহ না করে। সবচেয়ে বড় কথা, ও নিজে যেন না বোঝে। সম্ভব হবে?'

'ও জানতে পারবে না। ওকে অল্পক্ষণ পরে ব্রোমাইড দিতে হবে, ব্রোমাইডের বদলে... কিন্তু কাল পর্যন্ত কি এটা আমরা মুলতুবি রাখতে পারি না?'

'কিসের জন্য? তফাৎটা কী?' লেভিন্সন মানচিত্রটা ব্যাগে ভরে উঠে দাঁড়াল। 'করতেই হবে, কোনো উপায় নেই। তাই না?' আপনা থেকেই সে এমন লোকের কাছ থেকে সমর্থন প্রার্থনা করল যাকে সে নিজেই সমর্থন করতে চাইছিল।

'হ্যাঁ, তাই,' স্তাশিনস্কি ভাবল, কিন্তু কিছু বলল না।

'শোনো,' লেভিন্সন ধীরে ধীরে শুরু করল, 'সোজাসুজি বলো, রাজী আছো? সোজাসুজি বলো।'

'রাজী আছি কিনা?' স্তাশিনস্কি কথাগুলো আওড়াল। 'হ্যাঁ, আমি রাজী।'

'চলো যাই...' লেভিন্সন তার জামার হাতাটা ধরল, দুজনে ধীরে ধীরে ফিরে গেল ব্যারাকে।

'সত্যিই কি ওরা ও কাজ করবে?..' ঘাসের উপর মুখ গুঁজে, হাত দিয়ে চোখ চেপে ধরল মেচিক। এইভাবে সে পড়ে রইল, জানে না কতক্ষণ। তারপর উঠে ঝোপঝাড় ধরে ধরে আহত লোকের মতো টলতে টলতে সে নিজেকে টেনে নিয়ে চলল স্তাশিনস্কি আর লেভিন্সনের পিছন পিছন।

জিন খোলা ঘোড়াগুলো এখন জিরচ্ছে, ক্লান্ত মাথাগুলো তারা ফেরাল ওর দিকে। কয়েকজন পার্টিজান ফাঁকা জায়গাটায় নাক ডাকাচ্ছিল, অন্যেরা খাবার রাঁধছিল। মেচিক স্তাশিনস্কির খোঁজে চারিদিকে তাকাল, কিন্তু সেখানে তাকে দেখতে না পেয়ে ছুটল ব্যারাকের দিকে।

ঠিক সময়ে সে দৌড়ে ঢুকল। স্তাশিনস্কি ফ্রলোভের দিকে পিছন ফিরে কম্পিত হাত দুটো আলোর দিকে তুলে একটা গেলাসে কী যেন ঢালছিল।

'দাঁড়ান!.. কী করছেন?..' আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে তার দিকে ছুটে যেতে যেতে মেচিক চেঁচিয়ে উঠল। 'দাঁড়ান! সবকিছু আমি শুনেছি!..'

স্তাশিনস্কি চমকে উঠে তাড়াতাড়ি ঘাড় ফেরাল। হাত দুটো তার আরো জোরে কাঁপতে লাগল। হঠাৎ মেচিকের দিকে এক পা সে এগিয়ে এল। কপালের উপরকার একটা লাল শিরা ফুলে উঠল সাংঘাতিক।

'বেরোও বলছি!..' ভয়ঙ্কর, দম-আটকানো ফিসফিস করে সে বলল। 'মেরে ফেলব!..'

মেচিক আর্তনাদ করে ব্যারাক থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে গেল। সে বুঝতে পারল না কী সে করছে। সঙ্গে সঙ্গে স্তাশিনস্কি নিজেকে সামলে নিয়ে ফ্রলোভের দিকে ফিরল।

'কী... এটা কী?..' আড়চোখে ভীত দৃষ্টিতে গেলাসটার দিকে তাকিয়ে ফ্রলোভ প্রশ্ন করল।

'ব্রোমাইড। খেয়ে ফেলো...' কঠিন আদেশের সুরে বলল স্তাশিনস্কি।

একই কথা ভাবতে ভাবতে তাদের দৃষ্টি মিলিত হল, স্থির হয়ে রইল, বুঝল। 'এই শেষ,' ফ্রলোভ ভাবল। কী একটা কারণে সে বিস্মিতও হল না,



ভয়ও পেল না, চঞ্চল হল না, দুঃখ পেল না। সবকিছুই মনে হল সাধারণ সহজ; এমনকি এ কথাটাই তার আশ্চর্য মনে হল কেন সে অত কষ্ট ভোগ করেছে, একগুঁয়ের মতো আঁকড়ে থেকেছে জীবনকে, ভয় পেয়েছে মৃত্যুকে, যখন বেঁচে থাকা মানেই কষ্ট ভোগ করা ছাড়া আর কিছু নয়, আর মৃত্যুই যখন তাকে সেই কষ্টের হাত থেকে দিতে পারে মুক্তি। অনিশ্চিতের মতো সে চারিদিকে তাকাল, যেন কী একটা খুঁজছিল। তার চোখ পড়ল কাছেই, টুলের উপরকার খাবারের দিকে, যেটাকে সে স্পর্শ করে নি। দুধের জেলি ঠান্ডা হয়ে গেছে, তার উপর মাছি ভনভন করছে। আহত হবার পর এই প্রথম তার মুখের উপর একটা মানবীয় অভিব্যক্তি ফুটে উঠল — নিজের উপর করুণা হয়ত বা স্তাশিনস্কির উপর। চোখের পাতা নামাল সে। আবার যখন চোখ মেলল তার মুখে তখন শান্ত আত্মসমর্পণের ভাব ফুটে উঠেছে।

ধীরে ধীরে বলল, 'সুচানে যদি কখনো যাও, বলো খুব যেন ওরা শোক না করে। সবারই তো এই একই গতি... হ্যাঁ, সবারই...' কথাগুলোর পুনরুক্তি করল সে। মনে হল যেন তখনো তার কাছে সমস্ত মানুষের মৃত্যুর অনিবার্যতা সুস্পষ্ট ও প্রমাণিত হয় নি। অথচ ঠিক এইটেতেই তো তার **নিজের, ফ্রলোভের** মৃত্যুর নিজস্ব, বিশিষ্ট ভয়ঙ্কর অর্থটা লোপ পেয়ে সে মৃত্যু হয়ে উঠবে কেমন যেন মামুলী, সমস্ত মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। অল্প ভেবে সে বলল, 'সেখানে আমার একটি ছেলে আছে... খনিতে... নাম তার ফেদিয়া। সবকিছু চুকে যাবার পর তার কথা যেন মনে রাখা হয়... সাহায্য টাহায্য আর কি... নাও, দাও তাহলে, কী বলো!..' হঠাৎ কাঁপা কাঁপা দুর্বল স্বরে থেমে গেল সে।

স্তাশিনস্কি গেলাসটা দিল। ঠোঁটগুলো তার শাদা হয়ে কাঁপছে, সমস্ত শরীরটা উঠছে শিউরে শিউরে, একটা চোখ তার ভয়ানক মিটমিট করতে থাকল। দু'হাত দিয়ে ফ্রলোভ গেলাসটা ধরে পান করল।

ভাঙা ডালপালার উপর হোঁচট খেতে খেতে আর পড়তে পড়তে বনের মধ্যে দিয়ে ছুটতে লাগল মেচিক, কোথায় চলেছে তার খেয়াল নেই। টুপিটা হারিয়ে গেছে; মাকড়সার জালের মতো আঠা আঠা কুৎসিত চুল গোছা গোছা ঝুলছে তার চোখের উপর; রগে রক্ত দপদপ করছে আর প্রত্যেকটা দপদপের সঙ্গে সে কী একটা নিষ্প্রয়োজন করুণ কথা বলে চলেছে; সে আঁকড়ে ধরছে তাকে, কারণ আঁকড়াবার আর কিছু নেই। অকস্মাৎ ভারিয়ার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে সে পিছিয়ে গেল, তার চোখগুলো জ্বলে উঠল পাগলের মতো।

'আর আমি ওদিকে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি...' খুসির সুরে শুরু করেছিল ভারিয়া, কিন্তু তার পাগলের মতো চেহারা দেখে ভয় পেয়ে থেমে গেল।

মেচিক তার হাতটা চেপে ধরে দ্রুত অসংলগ্ন বলে চলল:

'শোনো! ওরা তাকে বিষ খাইয়েছে... ফ্রলোভকে... জানো, ওরা...'

'কী?.. বিষ খাইয়েছে?.. চুপ করো!..' হঠাৎ সমস্ত অবস্থাটা বুঝতে পেরে সে চেঁচিয়ে উঠল। কর্ত্রীর মতো সে তাকে কাছে টেনে তার উত্তপ্ত ভিজে হাত দিয়ে মেচিকের মুখ চাপা দিল। 'চুপ করো!.. চেঁচিও না... চলো এখান থেকে, চলে যাই।'

'কোথায়?.. আহ্, ছাড়ো বলছি!..' নিজেকে সে জোর করে মুক্ত করে ওকে একপাশে ঠেলে দিল। দাঁতে দাঁত ঠকঠক করছিল তার।

ভারিয়া তার জামার আস্তিন ধরে আবার তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল। বারবার জোর দিয়ে বলতে লাগল, 'চুপ করো... চলো, আমরা চলে যাই... ওরা আমাদের দেখে ফেলবে। কে এক ছোকরা এখানে ঘুরঘুর করছে... চলে এসো, চটপট!..'

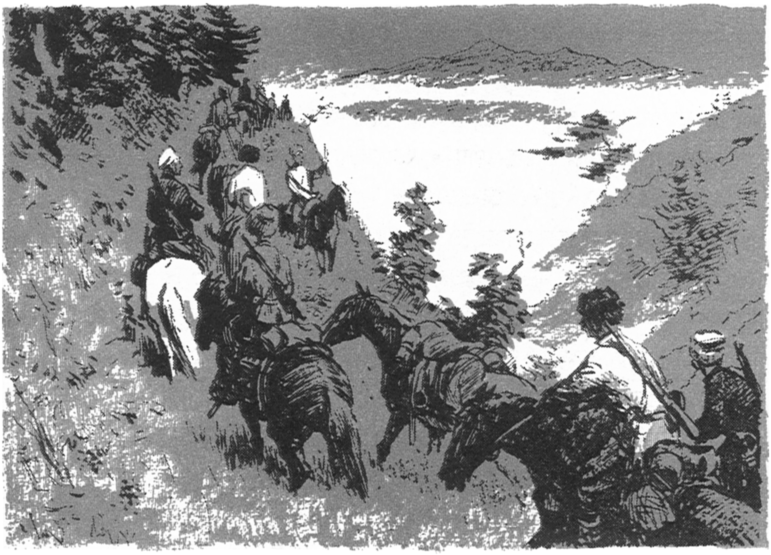
আবার মেচিক জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল, প্রায় তাকে সে মারতে বাকি রেখেছিল।

'যাচ্ছ কোথায়?.. দাঁড়াও!..' তার পিছনে দৌড়তে দৌড়তে চীৎকার করে উঠল ভারিয়া।

সেই মুহূর্তে ঝোপ থেকে লাফিয়ে বেরুল 'পাখি'। ভারিয়া দৌড়ে পাশ কাটিয়ে ছোটো স্রোতটা পার হয়ে এক অলডার কুঞ্জে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'কী হল?.. ছুঁড়ি দিলে না?..' মেচিকের কাছে ছুটে এসে দ্রুত জিজ্ঞেস করলে 'পাখি', 'তা বেশ, আমার কপালটা হয়তো খুলতে পারে!' নিজের উরুতে একটা চাপড় মেরে সে ভারিয়ার পিছনে দৌড়ল...





১২

যাত্রাপথে

ছেলেবেলা থেকেই মরোজকা মেচিকের মতো মানুষ দেখতে অভ্যস্ত যারা নিজেদের সাদা মাটা তুচ্ছ অনুভূতিগুলো, মরোজকার অনুভূতির মতোই যা সাদা মাটা তুচ্ছ, তা লুকিয়ে রাখে বড় বড় এবং গালভরা কথা দিয়ে। আর এইভাবে মরোজকার মতো যেসব লোক নিজেদের অনুভূতিকে ভালো করে সাজিয়ে বলতে পারে না তাদের কাছ থেকে নিজেদের পৃথক করে রাখে। ব্যাপারটা যে ঠিক এই রকমই এ চেতনা মরোজকার ছিল না এবং সেটা সে নিজের ভাষায় প্রকাশও করতে পারত না। কিন্তু সর্বদাই সে অনুভব করত যে ও ধরনের মানুষ আর তার মধ্যে এক মিথ্যা রঙীন রঙীন অলীক কথা ও আচরণের এক দুর্লঙ্ঘ দেয়াল রয়েছে।

যেমন, মরোজকার সঙ্গে মেচিকের স্মরণীয় কলহের সময় মেচিক দেখাতে চেয়েছিল যে মরোজকার কাছে সে যদি হার স্বীকার করে থাকে তাহলে তার কারণ মরোজকা যে ওর জীবন বাঁচিয়েছিল সেই কৃতজ্ঞতার দরুন। মেচিক যে

নিজের নীচ রিপুগুলোকে দাবিয়ে রেখেছে এমন এক লোকের জন্য যে তার একেবারেই অযোগ্য — এই চিন্তায় তার মন এক সহিষ্ণু ও মধুর বিষণ্ণতায় উঠেছিল ভরে। মনে মনে কিন্তু সে নিজের ওপর ও মরোজকার উপর চটেছিল, কারণ আসলে সে মরোজকার সব রকমের মন্দ কামনা করত, কিন্তু নিজে তার কোনো ক্ষতি করতে সে পারত না ভীরুতা বশে, তাছাড়া এই সহিষ্ণু বিষণ্ণতাটা অনেক বেশী উপভোগ্য।

মরোজকা অনুভব করত সৌন্দর্যমণ্ডিত করার ঠিক এই ক্ষমতার জন্যই — যেটা তার ছিল না — ভারিয়া মেচিককে পছন্দ করত, ভাবত এটা শুধু বাইরের ভাসা ভাসা সৌন্দর্য নয়, আত্মার আসল সৌন্দর্য। তাই আবার ভারিয়ার সঙ্গে দেখা হতেই মরোজকা নিজেকে নিয়ে, ভারিয়াকে নিয়ে, মেচিককে নিয়ে তার সেই পুরনো ভাবনার সমাধানহীন বিষচক্রে পড়ে গেল।

সে দেখছিল যে ভারিয়া কেবলি কোথায় যেন চলে গেল ('অবশ্যই মেচিকের সঙ্গে!')। বহুক্ষণ ধরে সে ঘুমতে পারল না, যদিও নিজেকে সে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করল যে ব্যাপারটায় তার কিছুই যায় আসে না। প্রতিটি অস্পষ্ট শব্দ কানে এলেই সে সাবধানে মাথা তুলে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আশা করছিল দুটি মূর্তিকে চুপিচুপি অপরাধীর মতো আসতে দেখবে।

কী একটা হট্টগোলে তার ঘুম ভেঙে গেল। অগ্নিকুণ্ডে ভিজে ডালপালার হিস্‌হিস্‌ শব্দ হচ্ছে আর বিরাট বিরাট ছায়া নাচছে ফাঁকা জায়গাটায়। ব্যারাকে জানালাগুলো কখনো আলো হয়ে উঠছে, কখনো অন্ধকার — কে যেন একটা দেশলাই জ্বালাল। তারপর খারচেঙ্কো ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এসে অন্ধকারে অদৃশ্য একটি লোকের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে অগ্নিকুণ্ডগুলির মাঝখান দিয়ে হেঁটে কাকে যেন খুঁজতে লাগল।

'কাকে চাই?' ভাঙা গলায় মরোজকা প্রশ্ন করল। উত্তর শুনতে না পেয়ে আবার সে প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার?'

'ফ্রলোভ মারা গেছে,' চাপা স্বরে বলল খারচেঙ্কো।

মরোজকা তার গ্রেটকোটটা নিজের গায়ে আঁট করে জড়িয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরে তারা ফ্রলোভকে কবর দিলে। অন্যদের সঙ্গে মরোজকাও উদাসভাবে কবরে মাটি ফেলল।

ঘোড়াগুলোকে জিন পরাবার সময় দেখা গেল পিকা নিখোঁজ। তার বাঁকা-নাকওলা ছোট্ট ঘোড়াটা বিষণ্ণভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে গাছ তলায়। আগের

রাতে তার জিনটা খোলা হয় নি। তাকে দেখাচ্ছে খুব করুণ। 'বুড়ো ঘুঘুটা পালিয়েছে, আর টিকে থাকতে পারল না,' মরোজকা সিদ্ধান্ত করল।

'যাক গে, খোঁজাখুঁজি করে লাভ নেই,' মুখ বিকৃত করে লেভিন্সন বলল, খুব সকাল থেকেই তার বুকের এক পাশে যন্ত্রণা হচ্ছিল। 'ঘোড়াটাকে ভুলো না... না, না, ওটার ওপর মাল বোঝাই করো না!.. কোয়ার্টারমাস্টার কোথায়? তৈরি?.. ঘোড়ায় চাপো!..' গভীরভাবে নিশ্বেস টেনে আবার মুখ বিকৃত করে সে জিনের উপর ধপ করে বসল, যেন তার নিজের মধ্যে এমন বিরাট ও ভারি একটা জিনিসকে সে বয়ে বেড়াচ্ছে যার ফলে তার ভার ও দৈর্ঘ্য বেড়ে উঠেছে।

পিকাকে নিয়ে কেউ দুঃখ করল না। শুধু মেচিকের মনে হল তার একটা লোকসান হয়েছে। যদিও হালে বুড়োকে তার শুধু একঘেয়ে লাগত এবং সে তার মনে শুধু বিষণ্ণ স্মৃতিই জাগাত, তাসত্ত্বেও এই অনুভূতিটা তার মনে থেকে গেল যে তার নিজের একটা অংশ পিকার সঙ্গেই হয়েছে অদৃশ্য।

সৈন্যদল একটা খাড়া পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে চলল। সেখানকার ঘাসগুলোর উপর পাহাড়ী ছাগলের চলাফেরার চিহ্ন। পাহাড়ের উপর ঠান্ডা নীলচে আকাশ ছড়িয়ে রয়েছে। অনেক নীচে গাঢ় নীল উপত্যকাগুলোকে মাঝেমাঝে দেখা যাচ্ছিল। ঘোড়াদের খুরের আঘাতে বড় বড় পাথর খসে গড়িয়ে পড়তে লাগল নীচে।

তারপর তাদের আলিঙ্গন করল তায়গার সোনালী পাতা আর শুকনো ঘাস, শরতের প্রত্যাশিত স্তব্ধতায় তারা সিক্ত। সাইবেরিয়ার শাদা-দাড়িওলা হরিণগুলো ডালপালার হলদে জালির উপর তাদের লোম ঝরিয়েছে; ঠান্ডা ঝর্ণাগুলো গান গাইছে; স্বচ্ছ ও নির্মল শিশিরবিন্দু সমস্ত দিন ধরে ঝুলে রয়েছে ঝোপগুলোর উপর। পাতাগুলোর দরুন তাদের দেখাচ্ছে হলদে। বন্য জন্তুগুলো সকাল থেকেই গর্জন শুরু করে — ভয়ঙ্কর, উত্তেজিত, অসহ্য; আর কী একটা বিরাট, তায়গার সদাজীবন্ত দেহের বিপুল নিঃশ্বাস যেন শ্বসিত হয়ে চলে এই সোনালী শুষ্কতার মধ্যে।

মরোজকা ও ভারিয়ার মধ্যে যে কিছু একটা গন্ডগোল বেধেছে প্রথম সেটা সন্দেহ করল আর্দালি ইয়েফিমকা। দুপুরের বিশ্রামের খানিক আগেই তাকে কুব্রাকের কাছে এই আদেশ দিয়ে পাঠানো হয়েছিল, 'তোমার লেজটা গোটাও, কেউ যাতে কেটে না নেয়।'

বহ্ কষ্টে ইয়েফিমকা সৈন্যদলের শেষের দিকটায় পৌছল ঘোড়ায় চেপে। তার প্যাণ্টগ্লো ছিঁড়ে গেল কাঁটা ঝোপে। সেখানে কুস্রাকের সঙ্গে তার ঝগড়া হল। প্লেটুন কম্যান্ডার উপদেশ দিল পরের লেজ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, নিজের দাগ ফুটকি নাকটা বরং বাঁচাও গে। যাবার সময় ইয়েফিমকা লক্ষ করেছিল যে মরোজকা আর ভারিয়া পরস্পরের কাছ থেকে বেশ দূরে-দূরে চলেছে। তার মনে পড়ল আগের গোটা দিনটার মধ্যে একবারও তাদের সে একত্র দেখে নি।

ফিরতি পথে সে মরোজকার কাছে গিয়ে বলল:

'দেখছি বৌয়ের কাছ থেকে পালাচ্ছিস। কী হয়েছিল তোদের?'

মরোজকা বিব্রত হল এবং রেগেও উঠল ঃ ইয়েফিমকার শুকনো বদ-মেজাজী মুখটার দিকে তাকিয়ে সে বলল:

'হবে আবার কি, ত্যাগ করেছি...'

'ত্যাগ করেছিস!..' কয়েক মিনিট ধরে ইয়েফিমকা অন্য দিকে তাকিয়ে রইল বিষণ্ণ ও নির্বাক হয়ে। যেন ভাবতে লাগল 'ত্যাগ' কথাটা উপযুক্ত কিনা। কারণ মরোজকা আর ভারিয়ার পূর্বতন সম্বন্ধের মধ্যেও তো কোনো রকম সত্যিকারের পারিবারিক বন্ধন ছিল না।

অবশেষে সে বলল, 'তা ওরকম হয়ে থাকে। যার যা কপাল... ছোট, ছোট বেটি ঘুড়ি!..' শপাৎ করে সে তার ঘোড়াটাকে চাবুক কষল। মরোজকা তার পশমের শার্টটার দিকে চেয়ে রইল, দেখল লেভিন্সনের কাছে কী একটা রিপোর্ট দেবার পর ইয়েফিমকা তার পাশেই ঘোড়া চালাতে লাগল।

'উঃ, কী জঘন্য জীবন!..' কেমন একটা তীব্র হতাশায় ভাবল মরোজকা। তার ভারি বিষণ্ণ লাগল এই ভেবে যে সে যেন কিসের সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা। অন্যদের মতো সে সৈন্য-শ্রেণীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সহজভাবে ঘোড়ায় চেপে যাতায়াত করতে কিংবা পাশের লোকের সঙ্গে কথা কইতে পারছে না। 'ওদের কপাল ভালো, খুসিমতো ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে,' ঈর্ষান্বিত হয়ে মরোজকা ভাবল। 'ওদের আর ভাবনা কী?' লেভিন্সনের কথাই ধর — হোমরাচোমরা লোক। সবাই ওকে ভক্তি করে। যা খুসি তাই করে... এই তো জীবন!' মরোজকার জানবার উপায় ছিল না যে লেভিন্সন বুকের এক পাশের যন্ত্রণার জন্য দারুণ কষ্ট পাচ্ছে, ফ্রলোভের মৃত্যুর দায়িত্ব সে বহন করছে; তার মাথার জন্য পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে এবং হয়তো তাকেই প্রথম দাম দিতে হবে নিজের জীবন দিয়ে। মরোজকা এখন শুধু ভাবতে লাগল, যতই

হোক, দুনিয়ায় সুস্থ সবল নিশ্চিন্ত লোক কত, শুধু তারই কপালটা খারাপ।

জুলাই মাসের সেই তপ্ত দিনে হাসপাতাল থেকে ঘোড়ায় চড়ে ফেরবার সময় যখন কোঁকড়া-চুলওলা ফসল-কাটিয়েরা তার অশ্বচালনার প্রশংসা করেছিল তখন যে সব এলোমেলো ক্লিষ্ট চিন্তা তার মাথায় প্রথম জেগেছিল, মেচিকের সঙ্গে তার বিবাদের পর নির্জন ক্ষেতের ভিতর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে সে যখন যাচ্ছিল, নিঃসঙ্গ একটি হা-ঘরে কাক বসেছিল হুমড়ি-খেয়ে-পড়া খড়ের গাদার উপর, তখন যে সব চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করেছিল — সেই সবই এখন অভূতপূর্ব যন্ত্রণাদায়ক স্পষ্টতায় নতুন করে ধারাল হয়ে উঠল। মরোজকা অনুভব করল তার পূর্বতন জীবনে সে ঠকেছে। এবং এখনো সে তার চারিদিকে মিথ্যা আর প্রতারণা ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না। আর তার সন্দেহ রইল না যে তার শৈশব থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত জীবনটা অর্থহীন দুর্বিষহ, তার যত খাটুনি আর হৈহল্লা, যত স্বেদ ও রক্ত সে ঝরিয়েছে, এমনকি তার সব 'বেপরোয়া' নষ্টামিগুলো, এ সবে কোনো আনন্দই সে পায় নি, এ সবই কেবল এক নিরানন্দ কয়েদখাটুনি, যার মূল্য কেউ দেয় নি, কখনো দেবে না।

ক্লান্ত, বিষণ্ণ, খিটখিটে মনে, প্রায় বুড়িয়ে-ওঠা লোকের মতো বিরক্তি নিয়ে সে ভাবল যে ইতিমধ্যেই তার সাতাশ বছর বয়স হয়েছে, এবং নতুন করে বাঁচার জন্য তার অতীত জীবনের একটি মুহূর্তও ফিরবে না; সামনেও ভালো কোনোকিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না; হয়তো শীঘ্রই একটা গুলি তার জীবনকে শেষ করে দেবে, মারা যাবে সে, কেউ কাঁদবে না তার জন্য — ফ্রলোভের মতো, যার মৃত্যুতে কেউ শোক পায় নি। মরোজকার এখন মনে হল যে সমস্ত জীবন সে আপ্রাণ শক্তিতে চেষ্টা করেছে সেই পথ অনুসরণ করতে — সেই সরল, নির্মল এবং সত্য পথ — যে-পথে লেভিন্সন, বাক্লানভ, দুবোভের মতো মানুষরা চলেছে (তার মনে হল এমনকি ইয়েফিমকাও এই পথ ধরে চলেছে); কিন্তু তার নিজের বেলায় কেউ না কেউ সর্বদাই তাকে প্রচন্ডভাবে সে পথ থেকে দিয়েছে ঠেলে সরিয়ে। এবং যেহেতু এ কথাটা তার কিছুতেই মনে হতে পারত না যে তাকে বাধা দিয়েছে যে-শত্রু সে বসে আছে তার মধ্যেই, সেহেতু এ কথাটা ভাবতে তার অদ্ভুত ধরনের ভালো ও তিক্ত লাগল যে সে দুঃখ পাচ্ছে অন্য লোকদের নীচতার জন্য — বিশেষ করে মেচিকের মতো মানুষদের জন্য।

দুপুরের আহারের পর সে তার ঘোড়াটাকে একটা স্রোতে জল পান করাচ্ছিল, এমন সময় যে কোঁকড়া-চুলওলা ছোকরা একদা তার টিনের মগটা চুরি করেছিল সে তার কাছে এল একটা গোপনীয় ভাব দেখিয়ে।

'তোকে বলি শোন, আরে বলি শোন ...' সে তড়বড় করে বিড়বিড় করতে লাগল। 'মাগী রাক্ষসী, মাইরি বলছি! ভারিয়া-টা রে, ভারিয়া ... এসব ব্যাপারে ভায়া নাক আমার টনটনে! ..'

'কী? .. কোন ব্যাপারে?' মাথা তুলে মরোজকা কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করল।

'মেয়েদের ব্যাপার আর কি। মেয়েদের আমি ভালোই চিনি!' খানিক ভয় পেয়ে সে ছোকরা বুঝিয়ে বলল। 'এখনো কিছু হয় নি, কিছুই হয় নি, কিন্তু আমার চোখে ভায়া ধুলো দিতে হচ্ছে না, সেটি হবে না। ভারিয়া ওর ওপর থেকে চোখ আর ফেরাতে পারে না ... চোখ আর ফেরায় না ...'

'আর ও?' দারুণ আরক্ত হয়ে উঠে মরোজকা প্রশ্ন করল। সে বুঝতে পেরেছিল মেচিকের কথা হচ্ছে, কিন্তু ভুলে গেল যে তার ভান করা উচিত সে কিছুই জানে না।

'ও আর কি? কিছুই না ...' কেমন একটা কপট, সাবধানী স্বরে বলল ছোকরা। যেন এইমাত্র যা সে বলেছে সেটা বাস্তবিকই গুরুত্বের কিছু নয়, তবু বলল নেহাৎ নিজের পূর্বতন পাপ স্খালন করে মরোজকার ক্ষমা লাভ করতে।

'চুলোয় যাক ওরা! আমার মাথাব্যথা কিসের!' থুতু ফেলে মরোজকা বলল। 'তুই-ও হয়ত ওর সঙ্গে শুয়েছিস, কে বলতে পারে!' দারুণ রেগে উঠে ঘৃণিত সুরে সে বলল।

'বাঃ, আরে, আমি যে এসেছিলাম ...'

'দূর হ তোর, নিকুচি করেছে!' অকস্মাৎ ক্ষেপে উঠে মরোজকা চীৎকার করে উঠল। 'নাক দেখাতে এসেছেন টনটনে। ভাগ বলছি — ভাগ!' বলে হঠাৎ সে লোকটার পাছায় দারুণ একটা লাথি চালাল।

এই অকস্মাৎ গোলমালে ভয় পেয়ে মিশকা লাফিয়ে এক পাশে সরে যেতেই তার পিছনের পা দুটো পড়ল স্রোতের মধ্যে এবং ওই অবস্থাতেই তাদের দিকে কান খাড়া করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'ওরে, কুত্তির ...' রাগে বিস্ময়ে হাঁপাতে লাগল ছোকরা। কথা শেষ না করেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল মরোজকার উপর।

নেউলের মতো জড়াজড়ি করতে লাগল তারা। মিশকা তাড়াতাড়ি খুটখুট করে তাদের কাছ থেকে সরে গেল।

'দাঁড়া, তোর টনটনে নাকের মজা দেখাচ্ছি তোকে...' ছোকরার পাঁজরে ঘুষি চালাতে চালাতে মরোজকা হুঙ্কার ছাড়তে লাগল। ছোকরা তাকে জড়িয়ে থাকায় ভালো করে জমিয়ে ঘুষি মারতে না পারায় সে উঠল দারুণ চটে।

'দেখো ওদের একবার কাণ্ডটা!' তাদের উপর থেকে কে একজন বিস্মিত গম্ভীর গলায় চেঁচিয়ে উঠল। 'এই, হচ্ছে কী?'

বিরাট পেশীবহুল একজোড়া হাত তাদের দুজনের মধ্যে শান্তভাবে এসে দুজনের কলার ধরে ছাড়িয়ে দিল। কী ঘটছে বুঝতে না পেরে আবার তারা পরস্পর ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েছিল। কিন্তু এবার তাদের দুজনেই এমন প্রচণ্ড ঘুষি খেল যে মরোজকা এক দিকে ছিটকে পড়ে ধাক্কা খেল একটা গাছের সঙ্গে, অন্য জন পড়ে থাকা একটা ডালে হোঁচট খেয়ে পাগলের মতো হাত নাড়তে নাড়তে পড়ল গিয়ে জলের মধ্যে।

'হাতটা বাড়িয়ে দে, টেনে তুলছি,' বেশ গম্ভীরভাবেই গনচারেঙ্কো বলল, 'কী লাগিয়েছে, দেখ না!'

'কী আস্পর্ধা ওর... শালা হারামজাদা... মেরে ফেললেও কম হয়...' জলে চুবচুবে হতভম্ব ছোকরাটার দিকে ঝাঁপিয়ে যাবার চেষ্টা করে চ্যাঁচাল মরোজকা। সে ছোকরা বোকা বোকা মুখ করে গনচারেঙ্কোর একটা হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল। অন্য হাতটা সে নিজের বুকে রেখে দারুণভাবে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে শুধু গনচারেঙ্কোকে উদ্দেশ্য করে কাঁদো-কাঁদো গলায় চেঁচাতে লাগল, 'না, না তুমিই বলো, তুমিই বলো... তার মানে যাকে পাবে তাকেই... যেই খুসি হল অমনি দাও পাছায়, খুসি হল অমনি পাছায়?..' তাদের চারিপাশে ভীড় জমে উঠতে দেখে সে তারস্বরে চ্যাঁচাতে লাগল, 'একি আমার দোষ, আমার দোষ যে ওর বউ... ওর বউ...'

কেলেঙ্কারির ভয়ে, বিশেষ করে লেভিন্সনের কানে মারপিটের কথাটা পৌঁছলে মরোজকার ভাগ্যে কী আছে সেই ভয়ে গনচারেঙ্কো ছোকরাকে ছেড়ে দিয়ে, মরোজকার হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে গেল।

'চলে আয়,' কঠিন সুরে মরোজকাকে সে বলল। মরোজকা তার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছিল। 'তোকে যে এবার লাথিয়ে তাড়াবে, কুত্তির বাচ্চা কোথাকার!..'

ষণ্ডামর্ক এই কঠোর লোকটি যে তাকে সত্যিই সমবেদনা দেখাচ্ছে সেটা অবশেষে হৃদয়ঙ্গম করে মরোজকা আর ছটফট করল না।

'কী হচ্ছে, কী হচ্ছে এখানে?' মেতেলিৎসার প্লেটুনের এক নীলচোখা জার্মান তাদের দিকে ছুটে আসতে আসতে প্রশ্ন করল।

'ওরা একটা ভালুক ধরেছে,' শান্ত স্বরে গনচারেঙ্কো উত্তর দিল।

'ভালুক?..' জার্মানের চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এল। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সে এমন জোরে দৌড় দিল যে লোকে ভাবতে পারত সে আরো একটা ভালুক ধরতে যাচ্ছে।

এই প্রথম মরোজকা গনচারেঙ্কোর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসল।

'তাগৎ আছে বটে তোর শালা!' এই চিন্তায় অদ্ভুত একটা তৃপ্তি পেল সে যে গনচারেঙ্কোর তাগৎ আছে।

'কেন ওর সঙ্গে লেগেছিলি, কেন?' গনচারেঙ্কো প্রশ্ন করল।

'নয়ত কী, ছুঁচো যত সব!..' আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল মরোজকা। 'ওকে...'

'হয়েছে, হয়েছে...' সান্ত্বনা দিলে গনচারেঙ্কো। 'ব্যাপার কিছু ছিল তাহলে? নে, হয়েছে, হয়েছে...'

'জমা-য়ে-ৎ!' গমগমে গলায় কোথা থেকে চীৎকার করে উঠল বাক্লানভ। স্বরটা তার অকস্মাৎ পুরুষালি থেকে নেমে এল বালকের সুরে।

সেই মুহূর্তে মিশকার লোমশ মাথাটা ঝোপের ভিতর থেকে উঁকি মারল। লোকগুলির দিকে তার সবুজ-তামাটে বুদ্ধিমান চোখ দিয়ে তাকিয়ে দেখে মৃদুস্বরে ডেকে উঠল মিশকা।

'সাবাস!..' মরোজকা চেঁচিয়ে উঠল আবেগভরে।

'খাসা ঘোড়াটা...'

'ওর জন্যে জান দিতেও কষ্ট নেই!' সস্নেহে মিশকার গলাটা চাপড়াতে চাপড়াতে মরোজকা বলল।

'অত সহজে জানটা দিস না রে, কাজে লাগবে...' গনচারেঙ্কো তার কালো কোঁকড়ানো দাড়ির ফাঁকে মৃদু হাসল। 'আমার ঘোড়াকে জল খাওয়ানো এখনো হয় নি, চলি,' দীর্ঘ সবল পা ফেলে সে তার ঘোড়াটার দিকে এগিয়ে গেল।

মরোজকা কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল, ভাবতে লাগল, এ ধরনের আশ্চর্য মানুষের উপর অতীতে সে কেন বেশী মনোযোগ দেয় নি।

পরে প্লেটুন যখন সারবন্দী হয়ে দাঁড়াল তখন মরোজকা, কেন জানি না, দাঁড়াল গনচারেঙ্কোর পাশে। থাউঁনিখেজা নদী পর্যন্ত সমস্ত পথ সে তার সঙ্গ ছাড়ল না।

ভারিয়া, স্তাশিনস্কি আর খারচেঙ্কো ছিল কুব্রাকের প্লেটুনে, একেবারে ল্যাজের দিকে। পাহাড়ের উপর একটা বাঁক থেকে সমস্ত সৈন্যদলকে দেখা গেল লম্বা একটা সারিতে ছড়িয়ে আছে: সামনে লেভিন্সন চলেছে ঘোড়ার পিঠে, শরীরটা সামান্য ঝুঁকে পড়েছে। তার পিছনে চলেছে বাক্লানভ, না জেনেই তার ভঙ্গিটা অনুকরণ করছে সে।

সমস্ত পথই ভারিয়া টের পাচ্ছিল তার পিছনে কোথায় যেন মেচিক রয়েছে। আগের দিনে তার ব্যবহারের দরুণ ক্ষোভে তার ভিতরটা জ্বালা করছিল, মেচিকের উপর বরাবর যে উষ্ণ মমতা বোধ করত সেটা নিভে যাচ্ছিল তাতে।

যেদিন থেকে মেচিক হাসপাতাল ত্যাগ করেছিল সেদিন থেকে এক মুহূর্তের জন্যও ভারিয়া মেচিকের সত্তার কথা ভোলে নি। তাদের ভবিষ্যৎ মিলনের চিন্তা নিয়েই সে ছিল বেঁচে। সেই চিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল তার সবচেয়ে কোমল আর গোপন স্বপ্নগুলো — সে স্বপ্নের কথা কখনো সে কাউকে বলবে না। কিন্তু তবু সেগুলো ছিল ভারি জীবন্ত, পার্থিব, প্রায় যেন সেগুলোকে স্পর্শ করা যায়। সে মনে মনে কল্পনা করেছিল কী করে বনে মেচিক এসে দাঁড়াবে তার কাছে, তায়গার কিনারে, গায়ে চামড়ার জামাটা, সুন্দর সুঠাম চেহারা, শণরঙা চুল, সামান্য লাজুক। সে তার নিশ্বেস অনুভব করেছে নিজের গায়ের উপর, তার হাতের উপর অনুভব করেছে তার নরম কোঁকড়া চুল। সে শুনতে পাচ্ছে তার মৃদু কোমল কথাগুলো। সে তাদের সামান্য ঝগড়াগুলোর কথা মনে করতে চায় নি। কেন জানি তার মনে হয়েছিল তেমন ঝগড়া আর কখনো হবে না। সংক্ষেপে বলতে গেলে সে কল্পনা করেছিল যে ভবিষ্যতের সম্পর্কটা তাদের এমনই হবে যা কখনো ছিল না, কিন্তু যা তার কাছে মধুর, বাস্তবে কী ঘটতে পারে, কী শোক আসতে পারে সেটা সে চেষ্টা করেছিল না ভাবতে।

যখন মেচিকের সঙ্গে তার দেখা হল, মানুষের মানসিক অবস্থা বোঝবার আশ্চর্য সংবেদনশীলতায় সে বুঝতে পেরেছিল যে মেচিক এত বিক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত হয়ে রয়েছে যে নিজেকে সে সামলাতে পারছে না। এবং যে সব ঘটনা তাকে বিচলিত করেছিল তা ভারিয়ার ব্যক্তিগত ক্ষতির চেয়ে অনেক

বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাদের এই সাক্ষাৎটা একেবারে ভিন্ন রকমের হবে বলে সে আগে থেকে কল্পনা করে রেখেছিল বলেই মেচিকের অপ্রত্যাশিত রূঢ়তায় সে আহত ও ভীত হয়ে ওঠে।

এই প্রথম ভারিয়া অনুভব করল যে এই রূঢ়তাটা আকস্মিক নয় এবং সম্ভবত মেচিক সেই লোক নয় যার জন্য সে অত দীর্ঘ দিন আর রাত ধরে অপেক্ষা করে এসেছে। কিন্তু সে ছাড়া আর যে কেউ তার ছিল না।

সঙ্গে সঙ্গে এটা নিজের কাছে স্বীকার করার সাহস তার হল না। দীর্ঘ সব দিন আর রাত ধরে সে যা নিয়ে বেঁচেছে, সুখ আর বেদনা অনুভব করেছে তার সবকিছুকে বিসর্জন দিয়ে হঠাৎ হৃদয়ের মধ্যে অপূরণীয় এক শূন্যতার মুখোমুখি হওয়া সহজ নয়। তাই সে জোর করে ভাবল যে অস্বাভাবিক কোনো কিছুই ঘটে নি, সবকিছুই ঘটেছে ফ্রলোভের করুণ মৃত্যুর জন্য এবং অচিরেই সবকিছু যাবে সহজ হয়ে। কিন্তু তাসত্ত্বেও সেই সকাল থেকেই সে ক্রমাগত ভাবতে লাগল মেচিক তাকে আঘাত দিয়েছে, ভারিয়া যখন তার কাছে গিয়েছিল তার স্বপ্ন আর ভালোবাসা নিয়ে তখন আঘাত দেবার কোনো অধিকার তার ছিল না।

সমস্ত দিন ধরে মেচিকের সঙ্গে দেখা করার, কথা বলার জন্য তার এমন ইচ্ছে হচ্ছিল যেটা প্রায় যন্ত্রণার সামিল। কিন্তু একবারও সে পিছন ফিরে তাকাল না এবং খাবারের জন্য যখন থামা হল তখনও সে গেল না মেচিকের কাছে। ভাবল, 'কেন আমি বাচ্ছা মেয়ের মতো তার পিছন পিছন দৌড়ব? যা বলেছিল, সত্যিই যদি সে রকম ভালোবাসে তাহলে সে-ই প্রথম আসুক আমার কাছে, আমি তাকে একটুও বকব না। আর সে যদি না আসে... তাহলে কী এসে যায়, আমি একলাই থাকব।'

প্রধান পাহাড়ের উপর পথটা চওড়া হয়ে উঠল। ভারিয়ার পাশে জায়গা করে নিলে 'পাখি'। আগের দিন তাকে সে ধরতে পারে নি। কিন্তু এ সব ব্যাপারে সে নাছোড়বান্দা, সহজে হতাশ হয় না। ভারিয়া তার হাঁটুর স্পর্শ অনুভব করল। ভারিয়ার কানে কানে কী সব খারাপ কথা বলছিল সে। কিন্তু নিজের ভাবনায় ডুবেছিল বলে তা ভ্যারিয়ার কানে যাচ্ছিল না।

'তাহলে কী বলছেন আপনি?' 'পাখি' নাছোড়বান্দার মতো লেগে রইল। (প্রত্যেক মেয়েকেই সে 'আপনি' বলে, তার বয়স, সামাজিক পদমর্যাদা, কিংবা তার সঙ্গে তার নিজের সম্বন্ধটা যা-ই হোক না কেন।) 'রাজী তো? তাই না?..'

'...আমি সবই বুঝি। আমি কি আর ওর কাছ থেকে কিছু চাইছি?' ভারিয়া ভাবছিল। 'আমার সঙ্গে একটু ভালো ব্যবহার করা কি তার পক্ষে এতই কঠিন?.. কিন্তু হয়তো ও এখন নিজেই মনে মনে কষ্ট পাচ্ছে, ভাবছে আমি ওর ওপর রাগ করে আছি। যদি গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলি, তাহলে? সে কী! আমাকে তাড়িয়ে দেবার পর?.. না, না, কিছুতেই না, যা হয় হোক!'

'কী হল, কালা হয়ে গেছেন নাকি প্রাণসখি? জিগগেস করছি রাজী তো?'

'কিসে রাজী?' ভারিয়া চমকে উঠল। 'নাঃ, সবাই তোমরা বাপু ভারি ইয়ে!'

'বাঃ, তোফা, সেলাম জানাচ্ছি!' ক্ষুব্ধের মতো হাত নাড়াল 'পাখি', 'কি গো প্রাণসখি, কেন এমন ভাব করছেন যেন এই প্রথম, কচি খুকি, কিছু বোঝেন না।' আবার সে ধৈর্য ধরে তার কানে কানে ফিসফিস করতে লাগল। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ভারিয়া শুনছে বুঝছে, কিন্তু সব মেয়ের মতোই ঢঙ করছে নিজের দাম বাড়াবার জন্য।

সন্ধে হবার সঙ্গে সঙ্গে খাদগুলো অন্ধকার হয়ে এল। ঘোড়াগুলো ক্লান্তভাবে ঘোঁৎঘোঁৎ করতে লাগল। ঝর্ণার উপর কুয়াশা ঘন হয়ে উঠে ধীরে ধীরে নামতে লাগল উপত্যকাগুলোর উপর। তবুও মেচিক ভারিয়ার কাছে এল না, আর এ কথাটা পরিষ্কার বোঝা গেল যে আসবার ইচ্ছে তার নেই। সে আসবে না বলে যতই তার ধারণা দৃঢ় হতে লাগল ততই তার আগেকার স্বপ্নগুলোর নিষ্ফল বিধুরতা আর তিক্ততা হয়ে উঠতে লাগল তীক্ষ্ণতর, ততই তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠতে লাগল সে স্বপ্ন বিসর্জন দেওয়া।

রাত্রির জন্য সৈন্যদল নেমে এল একটা খাদে। ঘোড়া আর মানুষরা ভীড় করে এল স্যাঁতসেঁতে, ভীরু ছায়ার মধ্যে।

'তাহলে ভুলে যাবেন না সখি,' বেহায়া সোহাগের সুরে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাল 'পাখি'। 'হ্যাঁ, অন্যদের কাছ থেকে দূরে আমি ছোট্ট আগুন জ্বালিয়ে রাখব। মনে রাখবেন কিন্তু...' খানিক পরে কাকে যেন উদ্দেশ্য করে সে চেঁচিয়ে উঠল, '— কোথায় যাচ্ছ মানে? রাস্তা আটকে রাখলি যে বড়ো?'

'কোথায় ঠেলা মেরে চলেছিস? এটা তোর প্লেটুন নয়!'

'বলছ কী — আমার নয়? তোমার চোখের ঠুলি খোল!..'

খানিক পরে যখন তারা দুজনেই স্পষ্টতই 'নিজেদের ঠুলি খুলছিল', যে ছোকরা 'পাখিকে' প্রশ্ন করেছিল অপরাধীর সুরে সে বলল:

'ধ্যেত্তারি, কুব্রাকের দলই তো দেখছি। কিন্তু মেতেলিৎসা কোথায়?' সে প্রশ্ন করল। এবং তার গলার অপরাধী সুরটা দিয়েই যেন ভুলের পরিপূর্ণ ক্ষতিপূরণ করে আবার সে অস্বাভাবিক গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'মে-তে-লিৎসা!'

নীচে একটা লোক এমন ক্ষিপ্ত চীৎকার করে উঠল যে মনে হল, হয় সে আত্মহত্যা করবে নয় তো আর দাবী মেনে নেওয়া না হলে ডাইনে বাঁয়ে মানুষ খুন করে চলবে:

'আলো জ্বালাও, বলছি জ্বালাও!..'

অকস্মাৎ খাদটার একেবারে তলায় শিবিরাগ্নির নিঃশব্দ শিখা লকলক করে উঠল — অন্ধকারের গ্রাস থেকে যেন ছিনিয়ে আনল ঘোড়াগুলোর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া মাথা, রাইফেল ও কার্তুজ-বেল্টের ঠান্ডা আভায় মানুষের ক্লান্ত মুখগুলো।

স্তাশিনস্কি, ভারিয়া আর খারচেঙ্কো এক পাশে এসে ঘোড়া থেকে নামল।

'বাস, এইবার জিরনো যাবে, আগুন জ্বালাব!' কৃত্রিম ফুর্তির সঙ্গে ঘোষণা করল খারচেঙ্কো। কিন্তু তাতে সাড়া দিল না কেউ।

'কী হে, গিয়ে কিছু জ্বালানি-কাঠ নিয়ে আসা যাক। বরাবরই এই একই ব্যাপার — যখন থামা দরকার থামি না, আর তারপর যত ভোগান্তি,' সেই একই স্বরে সে বলে চলল, ভিজে ঘাসের মধ্যে হাতড়াতে লাগল সে, সত্যিই স্যাঁসেঁতে ঘাস, অন্ধকার, সাপে কামড়ানোর ভয় আর স্তাশিনস্কির গোমড়া মৌনভাবের ফলে ভোগান্তি তার কম হচ্ছিল না। 'মনে আছে, সুচান ছাড়বার সময়েও এই একই ব্যাপার। অনেক আগেই রাত কাটাবার জন্যে আমাদের থামা উচিত ছিল, ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে এসেছে অথচ আমরা...'

'কেন যে বলছে ও সব?' নিজেকে ভারিয়া প্রশ্ন করল। 'সুচান... কোথায় ছেড়ে যাচ্ছে... ঘুটঘুটে অন্ধকার... কে এ সব এখন শুনতে চায়? সব, সবকিছু শেষ হয়ে গেছে, — আর কিছুই ঘটবে না।' এখন তার খিদে পেয়েছিল, তার ফলে কেন জানি বেড়ে উঠছিল আর একটা অনুভূতি — বোবা ও নিষ্ঠুর একটা শূন্যতা, যা সে এখন কিছুতেই ভরে তুলতে পারছে না। চোখের জলকে সে প্রায় আটকাতে পারছিল না।

কিন্তু খেয়ে দেয়ে গরম হয়ে ওঠার পর তিনজনেই তারা চাঙ্গা হয়ে উঠল এবং চারিদিকের অচেনা, ঠান্ডা, নীলচে-কালো পৃথিবীটা মনে হল ইতিমধ্যেই তাদের নিজস্ব, উষ্ণ, আরামদায়ক হয়ে উঠেছে।

'আহা, কোট রে আমার গ্রেটকোট,' কোটের পুঁটলিটা খুলে খারচেঙ্কো পরিতৃপ্তির স্বরে বক্তৃতা দিয়ে উঠল। 'আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না। এই সঙ্গে একটা মেয়ে যদি হত!..' চোখ মটকে হেসে উঠল সে।

'কিন্তু কেনই বা ওকে অমন জ্বালাচ্ছি আমি,' ভারিয়া ভাবল। টের পাচ্ছিল যে চাঙ্গা অগ্নিকুন্ডটা, মন্ড ভোজন আর খারচেঙ্কোর ঘরোয়া কথাবার্তা — এ সবের ফলে তার স্বাভাবিক কোমলতা ও মমতা ফিরে আসছে। 'এমন কিছুই তো আর ঘটে নি, যার জন্যে অমন মন খারাপ করতে হবে। আমার পাগলামির জন্যেই ছেলেটা ওখানে একলা একলা বসে রয়েছে... শুধু ওর কাছে গেলেই সবকিছুই আগেকার মতো হয়ে যাবে ...'

হঠাৎ তার ভারি ইচ্ছে হল মনের মধ্যে মেচিকের প্রতি কোনো রাগ কি ক্ষোভ পুষে রাখবে না, কষ্ট পেতে চায় না সে — তার চারিপাশের প্রত্যেকেই যখন অমন হাসিখুসি, আর কেউই যখন কোনো কিছু নিয়ে দুর্ভাবনা করছে না এবং যখন নিজেও সে হয়ত দুর্ভাবনা ফেলে রেখে খুসি হয়ে উঠতে পারে। তৎক্ষণাৎ সে স্থির করল তার মন থেকে সবকিছু ঝেড়ে ফেলে মেচিকের কাছে যাবে। এর মধ্যে এখন খারাপ কি অবমাননাকর কিছুই সে দেখতে পেল না।

'কিছুই, কিছুই চাই না আমি,' সে ভাবল এবং সঙ্গে সঙ্গে খুসি হয়ে উঠল, 'শুধু ও যদি আমাকে চায় আর ভালোবাসে; যদি শুধু ও থাকে আমার কাছে। হ্যাঁ, ও যদি আমার পাশে পাশে ঘোড়ায় চেপে চলে, আমার সঙ্গে গল্প করে, আমার সঙ্গে শোয় তাহলে সবকিছু আমি দিয়ে দোব... এমন ছেলেমানুষ, এমন সুন্দর ...'

অন্যদের কাছ থেকে কিছু দূরে মেচিক আর 'পাখি' শিবিরাগ্নি জ্বালিয়েছিল। রাঁধা বাড়া করতে ভারি কুঁড়েমি লেগেছিল তাদের, খানিকটা শুয়োরের চর্বি ঝলসে নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু রুটির চেয়ে সেটাতেই তারা এমন বেশি কামড় বসায় যে সবটা ফুরিয়ে যাবার পরেও তাদের খিদেটা যায় নি।

ফ্রলোভের মৃত্যু এবং পিকার অদৃশ্য হবার ব্যাপারটা মেচিক তখনো সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারে নি। সমস্ত দিন সে অনুভব করেছে যেন নিঃসঙ্গতা ও মৃত্যুর অদ্ভুত উদ্বিগ্ন চিন্তা দিয়ে গড়া একটা কুয়াশার মধ্যে সে ভেসে চলেছে। সন্ধের দিকে কুয়াশার এই পর্দাটা গেছে সরে, কিন্তু কারুর সঙ্গেই দেখা করতে চাইছিল না সে, সবাইকেই সে ভয় পাচ্ছিল।

খানিক কষ্ট করে ভারিয়া তাদের শিবিরাগ্নিটা খুঁজে পেল। একই রকম সব শিবিরাগ্নি আর ধূমায়িত গানে গমগম করছে গোটা খাদটা।

'আরে, এইখানে এসে লুকিয়ে আছ!' ঝোপগুলোর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে সে বলল। তার বুকটা দ্রুত স্পন্দিত হতে লাগল।

মেচিক চমকে উঠল। তার দিকে তাকাল সে ঠাণ্ডা, ভীত চোখে, আর তারপর তাকাল আগুনটার দিকে।

'এই যে!..' মধুর হেসে 'পাখি' বলল। 'আপনাকেই চাইছিলাম। বসে পড়ুন, দেবী, বসে পড়ুন!..'

উত্তেজিত হয়ে সে তার গ্রেটকোটটা এক পাশে টেনে তার পাশে ভারিয়াকে বসার নিমন্ত্রণ জানাল। ভারিয়া নিমন্ত্রণটা গ্রহণ করল না। প্রথম থেকেই লোকটার মধ্যে এমন একটা কিছুর আভাস সে সহজাত বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করেছিল, যদিও সে জানত না সেটা কী, 'পাখির' সেই স্বভাবগত স্থূলতাটা এখন তার কাছে বিশেষ করে বিরক্তিকর লাগল।

'কেমন আছ দেখতে এলাম, একেবারেই তো আমাদের ভুলে গেছ,' বিচলিত সুরেলা গলায় শুধু মেচিককেই সে বলল, এবং এ কথাটা সে ঢাকল না যে সে এসেছে শুধু মেচিকেরই জন্য। 'খারচেঙ্কো জিগগেস করছিল, বলে কেমন আছে... বলে, জখমটা তো আর অল্প ছিল না, তা এখন যেন সেরে গেছে। আমার কথা ছেড়েই দাও...'

মেচিক কাঁধ ঝাঁকুনি দিল। কিছুই বলল না।

'বলে দেবেন চমৎকার আছি — এ আবার জিজ্ঞেস করতে হয়!' সাগ্রহে নিজেই কথাবার্তার ভার নিয়ে 'পাখি' চেঁচিয়ে উঠল। 'আসুন, পাশে বসুন, লজ্জা কী!'

'দরকার নেই, এসেছিলাম শুধু এক দণ্ডের জন্যে,' ভারিয়া বলল। 'যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে...' হঠাৎ অপমানিত বোধ করল সে: মেচিকের জন্য সে এসেছে, আর সে কিনা শুধু তার কাঁধ ঝাঁকাল। সে বলল, 'দেখছি খাওয়া দাওয়া কিচ্ছু হয় নি তোমাদের; কটোরাটা একেবারে পরিষ্কার...'

'খাবার কী আছে! ওরা যদি আমাদের ভদ্রগোছের খাবার দিত তাহলেও বোঝা যেত, দেয় তো, শালা, শয়তানই জানে কী!..' 'পাখি' খুঁতখুঁত করে মুখ বিকৃত করল। 'তবে আপনি আসুন, পাশে বসুন!' আবার সে তাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করল, হাত ধরে তাকে টানল নিজের দিকে। 'বসুন না!..'

কাছেই গ্রেটকোটটার উপর বসল ভারিয়া।

'চুক্তির কথাটা মনে আছে তো?' অন্তরঙ্গের মতো চোখ মটকাল 'পাখি'।

'কীসের চুক্তি?' লোকটা কী যে বলতে চায় তার খানিকটা আঁচ করে আতঙ্কিত হয়ে ভারিয়া প্রশ্ন করল। 'ইস্ উচিত হয় নি, আসা উচিত হয় নি,' অকস্মাৎ ভাবল সে, বুকের ভিতরে তার যন্ত্রণাকর মস্ত কী একটা যেন মুচড়ে উঠল।

'চুক্তি মানে? ওঃ, বুঝতে পেরেছি, দাঁড়ান একটু...' 'পাখি' তাড়াতাড়ি মেচিকের দিকে হেলে পড়ল। 'যদিও ভদ্র সমাজে গুপ্তকথা থাকাটা ভব্যতা নয়,' হাত দিয়ে মেচিকের কাঁধ জড়িয়ে ভারিয়ার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'তবু...'

'গুপ্তকথা আবার কীসের?..' কৃত্রিম হেসে, ঘনঘন চোখ মিটমিট করে কেন জানি তার কম্পিত অবাধ্য আঙুলগুলো দিয়ে ভারিয়া তার চুল ঠিক করতে লাগল।

'সিলমাছের মতো বসে রইলি যে?' 'পাখি' দ্রুত মেচিকের কানে কানে ফিসফিস করে বলল। 'আমাদের সব ঠিকঠাক হয়ে আছে আর তুই...'

মেচিক 'পাখির' কাছ থেকে ছিটকে সরে, ভারিয়ার দিকে তাকিয়ে আরক্ত হয়ে উঠল। 'নাও হল তো? দেখছ তো কী ঘটছে?' ভারিয়ার সজল দৃষ্টি যেন ভর্ৎসনা করে বললে মেচিককে।

'না, না, আমি চললাম... না, না...' 'পাখি' তার দিকে আবার ফিরতেই মৃদুস্বরে বলে উঠল ভারিয়া, যেন ইতিমধ্যেই 'পাখি' তার কাছে কোনো কু প্রস্তাব দিয়েছে। 'না, না, আমি চললাম...' লাফিয়ে উঠে মাথা নুইয়ে ছোটো ছোটো দ্রুত পায়ে ছুটে চলে গেল ভারিয়া। অল্পক্ষণের মধ্যেই অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

'আবার তোর জন্যেই সব মাটি হল আনাড়ি কোথাকার!..' দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে 'পাখি' ফোঁসফোঁস করতে লাগল, মেচিকের উপর হল তার দারুণ রাগ। অকস্মাৎ যেন এক আদিম প্রাকৃতিক শক্তিতে লাফিয়ে উঠল সে। তারপর লম্বা লম্বা লাফ মেরে ছুটল ভারিয়ার পিছন পিছন।

ভারিয়ার সঙ্গ ধরে সজোরে তাকে আলিঙ্গন করে সে টানতে লাগল ঝোপের দিকে, বললে, 'কি, আসুন, লক্ষ্মীটি, খুকিটি আমার...'

'ছেড়ে দাও, ছুঁয়ো না বলছি। চীৎকার করব কিন্তু!..' দুর্বল হয়ে আর প্রায় কাঁদতে কাঁদতে মিনতি করলে ভারিয়া। তাহলেও টের পাচ্ছিল যে তার

চীৎকার করার শক্তি নেই আর, প্রয়োজনও নেই: কেন সে চীৎকার করবে? কার জন্য?

'লক্ষ্মীটি, কেন? হয়েছে হয়েছে, নাও — এসো!' ভারিয়ার মুখ চাপা দিয়ে বললে 'পাখি', নিজের সোহাগে নিজেই ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠল সে।

'সত্যিই তো — কেন? তাতে এখন আর কী লাভ?' ক্লান্ত হয়ে ভাবল সে। 'কিন্তু এ যে 'পাখি'। এ যে 'পাখি'!.. কোত্থেকে এল সে, কেন?.. ওহ্, কীই বা আর এসে যায়...'

সত্যিই, কিছুতেই তখন আর ভারিয়ার এসে যায় না।





১৩

বোঝা

'ভালো লাগে না আমার চাষীদের, মন টানে না,' জিনের ওপর তালে তালে দুলতে দুলতে বলছিল মরোজকা, আর মিশকা যখন সামনে ডান পা ফেলছিল তখন তালে তালেই চাবুক মারছিল বার্চ গাছের জ্বলজ্বলে হলুদ পাতায়। 'ঠাকুর্দার কাছেও গিয়েছি তো। আমার দুই খুড়ো ওখানে জমি চষে। উঁহু, মন লাগে না। ঠিক তেমনটি নয় — রক্তই আলাদা। কেপন, সেয়ানা সবাই... বলবার আর কী আছে!' বার্চ গাছ ছেড়ে মরোজকা তাল রাখার জন্য চাবুক মারলে নিজের হাই বুটের ওপর। 'অত ধূর্তামি, কেপটামি কী নিয়ে বল তো দেখি?' মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করলে সে, 'একটা কচু, একটা কচুও যে ওদের নেই, ঝেড়ে ঝুড়েও কিছু মিলবে না!..' কেমন একটা বিজাতীয় কাঁচা নালিশের সুরে হেসে উঠল সে।

ঘোড়ার দুই কানের মাঝখানটায় দৃষ্টি চালিয়ে শুনছিল গনচারেঙ্কো,

ধুসের চোখ দুটোয় একটা বুদ্ধিমান, বলিষ্ঠ ঝলক, যারা ভালো শ্রোতা, বিশেষ করে শোনা জিনিস নিয়ে যারা ভাবতে পারে তাদের যেমন হয়।

'আমার ধারণা সবাই আমরা চাষা,' হঠাৎ বললে সে, **আমরা** কথাটায় জোর দিয়ে চাইলে মরোজকার দিকে, 'আমাকেই ধর না কেন, কিংবা তোর কি ওই দুবোভের কথা ধর — সবার মধ্যেই চাষী পাবি...' 'পাবি' কথাটার পুনরুক্তি করলে দৃঢ়তার সঙ্গে। 'চাষাড়ে লাপতি ছাড়লেই কি আর হয়...'

'কার কথা বলছিস?' ঘাড় ফেরালে দুবোভ।

'লাপতি থাকলেও তাই... কথা হচ্ছে আমাদের চাষাদের নিয়ে... বলছি আমাদের সবার মধ্যেই চাষা আছে...'

'বটে!..' সন্দেহ প্রকাশ করলে দুবোভ।

'তা নয়ত কী... মরোজকার কথা ধর না, গাঁয়ে দাদু আছে, খুড়ো আছে, তোর...'

'আমার ভায়া কেউ নেই,' বাধা দিলে দুবোভ, 'ভগবান বাঁচিয়েছেন! ও জাতটা ব্যপু, তা মানছি, দেখতে পারি না... কুব্রাককেই ধর না — নিজেও এখনো তোমার মহামোড়ল কুব্রাক। সকলের তো আর বুদ্ধির দরকার করে না। কিন্তু বাহিনীটা কী জুটিয়েছে দ্যাখ না...' অবজ্ঞায় থুতু ফেললে দুবোভ।

এ আলোচনাটা হচ্ছিল যাত্রার পাঁচদিনের দিন, যখন খাউনিখেজার উৎস থেকে নিচে নামছে বাহিনী। যাচ্ছিল তারা সাবেকী শীতকালীন পথ দিয়ে, শুকিয়ে আসা নরম ঘাসে তা ঢাকা। কোয়ার্টারমাস্টারের সহকারী হাসপাতালে যে রসদ জমিয়ে রেখেছিল, তার এক কণাও এখন অবশিষ্ট না থাকলেও মনোবল সবারই চাঙ্গা, জানে থাকার জায়গা আর বিশ্রাম বেশি দূরে নয়।

'দেখেছিস ব্যাটা করে কী?' চোখ মটকালে মরোজকা, 'আমাদের ওই দুবোভ, বুড়ো বটে!' কম্যান্ডার যে গনচারেঙ্কোর কথায় সায় না দিয়ে তার সঙ্গেই একমত এতে অবাক হয়ে আনন্দে হাসল সে।

'লোকের সম্পর্কে অমন কথা ভালো নয় হে,' একটুও হার না মেনে বললে গনচারেঙ্কো, 'বেশ নয় ধরলাম, তোর কেউ নেই — সেটা কোনো কথা নয়। আমারও তো এখন আর কেউ নেই। আমাদের খনিটার কথা ধরি, মানে তোর জন্ম অবিশ্যি রাশিয়ায় কিন্তু মরোজকা? ও তার খনিটা ছাড়া আর প্রায় কিছুই দেখে নি...'

'দেখি নি মানে,' চটে উঠল মরোজকা, 'ফ্রন্টেও তো গেছি ...'

'নয় বেশ তো, বেশ তো,' দ্বোভ বললে, 'নয় কিছুই দেখে নি ...'

'তাহলে আমাদের খনিটাও তো ওই গাঁয়ের মতোই দাঁড়াচ্ছে,' শান্তভাবে বললে গনচারেঙ্কো, 'প্রত্যেকেরই নিজের নিজের শব্জীখেত, এই হল এক নম্বর। অর্ধেক লোক আসে শীতকালে, গরমকালে ফের চলে যায় চাষ করতে। হরিণের ডাক কি, যেন গাঁয়ের গোয়ালে গরু। গিয়েছি বাপু তোদের খনিতে ...'

'গাঁয়ের মতো?' গনচারেঙ্কোর কথার সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে অবাক হল দ্বোভ।

'তা নয় ত কী? শব্জীখেতে মেয়েরা তোদের মাটি খোঁড়ে, আশেপাশের লোকেরাও সবই গেঁয়ো, তার একটা ফল হয় না? হয়!' গনচারেঙ্কো তার অভ্যাসমতো জোরে হাতটা দিয়ে একটা ঝটকা মারলে।

'ফল হয় ... তা সত্যি ...' অনিশ্চিতের মতো বললে দ্বোভ, ভাবতে লাগল সেটা 'কয়লাওয়ালাদের' পক্ষে কলঙ্কের কথা কিনা।

'তবেই বোঝা গেল। এখন সহরের কথা ধর। কতো বড়ো আমাদের সহরগুলো? আছেই বা কটা? একটা দুটো? বাস, হাজার হাজার ভার্স্ট ধরে — গ্রাম ছাড়া আর কিছুই নেই ... ফল হয় না তার?'

'আরে দাঁড়া, দাঁড়া!' প্লেটুনের কম্যান্ডার হতবুদ্ধি হয়ে বলল। 'বলছিস হাজার হাজার ভার্স্ট? গ্রাম ছাড়া আর কিছুই নেই? বেশ হাঁ, গ্রামই, ফল হয়, তাতে কী?'

'তাই দাঁড়াচ্ছে যে আমাদের সবাইকার মধ্যেই খানিকটা করে চাষী আছে,' দ্বোভের যুক্তি খণ্ডন করে যেখান থেকে সে শুরু করেছিল সেখানেই ফিরে এসে সে বলল।

'বলেছ বটে খাসা!' উল্লসিত হয়ে উঠল মরোজকা। যে মুহূর্ত থেকে দ্বোভ তর্কে যোগ দেয়, তখন থেকেই তার একমাত্র আগ্রহ কেবল মানুষের তর্কশক্তিতে। 'ও তোকে বসিয়ে দিয়েছে বুড়ো, পাল্টা জবাব আর দিতে হচ্ছে না।'

'এ সব থেকে বলতে চাইছিলাম যে,' দ্বোভকে ধাতস্থ হবার সময় না দিয়ে গনচারেঙ্কো বিশদভাবে বোঝাল, 'চাষীদের সামনে তোমাদের গুমর দেখানো উচিত নয় মরোজকা, তোরও। কেন, চাষীরা না থাকলে আমরাও ...'

সে মাথা নাড়িয়ে চুপ করল। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে দুবোভ পরে যত কথাই বলুক তাতে তার মত বদলাবে না।

'শালার বুদ্ধি আছে!' গনচারেঙ্কোর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে এবং ক্রমশই সশ্রদ্ধ হয়ে ভাবল মরোজকা। 'বুড়োকে এমন কোণঠাসা করেছিল যে নড়তে হয় নি।' মরোজকা জানত যে সবাইকার মতোই গনচারেঙ্কোরও ভুল হতে পারে, সবসময়েই সে অভ্রান্ত নয়। যেমন ধরো, মরোজকা একেবারেই এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নয় যে তার নিজের মধ্যে চাষীদের হাবভাব খানিকটা আছে, যদিও মনে হয় এ বিষয়ে গনচারেঙ্কো নিঃসন্দেহ। তাসত্ত্বেও বিস্ফোরণের ভারপ্রাপ্ত এই লোকটির উপর এতটা আস্থা সে বোধ করল যা আর কারো ওপর সে রাখে নি। গনচারেঙ্কো হল নিজেদেরই একজন। এমন মানুষ যে 'বুঝতে পারে'; আরো বড় কথা হল সে ফাঁকা বুলি বলে না, কুঁড়েও নয়। তার পেশীবহুল বড় বড় হাতগুলো কাজ করার জন্য নিসপিস করে। প্রথম দেখলে মনে হয় বুঝি কাজ হচ্ছে ধীরে ধীরে, আসলে কিন্তু সে হাত আশ্চর্য তৎপর, তাদের প্রতিটি গতিই সুশৃঙ্খল আর নিখুঁত।

মরোজকা আর গনচারেঙ্কোর মধ্যে যে সম্পর্কটা গড়ে উঠল সেটা পার্টিজান বন্ধুত্বের সেই প্রথম পর্যায় যার কথায় পার্টিজানরা বলে, 'একই গ্রেটকোট ঢাকা দিয়ে শোয়, খায় একই কটোরা থেকে।'

গনচারেঙ্কোর এই দৈনিক সাহচর্যের জন্য মরোজকাও ভাবতে শুরু করল সে নিজেও এক বিবেকী পার্টিজান: ঘোড়া তার ফিটফাট থাকে, সাজটা ভালো; ঘষা মাজা রাইফেলটা ঝকঝক করে আয়নার মতো; লড়াইয়ের সময় সর্বদাই সে যায় সবাইকার আগে এবং সর্বদাই তার উপর নির্ভর করা যায়। তাই তার সঙ্গীরা তাকে পছন্দ ও শ্রদ্ধা করে থাকে। এর ফলে অজ্ঞাতসারেই সে সেই সুস্থ ও সঙ্গত জীবনের দিকে আকর্ষিত হল যেটা, সে ভাবত, গনচারেঙ্কো যাপন করে — এমন এক জীবন যেখানে অনাবশ্যক ও বাজে চিন্তার স্থান নেই।

'থামো!.. থামো!..' সামনের দিক থেকে হাঁক ভেসে এল। সারি বরাবর চলতে লাগল হাঁকটা, আর সেই সঙ্গে সামনের লোকেরা থেমে গেলেও, পিছনের লোকেরা এগুতে থাকল, ফলে লাইন ভেঙে গেল।

'ওহে, হো, মেতেলিৎসাকে ডাকছে...' মুখে মুখে আর একটা হাঁক পাঠানো হল। কয়েক মুহূর্ত পরে শকুনের মতো তীব্র বেগে তাদের পাশ

দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল মেতেলিৎসা। সৈন্যদলের সবাইকার চোখ তার রাখালিয়া ধাঁচের চমৎকার অশ্বচালনাটা দেখতে লাগল অচেতন গর্বের সঙ্গে। এর সঙ্গে কোনো ধরনের সামরিক অশ্বচালনার সম্পর্ক ছিল না।

'আমার নিজে গিয়ে দেখা দরকার কী ঘটেছে,' দুবোভ বলল।

খানিক পরে সে ফিরল দারুণ বিরক্ত হয়ে, কিন্তু তাসত্ত্বেও চেষ্টা করল তার রাগটা লুকোতে।

'মেতেলিৎসা যাচ্ছে শত্রুদের খবরাখবর জানতে। এখানেই আমাদের রাত কাটাতে হবে,' নিজেকে সামলেই বলল সে বটে, কিন্তু স্বরের মধ্যে ক্রুদ্ধ ক্ষুধিত এক সুর ফুটে উঠল।

'ব্যাপারটা কী? না খেয়ে? ভেবেছে কী সব?' চারিপাশের লোকেরা চীৎকার করে উঠল।

'এর নাম বিশ্রাম?..'

'পোড়া কপাল!..' মরোজকা তাদের সঙ্গে যোগ দিল।

সামনের লোকেরা ইতিমধ্যেই ঘোড়া থেকে নামতে শুরু করেছে।

লেভিন্সন স্থির করেছিল তায়গায় রাত কাটাবে, কারণ খাউনিখেজার ভাটির দিকটা শত্রু অনধিকৃত বলে সে নিঃসন্দেহ ছিল না। তাহলেও সে আশা করছিল যে শত্রুরা সেখানে থাকলেও সে লুকিয়ে তুদো-ভাকু উপত্যকায় যেতে পারবে যেখানে ঘোড়া আর ফসল আছে প্রচুর।

যাত্রার সমস্তক্ষণ সে তার পাঁজরার অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েছে। যন্ত্রণাটা প্রতিদিন বেড়েই চলেছিল। এতদিনে সে বুঝেছিল যে অবসাদ ও রক্তস্বল্পতার পরিণাম স্বরূপ এই যন্ত্রণাটাকে সারিয়ে ফেলা যায় কয়েক সপ্তাহ বিশ্রাম আর পুষ্টিকর খাবার দিয়ে। কিন্তু এ বিষয়ে সে আরো নিঃসন্দেহ ছিল যে ভালো বিশ্রাম ও খাদ্য বহুদিন তার কপালে জুটবে না। যাত্রার সমস্তক্ষণ সে তার এই নতুন ব্যাপারটার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল। নিজেকে প্রবোধ দিয়েছিল এই বলে যে এটা 'যৎসামান্য অসুস্থতা', এতে সর্বদাই সে ভুগেছে, এবং অতএব এটা সম্ভবত তার সেই কাজে বাধা হবে না, যেটা নিজের কর্তব্য বলে সে অনুভব করে।

'আমার মতে এগিয়ে যাওয়া উচিত...' চতুর্থবার কুব্রাক কথাগুলো আওড়াল। লেভিন্সনের কথা সে মানছিল না। কথাগুলো সে বললে তার লোমের বুটের দিকে তাকিয়ে, নির্বোধ একগুঁয়ের মতো, যার কাছে নিজের ক্ষিদেটা ছাড়া আর কিছুই ধর্তব্য নয়।

'ধৈর্যে না কুলালে তুমি নিজেই যাও। শুধু তোমার জায়গায় কারুর ওপর কাজের ভার দিয়ে একলা চলে যাও। কিন্তু দলের সবাইকে বিপদের মধ্যে নিয়ে যাবার কোনো মানে হয় না...'

লেভিন্সন এমন সুরে বললে যেন কুব্রাক ঠিক এই অর্থহীন কাজটাই করতে চাইছে।

'গিয়ে বরং পাহারার ব্যাপারটা দেখো ভায়া,' প্লেটুন কম্যান্ডারের মন্তব্য উপেক্ষা করে সে যোগ করে দিল। কিন্তু কুব্রাককে জেদ ধরতে প্রস্তুত দেখে অকস্মাৎ সে ভ্রূ কুঁচকে কঠিন স্বরে প্রশ্ন করল, 'কী বললে?..'

কুব্রাক মুখ তুলে চোখ মিটমিট করতে লাগল।

'সামনে পথ দিয়ে এক ঘোড়সওয়ার প্রহরী পাঠাও,' লেভিন্সন বলে চলল তার সেই আগের চাপা বিদ্রূপের সুরে। 'আর পেছনে প্রায় আধ ভার্স্ট দূরে বসাও পদাতিক প্রহরী, সবচেয়ে ভালো হয় যে স্রোতটা আমরা পেরুলাম সেখানটায়। বুঝলে?'

'বুঝেছি,' কুব্রাক গরগর করে উঠল। যে কথা বলতে চায় সে কথা না বলে এটা কেন বলল ভেবে সে অবাক হল। 'হারামজাদা গেঁতো!' সে ভাবল। লেভিন্সনের প্রতি তার অজ্ঞাত অপছন্দটা শ্রদ্ধায় চাপা পড়ে মিশে গেল আত্মকরুণার সঙ্গে।

রাত্রে অকস্মাৎ জেগে উঠে, হালে প্রায়ই যা সে করত, কুব্রাকের সঙ্গে তার এই কথাবার্তাটা মনে পড়ল লেভিন্সনের। একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রহরীদের পরিদর্শন করতে গেল সে।

ধূমায়িত শিবিরাগ্নিগুলোর ভিতর দিয়ে যাবার সময় সে চেষ্টা করল গ্রেটকোট-ঢাকা ঘুমন্ত মানুষদের না মাড়াতে। ডান দিকের সবচেয়ে দূরের আগুনটা জ্বলছিল অন্যগুলোর চেয়ে বেশী জোরে। শিবিরের প্রহরী সেখানে উবু হয়ে বসে হাতের তালু প্রসারিত করে আগুন পোয়াচ্ছিল। স্পষ্টই বোঝা যায় তার মন পড়ে রয়েছে অনেক দূরে। তার ভেড়ার চামড়ার কালো টুপিটা মাথার পিছনে সরে গেছে, বিস্ফারিত চোখগুলো স্বপ্নালু, আর ঠোঁটের উপর ছড়িয়ে রয়েছে মৃদু ছেলেমানুষী হাসি। 'বাঃ, খাসা!..' ভাবলে লেভিন্সন, কেন জানি এই নীল ধূমায়িত আগুন, প্রহরীর হাসি মুখ এবং রাত্রে ওৎ পেতে থাকা যা কিছু বিপদ সব মিলিয়ে যে মৃদু, ঈষৎ-উদ্বিগ্ন হর্ষের অস্পষ্ট অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করেছিল, সেটা প্রকাশ করার জন্য আর কোনো কথা তার জোগাল না।



আরো সাবধানে ও সতর্কভাবে এগিয়ে চলল সে নিজে অলক্ষিত থাকার জন্য নয় — ভয় পেয়ে প্রহরীর মুখের হাসিটা যাতে মিলিয়ে না যায়। প্রহরী কিন্তু তখনো নিজের চিন্তায় ডুবে গিয়ে হেসে যাচ্ছে আগুনের দিকে তাকিয়ে। নিঃসন্দেহে এই আগুন আর ঘোড়াগুলোর ভিজে ঘাস চিবনোর মচমচ শব্দে তার মনে পড়ে গিয়েছে ছেলেবেলার রাতগুলোর কথা: শিশিরসিক্ত জ্যোৎস্নালোকিত মাঠ, দূরের গ্রামে মুরগির ডাক, ইতস্তত চরে-বেড়ানো ঘোড়ার পালের স্তিমিত খুটখুট, তার মুগ্ধ ছেলেমানুষী দৃষ্টির সামনে আগুনের লেলিহান শিখা। সে আগুন বহুকাল আগেই নিভে গেছে, তাই আজকের আগুনটার চেয়ে তা যেন উজ্জ্বল আর উষ্ণ।

শিবির ছেড়ে লেভিন্সন এগুতে না এগুতেই একটা ভিজে দুর্গন্ধময় অন্ধকার তাকে ঘিরে ফেলল। নরম একটা জিনিসের মধ্যে ডুবে গেল তার পা। বাতাসে ব্যাঙের ছাতা আর পচা কাঠের গন্ধ। 'কী ছমছমে!' ভাবল সে, তারপর তাকাল পিছন দিকে। এখন আর কোনো গোলাপী আভা দেখা যাচ্ছে না। হাসিমুখ প্রহরীর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শিবিরটাই যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। লেভিন্সন দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইচ্ছে করেই ফুর্তির ভাব করে এগিয়ে চলল পথ ধরে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সে স্রোতের শান্ত কুলুকুলু ধ্বনি শুনতে পেল। অন্ধকারে কয়েক মিনিট কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর নিজের মনে হেসে সে গতি বাড়াল। ইচ্ছে করেই পায়ের শব্দ করতে লাগল যাতে শোনা যায়।

'কে?.. কে ওখানে?..' অন্ধকারে একটা কাঁপা স্বর শোনা গেল।

লেভিন্সন মেচিকের স্বর চিনতে পারল। তার কথার জবাব না দিয়ে সে সোজা এগিয়ে গেল তার দিকে। নিস্তব্ধ অন্ধকারে একটা রাইফেলের লক খটখট করে উঠল; কার্তুজটা আটকে যাবার কর্কশ শব্দ শোনা গেল। লেভিন্সন প্রায় দেখতে পেল কার্তুজটাকে ঠিক জায়গায় পাঠাবার জন্য কীভাবে চঞ্চল হয়ে উঠছে মেচিকের হাত।

'ঘন ঘন তেল দিতে হয়...' ঠাট্টা করে বলল লেভিন্সন।

'ওঃ, আপনি!..' আশ্বস্ত হয়ে বলল মেচিক। 'না, না, তেল আমি ঠিকই দিই... কী যে বিগড়েছে বুঝতে পারছি না...' লজ্জিত হয়ে সে কম্যান্ডারের দিকে তাকাল। লকটা যে খোলাই আছে সে কথা ভুলে রাইফেলটা নীচু করল সে।

মেচিক পাহারা দিতে এসেছিল তৃতীয় শিফ্‌টে মাঝরাতে। ঘাসের উপর কর্পোরালের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার পর আধ ঘণ্টার বেশী সময় কাটে নি — অথচ মেচিকের মনে হচ্ছিল, অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে আছে। অনাত্মীয় এক বিপুল জগতে নিজের চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিল সে, যেখানে সবকিছুই নড়ে চড়ে উঠছে, অনাত্মীয় সতর্ক আর হিংস্র এক জীবন চলেছে মন্থর গতিতে।

আসলে সারাটা সময় সে ভাবছিল কেবল একটি কথাই। সে জানে না কবে কোথা থেকে চিন্তাটা দেখা দিয়েছে, কিন্তু এখন যাই সে ভাবুক না কেন, মন তার কেবল এই কথাটাতেই ফিরে আসছিল। সে জানত কথাটা কখনো কারুর কাছে সে উচ্চারণ করবে না। এ কথাও সে জানত যে ভাবনাটা তার কেন জানি ভালো নয়, লজ্জাজনক। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও সে বুঝেছিল যে চিন্তাটা কখনো তাকে পরিত্যাগ করবে না, তার পরিকল্পনাটা পূর্ণ করার জন্য সে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। এটাই তার শেষ এবং একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

পরিকল্পনাটা হল এই: যে কোনো উপায়েই হোক, যে কোনো রকমেই হোক যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি এই সৈন্যদল থেকে তাকে পালাতে হবেই।

তার সহরের পূর্বতন জীবনটাকে একদা তার মনে হয়েছিল দারুণ নিরানন্দ ও একঘেয়ে। এখন সেই জীবনে সে ফিরে যেতে পারবে, এ কথা ভাবতেই তার মনে হল সে জীবন বড়োই সুখের, নির্ঝঞ্ঝাটের, একমাত্র সম্ভাব্য জীবন।

লেভিন্সনকে দেখে মেচিক বিব্রত হয়ে পড়ল তার রাইফেলটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল বলে ততটা নয়, যতটা নিজের চিন্তার মধ্যে আচম্বিতে ধরা পড়ে গিয়েছে বলে।

'খাসা সৈনিক!' সদয়ভাবে লেভিন্সন বলল। তখনো তার মনে ছিল সেই শিবির প্রহরীর হাসি মুখটার কথা, তাই সে রেগে উঠতে চাইছিল না। 'একলা দাঁড়িয়ে থাকতে গা ছমছম করে, তাই না?'

'না, না... কেন?' বিব্রত হয়ে মেচিক বলল। 'অভ্যেস হয়ে গেছে।'

'আমার কিন্তু আর অভ্যেস হচ্ছে না,' হেসে লেভিন্সন বলল। 'দিনে আর রাতে কতবার তো একলা একলা হেঁটেছি, ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছি, কিন্তু গা ছমছম করে... ভালো কথা, এখানে সবকিছু শান্ত তো?'

'হ্যাঁ, সবকিছু শান্ত,' তার দিকে বিস্মিত এবং খানিক ভীরুভাবে তাকিয়ে মেচিক বলল।

'হ্যাঁ, ভাবনা নেই, শীগগিরই অবস্থার উন্নতি হবে,' লেভিন্সন বলল। মনে হল মেচিকের কথার উপর সে মন্তব্য করল না, করল যেন সেগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থের উপর। 'আমরা যদি কোনো রকমে শুধু তুদো-ভাকুতে পোঁছতে পারি। সেখানে পোঁছলে অবস্থাটা ভালো হবে। সিগারেট খাও? খাও না?'

'না... মানে কখনো সখনো সখ করে আর কি,' ভারিয়ার দেওয়া তামাকের থলির কথাটা মনে পড়ায় তাড়াতাড়ি মেচিক যোগ করে দিল, যদিও সে জানত যে সেটার অস্তিত্বটা লেভিন্সনের জানার কথা নয়।

'তামাক ছাড়া একঘেয়ে লাগে না?.. কানুনিকভ — সে আমাদের একজন ভালো পার্টিজান ছিল। তামাক না খেয়ে সে এক ঘণ্টাও থাকতে পারত না। কে জানে শহরে পোঁছতে পেরেছে কিনা...'

'কিন্তু শহরে গেল কেন?' মেচিক প্রশ্ন করল। একটা অস্পষ্ট চিন্তা তার মনে খেলে যাওয়ায় বক্ষস্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠল।

'আমি একটা খবর দিয়ে তাকে পাঠিয়েছি। ব্যাপারটা বেশ বিপজ্জনক। আমাদের সমস্ত রিপোর্টই সেখানে।'

'তাহলে আরেকজন কাউকে পাঠানো যায়,' এক অস্বাভাবিক গলায় মেচিক বলল। সে চেষ্টা করল যাতে তার কথাগুলো সাধারণ শোনায়। 'অন্য কাউকে পাঠাবার কথা ভাবছেন না?'

'কেন বলো তো?' সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে লেভিন্সন প্রশ্ন করল।

'এমনি জিগগেস করছি... যদি ভেবে থাকেন তাহলে আমি খবর নিয়ে যেতে পারি। সহর আমি ভালো করে চিনি...'

মেচিকের মনে হল সে হঠকারিতা করে ফেলেছে, এবং লেভিন্সন এখন সবই টের পেয়ে গেছে।

'না, কাউকে পাঠাবার কথা ভাবছি না,' চিন্তিত টানা টানা স্বরে লেভিন্সন বলল। 'ওখানে তোমার কে আছে? আত্মীয়স্বজন?

'না, ওখানে আমি কাজ করতাম এইমাত্র। মানে, আত্মীয়স্বজন আছে বটে, কিন্তু তার জন্যে বলছি না। না, আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন। যখন আমি সহরে কাজ করতাম তখন আমাকে প্রায়ই গোপনীয় কাগজপত্র নিয়ে যেতে হত।'

'কাদের সঙ্গে তুমি কাজ করতে?'

'ম্যাক্সিমালিস্টদের সঙ্গে, কিন্তু তখন আমি ভাবতাম তাতে কিছুই যায় আসে না।'

'কিছুই যায় আসে না... মানে?'

'মানে কাদের সঙ্গে কাজ করছি তাতে কিছু যায় আসে না।'

'আর এখন?'

'আর এখন আমার কেমন যেন সব গুলিয়ে গেছে,' মৃদু স্বরে উত্তর দিল মেচিক। সে বুঝতে পারল না তার কাছ থেকে কী উত্তর আশা করা হচ্ছে।

'বুঝলাম...' টেনে টেনে বলল লেভিন্সন। যেন মেচিকের ঠিক এই কথাগুলোই সে আশা করেছিল। 'না, না, ঠিক এখনই কাউকে সহরে পাঠাবার কথা আমি ভাবছি না...' সে যোগ করে দিল।

'জানেন কেন কথাটা বলেছিলাম...' হঠাৎ একটা স্নায়বিক সংকল্পে শুরু করল মেচিক, স্বর তার কাঁপতে লাগল। 'আমার সম্বন্ধে শুধু খারাপ কিছু ভাববেন না, ভাববেন না আমি কিছু লুকোচ্ছি। আপনার কাছে সব কথা একেবারে খোলাখুলি বলব...'

'এখনই ওকে সব কথা বলব,' সে ভাবল, আর বাস্তবিকই সে অনুভব করল যে সব কথা অকপটেই সে স্বীকার করবে, যদিও জানে না সেটা ভালো হবে কি খারাপ।

'এ কথাটা আমি তুলেছিলাম আরো এই কারণে যে আমার মনে হয় আমি একজন বাজে পার্টিজান যে কোনো কাজে লাগে না, আমাকে যদি আপনি পাঠিয়ে দেন তাহলে বরং ভালোই হবে... ভাববেন না আমি ভয় পেয়ে গেছি কিংবা আপনার কাছ থেকে কিছু লুকোচ্ছি। ব্যাপারটা শুধু এই যে আমি কোনো কাজই ঠিকমতো করতে পারি না আর কোনো কিছুই বুঝতে পারি না... কিন্তু কারুর সঙ্গেই যে আমি মিশতে করতে পারি না — কারুর সঙ্গেই নয়, কারো কাছেই সমর্থন পাই না। সেটা কি আমার দোষ? প্রত্যেকের কাছেই আমি গিয়েছিলাম খোলা মনে, কিন্তু প্রতিদানে আমি শুধু পেয়েছি রূঢ়তা, বিদ্রুপ আর ঘৃণা, যদিও আমি তাদের সবাইকার সঙ্গে লড়াইতে ছিলাম আর গুরুতর জখমও হই — সে কথা আপনি জানেন... এখন আর আমি কাউকে বিশ্বাস করি না। যদি আমার গায়ের জোর বেশি থাকত তাহলে আমি জানি ওরা আমার কথা শুনত, আমাকে ভয় করত, কারণ এখানে ওরা শুধু এটাই বোঝে। প্রত্যেকেই শুধু নিজের পেটটি ভরাবার

কথা ভাবে, এমনকি খাবারটা যদি তাদের কমরেডদের কাছ থেকে চুরি করতে হয় তাহলেও। আর কিছুই নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না... মাঝেমাঝে আমার এ কথাই মনে হয় যে ওরা কাল যদি কলচাকের হাতে পড়ে, তাহলে একইভাবে তারা কলচাকের চাকরি করবে এবং প্রত্যেকের সঙ্গেই ঠিক এই এরকম নিষ্ঠুর ব্যবহার করবে। কিন্তু আমি পারি না, ও কাজ আমি পারি না!..'

মেচিকের মনে হল যে তার প্রতিটি কথায় তার ভেতরকার কী একটা কুয়াশার অবগুণ্ঠন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে আর সেই ক্রমবর্ধমান ছিদ্রগুলো দিয়ে কথা নির্গত হচ্ছে অসাধারণ সহজে। তাতে অদ্ভুত একটা তৃপ্তি অনুভব করল সে। ইচ্ছে হচ্ছিল আরো, আরো ক্রমাগত কথা বলে যাবে সে। লেভিন্সন এসব শুনে কী ভাবতে পারে সে সম্বন্ধে এখন সে সম্পূর্ণ উদাসীন।

'বটে, এই জগাখিচুড়ি পাকিয়েছ তাহলে!..' লেভিন্সন ভাবল। মেচিকের প্রলাপের তলে কোন জিনিসটা খচখচ করছে সেটা আবিষ্কার করার জন্য তার কৌতূহল ক্রমশ বেড়ে উঠল।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' অন্যজনের জামার আস্তিনটা স্পর্শ করে সে অবশেষে বলল। মেচিক সচেতন হয়ে উঠল, লেভিন্সনের বড় বড় কালো চোখগুলো তার উপর স্থির হয়ে রয়েছে। 'তুমি ভায়া, এত সব কথা বললে যে আমি তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না!.. এইখানে থামা যাক। সবচেয়ে জরুরী কথাটা ধরা যাক: তুমি বলেছ এখানে প্রত্যেকে শুধু নিজের পেট ভরাবার কথা ভাবে...'

'আরে, না!' মেচিক চেঁচিয়ে উঠল। তার মনে হল তার বক্তব্যের মধ্যে সবচেয়ে জরুরী কথাটা মোটেই এটা নয়। সবচেয়ে জরুরী হল এখানে তার পক্ষে বাস করা কী অসহ্য, প্রত্যেকের কাছ থেকে কী রকম অবিচার সে সহ্য করে, এবং অকপটে সরল মনে এসব কথা জানিয়ে কী ভালো কাজই না সে করছে। 'আমি বলতে চেয়েছিলাম...'

'না, এবার তুমি থামো; এখন আমার কথা বলার পালা,' মৃদু স্বরে লেভিন্সন তাকে বাধা দিল। 'তুমি বলেছ এখানে সবাই শুধু পেট পুরে খাবার কথা ভাবে, আর যদি আমরা কলচাকের হাতে পড়তাম...'

'না, ব্যক্তিগতভাবে আপনার সম্পর্কে কিছুই আমি বলি নি!.. আমি...'

'তাতে কিছু যায় আসে না। তুমি বলেছ ওরা কলচাকের হাতে পড়লে কলচাকের জন্যে ঠিকই একই রকম নিষ্ঠুরতা আর নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে লড়াই

করবে? কিন্তু সেটা একেবারে ভুল কথা!..' এটা কেন তার কাছে ভুল মনে হচ্ছে সেটা বোঝাবার জন্য লেভিন্সন তার চিরাচরিত যুক্তিগুলো বলতে শুরু করল।

যত বেশীক্ষণ ধরে সে বলতে লাগল তত স্পষ্ট করে সে বুঝতে পারল যে সে অযথা বকে যাচ্ছে। মাঝেমাঝে মেচিক যে মন্তব্যগুলো করছিল তা থেকে সে বুঝতে পারল তার এমন বিষয়ে কথা বলা উচিত যেটা আরো বেশী বনিয়াদী ও প্রাথমিক; এমন কিছু যেটা সে একদা বিনা কষ্টেই বুঝেছিল তা নয় এবং যেটা এখন তার অস্থিমজ্জাগত হয়ে গেছে। কিন্তু সে নিয়ে কথা বলার উপযুক্ত সময় এটা নয়, কারণ প্রত্যেক মুহূর্তেই এখন দরকার সুচিন্তিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কাজের।

'তাহলে কী আর করা যাবে তোমায় নিয়ে,' অবশেষে সে বলল কঠোর স্বরে, সহৃদয় একটা অনুকম্পাও মিশেছিল তার সঙ্গে। 'দোষ তোমার নিজের। তবে যাওয়া তোমার কোথাও চলবে না। বোকামি হবে — মারা পড়বে, ব্যাস... ভালো করে বরং ভেবে দেখো, বিশেষ করে আমার কথাগুলো। ভেবে দেখলে লোকসান হবে না কিছু...'

'শুধু ওই নিয়েই তো আমি ভাবি,' বিষণ্ণ স্বরে মেচিক বলল। যে স্নায়বিক শক্তিতে সে অমন নির্ভয়ে অনর্গল কথা বলতে পেরেছিল মুহূর্তের মধ্যে সেটা গেল উবে।

'সবচেয়ে বড় কথা, ভেবো না তোমার সঙ্গীরা তোমার চেয়ে খারাপ... তারা খারাপ নয়...' লেভিন্সন ধীরে ধীরে তার তামাকের থলিটা বার করে একটা সিগারেট পাকাতে শুরু করল।

লেভিন্সনকে মেচিক লক্ষ করতে লাগল উদাস হতাশায়।

'আর লকটা বাপু বন্ধ করে রাখো,' অকস্মাৎ বলল লেভিন্সন। স্পষ্ট বোঝা গেল যে সমস্ত কথাবার্তার সময় খোলা লকের কথাটা তার মনে ছিল। 'এতদিনের মধ্যে এ সব জিনিসে অভ্যস্ত হয়ে যাবার কথা — নিজের বাড়ি তো আর নয়।' দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালাল সে। তার দীর্ঘ পল্লবযুক্ত আধ-বোজা চোখ, তার সুন্দর নাক আর তার লালচে দাড়িটা মুহূর্তের জন্য হয়ে উঠল আলোকিত। 'ভালো কথা, তোমার ঘোড়াটা কেমন আছে? এখনো কি ওর পিঠেই চেপে বেড়াও?'

'হ্যাঁ।'

লেভিন্সন এক মুহূর্ত ভাবল।

'বেশ, কাল নিভকাকে তোমায় দোব — জানো তো? পিকা সেটায় চড়ত... কোয়ার্টারমাস্টারের কাছে জিউচিখাকে ফেরত দিও। চলবে?'

'চলবে,' মেচিক হতাশ সুরে বলল।

'এহ্, কী খিচুড়িই পাকিয়েছে,' অন্ধকার ঘাসের উপর সাবধানে মৃদু পা ফেলে সিগারেটে ঘনঘন টান দিতে দিতে পরে লেভিন্সন ভাবছিল। কথাবার্তাটায় সে খানিকটা বিচলিত হয়েছিল। সে ভাবছিল, সত্যিই মেচিক ভারি দুর্বল, অলস, দুর্বল চিত্ত। এখনো পর্যন্ত দেশে যে ও ধরনের হতভাগ্য লোক জন্মাচ্ছে সেটা কী দুঃখের কথা! দ্রুত পায়ে চলতে চলতে এবং সিগারেটে আরো তাড়াতাড়ি টান দিতে দিতে সে ভাবল, 'হ্যাঁ, যতদিন পর্যন্ত দেশে আমাদের লক্ষ লক্ষ লোক জীবন কাটাচ্ছে ময়লা ও দারিদ্র্যের মধ্যে, মন্থর ও অলস এক সূর্যের তলায়, জমি চাষছে সেকেলে কাঠের লাঙগল দিয়ে বিশ্বাস করছে এক নিষ্ঠুর নির্বোধ ঈশ্বরে, ততদিন এ দেশে জন্মে যাবে এ ধরনের অলস আর দুর্বল চিত্ত, একেবারে বাজে ফাঁপা মানুষ...'

লেভিন্সন উত্তেজিত হয়ে উঠল, কারণ এগুলো হল তার গভীরতম মনের অতি গুরুত্বপূর্ণ এক চিন্তা; কারণ এই তুচ্ছতা ও দারিদ্র্যকে জয় করার মধ্যেই তার নিজের জীবনের আসল অর্থ নিহিত আছে; কেননা এক নতুন ধরনের সুন্দর, সবল সদয় মানুষের জন্য একটা বিপুল সর্বগ্রাসী তৃষ্ণা যদি তার মধ্যে না থাকত, তাহলে লেভিন্সন বলে কারুর অস্তিত্ব থাকত না, সে লোক হত অন্য আর কেউ। কিন্তু লক্ষ লক্ষ অসংখ্য লোক যতদিন পর্যন্ত এ ধরনের জঘন্য, আদিম ও তুচ্ছ জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে, ততদিন যে সেই নতুন আর সুন্দর মানুষদের কথাই ওঠে না।

'কখনো কি আমি একটুও ওর মতো ছিলাম?' লেভিন্সন ভাবতে লাগল। তার চিন্তাটা ফিরে ফিরে আসতে লাগল মেচিকের উপর। সে ভাবতে চেষ্টা করল শৈশবে আর প্রথম যৌবনে কী রকম ছিল সে, কিন্তু সে স্মৃতি চারণ সহজ হল না, খুবই জমাট আর গভীর হয়ে চেপে বসেছে তার পরবর্তী জীবনের স্তরগুলো, যখন ইতিমধ্যেই সে পরিণত হয়েছে সেই লেভিন্সনে প্রত্যেকে যাকে জানত **লেভিন্সন** বলে, সেই মানুষ সর্বদাই যে সৈন্যদলের পুরোভাগে এগিয়ে চলে।

অতীতের শুধু এক পুরনো পারিবারিক ফটোগ্রাফই সে মনে করতে পারে, এক রোগা, বড় বড় বুদ্ধিদীপ্ত চোখওলা, কালো জ্যাকেট-পরা একটি ইহুদি ছেলে যে বিস্মিত, অ-শিশুসুলভ একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে

ক্যামেরার সেইখানটায় যেখান থেকে তাকে বলা হয়েছিল সুন্দর একটা পাখি বেরিয়ে আসবে। পাখিটা কিন্তু বেরিয়ে আসে নি, তাতে হতাশায় প্রায় সে কেঁদে ফেলেছিল বলে তার মনে পড়ছে। কিন্তু 'জীবনটা যে ও রকম নয়' এ কথাটা শেষ পর্যন্ত নিঃসন্দেহভাবে বোঝবার আগে তাকে অনুরূপ কত অসংখ্য হতাশাই না সহ্য করতে হয়েছিল!

আর যখন বাস্তবিকই সে নিঃসন্দেহ হল, তখন সে বুঝেছিল যে এই সব সুন্দর ছোটো ছোটো পাখিদের আষাঢ়ে গল্পের জন্য মানুষের কত অনিষ্টই না হয় — সেই সব ছোটো ছোটো পাখি, যেগুলোর কোনো না কোনো জায়গা থেকে উড়ে আসার কথা, যাদের জন্য ব্যর্থ প্রতীক্ষায় বহু লোক তাদের সারা জীবন দেয় কাটিয়ে... না, সে গল্পের আর তার প্রয়োজন নেই! তাদের জন্য তার সেই নিষ্ফল মধুর মন-কেমন-করা-কে সে নির্মম হাতে দমন করেছে — দমন করেছে সেই সবকিছু যা সুন্দর পাখির আষাঢ়ে গল্প দিয়ে গড়া, অতীত এক যুগের উত্তরাধিকার হিসেবে যা থেকে গিয়েছিল তার মধ্যে!.. 'সবকিছুকেই দেখো তার বাস্তব রূপে, সেই বাস্তব রূপটা বদলে দেবার জন্যে, যেটা জন্ম নিচ্ছে, যা আবির্ভূত হতে বাধ্য তাকে কাছিয়ে আনার জন্যে,' — এই অতি সহজ ও অতি কঠিন প্রজ্ঞায় পেঁছেছিল লেভিন্সন।

'... কিন্তু যতই হোক আমি শক্ত ছেলে ছিলাম, ওর চেয়ে অনেক শক্ত,' আনন্দ এবং বিজয়ের এমন এক ব্যাখ্যাতীত অনুভূতি নিয়ে সে কথাগুলো ভাবল যেটা কেউ তার কাছে আশা করত না, যেটা বুঝত না কেউ। 'আমি শুধু অনেক কিছু চাই নি, আমি অনেক কিছু **পেরেওছি**। সেটাই হল আসল কথা...' তায়গার ভিতর দিয়ে বেপরোয়া হাঁটছিল সে; ঠান্ডা শিশিরসিক্ত ডালপালাগুলোয় তাজা হয়ে উঠল তার মুখখানা। আশ্চর্য এক শক্তির প্রচন্ড জোয়ার অনুভব করল সে, সে জোয়ারে ভেসে উঠল যেন অনেক উঁচুতে, এবং সেই প্রসারিত পার্থিব ও মানবিক উচ্চগ্রাম থেকে সে শাসন করলে তার পীড়াকে, তার দুর্বল শরীরকে...

লেভিন্সন যখন শিবিরে ফিরল আগুনগুলো তখন নিভে গেছে। শিবিরের প্রহরী আর হাসছে না — শোনা যায় সে তার ঘোড়াটার তদারক করছে আর বিড়বিড় করে দিচ্ছে গালাগালি। লেভিন্সন তার নিজের আগুনের দিকে গেল, তখনো সেটা ধিকিধিকি জ্বলছিল। তার কাছেই গ্রেটকোট জড়িয়ে বাক্লানভ শুয়েছিল গভীর প্রশান্ত নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে।

লেভিন্সন খানিক শুকনো ঘাস আর ডালপালা ফেলে আগুনে ফুঁ দিতে লাগল। এই পরিশ্রমে তার মাথাটা ঘুরতে লাগল। এই উষ্ণতা অনুভব করে, নড়েচড়ে, ঘুমের মধ্যে সশব্দে ঠোঁট চাটল বাক্লানভ। তার মুখটা অনাবৃত; শিশুদের মতো তার ঠোঁট দুটো ফোলা-ফোলা; তার টুপিটা রগের সঙ্গে এ'টে থাকায় খাড়া হয়ে রয়েছে। তাতে দেখাচ্ছিল একটা বড়, হৃষ্টপুষ্ট কুকুরছানার মতো। 'দেখো দেখি!' স্নেহের হাসি হেসে লেভিন্সন ভাবল। মেচিকের সঙ্গে তার কথাবার্তার পর কেন জানি বাক্লানভের দিকে তাকিয়ে থাকতে খুবই ভালো লাগল তার।

তারপর একটু কু'থে বাক্লানভের পাশে শুয়ে পড়ল সে। চোখ বন্ধ করতে না করতেই তার মনে হতে লাগল কোথায় যেন সে ঘুরতে ঘুরতে দুলতে দুলতে ভেসে চলেছে, নিজের শরীরের বোধ গিয়েছে লুপ্ত হয়ে, তারপর অকস্মাৎ সে এক অতল অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে গেল তলিয়ে।





১৪

মেতেলিৎসার অভিযান

মেতেলিৎসাকে লেভিন্সন যখন পর্যবেক্ষণের কাজে পাঠিয়েছিল তাকে সে বলে দিয়েছিল যেমন করেই হোক সেই রাত্রেই যেন সে ফিরে আসে। কিন্তু যে গ্রামে প্লেটুন কম্যান্ডারকে পাঠানো হয়েছিল সে গ্রামটা লেভিন্সন যা অনুমান করেছিল তার চেয়ে আসলে অনেক দূরে। মেতেলিৎসা বাহিনী ত্যাগ করে প্রায় বিকেল চারটের সময়, ঘোড়া ছোটায় পুরা দমে, শিকারী পাখির মতো সে ঝুঁকে পড়ে ঘোড়ার ওপর, তার চোখা নাকটা নিষ্ঠুর আনন্দে স্ফীত, পাঁচ দিনের মন্থর ও একঘেয়ে যাত্রার পর এই উন্মত্ত ধাবনে সে যেন সত্যিই মাতাল হয়ে ওঠে। কিন্তু গোধূলি হয়ে গেল, ঘাসের মর্মরে দিনান্তের ঠাণ্ডা বিষণ্ণ আলোয় তখনো হৈমন্তী তায়গার শেষ দেখা গেল না। তায়গা থেকে শেষ পর্যন্ত যখন সে বেরুল তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। একটা জীর্ণ কুটিরের পাশে তার ঘোড়াটাকে থামাল। কুটিরের ছাতটা

পড়ে গেছে এবং স্পষ্টত বহু বছর ধরে সেটা পড়ে রয়েছে শূন্যে অবস্থায়।

ঘোড়াটাকে বেঁধে নড়বড়ে খুঁটিগুলো ধরে সে কুটিরটার একটা কোণে চড়ল। আর একটু হলেই ছাতের বদলে যে অন্ধকার ফাঁকা গর্তটা ছিল তার মধ্যে সে পড়ত। সেখান থেকে কাদা-মাখা কাঠ আর পচা ঘাসের ন্যক্কারজনক গন্ধ আসছিল ভেসে। সাবধানে সেখানে সে দাঁড়িয়ে রইল আধা বসা হয়ে। সে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রাত্রির দিকে, শুনতে লাগল শব্দগুলো। প্রায় দশ মিনিট এইভাবে সে দাঁড়িয়ে রইল, পিছনকার অরণ্যের কালো পটে মিশে গেল তার মূর্তিটা। ফলে আরো বেশি করে তাকে দেখাল শিকারী পাখির মতো। তার সামনে পড়ে রয়েছে এক গম্ভীর উপত্যকা। তার উপর খচিত রয়েছে কালো কালো কুঞ্জবন আর খড়ের গাদা। দু' পাশে দু' সারি পাহাড় তারাখচিত নিষ্করুণ আকাশের পটে ভয়ানক কালো হয়ে উঠেছে।

মেতেলিৎসা জিনের উপর লাফিয়ে নেমে ঘোড়া ছোটাল পথ ধরে। পথের অব্যবহৃত, অন্ধকার চাকার দাগগুলোকে দীর্ঘ ঘাসের মধ্যে প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না। নিভিয়ে-দেওয়া মোমবাতির মতো অস্পষ্ট ধবধব করছে বার্চ গাছের শাদা শাদা সরু সরু গুঁড়ি।

ঘোড়া ছুটিয়ে সে একটা ছোটো টিলার উপর উঠল। তার বাঁ দিকে প্রসারিত পাহাড়ের কালো সারি। একটা বিরাট বিকটাকার জন্তুর পিঠের মতো সেটা বাঁকা। কোথায় একটা নদী কুলকুল শব্দ করছে। প্রায় দু' ভার্স্ট দূরে, সম্ভবত তার তীরে একটা আগুন জ্বলছে। তা দেখে মেতেলিৎসার মনে পড়ে গেল তার নিঃসঙ্গ রাখালিয়া জীবনের কথা। আরো দূরে, রাস্তার আড়াআড়ি একটা গ্রামের স্থির হলদে আলোগুলো জ্বলছে। ডান দিকের পাহাড়ের সারি দূরে চলে গিয়ে নীলাভ অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। সেই দিকে খাড়া নেমে গেছে জমিটা। সম্ভবত সেটা একটা নদীর পুরনো খাত। তার বরাবর কালো হয়ে আছে গহন বন।

'ওখানে ওটা নিশ্চয়ই জলাজমি,' ভাবল মেতেলিৎসা। শীত করছিল তার। গায়ের সামরিক জামাটার বোতাম নেই, গলার কাছটা খোলা। তার উপর সে পরেছিল সৈনিকদের একটা জ্যাকেট, সেটাও খোলা। সে স্থির করল প্রথমে আগুনটার দিকে যাবে। সে তার রিভলবারটাকে খাপের ভিতর থেকে খুলে

জ্যাকেটের নীচেকার কোমরবন্ধের সঙ্গে আটকাল, জিনের পিছনকার একটা গাঁটরির তলায় সে লুকোল খাপটা। সঙ্গে তার কোনো রাইফেল ছিল না। তবে তাকে দেখাচ্ছিল খেত থেকে ফেরা চাষীর মতো: জার্মানদের সঙ্গে লড়াইয়ের পর অনেক চাষীই সৈনিকদের জ্যাকেট পরত।

আগুনটার খুব কাছে সে এসে পড়েছে এমন সময় অকস্মাৎ একটা ঘোড়ার অশান্ত হ্রেষাধ্বনি রাত্রিকে যেন চিরে দিল। মেতেলিৎসার ঘোড়াটা সামনে লাফিয়ে গেল, প্রকাণ্ড দেহটা কাঁপিয়ে কান খাড়া করে ডেকে উঠল করুণ স্বরে। সেই মুহূর্তে আগুনের শিখার সামনে দিয়ে অকস্মাৎ একটা ছায়া ছুটে গেল। সজোরে চাবুক কষাল মেতেলিৎসা। পিছনের দু' পায়ের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল ঘোড়াটা।

আগুনের পাশে ভয়বিহ্বল চোখে কালো চুলওলা একটা রোগা ছেলে দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে একটা চাবুক, এবং যেন আত্মরক্ষার জন্য অন্য হাতটা তোলা। সেখান থেকে তার জামার আস্তিনটা ঝলঝল করছিল। তার পায়ে গাছের ছালের জুতো, পরনে শতচ্ছিন্ন প্যাণ্ট আর একটা লম্বা জ্যাকেট গায়ে জড়ান। একটা পাটের দড়ি দিয়ে সেটার কোমরের কাছটা বাঁধা। মেতেলিৎসা ছেলেটার একেবারে নাকের সামনে তার ঘোড়াটাকে থামাল। আর একটু হলেই চাপা দিত তাকে। ভেবেছিল কড়া মেজাজে কর্কশ কিছু একটা ধমক দেবে, এমন সময় অকস্মাৎ তার চোখে পড়ল ঝলঝলে কম্পিত আস্তিনের উপরকার আতঙ্কিত চোখ দুটি, সেই প্যাণ্টটা, যার ভিতর দিয়ে ছেলেটার আবরণহীন হাঁটুগুলোকে যাচ্ছিল দেখা, আর তার ময়লা জ্যাকেটটা নিশ্চয়ই মনিবের কাছ থেকে পাওয়া, যার ভিতর থেকে একটা রোগা ছেলেমানুষ গলা অপরাধীর মতো বেরিয়ে আছে করুণভাবে।

'দাঁড়িয়ে আছিস যে?.. ভয় পেয়েছিস? চড়ুই কোথাকার, আচ্ছা আহাম্মুক বটে বাপু!' থতমত খেয়ে মেতেলিৎসা অজান্তেই যে সোহাগী ধমক দিতে লাগল সেটা সে দিত কেবল ঘোড়াকেই, মানুষকে কখনো নয়। 'দাঁড়িয়ে আছে, হাঁদা কোথাকার!.. আর যদি চাপা দিতাম?.. বোকা-টা!' কথাগুলো আবার সে বলল একেবারে নরম হয়ে, ছেলেটা আর তার দুর্দশাকে দেখে সে টের পাচ্ছিল তার ভিতরেও ওই রকমই করুণ, হাস্যকর আর শিশুসুলভ কী যেন একটা জেগে উঠছে।

সামলে উঠেই ছেলেটি তার হাতটা নামাল। 'তুমিই বা কেন ঝাঁপিয়ে এলে বাজপাখির মতো?' বড়দের মতো যুক্তি দিয়ে স্বাধীনভাবে সে বলতে

চেষ্টা করল, যদিও তখনো তার ভয় যায় নি। 'ভয় পায় না আবার, ঘোড়ার পাল চরাচ্ছি যে...'

'ঘোড়া?' টেনে টেনে বিদ্রূপভরে বলল মেতেলিৎসা। 'তাই নাকি?' সে তার কোমরে হাত রেখে ছেলেটার দিকে আধবোজা চোখে তাকিয়ে, তার মসৃণ চঞ্চল ভ্রূ জোড়াকে কুঁচকে পিছনে হেলে পড়ল, তারপর হঠাৎ এমন প্রাণ খোলা উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়ল যে সে তার নিজের হাসির শব্দে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল।

ছেলেটা ভীরুর মতো নাক টানতে লাগল, তখনো তার সন্দেহ যায় নি। তারপর যখন সে বুঝতে পারল যে ভয় পাবার কিছু নেই, বরং সব ব্যাপারটাই দারুণ মজাদার হয়ে উঠেছে, তখন সে মুখটা কুঁচকিয়ে নাকটা তুলে দুষ্টুমির খিলখিল হাসিতে গড়িয়ে পড়ল। এই অপ্রত্যাশিত প্রত্যুত্তরে মেতেলিৎসা আরো জোরে উঠল হেসে এবং কয়েক মিনিট ধরে চলল তাদের পরস্পর হাসাহাসি। মেতেলিৎসা জিনের উপর দুলে দুলে ওঠে, আগুনের আভায় ঝলক দেয় তার দাঁত, আর ছেলেটা চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে, দুই হাতের উপর ভর দিয়ে হাসির প্রতিটি নতুন দমকে শূন্যে পা ছোঁড়ে।

'হাসালি বটে!' জিনের রেকাব থেকে একটা পা খুলে অবশেষে বলল মেতেলিৎসা। 'মজার ছেলে সত্যি!..' সে লাফিয়ে মাটিতে নেবে তার হাতটা আগুনের দিকে বাড়াল।

ছেলেটা হাসি থামিয়ে গম্ভীরভাবে আনন্দিত বিস্ময়ে তাকাল তার দিকে, যেন আশা করছিল আরো অবিশ্বাস্য তামাসা কিছু ঘটবে।

'ফূর্তিবাজ বটো বাপু!' অবশেষে বলল সে থেমে থেমে, সুর করে, যেন চরম রায় দিচ্ছে।

'আমি?' মেতেলিৎসা হাসল। 'তা, ভায়া, ফূর্তিবাজ লোক আমি...'

'আর আমি এমন ভড়কে গিয়েছিলাম,' ছেলেটি স্বীকার করল। 'ঘোড়ার পালটা রয়েছে। আমি বসে বসে আলু পোড়াচ্ছি...'

'আলু? চমৎকার!..' মেতেলিৎসা তখনো লাগামটা না ছেড়েই তার পাশে বসে পড়ল। 'পেলি কোথা থেকে, তোর ওই আলু?'

'কোথা থেকে? কেন, এখানে তো গাদা গাদা রয়েছে!' ছেলেটা তার চারিপাশে হাত নেড়ে দেখাল।

'তার মানে চুরি করিস?'

'নিশ্চয়ই। দাও, তোমার ঘোড়াটাকে আমি ধরছি। মন্দা-ঘোড়া?.. ভয়

পেও না, আমার কাছ থেকে পালাবে না... খাসা ঘোড়া,' ঘোড়ার সুগঠিত, পেশীবহুল, ছিপছিপে শরীরটার দিকে অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল ছেলেটি। 'কোথা থেকে তুমি আসছ?'

'তা মন্দ নয় ঘোড়াটা,' সায় দিলে মেতেলিৎসা। 'আর তুই আসছিস কোথা থেকে?'

'ওইখান থেকে,' ছেলেটি গ্রামের আলোগুলোর দিকে মাথা নাড়াল। 'খাউনিখেজা গ্রাম। একুনে একশ কুড়ি ঘর লোক,' স্পষ্টতই পরের মুখে শোনা একটা বুলি সে আওড়ে থুতু ফেলল।

'বটে। আর আমি আসছি ভরবিওভকা থেকে, সেটা পাহাড়ের ও পাশে। নাম শুনেছিস?'

'ভরবিওভকা? না তো শুনি নি, অনেক দূরে নিশ্চয়?..'

'হ্যাঁ, অনেক দূরে।'

'তা এখানে এসেছ কী কাজে?'

'মানে ইয়ে আর কী... সে এক লম্বা গল্প, ভায়া... আমি ভাবছিলাম এখানে ঘোড়া কিনব। লোকে বলে এখানে তোমাদের ঘোড়া আছে প্রচুর... আমি ভায়া, ঘোড়া ভালোবাসি,' সেয়ানার মতো বলল মেতেলিৎসা। 'সারা জীবন ঘোড়া চরিয়েছি, তবে নিজের নয়, পরের।'

'আর তুমি ভাবছ এ সব ঘোড়া আমার? সব মনিবের...'

ছেলেটি আস্তিনের ভিতর থেকে একটা রোগা ময়লা হাত বার করে তার চাবুকের হাতল দিয়ে নিপুণভাবে ছাই খোঁচাতে লাগল। ছাইয়ের ভিতর থেকে গড়িয়ে বেরিয়ে এল কালো কালো আলুগুলো।

'তোমার হয়ত খিদে পেয়েছে, না?' সে প্রশ্ন করল। 'আমার কিছু রুটিও আছে, তবে অল্প...'

'ধন্যবাদ, এই খানিক আগেই গন্ডে পিন্ডে খেয়েছি,' একটা হাত তার গলার কাছে তুলে আকণ্ঠ ভোজনের ভঙ্গি করল মেতেলিৎসা। এখনই শুধু সে টের পেল তার কী প্রচন্ড খিদে পেয়েছে।

ছেলেটি একটি আলু ভেঙে, তাতে ফুঁ দিয়ে, আধখানা মুখের মধ্যে ভরে, জিভ দিয়ে সেটাকে নাড়াচাড়া করে চিবতে লাগল মহানন্দে। তার ছুঁচল কান দুটো নড়তে লাগল। সেটাকে গিলে মেতেলিৎসার দিকে সে তাকাল এবং যেরকম বিচক্ষণতার সঙ্গে তাকে সে ফূর্তিবাজ শয়তান বলে সাব্যস্ত করেছিল, সেই সুরেই সে বলল:

'আমি অনাথ। ছ'মাস ধরে অনাথ। কসাকরা বাবাকে মেরে ফেলে, মার ওপর বলাৎকার করে, মাকেও মেরে ফেলে। ভাইকেও মারে...'

'কসাকরা?' সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে উঠল মেতেলিৎসা।

'হ্যাঁ। তবে মারলে খামোকা। আর তারা গোটা বাড়ি পুড়িয়ে দেয় — শুধু আমাদের নয়, বারটা বাড়ি, কম নয়। ফি মাসেই এসে হানা দিচ্ছে, এখনো রয়েছে জন চল্লিশেক লোক। আমাদের পরেই বড় গ্রাম রাকিৎনোয়ে — সারা গ্রীষ্মকাল ধরেই সেখানে মোতায়েন আছে পুরো একটা সৈন্যদল। কী জুলুমই না করছে! এই যে, কয়েকটা আলু নাও...'

'সে কী, পালালি না কেন তোরা?.. কেমন বন এখানে তোদের!' মেতেলিৎসা এমনকি খানিকটা উঁচু হয়েই উঠল।

'তাতে কী? বনে তো সারা জীবন বসে থাকা যায় না। তাতে আবার জলাও আছে, বড়ো বড়ো, পেরনো যাবে না...'

'যা ভেবেছিলাম,' মেতেলিৎসা মনে মনে বলল।

'শোন বলি!' দাঁড়িয়ে উঠে সে বলল। 'তুই আমার ঘোড়াটাকে খানিক আগলা, আমি হে'টে গ্রামে চললাম। বুঝতে পারছি, তোদের এখানে কিনব কী, যথাসর্বস্বই বরং খুইয়ে বসব...'

'সে কী, অত তাড়াতাড়ি? বসো না!..' হতাশ স্বরে বলল রাখাল ছেলেটি, সেও দাঁড়িয়ে উঠল। 'একা একা ভারি একঘেয়ে লাগে,' সে বুঝিয়ে বলল দুঃখিত স্বরে। বড় বড় করুণ সজল চোখে মেতেলিৎসার দিকে সে তাকাল।

'উপায় নেই, ভায়া,' নিরুপায়ের মতো হাত নাড়াল মেতেলিৎসা। 'অন্ধকার থাকতে থাকতেই নাকে গলানো ভালো... তাড়াতাড়িই কিন্তু ফিরব। ঘোড়াটার পায়ে ফাঁস দিয়ে রাখব। ওদের বড়ো কর্তাটি থাকে কোথায়?'

যেখানে স্কোয়াড্রন কম্যান্ডার থাকে সে বাড়িটা কী করে খুঁজে বার করতে হবে তা বিশদ করে বুঝিয়ে দিল ছেলেটি, বলল পিছনের বাগান দিয়ে গেলেই ভালো হয়।

'কুকুর কী রকম আছে?'

'মেলাই আছে, তবে কামড়াবে না।'

মেতেলিৎসা ঘোড়াটার পা বে'ধে, বিদায় নিয়ে নদীর তীর বরাবর হাঁটা পথ ধরে এগুল। অন্ধকারে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ছেলেটি বিষণ্ণ চোখে অনুসরণ করল তাকে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই মেতেলিৎসা গ্রামের কাছে পেৌছল।

পথটা ডানদিকে ঘুরে গেছে। সে কিন্তু রাখাল ছেলেটির কথা অনুসরণ করে বিচালি-কাটা মাঠের উপর দিয়ে সোজা গেল চাষীদের বাগানের বেড়ার কাছ পর্যন্ত। তারপর সে চলল খিড়কির দিক দিয়ে। গ্রামটি ঘুমিয়ে পড়েছে। কোথাও আর এখন আলো নেই। শান্ত, শূন্য ফল-বাগানের মধ্যে তারার আলোয় ছোটো ছোটো কুটিরের পুরু খড়ের চালগুলো আবছা দেখা যাচ্ছে। বাগানের উপর সদ্য কোপানো ভিজে জমির গন্ধ উঠছে।

মেতেলিৎসা দুটো গলি পেরিয়ে তৃতীয়টায় প্রবেশ করল। কুকুরগুলো তাকে অভ্যর্থনা জানাল ভাঙা ভাঙা অনিশ্চিত গলায় যেন নিজেরাই তারা ভয় পেয়ে গেছে। কিন্তু রাস্তায় কেউ বেরিয়ে এল না, কেউ হাঁক দিল না। বোঝা গেল সব ব্যাপারেই গ্রামটি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, বিজাতীয় অপরিচিত লোকে রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে যা খুসি করলেও তাদের কিছু মনে হয় না। এমনকি ফিসফিস করে কথা বলা কোনো প্রেমিক যুগলেরও দেখা সে পেল না, — শরৎকালে যেটা খুবই স্বাভাবিক, বছরের এ সময়টায় গাঁয়ে গাঁয়ে বিয়ে সাদির ধুম পড়ে যায়। কিন্তু ছিটে বেড়ার ঘন ছায়ায় সে শরতে প্রেমের কথার কানাকানি ছিল না।

রাখাল ছেলেটি তাকে যে নির্দেশ দিয়েছিল তা অনুসরণ করে সে গ্রাম্য গির্জা প্রদক্ষিণ করে আরো কয়েকটি গলি পেরিয়ে গেল; অবশেষে সে পাদ্রীর বাগানের রঙ-করা বেড়ার কাছে পৌঁছল। এই পাদ্রীর বাড়িতেই স্কোয়াড্রন কম্যান্ডার থাকেত। মেতেলিৎসা ভেতরে উঁকি দিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে কান পেতে শুনল। সন্দেহজনক কিছু দেখতে না পেয়ে সে নিঃশব্দে বেড়াটা টপকাল।

গাছ আর ঝোপে ফলের বাগানটা ঠাসা, যদিও ইতিমধ্যে পাতাগুলো ঝরে গেছে। তার বুকের ঘনঘন ওঠা পড়াকে শান্ত করতে চেষ্টা করে, প্রায় দম বন্ধ করে মেতেলিৎসা ফল বাগানের ভিতরে প্রবেশ করল। যেখানে দুটি পথ পরস্পরকে কেটে চলে গেছে, ঝোপগুলো শেষ হয়েছে, তার বাঁ দিকে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে সে একটা আলোকিত জানালা দেখতে পেল। জানালাটা খোলা। ভিতরে কয়েকজন লোক বসে। বাইরে ঝরা পাতার উপর একটা মৃদু নিষ্কম্প আলো এসে পড়েছে, আপেল গাছগুলোর ধারে ধারে আলো পড়ে দেখাচ্ছে কেমন অদ্ভুত সোনালী।

'এইখানে!' মেতেলিৎসা ভাবল। তার একটা গাল উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। মরীয়া দুঃসাহসের দুর্নিবার শিহরণে উত্তপ্ত হয়ে

উঠল সে, যা তাকে সাধারণত ঠেলে নিয়ে যেত অতি হঠকারী সব বীরত্বে। আলোকিত ঘরের এই লোকগুলির কথাবার্তা আড়ি পেতে শোনায় কেউ লাভবান হবে কিনা সে বিষয়ে তখনো সন্দেহ থাকলেও সে ইতিমধ্যেই টের পাচ্ছিল যে ওটা না করা পর্যন্ত সে জায়গাটা ছেড়ে যাবে না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে একেবারে জানালার কাছে আপেল গাছের পিছনে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগে শুনতে লাগল, মনে করে রাখতে চেষ্টা করল।

ঘরে তারা ছিল চারজন। ভেতর দিকে এক টেবিলে বসে তাস খেলছিল। মেতেলিৎসার ডান দিকে বসেছিল ছোটোখাটো চেহারার এক বুড়ো পাদ্রী। তার পাতলা মসৃণ চুলগুলো তৈলাক্ত, চোখগুলো ধূর্ত। টেবিলের উপর তার ছোটো ছোটো রোগা হাতগুলো নিপুণভাবে নড়াচড়া করছে। পুতুলের মতো আঙুল দিয়ে সে নিঃশব্দে তাস ভাঁজছে। তাস দেবার সময় মনে হচ্ছিল প্রত্যেকটি তাসের তলাটা যেন সে উঁকি মেরে দেখছে, ফলে পাশের লোকটি, মেতেলিৎসার দিকে পিছন ফিরে যে বসেছিল, প্রত্যেকটা তাস পাবার পর সেটার দিকে দ্রুত ভীরু চোখে এক ঝলক তাকিয়েই সঙ্গে সঙ্গে লুকিয়ে ফেলছিল টেবিলের তলায়। মেতেলিৎসার দিকে মুখ করে বসেছিল এক সুদর্শন হৃষ্টপুষ্ট, অলস দেহ অফিসার — স্পষ্টতই ভালোমানুষ গোছের। একটা পাইপ সে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছিল। লোকটা হৃষ্টপুষ্ট বলেই বোধ হয় মেতেলিৎসা তাকে মনে করল স্কোয়াড্রন কম্যান্ডার। যাই হোক, তারপর থেকে সবসময়েই তার প্রধান কৌতূহল ছিল, কী কারণে নিজেই সে জানে না, চতুর্থ খেলোয়াড়ের উপর। সে লোকটার মুখটা ফোলা ফোলা, ফ্যাকাশে চোখের ভোমাগুলো নড়ে না। মাথায় একটা কালো কসাক টুপি আর পরনে বুর্কা। একেক দফা খেলার পর সেটাকে সে আরো আঁট করে গায়ের সঙ্গে জড়াচ্ছিল।

মেতেলিৎসা যা শুনবে বলে আশা করেছিল সে ধরনের কিছুই তারা বলছিল না। কথাবার্তা সবই সাধারণ আর একঘেয়ে, অধিকাংশই খেলা নিয়ে।

‘আশি রাখলাম,’ মেতেলিৎসার দিকে পিছন করে থাকা লোকটা বলল।

‘আপনি মশাই ভারি সাবধানী, ভারি সাবধানী,’ কালো কসাক টুপি-পরা লোকটি বলল। ‘না দেখে একশ,’ সে বলল তাচ্ছিল্যভরে।

হৃষ্টপুষ্ট সুদর্শন লোকটি তার চোখগুলো কুঁচকাল, তাসগুলো পরীক্ষা

করল, তারপর পাইপটা মুখ থেকে সরিয়ে খেলার দানটাকে বাড়িয়ে দিল একশ' পাঁচে।

'আমি পাস,' প্রথম জন বলল পাদ্রীর দিকে ফিরে। বাড়তি তাস বিলি করতে যাচ্ছিল সে।

'জানতাম পাস দেবেন,' বিদ্রূপের স্বরে বলল কালো টুপি।

'ভালো তাস না পেলে সেটা কি আমার দোষ?' পাদ্রীর কাছে সহানুভূতির আশায় কৈফিয়ৎ দিল সে।

'ছোট ছোট বাজিতে খেললেই কাজ হয়,' মুখ কুঁচকে মুচকি হেসে বলল পাদ্রী। খেলোয়াড় হিসেবে লোকটা যে কত তুচ্ছ সেইটেই ফুটে উঠল তার হাসিতে। 'ওদিকে দু'শ' দু' পয়েণ্ট ইতিমধ্যেই কাটিয়ে দিয়েছেন। জানি আপনাকে ...'

কপট দরদে সেয়ানার মতো সে আঙুল তুলে শাসালে।

'হারামজাদা!' মেতেলিৎসা ভাবল।

'আরে, আপনি পাস?' অলস অফিসারকে পাদ্রী প্রশ্ন করল। 'তাহলে আসুন, বাড়তি তাস নিন,' কালো টুপিকে সে বলল। তাসগুলো না দেখিয়ে ঠেলে দিলে।

এক মিনিট ধরে তারা টেবিলের উপর জোরে জোরে তাস আছড়াতে লাগল যতক্ষণ না হারল কালো টুপি।

'বেশ হয়েছে হারামজাদা নবাবটার!' ঘৃণা-ভরে ভাবল মেতেলিৎসা। সে বুঝতে পারছিল না চলে যাবে নাকি আর একটু থাকবে। কিন্তু যাওয়া তার হল না। যে লোকটা হেরেছিল সে ফিরল জানালার দিকে। মেতেলিৎসা অনুভব করল যেন তার তীক্ষ্ম ভয়ঙ্কর অপলক দৃষ্টিটা সোজা তাকে বিঁধছে।

ইতিমধ্যে যে লোকটা জানালার দিকে পিছন ফিরে ছিল সে তাস ভাঁজতে শুরু করল এমনভাবে যেন প্রৌঢ়া কোনো মহিলা জপ করছেন।

'নোচিতাইলো এখনো ফেরে নি,' হাই তুলে অলস অফিসারটি বলল। 'বোঝা যাচ্ছে বিফল হয় নি। তার সঙ্গে গেলেই হত ...'

'আপনারা দুজন?' জানালা থেকে মুখ ঘুরিয়ে বলল কালো টুপি। 'মেয়েটা পারে বটে!' বাঁকা হেসে সে বলল।

'ভাসিওঙ্কা তো?' পাদ্রী প্রশ্ন করল। 'ওরে বাবা, তা সে পারে। আমাদের এখানে এক গাঁট্টাগোঁট্টা কেত্তর্নীয়া ছিল ... ও হ্যাঁ, সে গলপ তো আগেই

বলেছি... সের্গেই ইভার্নভিচ কখনোই রাজী হত না। কখনো না... জানেন, গতকাল আমাকে সে চুপিচুপি কী বলেছিল? বলে, — মেয়েটাকে আমি নিয়ে যাব। বলে, — বিয়ে করতেও ভয় পাই না। ওঃ! ওই যাঃ!' মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে পাদ্রী উঠল চেঁচিয়ে। তার ক্ষুদে ক্ষুদে ধূর্ত চোখগুলো জ্বলজ্বল করতে লাগল। 'ভীমরতি হয়েছে! ভেবেছিলাম বলব না, বলে বসলাম। আমাকে কিন্তু ফাঁসিয়ে দেবেন না যেন!' কৃত্রিম আতঙ্কে সে তার মুখের সামনে হাত নাড়াতে লাগল। মেতেলিৎসার মতোই যদিও প্রত্যেকেই তার প্রতিটি কথা ও ভঙ্গির মধ্যে ভণ্ডামি আর চাপা মোসায়েবি টের পাচ্ছিল, তবুও কেউ সে বিষয়ে মন্তব্য না করে হেসে উঠল।

মেতেলিৎসা জানালা থেকে গুড়ি মেরে পাশের দিকে ধীরে ধীরে সরে গেল। যেখানে পথগুলো পরস্পরকে কাটাকাটি করেছে সেখানে সে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা লোকের একেবারে সামনে পড়ে গেল। লোকটার কাঁধের উপর কসাক গ্রেটকোট। তার পিছনে আরো দুটো লোক।

'কী করছিস এখানে?' বিস্মিত হয়ে সে প্রশ্ন করল। নিজের অজান্তেই সে মুঠো করে ধরল গ্রেটকোটটা। মেতেলিৎসার সঙ্গে ধাক্কা লাগায় সেটা আর একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল।

প্লেটুন কম্যান্ডার এক পাশে লাফিয়ে গিয়ে ছুটল ঝোপগুলোর মধ্যে।

'থাম! ধর ধর! পাকড়াও! এখানে!এই!..' নানা গলায় চীৎকার উঠল। সেই সঙ্গে গুলির জোরালো শব্দ গেল শোনা।

মেতেলিৎসার টুপিটা পড়ে গিয়েছিল, পথ হারিয়ে বসেছিল ঝোপগুলোর মধ্যে। এলোমেলো সে দৌড়তে লাগল। কিন্তু সামনে থেকে নানা লোকের চীৎকার উঠল। পথ থেকে কুকুরগুলোর উন্মত্ত ডাক সে পেল শুনতে।

'এই যে এখানে ধর ধর!' কে একজন হাত বাড়িয়ে মেতেলিৎসার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চীৎকার করে উঠল। একটা গুলি তার কানের পাশ দিয়ে সাঁ করে গেল চলে। মেতেলিৎসা পালটা গুলি চালাল। যে লোকটা ধেয়ে এসেছিল সে পড়ল হুমড়ি খেয়ে।

'ধরতে আর হচ্ছে না...' বিজয় গর্বে বললে মেতেলিৎসা, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে বিশ্বাস করতে পারে নি যে ধরা পড়তে পারে।

কিন্তু পিছন থেকে বিরাট আর ভারী একটা লোক তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মাটির উপর ঠেসে ধরল। মেতেলিৎসা চেষ্টা করল তার হাতটা

ছাড়িয়ে নিতে। কিন্তু মাথায় দারুণ একটা আঘাতে সে হয়ে গেল অচেতন...

অনবরত তাকে ওরা পিটতে লাগল, এমনকি অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকার সময়ও সে টের পেল তার উপর ক্রমাগত ঘুষি পড়ছে...

যে উপত্যকায় সৈন্যদল ঘুমিয়েছিল সেটা ছিল অন্ধকার আর স্যাঁতসেঁতে। কিন্তু খাউনিখেজার পেছনে কমলা রঙের ফাঁকা থেকে সূর্য উঠল, এবং তায়গায় নামল শরৎকালের পচা লতাপাতার গন্ধভরা দিন।

শিবিরের প্রহরী ঘোড়াগুলোর পাশে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমের মধ্যে সে শুনতে পেল অবিরাম একটানা শব্দ — দূরের মেশিনগানের শব্দের মতো। রাইফেলটা তুলে নিয়ে সে সভয়ে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু শব্দটা একটা কাঠঠোকরার, নদীর পাশের পুরনো একটা অলডার গাছকে সে ঠোকরাচ্ছিল। প্রহরী গালাগালি দিয়ে উঠল। শীতে কাঁপতে কাঁপতে সে তার জীর্ণ গ্রেটকোটটা গায়ে জড়িয়ে চলে গেল ফাঁকা জায়গাটায়। আর কেউ জাগল না — সবাই তখনো ঘুমিয়ে আছে এক গভীর, স্বপ্নশূন্য, আশাহীন ঘুমে, যেভাবে ঘুমোয় ক্ষুধার্ত ও ক্লান্তেরা, নতুন দিনের কাছে যাদের আশা করার কিছুই নেই।

'প্লেটুন কম্যান্ডার দেখছি এখনো ফেরে নি... নিশ্চয়ই গণ্ডে পিণ্ডে খেয়ে কোনো কুঁড়েতে নাক ডাকাচ্ছে, এদিকে আমরা না খেয়ে বসে আছি!' শিবিরের প্রহরী ভাবল। সাধারণত মেতেলিৎসাকে সে অন্যদের মতোই তারিফ করত, কিন্তু এখন তার মনে হল যে মেতেলিৎসা খুবই বদমায়েস গোছের লোক, তাকে প্লেটুন কম্যান্ডার করা ভুল হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই তায়গায় কষ্টভোগ করার কথা ভেবে মনটা তার বিষিয়ে উঠল যখন অন্যরা, মেতেলিৎসার মতো লোকেরা পৃথিবীর যাবতীয় সুখ ভোগ করে যাচ্ছে। কিন্তু বিনা কারণে লেভিন্সনকে বিরক্ত করতে তার সাহস হল না। তাই সে তার বদলে জাগাল বাক্লানভকে।

'কী?.. এখনো ফেরে নি?..' ঘুম জড়ানো চোখে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে উঠে বসে বাক্লানভ প্রশ্ন করল। 'বলছিস ফেরে নি?' অকস্মাৎ সে উঠল চেঁচিয়ে। তখনো সে সম্পূর্ণ জেগে না উঠলেও বিপদটা টের পেল। 'না ভায়া, কি বলছিস হতেই পারে না, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! ভালো কথা, লেভিন্সনকে জাগা!'

তাড়াতাড়ি কোমরবন্ধটা আঁটতে আঁটতে সে লাফিয়ে উঠল, কোঁচকাল তার ঘুমে ভারি ভ্রু জোড়া এবং সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠল কঠিন ও আত্মসংযমী।

গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকলেও নিজের নাম শুনেই সঙ্গে সঙ্গেই চোখ মেলে উঠে বসল লেভিন্সন। প্রহরী আর বাক্লানভের দিকে একবার তাকিয়েই সে বুঝল যে মেতেলিৎসা ফেরে নি এবং যাত্রা করার সময় অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। এক মুহূর্তের জন্য সে এত ক্লান্ত আর নিরুৎসাহ বোধ করল যে তার ইচ্ছে হল গ্রেটকোটের মধ্যে আবার মাথা গুঁজে ঘুমোয়, ভুলে যায় মেতেলিৎসা আর নিজের সমস্ত দুর্ভাবনা। কিন্তু পরের মুহূর্তে সে হাঁটু গেড়ে বসে নিজের গ্রেটকোটটা পাকাতে পাকাতে বাক্লানভের উদ্বিগ্ন প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে লাগল নীরস আর উদাস স্বরে:

'তাতে কী হল? আগেই তাই ভেবেছিলাম... নিশ্চয়ই তার সঙ্গে পথে আমাদের দেখা হবে।'

'আর যদি দেখা না হয়?'

'যদি দেখা না হয়?.. ভালো কথা, আমার গাঁটরির জন্যে তোর কাছে একটা বাড়তি দড়ি হবে?'

'উঠে পড়, উঠে পড় শালারা, গাঁয়ে যাব, গাঁ!' পা দিয়ে ঘুমন্ত লোকদের খোঁচা মারতে মারতে প্রহরী চীৎকার করতে লাগল। ঘাসের উপর পার্টিজানদের এলোমেলো চুলে ভরা মাথাগুলো উঁচু হয়ে উঠতে লাগল এবং প্রহরীর উদ্দেশ্যে বর্ষিত হতে লাগল প্রথম উদাসীন মুখখিস্তি। ভালো সময়ে দুবোভ সেগুলোকে বলত 'প্রভাতী'।

'মেজাজ সবার তিরিক্ষি,' বাক্লানভ চিন্তিতভাবে বলল। 'খিদেয় মরছে...'

'আর তুমি?' লেভিন্সন প্রশ্ন করল।

'আমি? আমাকে বাদ দাও,' বাক্লানভ ভ্রু কুঞ্চিত করল। 'তুমিও যা আমিও তাই — জানো না?'

'তা জানি,' লেভিন্সন এমন কোমল শান্তভাবে বলল যে বাক্লানভ এই প্রথম অমন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

'তুমি কিন্তু রোগা হয়ে গেছ,' অপ্রত্যাশিত অনুকম্পার সঙ্গে সে বলল। 'থাকবার মধ্যে শুধু রয়েছে তোমার দাড়িটা। আমি যদি তোমার অবস্থায় পড়তাম...'

'চলো বরং মুখ ধুতে যাই? চলে এসো,' অপরাধীর মতো ঠোঁট চেপে হেসে লেভিন্সন তাকে থামিয়ে দিল।

গেল তারা নদীতে। বাক্লানভ তার শার্ট খুলে গায়ে জল ছিটতে শুরু করল। স্পষ্টই বোঝা গেল ঠান্ডা জলকে সে ভয় করে না। শরীরটা তার শক্ত, পুরুষ্টু, রোদ-পোড়া, যেন ঢালাই করা। কিন্তু মাথাটা ছেলেমানুষের মতো কেমন গোলগাল, মায়া-ভরা। সে-মাথা সে ধুচ্ছিল কেমন ছেলেমানুষের মতো আনাড়ী অঙ্গভঙ্গি করে। এক হাতে জল ঢালছিল আঁজলা করে আর অন্য হাতে মাথা ঘষছিল।

'কী নিয়ে যেন কাল রাতে অনেক কথা বলেছিলাম, কী দেব বলেছিলাম, এখন কেমন যেন সব অবান্তর মনে হচ্ছে,' লেভিন্সন খাপছাড়াভাবে ভাবল। আগের রাতে মেচিকের সঙ্গে তার আলোচনা আর সেই প্রসঙ্গে তার ভাবনাগুলোর কথা ঝাপসাভাবে মনে পড়ছিল তার। সে যা বাস্তবিক অনুভব করেছিল সেদিক দিয়ে দেখলে তার কথাগুলো যে এখন মিথ্যে বলে মনে হয় তা নয়। সে জানত তার সেই ভাবনাগুলো সঠিক, বুদ্ধিমানের মতো, অর্থপূর্ণ। কিন্তু তাসত্ত্বেও সেগুলো মনে পড়ায় তার মনটা ভরে উঠল এক অদ্ভুত অতৃপ্তিতে। 'ও হ্যাঁ, আমি তাকে আর একটা ঘোড়া দেব বলে কথা দিয়েছিলাম... তাতে কি কিছু ভুল হয়েছিল? না, আজ হলেও আমি ঠিক তাই করতাম — তার মানে সবকিছুই ঠিক আছে... তাহলে ব্যাপারটা কী?.. ব্যাপারটা হল...'

'তুমি গা ধুচ্ছ না কেন?' বাক্লানভ প্রশ্ন করল। সে জল ছিটানো শেষ করে এখন একটা নোংরা তোয়ালে দিয়ে নিজের গা ঘষে ঘষে লাল করে তুলছিল চামড়াটা। 'জল ঠান্ডা। চমৎকার!'

'...ব্যাপারটা হল আমি অসুস্থ আর দিনে দিনে নিজেকে সামলানো আমার পক্ষে ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে,' জলের দিকে এগিয়ে গিয়ে লেভিন্সন ভাবল।

কিন্তু তাসত্ত্বেও গা ধুয়ে, কোমরবন্ধ এ'টে আর উরুর উপর মাউজারের পরিচিত ভারটা অনুভব করে সে বুঝতে পারল যে রাতে ঘুমিয়ে তাজা হয়ে উঠেছে সে।

'মেতেলিৎসার কী হল?' এবার এই চিন্তাটা তাকে আচ্ছন্ন করল সম্পূর্ণভাবে।

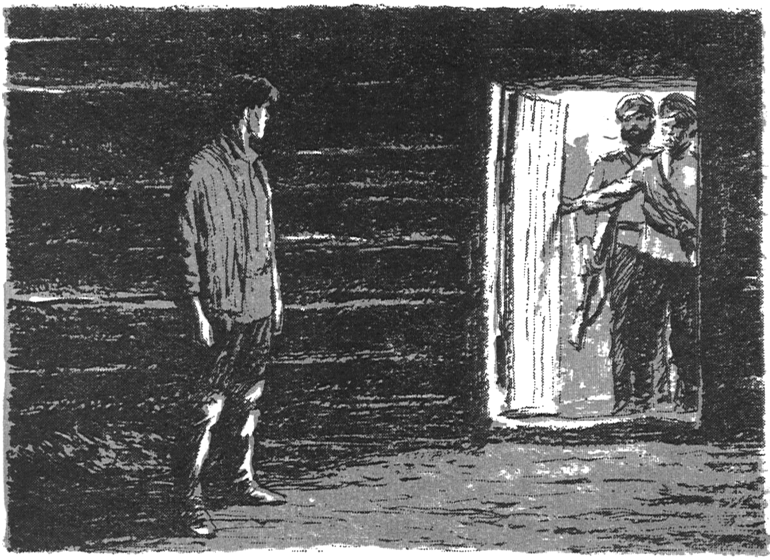
মেতেলিৎসা ছোটাছুটি করছে না এ ছবি লেভিন্সন কল্পনা করতে পারল না, মৃত মেতেলিৎসা তো দূরের কথা। তার প্রতি অস্পষ্টভাবে সর্বদাই সে একটা আকর্ষণ অনুভব করত। একাধিকবার সে লক্ষ করেছিল যে শুধু তার পাশে ঘোড়ায় চড়ে যেতে, তার সঙ্গে কথা কইতে কিংবা শুধু তার দিকে তাকাতেই তার ভালো লাগে। বিশেষ কোনো সামাজিক গুণের জন্য মেতেলিৎসাকে তার ভালো লাগত তা নয়। তেমন গুণ তার খুব বেশি ছিল না, স্বয়ং লেভিন্সনেরই সেটা ছিল অনেক বেশী। কিন্তু মেতেলিৎসাকে তার ভালো লাগত তার অসাধারণ শারীরিক শক্তি, তার একেবারে জান্তব জীবনী শক্তির জন্য। এই জীবনী শক্তিটা তার মধ্যে বইত অফুরান স্রোতের মতো, লেভিন্সনের ভিতর যেটা বিশেষ ছিল না। যখনই সে তার ক্ষিপ্র, কর্ম-প্রস্তুত চেহারাটা দেখত, কিংবা জানা থাকত যে মেতেলিৎসা কাছাকাছিই কোথাও আছে তখন সে অজান্তেই নিজের শারীরিক অসুস্থতার কথা ভুলে যেত, মনে হত যেন ঠিক মেতেলিৎসার মতোই সে শক্ত আর অক্লান্ত হতে উঠতে পারবে। মনের গোপনে তার এমনকি এই গর্বই ছিল যে ও রকম একজন মানুষ তার অধীনে।

মেতেলিৎসা যে শত্রুদের হাতে পড়তে পারে এ কথাটা অন্যদের কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হল, যদিও লেভিন্সনের সে সন্দেহ ক্রমশই উঠছিল দৃঢ় হয়ে। প্রত্যেকটি ক্লান্ত পার্টিজান আতঙ্কিত হয়ে একগুঁয়ের মতো নিজের মন থেকে তাড়াচ্ছিল এই চিন্তাটাকে। যদি সেটা সত্যি হয় তাহলে তার মানে দুর্ভাগ্য এবং ভোগান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব এটা একেবারেই অসম্ভব। অন্যদিকে প্রহরী ভেবেছিল যে প্লেটুন কম্যান্ডার, 'নিশ্চয়ই গন্ডে পিন্ডে খেয়ে কোনো কুঁড়েতে নাক ডাকাচ্ছে', প্রহরীর এই অনুমানটা ক্ষিপ্র ও কর্তব্যপরায়ণ মেতেলিৎসার পক্ষে যতই অসম্ভব হোক, ক্রমশই সে কথাটা বেশি বেশি লোকে বিশ্বাস করতে শুরু করল। অনেকে খোলাখুলিভাবেই তার 'পেজোমি আর চৈতন্যহীনতা' সম্বন্ধে অভিযোগ জানিয়ে বারবার লেভিন্সনকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করতে লাগল, আর দেরী না করে চটপট এগুনো যাক, মেতেলিৎসাকে পথেই পাওয়া যাবে। আর লেভিন্সন যখন প্রাত্যহিক কাজগুলো অত্যন্ত মন দিয়ে সেরে (অন্যান্য কাজের মধ্যে মেচিককে সে একটা নতুন ঘোড়াও দিয়েছিল।) অবশেষে যাত্রার আদেশ দিল, সৈন্যদলের মধ্যে তখন এমন উল্লাস জাগল যেন এই আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার অবসান হয়ে গেছে।

ঘোড়া চালাল তারা এক ঘণ্টা, তারপর আরো এক ঘণ্টা, তবু লম্পটের মতো কপালের উপর লোটানো কালো চুলওলা প্লেটুন কম্যাণ্ডারকে পথে দেখা গেল না। আরো দু' ঘণ্টা ধরে তারা চলল, তবুও মেতেলিৎসার দেখা নেই। আর তখন শুধু লেভিন্সন নয়, এমনকি যারা মেতেলিৎসাকে ঈর্ষা করতে আর গালাগালি দিতে সবচেয়ে ব্যগ্র তারাও সন্দেহ করতে শুরু করল যে তার দৌত্যকাজের ফলটা শেষ পর্যন্ত শুভ হয়েছে কিনা।

কঠোর ও অর্থময় এক নীরবতায় সৈন্যদল এগিয়ে চলল তায়গার কিনারের দিকে।





১৫

তিনটি মৃত্যু

মেতেলিৎসার জ্ঞান হল একটা বড় অন্ধকার গোলাঘরে। সোঁদা মাটির উপর শুয়েছিল সে। মাটির এই কনকনে স্যাঁতসেঁতানিটা তার প্রথম অনুভূত হল, দেহের মধ্যে সেঁধুচ্ছিল তা। সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়ল সব ঘটনার কথা। যে ঘাগুলো সে খেয়েছে তা তখনো দুমদুম করছে তার মাথার মধ্যে, রক্তে লেপটে যাওয়া চুল শুকিয়ে উঠেছে, কপাল ও গালের উপরকার সেই জমাট রক্তটা সে টের পাচ্ছিল।

প্রথম মোটামুটি পরিষ্কার যে চিন্তাটা তার মাথায় এল সেটা হল, পালানো যায় না? মেতেলিৎসা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না যে তার জীবনে যা সব ঘটেছে, তার সমস্ত কাজেই যে দুঃসাহসিকতা এবং সৌভাগ্যে সে লোকেদের কাছে স্বনামধন্য হয়ে উঠেছে, সে সবের পর বাস্তবিকই সব মানুষের মতো তাকেও মাটির তলায় শুয়ে জীর্ণ হতে হবে। গোলার সর্বত্র সে হাতড়ে বেড়াল, প্রত্যেকটি ছোটো ফাটল পরখ করল এমনকি দরজাটাকে

ভেঙে খোলারও চেষ্টা করল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা!.. তার চারিদিকে ঠান্ডা মরা কাঠ। ফাটলগুলো এমন অসম্ভব ছোটো যে সেগুলোর ভিতর দৃষ্টি পর্যন্ত চলে না। শরৎকালের ঊষার অস্পষ্ট আলো তার ভিতর দিয়ে যেটুকু আসছিল সে অতি কষ্টে।

তাহলেও ক্রমাগত হাতড়াতে হাতড়াতে শেষ পর্যন্ত সে চরম, হতাশ নিশ্চয়তার সঙ্গে বুঝতে পারল যে এইবার পালাবার সম্ভাবনা নেই। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চয় হবার পর নিজের জীবন আর মৃত্যু সম্বন্ধে তার আর কোনো কৌতূহল রইল না। সমস্ত মানসিক ও শারীরিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হল একটি মাত্র ব্যাপারে। সেটা তার জীবন আর মৃত্যুর দিক থেকে একেবারে অপ্রয়োজনীয়, কিন্তু নিজের কাছে তা এখন হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ: কী উপায়ে সে, মেতেলিৎসা, এ পর্যন্ত যার সাহস ও দুঃসাহসিকতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠে নি, সেই মেতেলিৎসা তার আততায়ীদের দেখাবে যে তাদের সে ভয় করে না, কী উপায়ে দেখাবে যে তাদের সে শুধু ঘৃণাই করে।

এ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পাবার আগেই বাইরে নানা শব্দ শুনতে পেল। খিল খোলার শব্দ হল এবং মৃদু ও কম্পিত ধূসর প্রভাতী আলোর সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে এল দুজন সশস্ত্র কসাক, তাদের পরনে হলদে স্ট্রাইপ লাগানো প্যাণ্ট। মেতেলিৎসা পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে চোখ কুঁচকে তাদের দিকে তাকাল।

তাকে দেখে দরজার কাছে তারা অনিশ্চিতের মতো ইতস্তত করতে লাগল। পিছনে যে ছিল সে অস্থিরভাবে শব্দ করতে লাগল নাক দিয়ে।

'চলো হে দেশোয়ালী,' সামনের লোকটি অবশেষে বলল। তার স্বরে ঘৃণা ছিল না, নিজেকে যেন সে প্রায় অপরাধী বলেই মনে করছিল।

একগুঁয়ের মতো ঘাড় গুঁজে বেরিয়ে এল মেতেলিৎসা।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সে গিয়ে দাঁড়াল একটি লোকের সামনে যাকে আগের রাতে সে দেখেছিল পাদ্রীর বাগান থেকে ঘরের মধ্যে — পরনে কসাক টুপি আর ফেল্টের বুর্কা। হৃষ্টপুষ্ট সুদর্শন ভালোমানুষ চেহারার অফিসারটিও ছিল, মেতেলিৎসা যাকে ভেবেছিল স্কোয়াড্রন কম্যান্ডার। একটা হাতলওলা চেয়ারে সোজা হয়ে বসেছিল সে আর মেতেলিৎসার দিকে তাকিয়েছিল হতবুদ্ধি হয়ে। তার দৃষ্টির মধ্যে এতোটুকুও কাঠিন্য ছিল না। তাদের প্রত্যেককে অনেকক্ষণ ধরে দেখার পর এখন মেতেলিৎসা কোনো অলক্ষ্য

ইঙ্গিতে বুঝতে পারল যে কর্তা সেই ভালোমানুষ চেহারার অফিসারটি নয়, কস্যাক বুর্কা-পরা লোকটি।

'তোমরা যেতে পারো,' দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কসাকদের দিকে চেয়ে শেষোক্ত লোকটি তীক্ষ্ন স্বরে বলল।

আনাড়ীর মতো কনুই দিয়ে এ ওকে ঠেলে খটখট করে তারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'বাগানে কাল তুই কী করছিলি?' মেতেলিৎসার দিকে এগিয়ে এসে এবং তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে দ্রুত প্রশ্ন করল।

মেতেলিৎসা বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল, উত্তর দিল না। চোখ দুটোও নীচু হল না। কালো মসৃণ ভ্রূ জোড়া সামান্য নড়ল। সমস্ত ভঙ্গি থেকে এই সঙ্কল্পের কথাটা বোঝা গেল যে তারা তাকে যে প্রশ্নই করুক না কেন এবং তার কাছ থেকে যে ভাবেই জোর করে উত্তর আদায় করার চেষ্টা করুক না কেন, সে এমন কিছুই বলবে না যাতে প্রশ্নকারীরা তৃপ্তি পায়।

'বাঁদরামি রাখ!' কর্তা বলল। একটুও সে চটে উঠল না বা গলাটা চড়াল না। কিন্তু তার স্বর থেকে এ কথাটা পরিষ্কার বোঝা গেল যে সে মুহূর্তে মেতেলিৎসার মনের মধ্যে যা কিছু ঘটছে তা সে বুঝতে পেরেছে।

'খামোকা কথা বলে কী লাভ?' হেসে মুরুব্বিয়ানার সুরে বলল প্লেটুন কম্যান্ডার।

বসন্তের দাগ-ভরা, শুক্র রক্ত-মাখা, কঠিন মুখটাকে স্কোয়াড্রন কম্যান্ডার পর্যবেক্ষণ করতে লাগল কয়েক সেকেন্ড ধরে।

'বসন্ত কবে হয়েছিল, বহুকাল আগে?' খাপছাড়াভাবে সে প্রশ্ন করল।

'এ্যাঁ?' থতমত খেল প্লেটুন কম্যান্ডার। থতমত খেল, কারণ অফিসারের প্রশ্নের মধ্যে কোনো বিদ্রূপ বা খোঁচা ছিল না। স্পষ্ট বোঝা গেল লোকটা নিতান্তই তার বসন্তের দাগযুক্ত মুখটায় কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। কিন্তু এটা মেতেলিৎসা যখন বুঝতে পারল তখন সে বিদ্রূপভরে প্রশ্নটা করা হলে যতটা চটে উঠত তার চেয়েও বেশী চটে উঠল। অফিসারের প্রশ্নে যেন তার সঙ্গে একটা মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনা পরখ করে দেখা হচ্ছে।

'কোথাকার লোক তুই — এখানকার, নাকি অন্য কোথাও থেকে এসেছিস?'

'ওসব কথা ছাড়ো গো হুজুর!..' দারুণ রাগে মেতেলিৎসা গর্জন করে উঠল। হাত মুঠো করে আরক্ত হয়ে সে বহু কষ্টে অফিসারের উপর

ঝাঁপিয়ে পড়ার তীব্র ইচ্ছাকে দমন করল। সে আরো কিছু জুড়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু একটিমাত্র চিন্তায় সে এখন আচ্ছন্ন হয়ে গেল: সত্যিই তো, কেনই বা অমন বীভৎস লালচে খোঁচাখোঁচা দাড়িতে ভরা, পিত্তি জ্বলানো, শান্ত ফোলা ফোলা মুখওয়ালা এই কালো লোকটাকে জাপটে ধরে গলা টিপে মেরে ফেলবে না? এই কল্পনাটা তাকে এমন পেয়ে বসল যে সে হঠাৎ থেমে এক পা গেল এগিয়ে; তার হাত দুটো কেঁপে উঠল আর তার বসন্তের দাগওলা মুখটা উঠল ঘেমে।

'ওহো!' এই প্রথম অবাক হয়ে জোরে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। কিন্তু পিছিয়ে গেল না কিংবা এক মুহূর্তের জন্যও তার দৃষ্টিটা মেতেলিৎসার মুখের উপর থেকে সরল না।

মনস্থির করতে না পেরে মেতেলিৎসা থামল, তার চোখ দুটো লাগল জ্বলতে। লোকটা তখন খাপ থেকে রিভলবারটা বার করে নাড়াতে লাগল মেতেলিৎসার নাকের সামনে। প্লেটুন কম্যাণ্ডার নিজেকে সামলে নিয়ে জানালার দিকে ফিরে উদ্ধতভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর থেকে রিভলবারটা দিয়ে তাকে হাজার ভয় দেখানো, সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক শাস্তি দেওয়া হবে বলে সাবধান করা, সে যা জানে সে কথা বলার জন্য তাকে হাজার সাধ্যসাধনা করা এবং তাকে ছেড়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও সে একটা কথাও বলল না, এমনকি তার প্রশ্নকারীদের দিকে ফিরেও তাকাল না।

প্রশ্নজিজ্ঞাসার মাঝখানে দরজাটা নিঃশব্দে খুলে গেল, আর বড় বড়, ভীত, বোকা বোকা চোখওলা একটা লম্বা চুলো মাথা উঁকি দিল ঘরের মধ্যে।

'আঃ!' স্কোয়াড্রন কম্যাণ্ডার বলল। 'জমায়েৎ হয়ে গেছে সবাই? ভালো, ওদের বল, এসে বাহাদুরটাকে নিয়ে যাক।'

আগের সেই দুটি কসাকই মেতেলিৎসাকে উঠোনে নিয়ে গেল। তারপর খোলা ফটকটার দিকে ইঙ্গিত করে চলল তার পিছন পিছন। মেতেলিৎসা পিছন ফিরে তাকাল না, কিন্তু অনুভব করল যে সেই দুটি অফিসারও তার পিছন পিছন আসছে। গির্জের চকে এসে পেঁছিল তারা। সেখানে, গির্জের ওয়ার্ডেনের কুটিরের কাছে গ্রামের বাসিন্দারা একসঙ্গে ভীড় করে রয়েছে, তাদের চারিপাশে ঘোড়সওয়ার কসাকদের বেষ্টনী।

মেতেলিৎসার সর্বদাই মনে হয়েছে সে লোকজন ভালোবাসে না, তাদের নির্বোধ এবং তুচ্ছ জীবনধারার জন্য সে ঘৃণা করে তাদের এবং তাদের সম্পর্কিত সবকিছুকে। তার নিজের বিশ্বাস ছিল যে লোকে তার সম্বন্ধে যা

বলে বা ভাবে সে সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। তার কখনো বন্ধু ছিল না, আর বন্ধু সে খোঁজেও নি। তাসত্ত্বেও জীবনে সে যা কিছু মহৎ আর গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে, নিজের অজান্তেই, সেটা সে করেছে লোকদের **মুখ চেয়ে** তাদেরই **জন্য,** যাতে তারা তার দিকে তাকায় গর্ব এবং প্রশংসার দৃষ্টিতে, আর গুণগান করে তার। এবং এখন, মুখ তুলে সে শুধু তার চোখ দিয়ে নয়, যেন তার সমস্ত হৃদয় দিয়েই ত্যাকিয়ে দেখল গ্রামবাসীদের এক রঙবেরঙের পোষাক-পরা, চুপচাপ জনতাকে: জুটেছে পুরুষেরা, ছেলেপিলেরা, বাড়ির তৈরী মোটা কাপড়ের স্কার্ট-পরা আতঙ্কিত বয়স্কা নারী, মাথায় শাদা কিংবা রঙীন রুমাল বাঁধা কুমারী মেয়ে; চঞ্চল সব ঘোড়সওয়ার, টুপির তলা দিয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ চুল বেরিয়ে রয়েছে তাদের, রঙচঙে, টানটান, ফিটফাট, ঠিক যেন শস্তা ছাপা ছবির মতো; তাদের দীর্ঘ ছায়াগুলো ঘাসের উপর নাচছে; এবং এমনকি মাথার উপরকার প্রাচীন গির্জের গম্বুজগুলোও তরল রোদে নেয়ে উঠে ঠান্ডা আকাশের পটে নিশ্চল হয়ে আছে।

'বাঃ!' সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। হঠাৎ মন যেন তার পাখা মেলল, খুসি হয়ে উঠল এই সবকিছুতেই — এই উজ্জ্বল, জীবন্ত, দরিদ্র জনতায়, যা নড়ছে, নিঃশ্বাস নিচ্ছে আর ঝকমক করছে চারিপাশে, দোলা দিচ্ছে তার মনকে। সে আরো সহজ ও স্বাধীনভাবে বড় বড় পা ফেলে গা দুলিয়ে সামনে এগিয়ে চলল তৎপর এক জন্তুর মতো, মাটিতে যেন পা তার ঠেকছেই না। চকের সবাই তার দিকে তাকিয়ে রইল রুদ্ধনিশ্বেসে, তারাও যেন টের পাচ্ছিল তার পদক্ষেপের মতোই লঘু পাশবিক কী শক্তি রয়েছে তার স্থিতিস্থাপক লোলুপ দেহটার মধ্যে।

জনতার ভিতর দিয়ে সে যাচ্ছিল তাদের উপর দিকে তাকিয়ে, কিন্তু অনুভব করছিল তাদের মৌন, তীব্র মনোযোগ। থামল সে ওয়ার্ডেনের কুটিরের অলিন্দে। অফিসারেরা তাকে পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল।

'এইখানে,' তার পাশের একটা জায়গা দেখিয়ে স্কোয়াড্রন কম্যান্ডার বলল। এক লাফে সিঁড়িগুলো পেরিয়ে মেতেলিৎসা গিয়ে দাঁড়াল তার পাশে।

এবার জনতার সবাই তাকে পরিষ্কার দেখতে পেল — টানটান সুগঠিত মূর্তি, চুল কালো, পায়ে নরম হরিণ-চামড়ার বুট আর পরনে বোতাম খোলা একটা সার্ট, মোটা সবুজ গুছিওলা একটা কোমরবন্ধ দিয়ে সেটা আঁট করে বাঁধা। তার তীক্ষ্ম ঈগলের মতো চোখে চকচক করছিল এক সুদূরপ্রসারী

দ্যুতি, তাকিয়ে আছে সকালের কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা অত্যুন্নত পাহাড়গুলোর দিকে।

'এ লোকটাকে কে চেনে?' কম্যান্ডার প্রশ্ন করল। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা সে বুলিয়ে নিল জনতার উপর। মনে হল সেই দৃষ্টি যেন এক এক মুহূর্ত ধরে স্থির হয়ে রইল প্রত্যেকের মুখের উপর।

যার উপর তার দৃষ্টি পড়ল সেই কুঁকড়ে উঠে, চোখ মিটমিট করে নীচু করল তার মাথাটা। মেয়েদের শুধু চোখ সরাবার ক্ষমতা ছিল না, তারা তার দিকে তাকিয়ে রইল বোকার মতো, ভীরু ও ব্যগ্র কৌতূহল নিয়ে।

'কেউ চেনে না?' কম্যান্ডার প্রশ্ন করল; 'কেউ' কথাটার উপর সে জোর দিল শ্লেষের সঙ্গে, প্রত্যেকেই যে মেতেলিৎসাকে **চেনে** অথবা চেনা **উচিত** সে বিষয়ে সে যেন নিঃসন্দেহ। 'এখুনি বোঝা যাবে। নেচিতাইলো!' সে চীৎকার করে ইসারা করল এক লম্বা চেহারার অফিসারকে। তার পরনে একটা দীর্ঘ কসাক গ্রেটকোট, চেপে আছে একটা চঞ্চল বাদামী রঙের ঘোড়ার উপর।

অকস্মাৎ একটা চাপা উত্তেজনা দেখা গেল জনতার মধ্যে। যারা সামনে ছিল তারা তাকাতে লাগল পেছন দিকে। কালো ওয়েস্টকোট-পরা একটা লোক জোর করে ভীড় সরিয়ে এগিয়ে এল, তার মাথাটা নোয়ানো বলে শুধু তার পুরু ফারের টুপিটা গেল দেখা।

'পথ দাও, পথ দাও!' বলতে বলতে সে এক হাতে ভীড় ঠেলে অন্য হাত দিয়ে কাকে যেন টেনে আনছিল।

অবশেষে সে অলিন্দে পৌঁছল। প্রত্যেকেই দেখতে পেল সে টেনে আনছে একজন রোগা, কালো চুলওলা ছেলেকে। তার পরনে লম্বা একটা জ্যাকেট। সে আতঙ্কিত হয়ে বাধা দিচ্ছে, আর তাকাচ্ছে একবার মেতেলিৎসা, একবার স্কোয়াড্রন কম্যান্ডারের দিকে। গোলমালটা বেড়ে উঠল। দীর্ঘশ্বাস আর মেয়েদের চাপা ফিসফিসানি গেল শোনা। মেতেলিৎসা নীচের দিকে তাকাল আর অকস্মাৎ এই কালো চুলওলা, আতঙ্কিত চোখ, রোগা, হাস্যকর, ছেলেমানুষী ঘাড়ওলা রাখাল ছেলেটিকে সে চিনতে পারল। এর জিম্মায় গত রাত্রে সে তার ঘোড়াটা রেখে এসেছিল।

যে চাষা তার হাত ধরে ছিল, সে নিজের টুপি খুলে ফেলল। বেরিয়ে পড়ল চ্যাপ্টা ধরনের একটি মাথা, তার উপর শাদা শাদা ছোপ, দেখাচ্ছিল যেন তার চুলের উপর অসমানভাবে নুন ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সে কম্যান্ডারের দিকে ঝুঁকে পড়ে অভিনন্দন জানিয়ে, বলতে শুরু করলে:

‘এই আমার রাখালটি…’

কিন্তু বোঝা গেল হয়তো তার ব্যাখ্যান শেষ পর্যন্ত শোনার ধৈর্য থাকবে না এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি ছেলেটির দিকে ঝুঁকে মেতেলিৎসার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে প্রশ্ন করল:

‘এই লোকটা, না?’

কয়েক মুহূর্ত ধরে সেই রাখাল ছেলে আর মেতেলিৎসা পরস্পরের চোখে চোখে তাকিয়ে রইল। মেতেলিৎসা তাকাল কৃত্রিম ঔদাস্যে, ছেলেটি তাকাল ভয়, সমবেদনা আর করুণার সঙ্গে। তারপর ছেলেটির চোখ দুটো ঘুরল স্কোয়াড্রন কম্যান্ডারের দিকে এবং কসাক অফিসারের মুখের উপর যেন এঁটে রইল মুহূর্তের ভগ্নাংশের জন্য। তারপর তার চোখ ফিরল যে চাষী তার হাত ধরে কথা শোনার আশায় তার দিকে ঝুকে ছিল, তার উপর। সে জোরে নিশ্বেস টেনে মাথা নাড়াল নেতিবাচক অর্থে… জনতা এত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল যে গির্জের ওয়ার্ডেনের খামারে একটা বাছুরের নড়াচড়ার শব্দও গেল শোনা। একটু উশখুশ করে আবার স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই…

‘ভয় কী, ভয় নেই রে বোকা,’ কম্পিত গলায় চাষী তাকে খোশামোদ করে বলল মেতেলিৎসার দিকে আঙুল দেখিয়ে, যদিও নিজেই সে ভয় পেয়ে ছটফট করছিল। ‘ও ছাড়া আর কে?.. স্বীকার কর, স্বীকার কর, ভয়… আঃ, কেউটে কোথাকার!..’ হঠাৎ ক্ষেপে থেমে গেল সে, জোরে ঝাঁকুনি দিলে ছেলেটার হাতে। ‘আজ্ঞে হাঁ হুজুর, ওই লোকটাই! ও ছাড়া আর কে হবে?’ সে চেঁচিয়ে বলল যেন সাফাই চাইল নিজের জন্য। হাতের মধ্যে টুপিটাকে সে মোচড়াতে লাগল খোশামোদের ভঙ্গিতে। ‘ছেলেটা শুধু ভয় পাচ্ছে। ঘোড়াটায় জিন চড়ানো, তার তলায় একটা রিভলবারের খাপ, তখন এ ছাড়া আর কে? কাল রাতে এসেছিল আগুনের কাছে। বলে, — ঘোড়াটা চরুক। নিজে সে চলে আসে গ্রামে। ছেলেটা আর কত অপেক্ষা করবে, ভোর হয়ে আসছে তাই ঘোড়াটা নিয়ে আসে। ঘোড়াটায় জিন চড়ানো আর জিনের তলায় একটা খাপ — তাই আর কে হতে পারে?..’

‘কে এসেছিল? কার খাপ?’ লোকটার কথাগুলো বোঝবার ব্যর্থ চেষ্টা করে কম্যান্ডার প্রশ্ন করল। চাষীটা আরও হতবুদ্ধি হয়ে তার টুপিটা নাড়াচাড়া করতে করতে আবার আগেকার মতোই অসংলগ্নভাবে বোঝাতে শুরু করল যে তার রাখাল সকাল বেলায় পরের একটা ঘোড়া নিয়ে এসেছিল, সেটার উপর জিন চড়ানো, তলায় একটা খাপ।

'ওঃ, বুঝেছি!' স্কোয়াড্রন কম্যাণ্ডার ধীরে ধীরে বলল। 'ও কিন্তু এ যে স্বীকার করছে না,' মাথা নাড়িয়ে ছেলেটাকে দেখিয়ে সে বলল। 'বেশ, ওকে এখানে নিয়ে এসো। আমরা আমাদের কায়দায় জেরা করব।'

পিছন থেকে ঠেলা খেয়ে ছেলেটি অলিন্দের কাছে এল, কিন্তু উঠতে সাহস করল না। অফিসার দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে তার শীর্ণ কম্পিত কাঁধগুলো ধরে, নিজের দিকে টেনে ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ছেলেটির চোখের দিকে তাকাল। ছেলেটির চোখ দুটি ভয়ে গোল হয়ে গিয়েছিল।

'আ-আ-আ!..' অকস্মাৎ চোখ উলটে কঁকিয়ে উঠল ছেলেটি।

'ওই মাগো, কী হবে,' আর চাপতে না পেরে মেয়েদের মধ্যে কে একজন দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কার একটি দেহ সবেগে ঝাঁপিয়ে এল অলিন্দ থেকে। আতঙ্কে পিছিয়ে গেল জনতা। একটা সাঙ্ঘাতিক ঘুষি খেয়ে স্কোয়াড্রন কম্যাণ্ডার পড়ল চিৎপাত হয়ে।

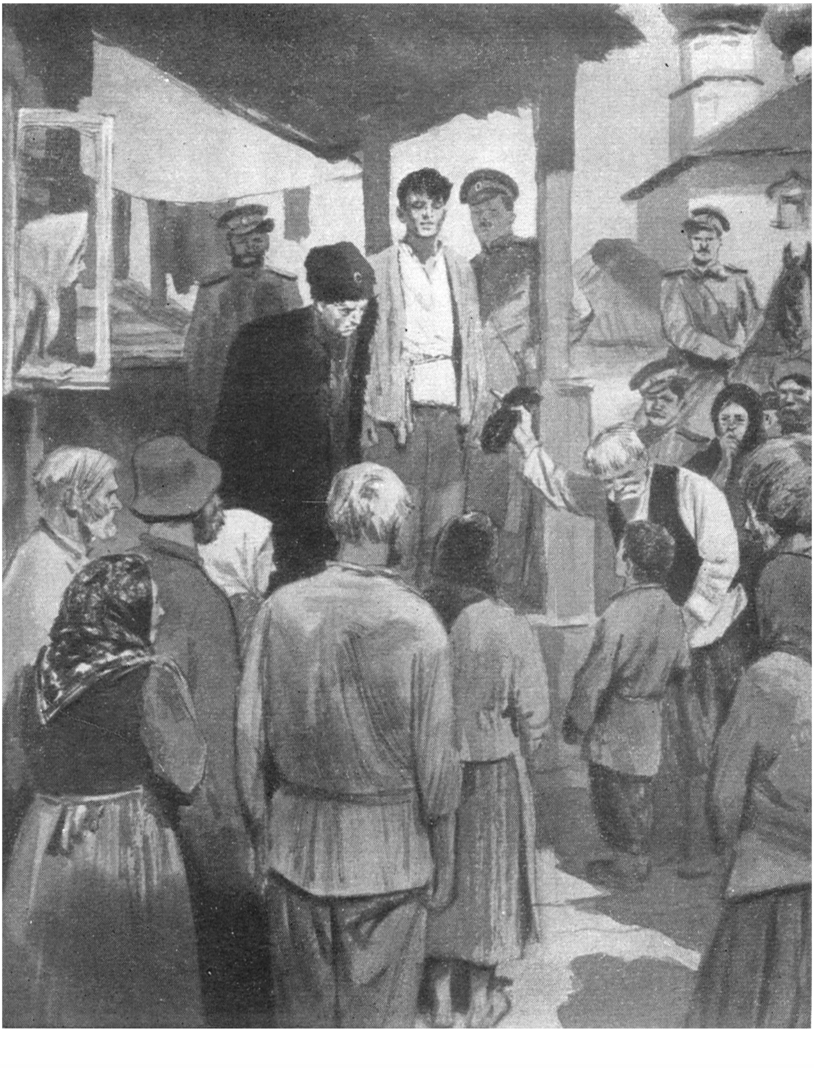
'গুলি করো ওকে!.. এ সব কী হচ্ছে!' অসহায়ভাবে হাত বাড়িয়ে হতবুদ্ধি হয়ে বোকার মতো চেঁচিয়ে উঠল সুদর্শন অফিসারটি। খেয়াল নেই যে সে নিজেও গুলি করতে পারে।

কয়েকজন ঘোড়সওয়ার ছুটে ঢুকল জনতার মধ্যে, ঘোড়া দিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দিল লোকদের। মেতেলিৎসা তার শত্রুর উপর নিজের দেহের সমস্ত ওজন দিয়ে চেপে তার গলাটা চেপে ধরতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু অন্য জন তার তলায় কালো বুর্কাটা ডানার মতো ছড়িয়ে বাদুড়ের মতো কিলবিল করছিল। কাঁপা কাঁপা হাতে তার রিভলবারটা টেনে বার করার জন্য নিজের কোমরবন্ধটা চেপে ধরেছিল সে। অবশেষে সে কোনোমতে খুলল তার খাপটা আর প্রায় ঠিক যে মুহূর্তে মেতেলিৎসা তার টুঁটি টিপে ধরল, সে তার দিকে চালাল কয়েকটা গুলি।

কসাকরা যখন দৌড়ে এসে মেতেলিৎসার পা ধরে টেনে নিয়ে গেল তখনো সে ঘাস মুঠো করে ধরে, দাঁতে দাঁত ঘষে মাথা তুলতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু অসহায়ভাবে সেটা পড়ে পড়ে যাচ্ছিল, ঘষটাতে থাকছিল মাটির ওপর।

'নেচিতাইলো!' সুদর্শন অফিসারটি চীৎকার করে উঠল। 'স্কোয়াড্রনকে বার করো!.. আপনিও কি আসবেন, স্যার?' সে সসম্ভ্রমে কম্যাণ্ডারকে প্রশ্ন করল, কিন্তু তার দিকে তাকাল না।

'হ্যাঁ।'



'কম্যাণ্ডারের ঘোড়াটা নিয়ে এসো!..'

আধ ঘণ্টা পরে কসাক স্কোয়াড্রন গ্রাম থেকে বেরিয়ে আগের রাতে মেতেলিৎসা যে পথ ধরে এসেছিল সেই পথ ধরে ছুটল।

বাক্লানভ অন্যদের মতোই চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। নিজেকে সে আর চেপে রাখতে পারল না।

লেভিন্সনকে সে বলল, 'শোনো, আমি ঘোড়ায় চেপে আগে যাই। শয়তানই জানে আমাদের কপালে কী আছে...'

সে ঘোড়াটাকে জুতোর কাঁটা দিয়ে খোঁচা মেরে ছোটাল আর অল্পক্ষণের মধ্যেই — সে যা আশা করেছিল তার অনেক আগেই — বনের কিনারে ভাঙা চালাটার কাছে পৌঁছল। ছাতের উপর ওঠার তার দরকার হল না: আধ ভার্স্টের বেশী দূরে নয় প্রায় পঞ্চাশজন ঘোড়সওয়ার নামছিল একটা পাহাড় থেকে। বোঝা গেল তারা নিয়মিত সৈন্য: তাদের ইউনিফর্মগুলো সব এক রকমের, টুপির বন্ধনীগুলো হলদে রঙের আর পাৎলুনের উপর হলদে স্ট্রাইপ। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে বিপদের সঙ্কেত দেবার ইচ্ছেটাকে দমন করে (যে কোনো মুহূর্তেই লেভিন্সন ঘোড়ায় চড়ে এসে পড়তে পারে), বাক্লানভ ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। পাহাড়ের পিছন থেকে আরো সৈন্য আসছে কিনা আবিষ্কার করার জন্য সে হয়ে উঠল উদগ্রীব। কিন্তু আর কাউকে দেখা গেল না। স্কোয়াড্রনটা ঘোড়ায় চড়ে আসছিল হাঁটবার মতো ধীরে ধীরে, যদিও তাদের সারির মধ্যে বিশেষ শৃঙ্খলা ছিল না। লোকদের শিথিল ভঙ্গি আর ঘোড়াগুলোর মাথা নাড়া দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল যে কিছুক্ষণ আগেও তারা দারুণ জোরে ছুটছিল।

বাক্লানভ পিছন ফিরতেই আর একটু হলে লেভিন্সনের সঙ্গে ধাক্কা খেত। সে তখন সবে বন থেকে বেরুচ্ছিল। তাকে সে থামবার ইঙ্গিত করল।

'দলে ওরা অনেক?' সব কথা শোনার পর লেভিন্সন প্রশ্ন করল।

'প্রায় পঞ্চাশ জন।'

'পদাতিক?'

'না, সবাই ঘোড়সওয়ার।'

'কুব্রাক, দুবোভ, ঘোড়া থেকে নামো!' শান্তভাবে লেভিন্সন আদেশ দিল। 'কুব্রাক — সৈন্যদলের ডান দিকটা সামলাও। দুবোভ — বাঁ দিকটা... আমি তোমাদের দেখাচ্ছি!..' মাথায় ব্যাণ্ডেজ করা এক পার্টিজানকে সৈন্যদল থেকে

পালাতে এবং আরো কয়েকজনকে তার অনুসরণ করতে উদ্যত দেখে অকস্মাৎ সে গর্জে উঠল, 'যে যার জায়গায়!' লোকটাকে সে ভয় দেখাল তার চাবুকটা দিয়ে।

মেতেলিৎসার প্লেটুনের ভার সে দিল বাক্লানভের উপর এবং তাকে সে আদেশ দিল যেখানে রয়েছে সেখানেই থাকতে। তারপর সে ঘোড়া থেকে নেমে তার মাউজারটা দোলাতে দোলাতে তাড়াতাড়ি খুঁড়িয়ে চলল লাইনের পুরোভাগে।

লোকদের সে আদেশ দিল ঝোপগুলোর মধ্যে খণ্ডযুদ্ধের জন্য সারবন্দী হতে। তারপর সে একজন পার্টিজানকে সঙ্গে নিয়ে গুঁড়ি মেরে যেতে লাগল চালাটার দিকে। স্কোয়াড্রনটা বেশ কাছে এসে গেছে। টুপির হলদে ফিতে আর পাৎলুনের স্ট্রাইপ দেখে লেভিন্সন বুঝতে পারল তারা কসাক। কালো বুর্কা-পরা কম্যাণ্ডারকেও সে দেখতে পেল।

পার্টিজানটাকে সে ফিসফিস করে বলল, 'ওদের বলো গুঁড়ি মেরে চলে আসুক এখানে। কিন্তু মাথা যেন না তোলে তাহলে... দাঁড়িয়ে রইলি কিসের জন্যে? জলদি!..' ভ্রূ কুঁচকে লোকটাকে সে ঠেলা দিল।

কসাকরা সংখ্যায় কম থাকলেও লেভিন্সন অকস্মাৎ ভয়ানক অস্থির হয়ে উঠল, তার যোদ্ধা জীবনের প্রথম যুগটার মতো।

এই জীবনকে সে দুটো ভাগে ফেলে, কোনো সুনির্দিষ্ট রেখায় তা বিভক্ত নয়, কিন্তু তার নিজের মানসিক প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে তাদের তফাৎ করা যায়।

প্রথম ভাগে তার সামরিক শিক্ষা ছিল না, এমনকি কী করে বন্দুক ছুঁড়তে হয় তাও সে জানত না। তাসত্ত্বেও একদল লোকের পরিচালনার ভার নিতে সে বাধ্য হয়েছিল। সে অনুভব করত যে সে আসলে পরিচালনা করছে না, ঘটনাগুলো ঘটেছে তাকে ছাড়াই কিংবা তার ইচ্ছার ব্যতিরেকে। সে যে কোনো দিক দিয়ে তার কর্তব্যে অবহেলা করেছিল তা নয় — না, তার যথাসাধ্য করতে সে চেষ্টা করেছিল। আর এটাও নয় যে সে তখন বিশ্বাস করত, যে সব ঘটনার সঙ্গে জনগণ যুক্ত সে সব ঘটনার উপর একজনের পক্ষে প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব নয় — না, এই ধারণাকে তার মনে হত মানুষের জঘন্যতম কপটতা বলে, যাতে চাপা দেওয়া হয় নিজের দুর্বলতাকে, অর্থাৎ কর্মের অনিচ্ছাটাকে। কিন্তু সে অনুভূতির কারণ হল এই যে তার সামরিক জীবনের এই প্রথম, অনতিদীর্ঘ পর্বটায় তার সমস্ত মানসিক শক্তি নিযুক্ত

হয়েছিল লড়াইয়ের মধ্যে, অনিচ্ছাতেই যে মরণভয় জাগত, সেটা জয় করে লোকের কাছ থেকে চাপা দিতে।

তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সে বেশ তাড়াতাড়িই নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় এবং এমন একটা মানসিক অবস্থায় পেঁছিয় যেখানে নিজের প্রাণের ভয়ে অন্যদের জীবনের ওপর হুকুম চালাতে তার আর বাধা হত না। এই দ্বিতীয় ভাগে ঘটনাকে চালনা করার শক্তি সে অর্জন করেছিল। যত পরিষ্কার ও নিখুঁতভাবে সে সেই ঘটনার বাস্তব গতি এবং তার ভেতরকার শক্তি সম্পর্ক ও লোকজনকে বুঝতে পারত — তত সম্পূর্ণ ও সফল হত তার এই ক্ষমতা।

কিন্তু এখন লেভিন্সন আবার সেই পুরনো অস্থিরতা অনুভব করল। টের পেল সে অস্থিরতা কেমন যেন তার নতুন মানসিক অবস্থার সঙ্গে, নিজেকে নিয়ে, মেতেলিৎসার মৃত্যু নিয়ে তার ভাবনার সঙ্গে জড়িত।

তাহলেও যখন সৈন্যশ্রেণী ঝোপগুলোর ভিতর থেকে গুঁড়ি মেরে বেরুতে লাগল, সে কিন্তু ফিরে পেল তার আত্মসংযম এবং আবার তার ছোট্ট, উত্তেজনায় কঠিন দেহ, তার নিশ্চিত, নির্ভুল অঙ্গভঙ্গিকে তার দলের লোকদের মনে হল এক অব্যর্থ পরিকল্পনার প্রতিমূর্তি বলে, যেটাতে তারা বিশ্বাস করত অভ্যেসবশে এবং নিজেদের আভ্যন্তরীণ তাগিদে।

স্কোয়াড্রনটি ইতিমধ্যে এত কাছে এসে পড়েছিল যে ঘোড়ার খুরের শব্দ আর ঘোড়সওয়ারদের চাপা কথাবার্তা যাচ্ছিল শোনা; এমনকি এখন তাদের মুখগুলোও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। লেভিন্সন তাদের ভাবভঙ্গি লক্ষ করল, বিশেষ করে এক হৃষ্টপুষ্ট সুদর্শন অফিসারের। অনেকটা আনাড়ীর মতো জিনের উপর বসে, পাইপ দাঁতে কামড়ে সবে সে এগিয়ে এসেছিল সামনে।

'লোকটা নিশ্চয়ই একটা জানোয়ার,' লেভিন্সন ভাবল, তার দৃষ্টিটা অনেকক্ষণ নিবদ্ধ রইল তার উপরেই। লেভিন্সন কিছু না ভেবেই সুদর্শন অফিসারটির উপর সেই সব জঘন্য দোষগুলো চাপাল যেগুলো সাধারণত শত্রুর উপর আরোপ করা হয়ে থাকে। 'কিন্তু কী সাংঘাতিক ধক্‌ধক্‌ করছে আমার বুকটা!.. গুলি চালাবার সময় হয়েছে কি? সময় হয়েছে কি?.. না, যতক্ষণ না ওরা ওই ছাল ছাড়ানো বার্চ গাছটার কাছ পর্যন্ত আসে... জিনের উপর অমন একটা বস্তার মতো বসে আছে কেন?..'

'প্লে-এ-টু-উ-উন!' সেই ছাল ছাড়ানো বার্চ গাছটার কাছে স্কোয়াড্রনটি পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সে সরু টানা গলায় চীৎকার করে উঠল। 'ফায়ার!..'

তার স্বর শুনে সুদর্শন অফিসারটি বিস্মিত হয়ে মাথা তুলল, কিন্তু পর মুহূর্তেই তার টুপিটা গেল মাথা থেকে উড়ে এবং তার মুখে ফুটে উঠল এক অবর্ণনীয় আতঙ্ক ও অসহায় ভাব।

'ফায়ার!..' আবার লেভিন্সন চীৎকার করে উঠে নিজেই সেই সুদর্শন অফিসারকে টিপ করে গুলি চালাল।

স্কোয়াড্রন বিশৃঙ্খল হয়ে গেল। কসাকদের মধ্যে অনেকেই পড়ে গেল ঘোড়া থেকে। কিন্তু সুদর্শন অফিসারটি জিনের উপরই রইল। তার ঘোড়াটা দাঁত বার করে সামনের দুটো পা তুলে দাঁড়াল। কয়েক মুহূর্ত ধরে হতবিহ্বল লোক আর পা তুলে দাঁড়ানো ঘোড়াগুলো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে জট পাকাতে লাগল, চ্যাঁচাতে লাগল কী যেন, কিন্তু গুলির শব্দে তা শোনা গেল না। তারপর কালো টুপি ও কালো বুর্কা-পরা এক ঘোড়সওয়ার গণ্ডগোলের ভিতর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে স্কোয়াড্রনের সামনে ছুটে এল, কঠিন হাতে নিজের ঘোড়াকে সামলে তরোয়ালটা ঘোরাতে লাগল। মনে হল বাকিরা তাকে বিশেষ মানছে না। কয়েকজন ইতিমধ্যেই ঘোড়াগুলোয় চাবুক হাঁকিয়ে ছুটে পালাচ্ছিল। গোটা স্কোয়াড্রন ছুটল তাদের পেছন পেছন। পর মুহূর্তে পার্টিজানরা লাফিয়ে উঠল তাদের জায়গা থেকে। বেশি যারা দুঃসাহসী পিছু তাড়া করল তারা, দৌড়তে দৌড়তে চালাতে লাগল গুলি।

লেভিন্সন চেঁচিয়ে উঠল, 'ঘোড়া নিয়ে এসো!.. বাক্লানভ, এদিকে এসো!.. ঘোড়ায় সবাই!..'

বাক্লানভের মুখটা হিংস্র মুখভঙ্গিতে বিকৃত হয়ে উঠেছিল। তার সমস্ত শরীরটা সামনের দিকে প্রসারিত করে, তরোয়াল-ধরা হাতটা নামিয়ে সে ছুটে গেল। তার তরোয়ালটা ঝকঝক করতে লাগল অভ্রের মতো। পিছনে হাতিয়ার উঁচিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ইস্পাতের ঝঙ্কার তুলে এল মেতেলিৎসার প্লেটুন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গোটা বাহিনী ছুটল তাদের পিছনে।

স্রোতের টানে মেচিকও ছুটে চলল এই হিমবাহের মাঝখানে। শুধু যে সে একটুও ভয় পেল না তা নয়, তার নিজের চিন্তা ও কাজকে এক উদাস দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে লক্ষ ও বিশ্লেষণ করার স্বভাবগত অভ্যেসকেও সে হারাল। সে শুধু তার সামনে দেখতে পেল একজনের পরিচিত পিঠ আর ঝাঁকড়া চুল,

অনুভব করল নিভকা পিছিয়ে পড়ছে না, আর বুঝতে পারল শত্রু পালাচ্ছে; এবং অন্য সবাইকার মতোই কসাকদের পাল্লা ধরা এবং পরিচিত পিঠটি থেকে পিছিয়ে না পড়া ছাড়া তার মনে আর কোনো চিন্তা রইল না।

এক বার্চ কুঞ্জবনে গা ঢাকা দিলে কসাক স্কোয়াড্রন। অল্পক্ষণ পরেই সেখান থেকে ঘন ঘন গুলিবর্ষণ শোনা গেল। কিন্তু পার্টিজান বাহিনী গতি মন্থর তো করলই না, বরং গুলিবর্ষণের দরুন আরো বেড়ে উঠল তাদের উত্তেজনা।

মেচিকের সামনে যে লোমশ ঘোড়াটা ছুটে যাচ্ছিল অকস্মাৎ সেটা মুখ ঠুকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে, দু হাত বাড়িয়ে সামনে ছিটকে গেল পরিচিত পিঠটি। অন্য সবাইকার মতোই মাটির উপর ছটফট করা বড় আর কালো একটা জিনিসের পাশ কাটিয়ে মেচিকও গেল ছুটে।

পরিচিত পিঠটাকে সামনে আর দেখতে না পেয়ে সে তাকিয়ে রইল বনটার দিকে যা ক্রমাগত কাছিয়ে আসছে... চোখের মুহূর্তের জন্য ঝলকে উঠল কালো ঘোড়ার ওপর ছোটো দাড়িওলা একটি মূর্তি, তরোয়াল দিয়ে একটা দিক দেখিয়ে কী যেন চীৎকার করছিল সে... তার পাশের কয়েকজন ঘোড়সওয়ার অকস্মাৎ বাঁ দিকে মোড় নিল। কিন্তু ব্যাপার কী না বুঝে মেচিক সোজা আগের মতোই ঘোড়া ছুটিয়ে চলল যতক্ষণ না পৌঁছল সেই অরণ্যের মধ্যে। আর একটু হলেই গাছের গুঁড়ির সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খেত। নিষ্পত্র ডালপালায় ছড়ে গেল তার মুখটা। কোনো রকমে সে নিভকার লাগামটা ধরে রাখতে পারল। নিভকা পাগলের মতো ছুটছিল ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে।

বার্চ অরণ্যের সোনালী পাতা আর ঘাসের কোমল প্রশান্তিতে মেচিক ভয়ানক একা...

পর মুহূর্তেই মনে হল অরণ্যটা কসাকে ছেয়ে গেছে। সে চীৎকার করে উঠল, তারপর উদ্ভ্রান্তের মতো ফিরল পিছন দিকে, যে তীক্ষ্ণ কাঁটাওলা ডালপালাগুলো তার মুখের উপর চাবুকের মতো এসে পড়ছিল সেগুলোকে উপেক্ষা করে...

যখন সে ফের বাইরের মাঠে এসে পড়ল, সৈন্যদল তখন অদৃশ্য হয়েছে। প্রায় দু'শ পা সামনে পড়ে রয়েছে একটা মরা ঘোড়া, তার জিনটা পড়ে রয়েছে তার পাশে। ঘোড়াটার কাছে একেবারে স্থির হয়ে হাঁটু দুটোকে বুকের উপর চেপে মাটির উপর বসে আছে একটা লোক। সে মরোজকা।

নিজের আতঙ্কের জন্য লজ্জিত হয়ে মেচিক ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল তার কাছে।

মিশকা পাশ ফিরে পড়েছিল, তার দাঁতগুলো বেরিয়ে রয়েছে, তার বড় বড় কাঁচের মতো চোখগুলো ওলটানো, তাঁদের দৃষ্টি স্থির, সামনের পা দুটো তীক্ষ্ণ খুর সমেত হাঁটুর কাছে মোড়া। যেন মরে গিয়েও সে দৌড়বার জন্য প্রস্তুত। মরোজকা তাকে ছাড়িয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে রইল। তার ফাঁকা চোখ দুটো শুকনো আর জ্বলজ্বলে।

'মরোজকা...' তার ঠিক সামনে থেমে মেচিক মৃদুস্বরে ডাকল। এই লোকটা আর তার এই মরা ঘোড়াটার জন্য অকস্মাৎ তার মন এক কান্না-ভরা করুণায় উঠল ভরে।

মরোজকা নড়ল না। কয়েক মুহূর্ত তাদের কেউই কোনো কথা বলল না, নড়লও না কেউই। তারপর মরোজকা মেচিকের দিকে না তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাঁটু গেড়ে বসে জিনটা খুলতে শুরু করল। তার সঙ্গে আবার কথা কইতে মেচিকের সাহস হল না। নিঃশব্দে সে তাকে লক্ষ করতে লাগল।

মরোজকা ফিতেগুলো ঢিলে করল — তাদের একটা ছিঁড়ে গিয়েছিল। রক্ত-মাখা সেই ছিন্ন চামড়ার খণ্ডটাকে সে মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করল, তারপর আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করে ছুঁড়ে ফেলল। তারপর আর্তনাদ করে জিনটাকে পিঠে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে, ধনুকের মতো পা দুটো বাঁকিয়ে সে চলল অরণ্যের দিকে।

'আমায় দাও, নিয়ে যাই। কিংবা ইচ্ছে হলে আমার ঘোড়াটা তুমি নিতে পারো। আমি হেঁটে যাব!' মেচিক চীৎকার করে উঠল।

মরোজকা পিছন ফিরে তাকাল না। জিনের ভারে সে আরো ঝুঁকে পড়ল।

মেচিক কেন জানি তাকে এড়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বাঁ দিকে একটা মস্ত বাঁক নিলে সে। অরণ্যটা পেরুবার পর সে দেখল তার কাছেই উপত্যকার উপর একটি গ্রাম ছড়িয়ে আছে। তার ডান দিকে এক প্রশস্ত খাদের মধ্যে একটা বন দেখা যাচ্ছিল। খাদটা পাহাড়গুলোর কাছ পর্যন্ত চলে গিয়েছে, পাহাড়গুলো ক্রমশ দূরে সরে গিয়ে অদৃশ্য হয়েছে চক্রবালের অস্পষ্ট ধূসরতার মধ্যে। আকাশটা সেদিন সকালে খুব পরিষ্কার ছিল। এখন সেটা যেন নীচে ঝুলে পড়েছে নিরানন্দে। সূর্যকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না।

পঞ্চাশ পা দূরে কয়েকজন কসাকের মৃতদেহ পড়েছিল। পার্টিজানদের

তরোয়ালে তারা হয়েছিল নিহত। একজন তখনো বেঁচেছিল। বারবার বহুকষ্টে সে হাতের উপর ভর দিয়ে উঠে আবার পড়ে গিয়ে আর্তনাদ করছিল। মেচিক বেশ দূর দিয়ে চলে গেল, চেষ্টা করল লোকটার আর্তনাদ না শুনতে। গ্রাম থেকে কয়েকজন ঘোড়সওয়ার পার্টিজান আসছিল তার দিকে।

'মরোজকার ঘোড়াটা মারা পড়েছে...' তারা কাছে আসার পর মেচিক বলল।

কেউ তার কথার উত্তর দিল না। তাদের মধ্যে একজন মেচিকের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল, যেন প্রশ্ন করতে চাইল, 'আমরা যখন এখানে লড়াই করছিলাম তখন তুমি কোথায় ছিলে?' মুখটা বসে গেছে মেচিকের, মনটা ভরে উঠল অশুভ আশঙ্কায়। সে ঘোড়ায় চেপে চলল এগিয়ে।

যখন সে গ্রামে পেঁছিল ইতিমধ্যেই তখন বেশ কয়েকজন পার্টিজানের থাকার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। অন্যরা ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল একটা বড় কুটিরের সামনে। তার জানালার ফ্রেমগুলো লম্বা লম্বা, কারুকার্য-করা। লেভিন্সন অলিন্দে দাঁড়িয়ে আদেশ দিয়ে যাচ্ছিল, টুপিটা তার বেঁকে আছে, সারা গা ঘর্মাক্ত, ধূলি ধূসরিত। বেড়ার কাছে ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়েছিল, সেখানে মেচিক ঘোড়া থেকে নামল।

'এই যে, কোত্থেকে?' দলের কম্যান্ডার তাকে শ্লেষপূর্ণ প্রশ্ন করল। 'ব্যাঙের ছাতা কুড়াচ্ছিলি না কি?'

'না, আমি শুধু তোমাদের সঙ্গ ছাড়া হয়ে পড়েছিলাম,' মেচিক উত্তর দিল। তারা তার সম্বন্ধে কী ভাববে তাতে তার কিছু এসে যায় না, তাহলেও অভ্যেসবশে সে চেষ্টা করল নিজেকে সমর্থন করতে। 'আমি বনের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম। তোমরা বোধ হয় বাঁ দিকে বেঁকেছিলে।'

'বাঁয়েই তো, বাঁয়ে!' এক সোনালী চুলওলা পার্টিজান ছোকরা সোল্লাসে সমর্থন করলে। তার গাল দুটোয় ছেলেমানুষের মতো টোল, মাথায় এক গোছা চুল উঁচিয়ে আছে মোরগের ঝুঁটির মতো। 'আমি ডাকলাম তোকে, শুনিস নি...' সোল্লাসে মেচিকের দিকে তাকিয়ে রইল সে, বোঝা যায় ব্যাপারটার সমস্ত খুঁটিনাটি মনে করতে পেরে সে খুসি। মেচিক নিজের ঘোড়াটাকে বেঁধে তার পাশে বসল।

একটা গলি দিয়ে বেরুল কুব্রাক। পিছন পিছন এল চাষীদের এক জনতা। দুটি লোককে তারা কুটিরের দিকে নিয়ে আসছিল। তাদের হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। তাদের একজনের পরনে কালো একটা

ওয়েস্টকোট, আর তার মাথাটা কদাকার চ্যাপ্টা। সেটাকে দেখে মনে হয় তার উপর যেন অসমানভাবে নুন ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ভয়ানক কাঁপতে কাঁপতে সে কাকুতি-মিনতি করছিল। অন্যজন হল রোগা চেহারার এক পাদ্রী, আলখাল্লা ছেঁড়াখোড়া, সেটার ভিতর দিয়ে তার কুঁচকনো প্যাণ্ট আর ঝুলন্ত অণ্ডকোষ দেখা যাচ্ছিল। মেচিক লক্ষ করল কুব্রাকের কোমরবন্ধ থেকে একটা রুপোর চেন ঝুলছে। স্পষ্টতই সেটার সঙ্গে ছিল একটা ক্রশ।

'এই সেই লোক?' যখন তাদের দুজনকে অলিন্দে টেনে আনা হল তখন ফ্যাকাশে হয়ে উঠে, ওয়েস্টকোট-পরা লোকটাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে লেভিন্সন প্রশ্ন করল।

'এই সেই, এই সেই!..' সমস্বরে চীৎকার করে উঠল চাষীরা।

'এ যে একটা হতভাগা,' স্তাশিনস্কির দিকে ফিরে লেভিন্সন বলল। সে রেলিংএর উপর তার পাশে বসেছিল। 'কিন্তু মেতেলিৎসা তো আর ফিরবে না...' হঠাৎ ঘন ঘন চোখ মিটমিট করতে করতে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে সে দূরের দিকে চেয়ে রইল। প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল মেতেলিৎসার কথা না ভাবতে।

'কমরেডরা! সোনারা আমার, বাছারা আমার!..' বন্দী লোকটা একবার চাষীদের, একবার লেভিন্সনের দিকে কুকুরের মতো অনুগত চোখে তাকিয়ে নাকী সুরে কাঁদতে লাগল। 'এ কি আর নিজের ইচ্ছেয়? হা ভগবান! কমরেডরা, সোনারা আমার...'

কেউ তার কথায় কান দিল না। চাষীরা তার দিক থেকে মুখ ফেরাল।

'বলার আর কী আছে? গ্রামের সবাই দেখেছে কেমন জুলুম করছিল ছেলেটার ওপর,' নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কঠিন স্বরে তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল।

'তোমারই তো দোষ,' আর একজন সমর্থন করলে, তারপর থতমত খেয়ে মাথা নীচু করল।

'গুলি করো,' নিরুত্তাপ স্বরে লেভিন্সন বলল। 'তবে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাও।'

'পাদ্রীর কী হবে?' কুব্রাক প্রশ্ন করল। 'ও-ও একটা কুত্তি... অফিসারদের নেমন্তন্ন করে খাইয়েছিল।'

'ছেড়ে দাও, চুলোয় যাক গে!'

ওয়েস্টকোট-পরা লোকটাকে কুব্রাক টানতে টানতে নিয়ে চলল। জনতা



চলল তার পিছন পিছন, বহু পার্টিজানও জুটে গিয়েছিল। লোকটা যেতে চাচ্ছিল না, মাটিতে পা আটকে কাঁদতে লাগল, কাঁপতে লাগল তার নীচেকার চোয়ালটা।

'পাখির' মাথার টুপিটা বিশ্রী কাদা-মাখা, কিন্তু তার মুখের ভাবে ফুটে উঠেছিল বিজয়ীর ভঙ্গি। সে মেচিকের কাছে এগিয়ে গেল।

'আরে, তুমি এখানে!' আনন্দিত গর্বিত স্বরে বলল সে। 'এই সর্বাঙ্গ যে ছড়ে গেছে। যাক, কিছু খাবারের সন্ধান করা যাক... ওরা এখন লোকটাকে খতম করে দেবে...' অর্থপূর্ণভাবে টেনে টেনে বলে সে শিস দিতে লাগল।

যে কুটিরে তারা খাবার পেল সেটা নোংরা আর গুমসো। রুটি আর কুচি-করা বাঁধাকপির গন্ধ উঠছে। উনুনের কাছে গোটা জায়গাটা নোংরা বাঁধাকপির পাতায় ভরা। 'পাখি' গোগ্রাসে রুটি আর শুচি গিলতে লাগল, নিজের বীরত্বের কথা বলে ক্রমাগত করতে লাগল বড়াই, এবং মাঝে মাঝে তার ভ্রূর নীচ থেকে আড়চোখে তাকাতে লাগল যে মেয়েটি তাদের পরিবেশন করছিল তার দিকে। মেয়েটি ছিপছিপে, তার বিনুনিগুলি লম্বা লম্বা। লজ্জা পাচ্ছিল সে, খুসিও হচ্ছিল। 'পাখির' কথা শুনতে চেষ্টা করল মেচিক, কিন্তু সবসময় তার কানটা ছিল খাড়া, সামান্য শব্দতেই সে উঠছিল চমকে।

'হঠাৎ আমার দিকে ফিরল সে, টিপ করল একেবারে আমাকে...' গিলতে গিলতে চিবুতে চিবুতে 'পাখি' বলছিল। 'সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে ঝপাং!..'

সেই মুহূর্তে জানালার কাঁচগুলো ঝনঝন করে উঠল আর দূর থেকে শোনা গেল গুলির শব্দ। মেচিক চমকে উঠল, তার হাত থেকে পড়ে গেল চামচেটা। মুখটা হয়ে গেল শাদা।

'সত্যি, কবে যে সব শেষ হবে!..' হতাশ হয়ে সে চীৎকার করে উঠল। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে সে ছুটে বেরিয়ে গেল কুটির থেকে।

'...ওরা সেই লোকটাকে গুলি করেছে, ওয়েস্টকোট-পরা লোকটাকে,' ঝোপের মধ্যে এক জায়গায় শুয়ে তার গ্রেটকোটের কলারে মুখ ঢেকে সে ভাবল। কেমন করে সেখানে যে সে পেঁছিল এমনকি সে কথাটাও তার মনে নেই। 'আমাকেও ওরা কিছুদিন আগেই হোক, কি পরেই হোক মেরে ফেলবে। কিন্তু আমি তো এমনিতেও বেঁচে নেই — মরেই গেছি। আমার আপনজনদের আর কখনো দেখতে পাব না... সেই মিষ্টি মেয়েটিকেও নয়, মাথাটা যার কোঁকড়া চুলে ভরা, যার ছবিটা আমি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছিলাম... লোকটা নিশ্চয়ই কেঁদেছিল, ওই ওয়েস্টকোট-পরা বেচারা

লোকটা... হা ভগবান, ছবিটা কেন আমি ছিঁড়ে ফেলেছিলাম? আর কি কখনো তাকে দেখতে পাব না? কী অসুখী আমি!..'

যখন সে ঝোপ থেকে বেরুল তখন প্রায় সন্ধে হয়ে গেছে, তার চোখগুলো শুকনো, মুখে মানসিক দুঃখের ছাপ। কোথায় খুব কাছেই তারস্বরে মত্ত কণ্ঠের গান শোনা যাচ্ছে। কে একজন এ্যাকর্ডিয়ন বাজাচ্ছে। ফটকের কাছে সেই লম্বা-বেণী মেয়েটির সঙ্গে তার দেখা হল, একটা বাঁকে করে জল আনছিল সে, বালতি দুটোর ভারে নুয়ে পড়েছে আঙুর ডালের মতো।

'ওহ্, আপনাদের দলের একজন আমাদের গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে কী ফুর্তিই না লাগিয়েছে,' সে তার চোখের কালো ভোমাগুলো তুলে হেসে বলল। 'ওই শুনুন, শুনতে পাচ্ছেন?' কাছ থেকে ভেসে আসা হুল্লোড়ে সঙ্গীতের তালে তালে সে তার সুন্দর মাথাটা নাড়াতে লাগল। বালতিগুলোও দুলতে লাগল, আর জল পড়তে লাগল ছলাৎ ছলাৎ করে। মেয়েটি লজ্জা পেয়ে পালাল ফটকের দিকে।

আমরা যারা জেলের ঘুঘু
তাদের এটা পছন্দ...

কার এক মত্ত কণ্ঠের গান শোনা গেল, গলাটা মেচিকের খুবই যেন চেনা। সে বাঁকের ওপাশে উঁকি মেরে দেখল মরোজকা তার এ্যাকর্ডিয়নটা দোলাচ্ছে, তার কপালের উপরকার চুলের গুচ্ছটা চোখের উপর ঝুলে পড়ে তার লাল স্বেদাক্ত মুখের সঙ্গে লেপটে গেছে।

মরোজকা পথের মাঝখানে বেহায়ার মতো গা দোলাচ্ছিল, আর প্রাণপণে বাজাচ্ছিল এ্যাকর্ডিয়ানটাকে। তার মুখের ভাবটা সেই লোকের মতো যে একটা অশ্লীল কাজ করছে এবং সে কথা সে জানে বলে অনুতপ্ত। তার পিছন পিছন এক দল ছোকরা আসছিল, তারাও তারই মতো মত্ত। টুপি কিংবা কোমরবন্ধ কারো নেই। তার দু' পাশেই চীৎকার করতে করতে আর পায়ের আঘাতে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে ছুটছিল ছেলের দল। তাদের পা খালি। বাঁদরের মতো তারা চটপটে, বাঁদরের মতোই মুখভঙ্গি করছিল তারা।

'ওঃ হো!.. আমার পেয়ারের বন্ধু যে গো!' মেচিককে দেখে মরোজকা মাতালের কপট আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। 'যাচ্ছ কোথায়? যাচ্ছ কোথায়? ভয় নেই — মারব না... এক পাত্র টানো আমাদের সঙ্গে। চুলোয় যাক তোমার ধম্মবোধ! এক সঙ্গেই তো মরব!'

মেচিককে ঘিরে ধরে, কোলাকুলি করে, তার দিকে সরল মাতাল মুখগুলো নীচু করে তার মুখের উপর মদের বাসি গন্ধ-ভরা নিশ্বেস ফেলতে লাগল তারা। কে একজন তার হাতে একটা বোতল আর আধ খাওয়া শসা দিলে গুঁজে।

'না, না, আমি মদ খাই না,' নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করে মেচিক বলল। 'ইচ্ছে নেই আমার...'

'টানো, চুলোয় যাক তোমার ধম্মবোধ!' মরোজকা চীৎকার করে উঠল। পানোন্মত্ত ফুর্তির ঝোঁকে সে প্রায় ফেলল কেঁদে। 'ভগবান যীশু... মেরি মাতা!.. সবাই একসঙ্গেই তো মরব!'

'তাহলে একটুখানি। জানো তো আমি মদ খাই না,' আত্মসমর্পণ করে মেচিক বলল।

বোতল থেকে সে কয়েক ঢোক গিলল। এ্যাকর্ডিয়নকে যতটা সম্ভব টানা যায় টেনে মরোজকা ভাঙা স্বরে গান গাইতে শুরু করল। অন্যেরা ধুয়া ধরল।

'চল যাই একসঙ্গে,' মেচিকের হাত ধরে তাদের মধ্যে একজন বলল। 'এইখানেতে থাকি আমি!..' গানের একটা পংক্তি ধরে সে নাকি সুরে উঠল গেয়ে, তারপর দাড়ি না কামানো গালটা চেপে ধরল মেচিকের মুখের উপর।

পথ ধরে তারা সবাই চলল ইয়ার্কি করতে করতে, হোঁচট খেতে খেতে, কুকুরগুলোকে ভয় পাইয়ে, মাথার উপরকার অন্ধকার, তারাহীন গম্বুজের মতো আকাশটা ফাটিয়ে তারা অভিশাপ দিতে লাগল নিজেদের, আত্মীয়স্বজনদের, এবং এই অবিশ্বাসী এই নিষ্ঠুর পৃথিবীটাকে।





১৬

জলা

ভারিয়া আক্রমণে অংশ গ্রহণ করে নি, মালপত্রের সঙ্গে সে ছিল তায়গায়। যখন সে গ্রামে পৌঁছল প্রত্যেকেই তখন ইতিমধ্যেই চাষীদের কুঁড়েতে আশ্রয় নিয়েছে। তার নজরে পড়ল কুটিরগুলো দখল করা হয়েছে এলোমেলোভাবে। বিভিন্ন প্লেটুনগুলো গেছে মিশে। কেউই জানে না কোথায় কে গেছে। কম্যান্ডারের কথা কেউ কানে তুলছে না — আসলে গোটা বাহিনী ভেঙে ছোটো ছোটো স্বাধীন দলে পরিণত হয়েছে।

গ্রামে আসার পথে মরোজকার ঘোড়াটার মৃতদেহ সে দেখেছিল, কিন্তু কেউ তাকে সঠিকভাবে বলতে পারে নি মরোজকার কী হয়েছে। কেউ বলেছিল সে নিহত হয়েছে — তারা স্বচক্ষে দেখেছে; কেউ কেউ বলেছিল, মরে নি শুধু আহত হয়েছে; কেউ কেউ আবার মরোজকার কথা কিছু না জেনেই প্রথম থেকেই বকবক করতে শুরু করে শুধু এই আনন্দে যে তারা নিজেরা বেঁচে গেছে। মেচিকের সঙ্গে ভাব করার নিষ্ফল প্রচেষ্টার পর থেকে

ভারিয়া যে নিদারুণ মানসিক কষ্টে ছিল এসবে তা শুধু বেড়েই উঠল।

পুরুষদের অবিরাম কামুক আমন্ত্রণে, ক্ষুধায়, নিজের চিন্তায় আর মনঃপীড়ায় অতিশয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে, জিনের উপর প্রায় বসেই থাকতে পারছিল না। আর একটু হলেই সে কেঁদে ফেলত, এমন সময় অবশেষে সে দুবোভের দেখা পেল। দুবোভই প্রথম ব্যক্তি যে তাকে দেখে বাস্তবিক খুসি হল, এবং তাকে কঠোর সহানুভূতির হাসি দিয়ে জানাল সম্ভাষণ।

আর দুবোভের গম্ভীর বুড়িয়ে-আসা মুখ আর তার নোংরা ঝুলে-পড়া কালো গোঁফ জোড়াকে দেখে তার চারিপাশে দুবোভের মতোই পাংশু, যুগ যুগ ধরে কয়লার গুঁড়ো লাগা, প্রিয়, পরিচিত, রুক্ষ সব মুখগুলিকে দেখে তার হৃদয় কেঁপে উঠল এক মধুর বেদনায়, তাদের প্রতি ভালোবাসায়, নিজের প্রতি করুণায়। এরা তাকে তার কৈশোরের দিনগুলির কথা মনে পড়িয়ে দিল যখন সে ছিল সুন্দরী সরল এক কিশোরী, ফুলো ফুলো বিনুনি, বড় বড় সতৃষ্ণ চোখ; যখন সে খনির অন্ধকার পথে ওয়াগনগুলো ঠেলত, সন্ধের আসরে নাচত আর এই অদ্ভুত, কামনাবিধুর মুখগুলি ঠিক এইভাবেই তাকে থাকত ঘিরে।

মরোজকার সঙ্গে ঝগড়ার পর থেকে কেমন করে যেন এদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বিচ্ছিন্ন। কিন্তু তাসত্ত্বেও এরাই ছিল তার একমাত্র আপনজন — এই সব খনিমজুরেরা একদা যারা তার সঙ্গে একত্রে খেটেছে, প্রেম নিবেদন করেছে। 'কত দিন যে দেখি নি! ভুলেই গিয়েছিলাম! প্রিয়জনেরা আমার!..' সস্নেহে সপরিতাপে ভাবল সে। তার রগের কাছে সে এমন এক মধুর যন্ত্রণা বোধ করল যে আরেকটু হলেই চোখের জল সে আর সামলাতে পারত না।

কাছাকাছি কুঁড়েগুলোয় একমাত্র দুবোভই পেরেছিল সুশৃঙ্খলভাবে তার প্লেটুনের থাকার ব্যবস্থা করতে। তার দলের লোকেরাই গ্রামের বাইরে প্রহরীর কাজে লেগেছিল, এবং রসদ সংগ্রহের কাজে সাহায্য করেছিল লেভিন্সনকে। সাধারণ বীরত্বের মধ্যে এবং সকলের কাছেই একই রকমের দৈনন্দিন খুঁটিনাটির মধ্যে যা আগে চাপা ছিল, সেটা সেদিন পরিষ্কার হয়ে গেল: দুবোভের প্লেটুনই টিকিয়ে রাখছে গোটা বাহিনীটাকে।

লোকেদের কাছ থেকে ভারিয়া জানতে পারলে যে মরোজকা বেঁচে আছে, এবং এমনকি আহতও হয় নি। মরোজকার নতুন ঘোড়াটা দেখানো হল তাকে

যেটা শ্বেতদের কাছ থেকে আত্মসাৎ করা হয়েছিল। সেটা একটা লম্বা বাদামী রঙের ঘোড়া, পাগুলো সরু সরু, কেশরগুলো ছোটো করে ছাঁটা, গলাটা লম্বা আর সরু, যার দরুন তাকে কেমন শঠ, বিশ্বাসঘাতক গোছের দেখায়। ইতিমধ্যেই তারা তার নামকরণ করেছে 'জুডাস'।

'তাহলে সে বেঁচে আছে...' অন্যমনস্কভাবে ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে ভারিয়া ভাবল। 'সে তো আনন্দের কথা...'

রাত্রির আহারের পর চিলেকুঠরিতে উঠে সুগন্ধী খড়ের উপর শুয়ে, পাছে কোনো 'পুরনো বন্ধু' তার কাছে উঠে আসে সেই ভয়ে তন্দ্রার মধ্যেই কান খাড়া করে থেকে একটা কোমল, স্বপ্নালু, উষ্ণ আবেগে তার মনে পড়ল যে মরোজকা বেঁচে আছে। আর এই ভাবনাটা নিয়েই সে পড়ল ঘুমিয়ে।

অকস্মাৎ অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় ঘুম ভেঙে গেল তার, হাতগুলো ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে গেছে। ছাতের তলা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে সীমাহীন বিক্ষুব্ধ অন্ধকার। ঠাণ্ডা বাতাসে ডালপালাগুলো কাঁপছে, খড়গুলো নড়ছে, বাগানের পাতাগুলো খসখস করছে।

'হা ভগবান, মরোজকা কোথায়? আর সকলেই বা কোথায়?' আতঙ্কিত হয়ে ভাবল ভারিয়া। 'আবার একলা পড়লাম নাকি এই অন্ধকার গর্তের মধ্যে?..' ক্ষেপার মতো তাড়াতাড়ি কাঁপতে কাঁপতে, আস্তিনগুলো টানাটানি করে তার গ্রেটকোটটা পরে তাড়াতাড়ি সে চিলেকুঠরি থেকে নেমে এল।

ফটকের কাছে অন্ধকারের মধ্যে এক প্রহরীর কালো ছায়াটা গেল দেখা।

'কে পাহারা দিচ্ছে?' কাছে এসে সে প্রশ্ন করল। 'কস্তিয়া?.. মরোজকা কি ফিরেছে?'

'তুমি তাহলে বিচালি ঘরে ঘুমচ্ছিলে!' অত্যন্ত হতাশ হয়ে কস্তিয়া বলল। 'দ্যাখো দিকি, জানতাম না, মরোজকার জন্যে জেগে বসে থেকো না। মদ খেয়ে সে ফুর্তি করতে গেছে। তার ঘোড়াটার শোকে আর কি... শীত করছে, তাই না? দেশলাই আছে?..'

ভারিয়া তার পকেট হাতড়ে দেশলাইয়ের বাক্সটা দিল। একটা কাঠি জ্বালিয়ে তার বিরাট হাতগুলোর মধ্যে আগুনের শিখাটাকে আড়াল করে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠিটা সে ভারিয়ার মুখের কাছে নিয়ে এল।

'রোগা হয়ে গেছিস যে রে যৌবনবতী!' হেসে সে বলল।

'রেখে দে দেশলাইটা...' ভারিয়া তার গ্রেটকোটের কলারটা তুলে ফটকের ভিতর দিয়ে চলে গেল।

'যাচ্ছিস কোথায়?'

'খংজে দেখি ওকে!'

'মরোজকাকে? বাঃ, বাঃ! তা আমি না হয় তার বদলি নিই?'

'না।'

'হংম, এটা নতুন কথা বটে!'

ভারিয়া উত্তর দিল না। 'মানে — নিজেদেরই তো কন্যে,' প্রহরী ভাবল।

এমন অন্ধকার যে ভারিয়ার পক্ষে পথ চেনা কঠিন হল। গংড়িগংড়ি বৃষ্টি শংরং হল। বাগানগংলোয় উঠল চাপা উৎকণ্ঠিত মর্মর। বেড়ার নীচে কোথায় যেন একটা কুকুরছানা ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে কুঁইকুঁই করছে। ভারিয়া তাকে হাতড়ে ধরে গ্রেটকোটের মধ্যে নিজের বংকের কাছে টেনে নিলে। ভয়ানক কাঁপতে কাঁপতে সেটা তার মংখটা ভারিয়ার গায়ে লাগল ঘষতে। একটা কুঁড়ের কাছে কুব্রাকের প্লেটুনের এক প্রহরীর সঙ্গে দেখা হল। তাকে ভারিয়া প্রশ্ন করল মরোজকা কোথায় ফুর্তি করছে জানে কিনা। প্রহরী গির্জের দিকটা দেখিয়ে দিল। গ্রামের অর্ধেকটা পর্যন্ত ঘোরাঘংরি করেও ভারিয়া তার দেখা পেল না। হতাশ হয়ে সে ফিরল।

এতোগংলো গলি সে পেরিয়ে এসেছিল যে পথ ভুল হয়ে গিয়েছিল তার। এবার সে ঘংরে বেড়াতে লাগল এলোমেলো, প্রায় খেয়ালই নেই কী খোঁজে সে বেরিয়েছিল। কুকুরছানাটা গরম হয়ে উঠেছে। তাকে সে চেপে ধরল তার বংকের আরো কাছে। সম্ভবত এক ঘণ্টা কাটবার পর দংবোভের প্লেটুন যে কুটিরগংলো দখল করেছিল সেগংলোতে যাবার পথে এসে পেৌঁছল ভারিয়া। সেই পথ ধরে সে চলল তার খালি হাতটা দিয়ে বেড়া ধরে যাতে না পা পিছলে পড়ে। কয়েক পা যেতে না যেতেই আর একটু হলে সে পড়ত মরোজকার উপর হংমড়ি খেয়ে।

বেড়ার কাছে উপংড় হয়ে হাতের উপর মাথা রেখে সে শংয়েছিল, কোঁকাচ্ছিল মৃদং স্বরে। একটু আগেই বমি করেছে। ভারিয়া চেনার চেয়ে বেশী করে অনংভব করল যে এ মরোজকা। এই অবস্থায় ভারিয়া তাকে দেখছে এই প্রথম নয়।

'ভানিয়া!' উবং হয়ে বসে সে তার নরম স্নেহকোমল তালংটা রাখল মরোজকার কাঁধে। 'শংয়ে আছো যে? শরীর খারাপ লাগছে?'

মরোজকা মাথা তুলল। ভারিয়া তার ফ্যাকাশে, ফোলা ফোলা নিষ্প্রাণ মংখটা দেখতে পেল। ভারি কষ্ট হল ভারিয়ার — কেমন দংর্বল আর ছোট্ট বলে মনে

হল তাকে। ভারিয়াকে চিনতে পেরে মরোজকা বাঁকা হেসে, সাবধানে হাত-পা সামলে উঠে বসে, বেড়ায় হেলান দিয়ে পা দুটো ছড়িয়ে দিল।

'আরে, আপনি। পে-ন্না-ম হই!..' দুর্বল স্বরে বিড়বিড় করলে সে যদিও চেষ্টা করছিল একটা উদাসীন, ডাকাবুকো ভাব ফুটিয়ে তোলার। 'পেন্নাম, কমরেড মরোজভা!..'

'আমার সঙ্গে চলো, ভানিয়া!' ভারিয়া তার হাত ধরল। 'নাকি জোর পাচ্ছ না। দাঁড়াও একটু, এক্ষুণি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কাউকে জাগিয়ে...' ভারিয়া খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে মনস্থির করে ফেলল তাকে কাছের কুঁড়েটাতেই নিয়ে যাবে। মুহূর্তের জন্যও ভাবল না মাঝরাতে অপরিচিত লোকদের ঘুম ভাঙানো ঠিক হবে কিনা, কিংবা সে যখন এক মাতালকে নিয়ে তাদের কুঁড়েতে হাজির হবে তখন তারা তার সম্বন্ধে কী ভাববে। এ ধরনের সূক্ষ্ম ভাবনাগুলোকে সে কখনোই আমল দেয় নি।

কিন্তু মরোজকা হঠাৎ ভয় পেয়ে মাথা নেড়ে ভাঙা গলায় বিড়বিড় করে উঠল:

'ন-ন-না!.. ওদের ঘুম ভাঙালে তোকে মজা দেখাব! চুপ করে থাক!..' নিজের মাথার উপর সে ঘুষি নাড়াতে লাগল। ভারিয়ার মনে হল ভয় পেয়ে তার নেশা ছুটে গেছে। 'জানিস না, ওখানে গনচারেঙ্কো আছে? কী করে...'

'হলই বা গনচারেঙ্কো? কী আমার নবাব!'

'ন্-ন্ না, তুই জানিস না...' যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে নিজের মাথাটা চেপে ধরল সে। 'বুঝছিস না... সে ভাবে আমি লোকটা... তাহলে কী করে আমি... ন্-না, ন্-না, তা কি হয়...'

'কী সব বাজে বকছ গো!' আবার তার পাশেই উবু হয়ে বসে ভারিয়া বলল। 'ওই দেখো, বৃষ্টি পড়ছে, ভেজা, কাল আবার যাত্রা আছে — চলে এসো গো!'

'না, আমার দফা শেষ,' কেমন যেন বিষণ্ণ প্রকৃতিস্থ গলায় বলল সে। 'আমি এখন কী, কে আমি, কিসের আমার দরকার... বলো গো তোমরা সবাই?..' ফোলা ফোলা সজল চোখে করুণভাবে চারিদিকে সে তাকাল।

ভারিয়া তখন খালি হাতটা দিয়ে তাকে জড়িয়ে, চোখের ভোমাগুলোয় প্রায় ঠোঁট ছুঁইয়ে, কোমল সুরে অভয় দিয়ে ফিসফিস করে বলতে শুরু করল, যেন কোনো শিশুকে বলছে:

'নাও হয়েছে, দুঃখ্ করছ কেন? কীসে খারাপ লাগছে? ঘোড়াটার জন্যে কষ্ট হচ্ছে? কিন্তু ওরা তো তোমাকে আর একটা ঘোড়া দিয়েছে — কেমন সুন্দর এ ঘোড়া! মন খারাপ কোরো না গো, কেঁদো না! দেখো কেমন কুকুর পেয়েছি, কেমন সুন্দর কুকুরছানা!' কোটের কলারটাকে সরিয়ে ভারিয়া তাকে দেখাল ঘুমন্ত, বড় বড় কানওলা কুকুরছানাটাকে। এমন বিচলিত হয়ে উঠেছিল ভারিয়া যে শুধু তার কণ্ঠস্বর নয়, সমস্ত সত্তাটাই যেন কোমলতায় গুঞ্জন করে উঠছে।

'চু, চু, চু— ওরে পুঁচকে!' মত্ত কোমল গলায় বলে মরোজকা সেটার কান দুটো ধরল। 'কোথায় পেলে?.. কা-কামড়ায় শালী...'

'দেখছ তো!.. নাও, চলো গো যাই...'

ভারিয়া তাকে দাঁড় করাল। মিষ্টি কথায় ভোলাতে ভোলাতে মরোজকাকে সে বাড়িটার কাছে নিয়ে গেল। এখন আর সে বাধা দিচ্ছিল না, ভারিয়ার কথা শুনতে লাগল সে।

সারা পথটা মরোজকা একবারও মেচিকের উল্লেখ করল না। ভারিয়াও তার সম্বন্ধে একটি কথাও বলল না, যেন তাদের মধ্যে কখনো কোনো মেচিক আসে নি। অল্পক্ষণের মধ্যেই মরোজকা বিষণ্ণ ও চুপচাপ হয়ে পড়ল। স্পষ্টতই প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠছিল সে।

দুবোভ যেখানে বাসা নিয়েছে সে বাড়িতে তারা পৌঁছবার পর মরোজকা মইয়ের ধাপটা ধরে চেষ্টা করল বিচালি ঘরে উঠতে, কিন্তু পাগুলো তার কথা শুনল না।

'আমি একটু ধরব?' ভারিয়া প্রশ্ন করল।

'না, একাই উঠব, হাঁদা কোথাকার!' বিব্রত ভাবকে ঢাকবার জন্য সে কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

'বেশ, তাহলে বিদায়...'

মই ছেড়ে দিল সে, ভারিয়ার দিকে তাকাল সভয়ে।

'বিদায় — মানে?'

'মানে, বিদায়,' ভারিয়ার হাসিটা চেষ্টাকৃত আর বিষণ্ণ।

হঠাৎ সে ভারিয়ার কাছে এসে আনাড়ীর মতো তাকে জড়িয়ে ধরে নিজের গালটা চেপে ধরল তার গালের উপর। ভারিয়া বুঝতে পারল সে তাকে চুম্বন করতে চায়। সত্যি সত্যিই চুম্বন করার ইচ্ছে হয়েছিল তার, কিন্তু লজ্জা পেল। কারণ খনির ছোকরারা মেয়েদের সোহাগ করত কালেভদ্রে। শুধু সঙ্গম

করত। মিলিত জীবনের মধ্যে মাত্র একবার সে ভারিয়াকে চুম্বন করেছিল: তাদের বিয়ের দিনে। তখন সে অত্যন্ত মাতাল, আশেপাশের লোকেরা চ্যাঁচাচ্ছিল, 'মদ তেতো, মদ তেতো, চুমু না খেলে মিষ্টি হবে না।'

'...এই তাহলে শেষ, আবার সেই আগেকার মতো, যেন কিছুই ঘটে নি,' মরোজকা তৃপ্ত হয়ে তার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লে ভারিয়া ভাবছিল। তার মনটা ভরে উঠল বিষণ্ণ বিধুরতায়। 'আবার সেই পুরনো পথে, সেই পুরনো চক্রে, সবসময়ে সেই একই জায়গায়। কিন্তু, হা ভগবান, এর মধ্যে কোনো আনন্দ নেই!'

ভারিয়া মরোজকার দিকে পিছন ফিরে, চোখ বুজে হাঁটু দুটো গুটিয়ে আনল। কিন্তু সে রাত্রে ঘুম তার হল না ... গ্রাম থেকে অনেক পিছনে, যেখানে খাউনিখেজার জেলা রাজপথ শুরু, প্রহরী মোতায়েন হয়েছে যেখানে, সেখান থেকে তিনটি গুলির বিপদ-সঙ্কেত শোনা গেল। ভারিয়া মরোজকাকে জাগাল। সে তার ঝাঁকড়া মাথাটা তুলতেই গ্রামের পিছন থেকে আবার প্রহরীদের গুলির শব্দ গেল শোনা; আর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তরে নিস্তব্ধতা ও রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করে নেকড়ের মতো গর্জে উঠল একটা মেশিনগান।

বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়িয়ে ভারিয়ার পিছন পিছন মরোজকা মই বেয়ে নেমে এল। বৃষ্টিটা থেমেছে, কিন্তু বাতাস জোরে বইছে। কোথায় একটা জানালার পাল্লা আছড়াচ্ছে আর অন্ধকারে পাক খাচ্ছে ভিজে হলদে পাতাগুলো। চেঁচাতে চেঁচাতে পথ দিয়ে ছুটে গেল প্রহরী, জানলায় ধাক্কা মারতে লাগল।

খামারে পৌঁছে জুডাসকে বাইরে আনতে মরোজকার যে ক'মিনিট লাগল তার মধ্যে আগেকার দিনের সব ঘটনাগুলো তার মনে পড়ল। আবার তার সামনে মৃত, কাঁচের মতো চোখগুলো সমেত মিশকাকে ভেসে উঠতে দেখে তার বুকটা টনটন করে উঠল আর হঠাৎ আগের রাতের অনুচিত আচরণের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় মন বিতৃষ্ণা ও আতঙ্কে উঠল ভরে। পথে পথে মাতাল অবস্থায় সে টলে বেড়িয়েছে আর প্রত্যেকে দেখেছে তাকে — মাতাল পার্টিজানকে — আর গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত শুনেছে তাকে অশ্লীল গান চীৎকার করে গাইতে। তার শত্রু মেচিক ছিল তার সঙ্গে। পুরনো ইয়ারের মতো একসঙ্গে তারা মদ গিলেছে আর সে, মরোজকা, শপথ করে বলেছে যে মেচিককে ভালোবাসে; তার কাছে মরোজকা চেয়েছে ক্ষমা। কেন? কিসের জন্য?.. তার আচরণের চরম মিথ্যেটা সে এখন টের পেল। লেভিন্সন

কী বলবে? আর যে হল্লা বাধিয়েছিল তারপর সে কি বাস্তবিক পারবে গনচারেঙ্কোর কাছে মুখ দেখাতে?

অধিকাংশ কমরেডই তাদের ঘোড়ায় জিন চড়াচ্ছে, কয়েকজন ইতিমধ্যেই ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছে ফটকের বাইরে। কিন্তু মরোজকার সবকিছুই অগোছালো। জিনের ফিতেটা নেই, গনচারেঙ্কোর কুটিরে রাইফেলটা সে ফেলে এসেছে।

'তিমোফেই, দোস্ত, বিপদ থেকে উদ্ধার করো!..' দুবোভকে উঠোনের ভিতর দিয়ে ছুটে যেতে দেখে সে প্রায় কেঁদে ফেলে করুণ গলায় অনুনয় করল। 'একটা বাড়তি বেল্ট দাও — জানি তোমার একটা আছে...'

'কী?!' দুবোভ হুঙ্কার দিয়ে উঠল। 'এতক্ষণ ছিলে কোথায়?..' দারুণ গালাগালি করতে করতে সে ঘোড়াগুলোকে এমন নির্দয়ভাবে ঠেলা দিল যে তারা উঠল পিছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে। ফিতেটা আনবার জন্য ছুটে গেল নিজের ঘোড়াটার কাছে। 'এই নে!..' কিছুক্ষণ পরে মরোজকার কাছে এসে সে বলল দারুণ রেগে, তারপর হঠাৎ প্রাণপণ শক্তিতে বেল্টটা দিয়ে মারল মরোজকার পিঠে।

'ও তো এখন আমাকে মারতেই পারে, এটা আমার পাওনা,' মরোজকা ভাবল, প্রতিবাদ করে একটি কথাও বলল না। এমনকি যন্ত্রণাটা পর্যন্ত বোধ করল না। কিন্তু পৃথিবীটা তার কাছে আরো কালো হয়ে উঠেছিল। অন্ধকারে এই যে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে, এই অন্ধকার, গ্রামের বাইরে তার জন্য অপেক্ষা করছে এই যে নিয়তি — এসবই তার মনে হল জীবনে যত অন্যায় করেছে তার উপযুক্ত শাস্তি।

প্লেটুন যতক্ষণে জমা হয়ে সারি বাঁধল, ততক্ষণে অর্ধ-বৃত্তাকারে গোলাগুলি ছড়িয়ে পড়েছে নদীর কাছ পর্যন্ত। জ্বলন্ত বোমা শূন্যে সাপের মতো এঁকেবেঁকে ফাটছে গ্রামের উপর। গ্রেটকোটের উপর বেল্ট শক্ত করে এঁটে, রিভলবার ধরে ফটকের কাছে বাক্লানভ ছুটে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

'ঘোড়া থেকে নামো!.. এক সার হয়ে দাঁড়াও!.. কুড়ি জন লোক রাখো ঘোড়াগুলোর কাছে!' শেষের কথাগুলো বলল সে দুবোভকে। তারপর কয়েক মিনিট পরে সে হাঁক দিলে:

'আমার পেছন পেছন! দৌড়ে!..' বলে অন্ধকারের মধ্যে কোথায় ছুটে গেল সে। তার পিছন পিছন গ্রেটকোটের হুক আঁটতে আঁটতে, গুলির থলিগুলো খুলতে খুলতে ছুটল সারবন্দী লোক।

পথে দেখা হল পালিয়ে আসা প্রহরীদের সঙ্গে।

'পুরো এক দল সৈন্য ওদের, একদল সৈন্য!' আতঙ্কে হাত নাড়াতে নাড়াতে তারা হাঁপাতে লাগল।

গর্জন করে উঠল কামান। গোলা ফাটতে লাগল গ্রামের মাঝখানে। অল্পক্ষণের জন্য আলোকিত হয়ে উঠল আকাশের একাংশ, হুমড়ি খেয়ে পড়া গির্জের গম্বুজ, শিশিরে ঝকঝকে পাদ্রীর বাগান। তারপর আকাশকে মনে হল আরো কালো। ছোট ছোট নিয়মিত ফাঁক দিয়ে এবার গোলা ফাটতে লাগল একের পর এক। গ্রামের শেষে কোনো এক জায়গায় আগুনের শিখা উঠল লকলক করে: সম্ভবত কোনো খড়ের গাদা কিংবা কুটিরে আগুন লেগেছে।

সমস্ত সৈন্যদল গ্রামময় ছড়িয়ে। যতক্ষণ না লেভিন্সন তাদের জড় করে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারছে ততক্ষণ শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখার কথা বাক্লানভের। কিন্তু খুব দেরী হয়ে গিয়েছে: চারণ ভূমিতে বাক্লানভ প্লেটুন নিয়ে আসার আগেই ফাটন্ত বোমার আলোয় দেখতে পেল শত্রুর সৈন্যদল তার দিকে ছুটে আসছে। বন্দুকের শব্দের গতি এবং গুলির শিস শুনে বুঝতে পারল বাঁ দিক দিয়ে, নদীর দিক থেকে শত্রু তাদের ঘিরে ফেলছে এবং সম্ভবত যে কোনো মুহূর্তেই সেই দিকই থেকে তারা গ্রামে ঢুকবে।

ডান দিকে তির্যক কোণে পিছু হটতে হটতে প্লেটুন চালাতে লাগল পাল্টা গুলি। গলি, উঠোন আর খেতের মধ্যে এঁকেবেঁকে ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে তারা লাগল দৌড়তে। নদীর কাছে গুলি চালাবার শব্দ শুনল বাক্লানভ। শব্দটা সরে এল মাঝখানে। স্পষ্টই বোঝা গেল সেই দিকটা ওরা দখল করে ফেলেছে। হঠাৎ রাজপথ দিয়ে শত্রুর ঘোড়সওয়ার বাহিনী ভয়ঙ্কর চীৎকার করে ছুটে গেল দারুণ জোরে। পথ দিয়ে অসংখ্য মানুষ আর ঘোড়া ছুটতে লাগল, যেন সগর্জনে লাভার স্রোত বইছে।

শত্রুকে আর ঠেকাতে চেষ্টা না করে বাক্লানভ তার প্লেটুন নিয়ে বনের মধ্যেকার অনধিকৃত এলাকার দিকে লাগল দৌড়তে। প্লেটুন প্রায় দশ জন লোক হারিয়েছে। গিরিখাতের প্রায় ধারে, কুটিরের সারি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে নিজেদের বাহিনীর সঙ্গে তাদের দেখা হল। লেভিন্সন নেতৃত্ব করছে। সে অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য। সৈন্য সংখ্যা স্পষ্টই বেশ কমে গেছে।

'ওই যে ওরা!' লেভিন্সন স্বস্তির নিশ্বেস ছাড়ল। 'এক্ষুণি ঘোড়ায় চড়ো!'

ঘোড়ায় চড়ে তারা পড়িমরি করে ছুটল অরণ্যের দিকে, নীচুতে যা কালো হয়ে আছে। বোঝাই যায় শত্রু তাদের দেখতে পেয়েছিল। পিছনে মেশিনগান খটখট করতে লাগল আর মাথার উপরকার রাত্রির আকাশে গুঞ্জন তুলল সীসের বিরাট মৌমাছি, আবার আঁকাবাঁকা সাপের মতো বোমার শিখা আকাশ আলো করল, জ্বলন্ত লেজ ছড়িয়ে হিসহিস শব্দ তুলে ঘোড়াগুলোর পায়ের কাছে আছড়ে পড়তে লাগল মাটিতে। গরম, রক্ত-মাখা মুখ হাঁ করে এক পাশে লাফিয়ে সরে ঘোড়াগুলো আর্তনাদ করতে লাগল মেয়েদের মতো। পিছনে মাটির উপর ছটফট করা দেহগুলো ফেলে রেখেই এসে জোট বাঁধলে সৈন্যরা।

পিছন তাকিয়ে লেভিন্সন দেখল গ্রামের উপর দাউদাউ করে আগুনে জ্বলছে পুড়ছে গোটাগুটি একটা পাড়া, এই জ্বলন্ত পটভূমির সামনে কখনো একা একা কখনো দলবদ্ধভাবে ছুটোছুটি করছে কালো কালো মূর্তিগুলো, মুখগুলো আগুনের আভায় উদ্ভাসিত।

স্তাশিনস্কি লেভিন্সনের পাশে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিল। হঠাৎ সে ঘোড়া থেকে গড়িয়ে পড়ল। একটা পা রেকাবিতে আটকে যাওয়ায় কয়েক মুহূর্ত ধরে মাটির উপর দিয়ে ছেঁচড়ে চলল সে। তারপর তার পাটা খুলে গেল, ঘোড়াটা ছুটে চলল একলা। সৈন্যদলের সবাই জায়গাটা এড়িয়ে গেল, মৃত দেহটিকে মাড়িয়ে যেতে চাইল না কেউ।

'লেভিন্সন, ওই দেখো!' উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে বাক্লানভ ডান দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

ইতিমধ্যেই সৈন্যদল গিরিখাতের তলায় নেমে এসেছে, দ্রুত এগিয়ে চলেছে বনের দিকে। আর উপর দিয়ে তাদের গতিরোধ করার জন্য শত্রুর ঘোড়সওয়ার বাহিনী ছুটে চলেছে কালো মাঠ আর আকাশের সংযোগ রেখাকে পেরিয়ে। মুহূর্তের জন্য আকাশের ফিকে পটভূমির সামনে দেখা গেল তাদের — কালো কালো ঘাড় টান-করা ঘোড়া, তাদের ওপর নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়েছে সওয়ারীরা। এক মুহূর্ত দেখা দিয়েই গিরিসঙ্কটের ঢালুর দিকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল তারা।

'জলদি!.. জলদি!..' ক্রমাগত পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে, ঘোড়াটাকে জুতোর কাঁটা দিয়ে খোঁচা মারতে মারতে লেভিন্সন চীৎকার করে উঠল।

অবশেষে তারা বনের কিনারে পোঁছে ঘোড়া থেকে নামল লাফিয়ে। পশ্চাদপসরণকে সামলাবার জন্য বাক্লানভ আবার রইল দুবোভের প্লেটুনের সঙ্গে। ঘোড়াগুলোর লাগাম ধরে সৈন্যদলের বাকী সবাই দৌড় দিল অরণ্যের গভীরে।

বনের মধ্যেটা নিস্তব্ধ শান্ত। মেশিনগানের খটখট, রাইফেলের শব্দ, কামানের গর্জন পড়ে রইল পিছনে। মনে হতে লাগল তা যেন কোন দূরের ব্যাপার, অরণ্যের নিস্তব্ধতা আর ভাঙতে পারবে না। শুধু মাঝেমাঝে অরণ্যের গভীরে গাছপালা ভেঙে এক একটা গোলা নামার শব্দ উঠছিল। জায়গায় জায়গায় ঝোপগুলো ভেদ করে অগ্নিকাণ্ডের ছটা এসে পড়ছে জমির ওপর — দুধার কালো হয়ে ওঠা ভয়ঙ্কর, তামাটে গাছের গুঁড়ির উপর। তখন দেখা যাচ্ছিল গুঁড়িগুলোর ওপর ঠিক রক্তের মতো জমাট ভেজা ভেজা শ্যাওলা।

ইয়েফিমকার হাতে নিজের ঘোড়ার ভার দিয়ে কুব্রাককে সামনে এগিয়ে দিল লেভিন্সন, বলল কোন দিকে যেতে হবে (বলল কারণ কোনো একটা দিকে যাবার জন্য বাহিনীকে নির্দেশ দিতে সে বাধ্য)। নিজে সে এক পাশে সরে দাঁড়াল, যারা বাকী তাদের সংখ্যা গোণবার জন্য।

সামনে দিয়ে যাচ্ছিল তারা — মন-মরা, সিক্ত, ক্রুদ্ধ, আড়ষ্ট হাঁটু বেঁকছে বহুকষ্টে, উদ্গ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে অন্ধকারের দিকে। পায়ের তলায় জল ছিটকোচ্ছে। মাঝেমাঝে জলাভূমিতে ঘোড়াগুলো পেট পর্যন্ত লাগল ডুবে যেতে। দুবোভের প্লেটুনের সাহিসদের হল বিশেষ কষ্টকর অবস্থা। তারা প্রত্যেকে তিনটে করে ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছিল; শুধু ভারিয়া নিয়ে যাচ্ছিল দুটো — নিজের আর মরোজকার। তায়গার ভিতর দিয়ে এই ক্লান্ত মানুষের সারির ঠিক পিছন পিছন লম্বা হয়ে উঠল একটা কর্দমাক্ত, আঁকাবাঁকা, দুর্গন্ধময় পথচিহ্ন, — যেন হেঁটে গেছে একটা কর্দমাক্ত, দুর্গন্ধময় বিরাট সরীসৃপ।

এ-পায়ে ও-পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে লেভিন্সন যাচ্ছিল সবার পিছনে। হঠাৎ দলটা থেমে গেল...

'কী ব্যাপার?' সে প্রশ্ন করল।

'জানি না,' উত্তর দিল তার সামনের পার্টিজান। লোকটা মেচিক।

'সারির লোকদের মুখে মুখে প্রশ্নটা পাঠিয়ে দাও...'

অল্পক্ষণের মধ্যেই উত্তর এল অসংখ্য ফ্যাকাশে কম্পিত ঠোঁটে উচ্চারিত হয়ে:

'সামনে জলা। যাবার কোনো পথ নেই...'

লেভিন্সনের পা দুটো হঠাৎ থরথর করে উঠল। সেটা দমন করে সে ছুটল কুব্রাকের দিকে। গাছগুলোর মধ্যে সে অদৃশ্য হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সবাই প্রচন্ড গতিতে ঢেউয়ের মতো এল পিছিয়ে। চতুর্দিকে তারা ধেয়ে গেল, কিন্তু সর্বত্রই পথ রোধ করে ছাড়িয়ে রয়েছে অন্ধকার, অনতিক্রম্য জলা। যে পথে এসেছে শুধু সে পথটাই তাদের কাছে খোলা, খনিমজুরদের প্লেটুন সাহসের সঙ্গে যা রক্ষা করছে। অরণ্যের কিনারে গোলাগুলির শব্দ তাদের আর সুদূর বলে মনে হল না। এটা এখন তাদের আশু উদ্বেগের কারণ। এমনকি মনে হল শব্দটা যেন ক্রমশ কাছেই সরে আসছে।

হতাশায় রাগে পাগল হয়ে উঠল সবাই। তাদের এই অবস্থার জন্য দায়ী যে লোক তাকে তারা লাগল খুঁজতে: বলাই বাহুল্য, সে লোক লেভিন্সন!.. এই মুহূর্তে তাকে দেখতে পেলে সবাই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত তাদের আতঙ্কের সমস্ত শক্তি নিয়ে। তাদের সে এখানে পথ দেখিয়ে এনেছে, তাই তাদের সে বাইরে যাবার পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুক!..

আর হঠাৎ সত্যি সত্যিই তাদের মধ্যে সে দেখা দিল, আতঙ্কিত লোকগুলির একেবারে মাঝখানে। তার হাতে একটা জ্বলন্ত মশাল। সেটা তার দাড়ি-ভরা মড়ার মতো শাদা মুখটাকে আলোকিত করে তুলেছে। দাঁতে দাঁত চেপে বড় বড় গোল গোল জ্বলন্ত চোখ দুটো দ্রুত বুলিয়ে নিলে এ-মুখ থেকে ও-মুখে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই নিস্তব্ধ হয়ে গেল। নিস্তব্ধতাটা শুধু ভাঙতে লাগল সেই মরণ-খেলার শব্দে, যা খেলা হচ্ছে ওইখানে ওই অরণ্যের কিনারে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শোনা গেল তার স্নায়বিক সরু, তীক্ষ্ণ, ভাঙা ভাঙা স্বর:

'কে সারি ভাঙছে?.. পেছিয়ে যাও!.. ভয় পায় শুধু বাচ্চা মেয়েরাই!.. চুপ!' হঠাৎ সে তার মাউজারটা টেনে বার করে নেকড়ের মতো দাঁত কিড়মিড় করে তীক্ষ্ণ চীৎকার করে উঠল। প্রতিবাদের হুঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে লোকদের মুখে জমে গেল। 'এই আমার আদেশ! আমরা জলার ওপর দিয়েই একটা পথ বানাব। অন্য কোনো উপায় নেই... বরিসভ!' (এ হল তৃতীয় প্লেটুনের নতুন কম্যান্ডার।) 'সাইসদের এখানে রেখে বাক্লানভকে সাহায্য করতে যাও! তাকে বলো, পেছু হটার আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত যেন সে রুখে থাকে...

কুব্রাক! তিনজন লোক বাছো বাক্লানভের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে... শোনো সবাই! ঘোড়া বাঁধো। দুটো স্কোয়াড ঝোপ কাটবে! তরোয়ালের মায়া করো না... বাকী সবাই — বিনা বাক্যে কুব্রাকের হুকুম মানবে। কুব্রাক আমার পেছন পেছন এসো!..' লোকদের দিকে পিছন ফিরে কুঁজো হয়ে সে চলল জলার দিকে, মাথার উপর ধরে রইল সেই ধূমায়িত মশালটা।

আর নিশ্চল, মন-মরা, জটলায় জটলায় বিশৃঙ্খল এই যে জনপুঞ্জ এক মুহূর্ত আগেও চরম হতাশায় হাত তুলেছিল, প্রস্তুত ছিল খুন করতে, কেঁদে উঠতে, হঠাৎ তারা এক অমানুষিক ক্ষিপ্র বাধ্য আর উন্মত্ত কর্মস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। চক্ষের নিমেষে ঘোড়াগুলোকে বাঁধা হয়ে গেল আর কুড়ুলের বাড়ি পড়তে লাগল, তরোয়ালের আঘাতে অলডার ঝোপ লাগল আর্তনাদ করতে... অস্ত্রের ঝনঝন আর বুটের সপ্‌সপ্‌ শব্দ তুলে বরিসভের প্লেটুন ছুটে গেল অন্ধকারে। সেখানে ইতিমধ্যেই লোকে দু' হাতে যতটা পরিমাণ নেওয়া সম্ভব ভিজে আর ভারি ডালপালা নিয়ে আসছিল। পড়ন্ত গাছের শব্দ শোনা গেল। বিরাট, ঘন, মর্মরিত স্তূপটা পড়ল সর্বনাশা নরম কী একটার ওপর। জ্বলন্ত মশালের আলোয় দেখা গেল পানা-ভরা কালচে সবুজ উপরিভাগটা দুলে উঠছে এঁটেল তরঙ্গে — যেন একটা দানবিক সাপ নিঃশ্বাস ফেলছে।

আর সেইখানে, জলের মধ্যে, কাদার মধ্যে, ধ্বংসের মধ্যে ডালপালা আঁকড়ে ধরে ভিড় করল লোকে, ধূমায়িত আলোয় অন্ধকারের মধ্যে ফুটে উঠল তাদের বিকৃত মুখ, বাঁকা পিঠ, ডালপালার রাক্ষুসে বোঝা। গ্রেটকোটগুলো খুলে ফেলে খাটছে তারা, ছেঁড়া প্যাণ্ট আর শার্টের ভিতর দিয়ে চকচক করছে তাদের উত্তেজনায় টান টান, ঘর্মাক্ত, ছড়ে-যাওয়া, রক্ত-ঝরা শরীরগুলো। একেবারে ভুলে গেল তারা স্থান কালের কথা, নিজেদের দেহটার কথা, লজ্জা, যন্ত্রণা এবং ক্লান্তির কথা। মাঝেমাঝে মুহূর্তের জন্য থেকে টুপি ডুবিয়ে জলার দুর্গন্ধময়, ব্যাঙের ডিমের গন্ধ-ভরা জল তুলে সাগ্রহে, বড় বড় ঢোকে তারা খাচ্ছিল ঠিক আহত জন্তুর মতো।

আর প্রতি মুহূর্তেই গোলাগুলির শব্দ লাগল এগিয়ে আসতে। সে শব্দ হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশই তীক্ষ্ণ ও হিংস্রতর। একের পর এক বাক্লানভ লোক মারকত জিজ্ঞাসা করে পাঠাল, 'বেশী দেরী নেই তো? বেশী দেরী?..' দলের অর্ধেক লোক সে হারিয়েছে। হারিয়েছে দুবোভকে, অসংখ্য ক্ষতের



রক্তস্রাবে মৃত্যু হয় তার। এক এক ইঞ্চি করে জমি ছেড়ে সে ধীরে ধীরে পিছু হটছে। অবশেষে সে সেই ঝোপগুলোর কাছে পেঁাছল যেগুলো কেটে ফেলা হয়েছিল জলার ওপর রাস্তা বানাবার জন্য। এর বেশী আর পিছু হটার জায়গা নেই। শত্রুর গুলি ঘনঘন জলার উপর শিস দিয়ে যেতে লাগল। সেখানে যারা কাজ করছিল তাদের কয়েকজন আহত হল। ভারিয়া তাদের ক্ষত লাগলে বেঁধে দিতে। ঘোড়াগুলো গুলির শব্দে ভয় পেয়ে উন্মত্তের মতো হ্রেষাধ্বনি করে আতঙ্কে পা তুলে দাঁড়াতে লাগল। তাদের কয়েকটা বাঁধন ছিঁড়ে অন্ধের মতো ছোটাছুটি লাগাল বনে। জলায় পড়ে করুণ আর্তনাদ তুলল তারা।

শেষ পর্যন্ত যেই শোনা গেল কাঠের রাস্তাটা প্রস্তুত, অমনি রক্ষী পার্টিজানরা ছুটতে লাগল সেদিকে। বাক্লানভ পিছন পিছন ছুটল তাদের তার খালি পিস্তলটা দিয়ে শাসিয়ে। গাল দুটো তার চুপসে গেছে, চোখ দুটো ফুলে উঠেছে, বারুদের ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে তার মুখটা। রাগে কাঁদতে লাগল সে।

চীৎকার করতে করতে, মশাল আর অস্ত্রশস্ত্র নাড়াতে নাড়াতে, অবাধ্য ঘোড়াগুলো টানতে টানতে প্রায় একসঙ্গে সৈন্যদল গিয়ে উঠল কাঠের বাঁধের ওপর। উন্মত্ত ঘোড়াগুলো সহিসের কথা শুনছিল না: পাগলের মতো তারা লাফাতে ঝাঁপাতে লাগল, পেছনেরগুলো পা তুলে দিচ্ছিল সামনেরগুলোর ওপর, কাঠের বাঁধ চিড় খেয়ে ভাঙতে লাগল। অপর তীরে পেঁাছবার ঠিক আগেই মেচিকের ঘোড়াটা পড়ে গেল জলায়। ক্রুদ্ধ মুখখিস্তি আর গালাগালির মধ্যে দড়িদড়া দিয়ে তাকে তাদের টেনে তুলতে হল। থরথরে হাত দিয়ে মেচিক চেপে ধরল পিছল দড়িটাকে, ঘোড়াটা পাগলের মতো ছটফট করায় তা কেবলি কাঁপছে। কর্দমাক্ত ডালপালাগুলোর উপর হোঁচট খেতে খেতে মেচিক ক্রমাগত, ক্রমাগত টেনে চলল দড়িটা। তারপর শেষ পর্যন্ত ঘোড়াটাকে টেনে তোলার পর যে গিঁট দিয়ে সেটার সামনের পা দুটো বাঁধা হয়েছিল, বহুক্ষণ ধরেও সেটা আর সে খুলতে পারল না। তখন উন্মত্ত এক আক্রোশের পরিতৃপ্তিতে সে দাঁত বসাল এই জলার গন্ধ-ভরা, বিশ্রী কাদা-মাখা, তিক্ত গিঁটটার ওপর।

সবচেয়ে শেষে পেরুল লেভিন্সন আর গনচারেঙ্কো।

ডিনামাইট মাইন পেতে রাখতে পেরেছিল গনচারেঙ্কো। শত্রু ঘাটে পেঁাছতেই বাঁধ ফেটে শূন্যে পড়ল ছড়িয়ে।

কিছুক্ষণ কাটার পর প্রকৃতিস্থ হল সবাই। বোঝা গেল ভোর হয়েছে। সামনে ঝকঝকে গোলাপী তুষারবিন্দুর চাদর মুড়ে তায়গা প্রসারিত। গাছগুলোর ভিতর দিয়ে টুকরো টুকরো নীল আকাশ জ্বলজ্বল করছে। বোঝা গেল সেখানে, অরণ্যের পিছনে সূর্য উঠছে। জ্বলন্ত মশালগুলো ছুঁড়ে ফেলল লোকে। তখনো কেন জানি বইছিল সেগুলো। তাকাল তাদের ছড়ে-যাওয়া লাল হাতগুলোর দিকে, তাকাল ভিজে, ক্লান্ত ঘোড়াগুলোর দিকে যাদের গা দিয়ে এখন হালকা, পাতলা বাষ্প উঠছে, আর এ রাতে তারা কী কাণ্ডটাই না করেছে ভেবে নিজেরাই অবাক হয়ে গেল।





১৭

উনিশ জন

যেখানে তারা জলা বেঁধেছিল, তার প্রায় পাঁচ ভার্স্ট দূরে জলার উপর ছিল একটি সেতু, তুদো-ভাকু রাজপথ সেখানে। লেভিন্সন পাছে গ্রামে রাত না কাটায় এই আশঙ্কায় কসাকরা আগের রাতেই ঐ সেতুর প্রায় আট ভার্স্ট দূরে রাজপথেই আক্রমণের জন্য ওঁৎ পেতেছিল।

সমস্ত রাত ধরে তারা অপেক্ষা করে ছিল সেখানে আর শুনেছে কামানের দূরাগত গর্জন। সকালে আদেশ নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসে এক দূত। যেখানে তারা আছে সেখানে তাদের থাকতে হবে, কারণ শত্রু জলা পেরিয়ে তাদের দিকে আসছে। আর দূত ঘোড়া ছুটিয়ে যাবার দশ মিনিট পরে লেভিন্সনের সৈন্যদল তুদো-ভাকু রাজপথে এল বেরিয়ে। কসাকরা যে ওঁৎ পেতে আছে, শত্রুর ঘোড়সওয়ার দূত যে কিছুক্ষণ আগেই এখান দিয়ে ছুটে গেছে তার কোনো কথাই জানত না তারা।

ইতিমধ্যেই অরণ্যের উপর সূর্য উঠেছে। বহু আগেই তুষারবিন্দু গেছে

গলে। মাথার উপর অবারিত হয়ে উঠেছে আকাশ — স্বচ্ছ নীল, তুষার-হিম। ভিজে সোনালী চকচকে গাছগুলো ঝুলে পড়েছে পথের উপর। মনে হচ্ছে দিনটা গরম হবে, একেবারেই শরৎকালের দিনের মতো নয়।

এই হালকা, নিষ্কলঙ্ক উজ্জ্বল সৌন্দর্যের দিকে লেভিন্সন অন্যমনস্কভাবে তাকাল, কিন্তু অনুভব করল না। তার ক্লান্ত, বিষণ্ণ সৈন্যদলের দিকে সে তাকাল। দলের দুই তৃতীয়াংশ মানুষ নিখোঁজ। অনুভব করল কী দারুণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে, যে সব হতভাগ্য লোকেরা পিছন পিছন ক্লান্ত পায়ে আসছে তাদের কোনোরকম সাহায্য করতে সে কী রকম শক্তিহীন। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে তারাই শুধু তার নিকট ও প্রিয়জন — এই ক্লান্ত, বিশ্বাসী লোকগুলি। যে কোনো কিছুর চেয়ে তারা তার নিকটতর, তার নিজের জীবনের চেয়েও তারা তার প্রিয়তর, কারণ মুহূর্তের জন্যও সে অনুভব করে নি তাদের প্রতি তার দায়িত্বটা চুকে গেছে। কিন্তু মনে হল এখন আর সে তাদের কোনো উপকার করতে পারবে না, মনে হল আর সে তাদের চালিত করছে না। এ কথাটা বুঝতে না পেরে নিজেদের তারা টেনে নিয়ে চলেছে তার পিছন পিছন একদল জন্তুর মতো, সর্দারকে যারা অনুসরণ করতে অভ্যস্ত। গতকাল সকালে মেতেলিৎসার মৃত্যুর কথাটা ভাবার সময় সে ঠিক এই সাংঘাতিক অবস্থাটাকেই সবচেয়ে ভয় করেছিল...

সে চেষ্টা করল নিজেকে সংযত করতে, কোনো কিছু ব্যবহারিক আর প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর নিজের চিন্তাকে একাগ্র করতে। কিন্তু তার চিন্তা এলোমেলো আর খাপছাড়া হয়ে গেল। তার আঠা আঠা চোখগুলো বুজে গেল আর অদ্ভুত নানা চিত্র, টুকরো টুকরো স্মৃতি, বর্তমান পরিবেশের অস্পষ্ট নানা অনুভূতি — সবগুলোই কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন আর পরস্পরবিরোধী — মাথার ভিতর ভেসে বেড়াতে লাগল কুয়াশার মতো, ক্রমাগতই বদলে যেতে লাগল নিঃশব্দে, অশরীরী ঝাঁক বেঁধে। 'কেন এই দীর্ঘ, শেষহীন পথ, আর এই ভিজে পাতা, আর এই মরা আকাশটা — এখন যার আমার কোনো দরকার নেই?.. হ্যাঁ, তুদো-ভাকু উপত্যকায় আমাকে পৌঁছতেই হবে... তুদো-ভাকু উপত্যকা... কী অদ্ভুত নাম! কিন্তু কী দারুণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, ঘুমতে কী ইচ্ছেই না করছে! এত যখন আমার ঘুম পাচ্ছে তখন কী চায় এরা সব আমার কাছে?.. ও বলছে, — প্রহরী। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, প্রহরী... তার মাথাটা এমন গোল, মায়া-ভরা, আমার ছেলের মতো... আর নিশ্চয়ই আমাদের পাহারা পাঠাতে হবে, আর তারপর... ঘুম, ঘুম... আমার ছেলের মতোও নয়, কিন্তু... কী?..'

'কী বললে?' হঠাৎ মাথা তুলে সে প্রশ্ন করল।

বাক্লানভ তার পাশে ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছিল।

'বলছিলাম, আমাদের পাহারা পাঠান দরকার।'

'হ্যাঁ, দরকার। হুকুম দিয়ে দাও...'

এক মিনিট পরে ক্লান্তভাবে কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে কে একজন লেভিন্সনের পাশ দিয়ে চলে গেল। কম্যান্ডার ঘোড়সওয়ারের কুঁজো পিঠটা দেখে মেচিককে চিনতে পারল। তার মনে হল অনুসন্ধানের কাজে মেচিকের যাওয়াটা কেমন যেন ঠিক নয়, কিন্তু তাতে ভুলটা যে ঠিক কী তা ধরতে পারল না, আর পরের মুহূর্তেই সে সম্বন্ধে সবকিছুই গেল ভুলে। পরে আরো কে যেন তার পাশ দিয়ে চলে গেল।

'মরোজকা!' বাক্লানভ দ্বিতীয় পাহারাদারকে ডাকল। 'কেউ কারো চোখের আড়াল হয়ো না যেন!..'

'ও কি এখনো বেঁচে?' লেভিন্সন ভাবল। 'আর দুবোভ মারা গেল। বেচারা দুবোভ... কিন্তু মরোজকার কী যেন একটা হয়েছিল?.. ও হ্যাঁ, ওটা ঘটেছিল গত রাতে। ওর কপাল ভালো তখন ও আমার চোখে পড়ে নি...'

ইতিমধ্যেই মেচিক বেশ খানিকটা দূরে চলে গিয়েছিল, সে পিছন ফিরে তাকাল। মরোজকা তার প্রায় পঞ্চাশ গজ পিছনে, সৈন্যদল তখনো দেখা যাচ্ছে। তারপর পথের এক বাঁকে মরোজকা আর সৈন্যদল উভয়েই অদৃশ্য হল। নিভকা কদমে ছুটতে চাইছিল না। যান্ত্রিকভাবে মেচিক তাকে জুতোর কাঁটার খোঁচা মারল। সে ঠিক বুঝতে পারছিল না কেন তাকে আগে পাঠান হয়েছে। কিন্তু তাকে হুকুম দেওয়া হয়েছিল কদমে ঘোড়া ছোটাতে, সেটা সে মানছিল।

ভিজে ঢালু জমির উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে পথটা চলেছে। সেখানে ঘন হয়ে জন্মেছে ওক আর মেপ্‌ল্‌ গাছ। তখনো তাদের গায়ে লাল সোনালী পাতা। নিভকা ভয় পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঝোপগুলোর খুব কাছ দিয়ে চলল। পাহাড়ের খাড়াই পথটা সে উঠল হেঁটে। মেচিক জিনের উপর ঢুলতে লাগল আর তাকে জোরে যাবার জন্য তাড়া দিল না। মাঝেমাঝে চমক ভেঙে সে বিস্মিত হয়ে তাকাতে লাগল অরণ্যের দুর্ভেদ্য গভীরতার দিকে। তার না আছে শুরু, না আছে শেষ; ঠিক যেমন তার নিজের এই নিদ্রালু, ভোঁতা, দুনিয়া-ছাড়া অবস্থাটার শুরুও নেই, শেষও নেই।

হঠাৎ আতঙ্কে নিভকা নাক দিয়ে শব্দ করে মেচিককে এক রাশ নমনীয়

ডালপালার মধ্যে চেপে লাফিয়ে পড়ল ঝোপঝাড়ের কাছে। মাথা তুলল মেচিক, সঙ্গে সঙ্গে অবর্ণনীয় এক আতঙ্কে তার ঘুম ঘুম ভাবটা এক নিমিষে অদৃশ্য হল: পথের উপর তার কাছ থেকে কয়েক পা দূরে কসাকরা দাঁড়িয়ে।

'নেমে পড়ো!..' তাদের একজন কর্কশ ফিসফিসে গলায় বলল।

কে একজন কসাক ধরল নিভকার লাগামটা। মেচিক মৃদু আর্তনাদ করে, জিন থেকে পিছলে নেমে, কাপুরুষের মতো কয়েকটা ভাবভঙ্গি করে হঠাৎ বিদ্যুৎগতিতে গড়াতে লাগল ঢালু জমি বেয়ে। একটা ভিজে গাছের গুঁড়িতে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল তার হাত। লাফিয়ে উঠল সে, পিছলে নামল, আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে হামাগুড়ি দিল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর শেষ পর্যন্ত খাড়া হয়ে ছুটতে লাগল খাদ ধরে, নিজের শরীর সম্বন্ধে তার তখন প্রায় কোনো চৈতন্য নেই, হাতের কাছে যা কিছু পেল সেগুলোকেই মুঠো করে ধরে অবিশ্বাস্য রকম উঁচু উঁচু লাফ মেরে ছুটতে লাগল। পেছনে তাড়া করে আসছিল লোকে, ঝোপগুলো মড়মড় করছে; কে একজন দারুণ রেগে হাঁপাতে হাঁপাতে গালাগালি দিচ্ছিল।

মরোজকা জানত তার সামনে আর একজন পাহারাদার রয়েছে, তাই চারিপাশে কী যে ঘটছে সে সম্বন্ধে তার বিশেষ মন ছিল না। সেই চরম ক্লান্তির মধ্যে সে পৌঁছেছিল যেখানে মানুষের সবকিছু চিন্তা, সবচেয়ে গুরুতর চিন্তাগুলোও অদৃশ্য হয়, যেখানে থাকে একমাত্র বিশ্রামের প্রবল আকাঙ্ক্ষা — যেমন করেই হোক বিশ্রাম। তার নিজের জীবন সম্পর্কে, ভারিয়া সম্পর্কে, গনচারেঙ্কো তার সম্বন্ধে কী ভাববে কিছুই সে আর ভাবছিল না। দুবোভের মৃত্যুর জন্য শোক করার শক্তি পর্যন্ত তার ছিল না, যদিও তার কাছে দুবোভ ছিল অতি আপনজনদের একজন। সে শুধু ভাবছিল কখন সেই প্রত্যাশিত স্থানটি দেখা দেবে, মাথা রেখে শোবে সে। এই প্রত্যাশিত স্থানটি সে কল্পনা করেছিল এক বিরাট, শান্তিময়, রৌদ্রোজ্জ্বল গ্রামের আকারে, গরু বাছুর আর ভালোমানুষ লোকজনে যা ভরা। গন্ধ ভেসে আসছে খড় বিচালি আর গৃহপালিত পশুর। সে কল্পনা করেছিল কী করে তার ঘোড়া বেঁধে, বেশ স্বাদুগন্ধী বড় এক টুকরো রুটি খেয়ে এক পাত্র দুধ পান করবে, তারপর একটা বিচালি ঘরে উঠে মাথা গুঁজে গরম গ্রেটকোট দিয়ে পা ঢেকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে...

যখন টুপিতে হলদে ফিতে জড়ানো কসাকরা হঠাৎ তার সামনে লাফিয়ে উঠল আর জুডাস পিছিয়ে গিয়ে তাকে এনে ফেলল রক্তবিন্দুর মতো কম্পমান

গেলডার-রোজের একটা ঝোপের উপর, তখন এই রৌদ্রোজ্জ্বল গ্রামের সুখের স্বপ্নটা মুহূর্তের মধ্যে সদ্য-সংঘটিত অশ্রুতপূর্ব, ঘৃণ্য এক বিশ্বাসঘাতকতার উপলব্ধিতে গেল মিলিয়ে…

'পালিয়েছে, শালা…' মরোজকা বলল, মেচিকের পিত্তি জ্বালানো নির্মল চোখ দুটো তার মনে পড়ে গেল অস্বাভাবিক স্পষ্টতায়। আর একই সঙ্গে নিজের জন্য এবং যে লোকেরা তার পিছন পিছন আসছিল তাদের জন্য সে এক বুক-ভাঙা মায়া অনুভব করল।

মুহূর্তের মধ্যেই যে তাকে মরতে হবে, আর যে সে অনুভব করবে না, কষ্ট পাবে না, নড়বে না — তার জন্য তার দুঃখ হল না। তখনো সে বেঁচে আছে, কষ্ট পাচ্ছে, নড়ছে। তেমন একটা অস্বাভাবিক অদ্ভুত অবস্থায় নিজেকে সে কল্পনাও করতে পারল না। কিন্তু এটা সে স্পষ্টই বুঝতে পারল তার কল্পনার রৌদ্রোজ্জ্বল গ্রামটিকে কিংবা তার পিছন পিছন যে সব আপনজন আসছে, তাদের কখনো আর দেখতে পাবে না। এই ক্লান্ত, নিঃসংশয় যে লোকেরা তার ওপর বিশ্বাস করে আছে তাদের সে নিজের অন্তরের মধ্যে এত তীব্রভাবে অনুভব করল যে ওদের সাবধান করে দেওয়া ছাড়া আলাদা করে নিজের কথা সে ভাবতে পারল না। তাড়াতাড়ি সে রিভলবার বার করে গুলির শব্দ ভালো করে শোনাবার জন্য মাথার উপর উঁচু করে ধরে, সঙ্কেত মতো শূন্যে চালাল তিনবার গুলি।

সেই মুহূর্তে হঠাৎ ঝলসে উঠল একটা আলো আর শোনা গেল একটা গর্জন। মনে হল পৃথিবীটা যেন বিদীর্ণ হল দুখণ্ডে, আর জুডাসের সঙ্গে একত্রে সে লুটিয়ে পড়ল ঝোপগুলোর মধ্যে, মাথাটা ঝুলে পড়ল পিছন দিকে।

লেভিন্সন যখন গুলির শব্দ শুনল সেটা তার বর্তমান অবস্থায় এতই অপ্রত্যাশিত ও অবিশ্বাস্য শোনাল যে প্রথমে তার মানেই বুঝতে পারল না। তারপর মরোজকার উপর যখন একরাশ গুলি ছোড়া হল, তা শুনে ঘোড়াগুলো যখন থমকে দাঁড়িয়ে, মাথা তুলে, কান খাড়া করলে, কেবল তখনই সে বুঝতে পারল তার মানেটা কী।

অসহায়ভাবে সে পিছনে তাকাল, অন্যদের কাছে সে সমর্থন খুঁজল এই প্রথম। কিন্তু সব পার্টিজানদের দীর্ঘ ফ্যাকাশে মুখগুলো যেন মিশে গিয়ে একটি বিকট, বোবা, জিজ্ঞাসু মুখে পরিণত হয়েছে। তাতেও সেই একই অসহায় আতঙ্কটাই চোখে পড়ল তার। 'এইটাই আমি বরাবর ভয় করে

এসেছি,' লেভিন্সন ভাবল, আর হাত দিয়ে সে এমন এক ভঙ্গি করল যেন কিছু একটা ধরতে চায়, কিন্তু সেটা খুঁজে পাচ্ছে না।

হঠাৎ সামনে সে খুব পরিষ্কার দেখতে পেল বাক্লানভের সরল, বালকের মতো মুখটা। সে মুখ সরল গোছের হলেও ক্লান্তি এবং বারুদের ধোঁয়ায় কঠিন ও কালো হয়ে উঠেছে। এক হাতে রিভলবার, অন্য হাতে শক্ত করে খামচে ধরা ঘোড়ার কেশর — সেখানে তার মোটামোটা, বালকের মতো আঙুলগুলোর ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেদিক থেকে গুলির শব্দ এসেছিল সেদিকে বাক্লানভ তাকিয়ে আছে একাগ্র দৃষ্টিতে। তার গালের হাড় উঁচু উঁচু। সরল মুখটা প্রত্যাশার ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকিয়ে সে আদেশের অপেক্ষা করছে। তাতে জ্বলে উঠেছে সেই মহত্তম এক আন্তরিক আবেগ যার প্রেরণায় এ বাহিনীর সেরা লোকেরা মৃত্যুবরণ করেছে।

চমকে উঠে লেভিন্সন খাড়া হয়ে বসল, হৃদয়ের মধ্যে মথিত হয়ে উঠল কী একটা মধুর বেদনা। হঠাৎ তরোয়ালটা বার করে সেও সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল জ্বলন্ত চোখে।

'ভেঙে বেরুব, কী বলো?' ভাঙা গলায় বাক্লানভকে প্রশ্ন করল। হঠাৎ তরোয়ালটা তুলল মাথার উপর। সূর্যালোকে ঝলসে উঠল সেটা। তা দেখে প্রত্যেক পার্টিজানই একইভাবে চমকে উঠে রেকাবির উপর উঠল খাড়া হয়ে।

তরোয়ালটার দিকে বাক্লানভ একবার উন্মত্তের মতো তাকিয়েই চট করে ফিরল সৈন্যদলের দিকে। তারপর তীক্ষ্ণ কঠিন স্বরে কী একটা যেন হাঁক দিলে। কী সেটা লেভিন্সন আর ধরতে পারল না। কারণ সেই মুহূর্তে যে আভ্যন্তরীণ শক্তি বাক্লানভকে চালিত করছে, যাতে নিজেও উদ্বুদ্ধ হয়ে সে তরোয়াল তুলে ধরেছিল তার তাগিদে সে তখন ছুটতে শুরু করেছে, টের পাচ্ছে সমস্ত বাহিনীকেও ছুটে আসতে হবে তার পিছন পিছন...

কয়েক মুহূর্ত পরে পিছন ফিরে দেখল, বাস্তবিকই ঘোড়ার উপর ঝুঁকে, খুঁৎনিগুলো আক্রমণের ভঙ্গিতে সামনের দিকে তুলে দলের লোকেরা আসছে তার পিছন পিছন ঘোড়া ছুটিয়ে। তাদের চোখেও সেই আবেগ জ্বলছে যা সে দেখেছিল বাক্লানভের মুখে।

এই তার শেষ সুসংলগ্ন স্মৃতি। কারণ সেই মুহূর্তেই চোখ ঝলসানো এবং কান ফাটানো কী একটা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর, তাকে ঘা মেরে, পাক দিয়ে গুঁড়িয়ে দিতে থাকল। আর সে এখনো বেঁচে আছে শুধু এই

অনুভূতিটুকু নিয়ে প্রচণ্ড গতিতে আত্মহারা হয়ে সে ছুটে চলল এক কমলা রঙের অতলস্পর্শী গহ্বর দিয়ে।

মেচিক আর পিছন ফিরে তাকায় নি, পশ্চাদ্ধাবনের শব্দও সে শুনছিল না, কিন্তু জানত তখনো তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে। যখন সেই তিনটে গুলির শব্দ শোনা গেল একটার পর একটা এবং তারপর শোনা গেল একসঙ্গে অনেকগুলো গুলির শব্দ, তখন তার ধারণা হল ওরা তার দিকেই গুলি চালাচ্ছে। ফলে আরো জোরে সে ছুটতে লাগল। হঠাৎ সেই খাদটা চওড়া হয়ে উঠে একটা অরণ্যময় ছোটো উপত্যকায় এসে পড়ল। মেচিক ডাইনে বাঁয়ে ছোটাছুটি করতে করতে শেষ পর্যন্ত আবার গড়িয়ে নামতে লাগল একটা ঢালু জায়গা বেয়ে। সেই মুহূর্তে নতুন একঝাঁক গুলির শব্দ শোনা গেল, প্রথম বারের চেয়েও তা বেশী ক্ষিণ, আওয়াজটাও জোরাল। তারপর আরো, আরো অবিরাম। সমস্ত অরণ্য শিউরে যেন জেগে উঠল।

'হা ভগবান, হা ভগবান! হা ভগবান, হা ভগবান!..' কান ফাটানো প্রত্যেকটা নতুন গুলির শব্দ শোনামাত্র মেচিক কখনো চেঁচিয়ে কখনো ফিসফিসিয়ে উঠতে লাগল। কাঁদার ইচ্ছে হলে শিশুরা যে রকম করে, সেইভাবে ইচ্ছে করেই করুণভাবে সে কোঁচকাতে লাগল তার ছড়ে-যাওয়া মুখটা। কিন্তু তার চোখ দুটো লজ্জাকর জঘন্য রকমের শুষ্ক। শেষ শক্তি ক্ষয় করে ক্রমাগত সে ছুটে চলল।

গুলির শব্দ থেমে আসতে শুরু করল। মনে হল সেটা যেন গতি পরিবর্তন করেছে, তারপর একেবারে গেল থেমে।

মেচিক কয়েক বার পিছন ফিরে তাকাল, এখন আর তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে না। চারিদিককার সুদূর, ফাঁকা নিস্তব্ধতাকে কিছুই আর এখন ব্যাহত করছে না। হাঁপাতে হাঁপাতে সে সামনের ঝোপটার পিছনে লুটিয়ে পড়ল। বুকটা দ্রুত দপদপ করছে। শরীর দুমড়ে, গালের তলায় হাত গুঁজে সামনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কয়েক মিনিট ধরে সে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল। তার কাছ থেকে পা দশেক দূরে রৌদ্রালোকিত মাটির ওপর প্রায় নুয়ে পড়া পত্রহীন সরু একটা বার্চ গাছের উপর একটা ছোট্ট চিপমুঙ্ক বসে সরল হলদে চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

হঠাৎ মেচিক উঠে বসে মাথাটা ধরে জোরে কাতরে উঠল। চিপমুঙ্কটা ভয় পেয়ে কিচ্‌কিচ্ করে ঘাসের ভিতর পড়ল লুকিয়ে। মেচিকের চোখ জ্বলে

উঠল প্যাগলের মতো, মাটির উপর গড়াতে গড়াতে চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে যন্ত্রণায় সে চীৎকার করতে লাগল। 'আমি কী করেছি?উঃ উঃ, কী করেছি আমি?' কনুই আর পেটের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে বারবার সে বলতে লাগল। প্রতি মুহূর্তে ক্রমবর্ধমান স্পষ্টতা, অমোঘতা ও হাহাকারে সে বুঝতে পারছিল তার পলায়নের আসল অর্থ, প্রথম তিনটি গুলি এবং তার পরের সব গুলিগুলোর ম্যানে কী। 'আমি কী করেছি? কী করে পারলাম? আমার মতো এমন ভালো লোক, সৎ লোক, কখনো কারো অমঙ্গল চাই না সেই আমি ... ওঃ, ওঃ, কী করে পারল্যাম!'

যতই তার ব্যবহারটা ঘৃণার্হ আর নীচ লাগছিল ততই তার মনে হল এর আগে পর্যন্ত সে ছিল কত ভালো, নিষ্কলঙ্ক, উদার।

বহু লোক যে তার উপর নির্ভর করে, তার আচরণের জন্য নিহত হয়েছে, তার জন্য সে তত মানসিক যন্ত্রণাবোধ করল না যতটা করল এই জন্য যে নিজের মধ্যে সে যতকিছু উৎকর্ষ ও নির্মলতা দেখেছিল তা এ আচরণের অনপনেয় জঘন্য কলঙ্কে নাকচ হয়ে যাচ্ছে।

যান্ত্রিকভাবে সে রিভলবারটা বার করে সেটার দিকে আতঙ্কে, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইল। কিন্তু সে জানত কখনোই আত্মহত্যা করবে না, জানত আত্মহত্যা করতে সে অসমর্থ; কারণ পৃথিবীতে নিজের চেয়ে কোনো জিনিসকে সে বেশী ভালোবাসে না — নিজের শাদা, কলুষিত, শক্তিহীন হাত দুটো, নিজের কাঁদুনে গলা, নিজের কষ্টভোগ, নিজের আচরণ — এমনকি নিজের সবচেয়ে ঘৃণিত আচরণও তার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। চোরের মতো, অপরাধীর মতো লুকিয়ে লুকিয়ে, রিভলবারে যে তেল লেগেছিল এমনকি সেটার স্পর্শেও আতঙ্কিত হয়ে এবং যেন কিছুই জানে না এই ভাব দেখাবার চেষ্টা করে তাড়াতাড়ি রিভলবারটা আবার সে পকেটে ভরল।

এখন আর সে আর্তনাদ করছিল না, কাঁদছিল না। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে সে চুপচাপ উপুড় হয়ে পড়ে রইল। সহর ত্যাগ করার পর থেকে গত কয়েক মাসের মধ্যে যে সব ঘটনার মধ্যে সে বেঁচেছিল আবার সেগুলি তার মনে পড়ে গেল এক ক্লান্তিকর, বিষণ্ণ শোভাযাত্রার মতো: তার সরল স্বপ্নগুলো, যেগুলোর জন্য এখন সে লজ্জিত, তার প্রথম লড়াইয়ের দুঃসহ যন্ত্রণা আর তার প্রথম জখম, মরোজকা, হাসপাতাল, পিকা আর তার রুপালী চুলের গুচ্ছগুলো, মৃত ফ্রলোভ, ভারিয়া আর তার বড় বড় বিষণ্ণ চোখ দুটো — সেরকম চোখ আগে

সে কখনো দেখে নি, ভবিষ্যতে কখনো দেখবে না, শেষবার জলার উপর দিয়ে সেই ভয়ঙ্কর পাড়ি, যার তুলনায় সবকিছুকেই তুচ্ছ বলে মনে হয়।

'ওভাবে আর বাঁচতে চাই না,' হঠাৎ অপ্রত্যাশিত সহজে, স্থির মস্তিষ্কে মেচিক ভাবল। নিজের উপর করুণায় মন ভরে উঠল তার। 'এটা আর বরদাস্ত করতে পারব না। এ ধরনের নীচ, অমানুষিক, বীভৎস জীবন যাপন করতে পারব না,' উৎসুক হয়ে উঠল সে তার আত্ম-করুণাকে প্রজ্জ্বলিত করতে, এই কাপুরুষ চিন্তাগুলোর মধ্যে নিজের নীচতা ও নগ্নতাকে ডুবিয়ে দিতে।

তখনো সে নিজেকে ভর্ৎসনা করছিল, অনুশোচনা করছিল, কিন্তু এখন সে যে সম্পূর্ণ স্বাধীন, এমন কোথাও সে যেতে পারে যেখানকার জীবনে এরকম আতঙ্ক নেই আর সে যা করেছে কেউ যেখানে তা জানতে পারবে না — এ কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনের মধ্যে যে ব্যক্তিগত আশা ও আনন্দ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল সেটা সে আর দমন করতে পারছিল না। 'এবার সহরেই ফিরে যাব, অন্য আর কিছু করার নেই,' ভাবল সে, আর চেষ্টা করল এই ভাবনার মধ্যে একটা নিরানন্দ আবশ্যিকতার সুর ফোটাতে, তার আনন্দ, তার লজ্জা, এবং তার স্বপ্ন যে সত্য নাও হতে পারে এই ভয়কে সে কিছুতেই চাপতে পারল না।

ঝুঁকে-পড়া বার্চ গাছের ওপাশে সূর্য এখন নেমে গেছে। গাছটা সম্পূর্ণভাবে এখন ঢেকে গেছে ছায়ায়। মেচিক তার রিভলবার বার করে দূরে ঝোপের মধ্যে ফেলে দিল। দেখতে পেল ছোট্ট একটি স্রোত। সেখানে মুখ হাত ধুয়ে পাড়ে বসল। এখনো তার পথে বেরুবার সাহস হল না। 'বলা যায় না, শ্বেতরা যদি থাকে?..' ভীত হয়ে সে ভাবল। শোনা যাচ্ছিল ঘাসের ভিতর দিয়ে মৃদু কুলকুল করে বয়ে চলেছে স্রোতটা।

'তফাৎটা আর কী?' হঠাৎ অতি সহজে স্থির মস্তিষ্কে ভাবল সে, তার যতকিছু সৎ চিন্তা পরিতাপ আর ভাবালুতার স্তরের নিচে এই সোজাসুজি কথাটা সে এবাব নিজেই খুঁজে পেতে পারছে।

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে, শার্টের বোতাম এঁটে তুদো-ভাকু রাজপথের দিকে ধীরে ধীরে পা বাড়াল সে।

তার অর্ধচেতন অবস্থাটা কতক্ষণ চলেছিল লেভিন্সন জানে না। তার কাছে সেটা মনে হয়েছিল অনেক দীর্ঘ, আসলে যদিও তা মিনিট খানেকের বেশী নয়। যখন তার সম্বিৎ ফিরে এল তখনো নিজেকে জিনের উপর বসে থাকতে দেখে

সে অবাক হল। কিন্তু তরোয়ালটা আর হাতে নেই। সামনে তার ঘোড়াটার কালো কেশরওলা মাথাটা লাফাচ্ছে, একটা কান মাখামাখি হয়ে গেছে রক্তে।

শুধু তখনই গুলির শব্দ কানে এল তার, বুঝতে পারল তাদের উদ্দেশ্য করেই গুলি চলছে — তার মাথার উপর দিয়ে ঘনঘন আর্তনাদ করে ছুটে যাচ্ছে গুলিগুলো। কিন্তু এ কথাও সে বুঝতে পারল যে গুলিগুলো আসছে পিছন থেকে আর সবচেয়ে সাংঘাতিক মুহূর্তটাও ফেলে এসেছে পিছনে। এই সময়ে দুজন ঘোড়সওয়ার এসে তার সঙ্গ ধরল, ভারিয়া আর গনচারেঙ্কো। গনচারেঙ্কোর গাল দিয়ে রক্ত ঝরছে। সৈন্যদলের কথা খেয়াল হল লেভিন্সনের, পিছনে তাকাল সে। কিন্তু বাহিনী আর নেই: সারা পথ ছেয়ে রয়েছে মানুষ আর ঘোড়ার মৃত দেহে। কুব্রাকের নায়কত্বে কয়েকজন ঘোড়সওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে লেভিন্সনের কাছে আসতে। আরো পিছনে রয়েছে ছোটো ছোটো আরো কিছু দল। প্রতি মুহূর্তে তারা আরো ছোটো হয়ে যাচ্ছে। একটা খোঁড়ানো ঘোড়ার উপর কে একজন পিছিয়ে পড়েছে, ভয়ানক হাত নাড়িয়ে চেঁচাচ্ছে সে। তাকে ঘিরে ধরেছে হলদে ফিতের টুপি-পরা কিছু লোক। তারা তাকে মারতে শুরু করল তাদের রাইফেলের কুঁদো দিয়ে। টলতে টলতে পড়ে গেল লোকটা। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে মাথা ঘোরাল লেভিন্সন।

সেই মুহূর্তে সে, ভারিয়া আর গনচারেঙ্কো পৌঁছল পথের বাঁকে। গুলির শব্দও কমে এল: কানের পাশ দিয়ে আর আর্তনাদ করে গুলি যাচ্ছে না। যান্ত্রিকভাবে লেভিন্সন ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল। যে সব পার্টিজানরা ব্যূহ ভেদ করে জীবন্ত আসতে পেরেছিল, একে একে তারা মিলিত হল তার সঙ্গে। নিজেকে আর লেভিন্সনকে নিয়ে গনচারেঙ্কো গুণল উনিশ জন মানুষ। বহুক্ষণ ধরে একটিও কথা না বলে তারা ঘোড়া হাঁকাল ঢালু জায়গাটা দিয়ে। তখনো দৃষ্টিতে তাদের চাপা আতঙ্ক, তাহলেও আনন্দ ফুটে উঠতে শুরু করেছে। সেই দৃষ্টিতে তারা তাকিয়ে রইল সেই সরু হলদে, নিঃশব্দ পথটার দিকে, যেটা তাদের সামনে দ্রুত ছুটে চলেছে তাড়া-খাওয়া লালচে এক কুকুরের মতো।

ক্রমশ গতি কমে এল ঘোড়াগুলোর। পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল পোড়া গাছের গুঁড়ি, ঝোপ, মাইল পোস্ট, দূরের বনের উপরকার ঝকঝকে আকাশ। তারপর ঘোড়াগুলো চলল হেঁটে।

মাথা নামিয়ে চিন্তায় ডুবে অন্যদের কিছু সামনে যাচ্ছিল লেভিন্সন।

মাঝেমাঝে অসহায়ভাবে সে তাকাচ্ছিল পিছনে, যেন কিছু জিগগেস করতে চায়, কিন্তু কী সেটা কিছুতেই মনে করতে পারছে না। তাদের দিকে বহুক্ষণ ধরে সে তাকিয়ে রইল অদ্ভুত, যন্ত্রণায় ভরা ফাঁকা দৃষ্টিতে। হঠাৎ সে ঘোড়া থামিয়ে পিছন ফিরে তাকাল। এই প্রথম তার বড় বড় গভীর নীল চোখ যেন পুরোপুরি সচেতন হয়ে উঠল। সেই আঠারটি লোকও ঠিক একসঙ্গেই থেমে গেল। ভারি স্তব্ধ হয়ে গেল চারিদিকটা।

'বাক্লানভ কোথায়?' লেভিন্সন প্রশ্ন করল।

আঠারটি লোক তার দিকে তাকাল নিস্তব্ধ বিহ্বলতায়।

'বাক্লানভ মারা পড়েছে...' অবশেষে বলল গনচারেঙ্কো। গিঁট গিঁট আঙুলওয়ালা প্রকাণ্ড যে হাতটা দিয়ে সে লাগাম ধরেছিল সেটার দিকে চেয়ে রইল কঠিন দৃষ্টিতে।

ভারিয়া তার পাশে ঘোড়ার পিঠে কুঁজো হয়ে বসেছিল। হঠাৎ সে সামনের দিকে তার ঘোড়ার ঘাড়ের উপর ঝুঁকে পড়ে চীৎকার করে হিস্টিরিয়া রোগীর মতো ডুকরে উঠল। তার দীর্ঘ এলোমেলো বিনুনিগুলো প্রায় মাটি পর্যন্ত লুটিয়ে কাঁপতে লাগল, যেন যন্ত্রণায় ছটফট করছে। ঘোড়াটা ক্লান্তভাবে কান নাড়িয়ে তার ঝুলে-পড়া ঠোঁটটা টেনে নিল। 'পাখি' আড়চোখে ভারিয়ার দিকে তাকিয়ে নিজেও ফুঁপিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফেরাল।

লোকগুলোর মাথার উপর আরো কয়েক মুহূর্ত ধরে স্থির হয়ে রইল লেভিন্সনের দৃষ্টি। তারপর কেমন যেন সে একেবারে কুঁচকে ছোটো হয়ে গেল, হঠাৎ সকলের চোখে পড়ল ভারি দুর্বল হয়ে পড়েছে সে, খুব বুড়িয়ে গেছে। কিন্তু নিজের দুর্বলতার জন্য আর তার লজ্জা ছিল না, সেটা চেপে রাখারও চেষ্টা করল না সে। চোখ নীচু করে বসে রইল লেভিন্সন, ধীরে ধীরে ওঠা-নামা করতে লাগল তার দীর্ঘ ভেজা ভেজা চোখের পাতা, দাড়ি বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। লোকেরা অন্য দিকে চোখ ফেরাল। ভয় পেল তারাও হয়ত ভেঙে পড়বে।

লেভিন্সন তার ঘোড়া ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে সামনে এগুল, সৈন্যদলও চলল তার পিছন পিছন।

'কেঁদো না। কী আর হবে...' অপরাধীর মতো বলে গনচারেঙ্কো কাঁধ ধরে টেনে তুলল ভারিয়াকে।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়ামাত্রই বার বার লেভিন্সন বিহ্বল হয়ে পিছন ফিরে তাকাচ্ছিল। আর বাক্লানভ নেই মনে পড়তেই আবার সে কাঁদতে শুরু করছিল।

এইভাবেই অরণ্য পাড়ি দিলে তারা — সবশুদ্ধ উনিশ জন।

আচম্বিতে অরণ্য শেষ হল। সামনেই প্রসারিত উঁচু নীল আকাশ এবং যত দূর চোখ যায় দু'পাশে ছড়িয়ে রয়েছে উজ্জ্বল পাটল বর্ণের ফসল-কাটা মাঠ, রৌদ্রে ভরে উঠেছে। এক পাশে, কতকগুলো উইলো গাছের পিছনে দেখা যাচ্ছে ফসল মাড়াইয়ের জায়গা, উজ্জ্বল মোটা মোটা সোনালী খড় ও কাটা ফসলের গাদার চূড়ো। ওই উইলো গাছের ভিতর দিয়ে চোখে পড়ে একটা নীল স্ফীত নদী। অন্য একটি জীবন চলেছে সেখানে — উচ্ছল, মর্মরিত, চঞ্চল। নানা রঙা কীটের পোকার মতো গিজগিজ করছে লোক; গমের আঁটি উড়ছে শূন্যে, একটা শুষ্ক সুস্পষ্ট আওয়াজ তুলে ঘুরে যাচ্ছে মাড়াই-কলটা; ঘুরন্ত উজ্জ্বল ভুষি আর ধুলোর মেঘের ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছে উত্তেজিত গলা, ঝরে পড়ছে খিলখিল মেয়েলি হাসি। নদীর ওপারে আকাশকে পিঠে নিয়ে এবং হলুদ-চুল অরণ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে নীল নীল গিরি শিরা। আর তাদের শাণিত চূড়োগুলোর ভিতর দিয়ে উপত্যকায় ঝরে পড়ছে গোলাপী-শাদা স্বচ্ছ মেঘ, সমুদ্রের নোনা স্বাদ নিয়ে, বুদ্বুদ তুলে ফেনিয়ে উঠছে টাটকা দোয়া দুধের মতো।

লেভিন্সনের চোখ তখনো ভিজে, নীরবে সে এই প্রসারিত আকাশ আর পৃথিবীর ওপর চোখ বোলালে, যা তাদের দেবে রুটি আর বিশ্রাম। তাকাল মাড়াই-খেতের এই দূরবাসী লোকদের দিকে, অচিরেই যাদের আপন করে তুলতে হবে, — যে আঠার জন তাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করে এসেছে ঠিক তাদের মতোই নিকট আর প্রিয়; কান্না থামাল সে। বাঁচতে হবে মানুষকে, কর্তব্য পালন করতে হবে।

১৯২৫ — ১৯২৬



পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন

২১, জুবোভস্কি বুলভার

মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

আলেক্সান্দর ফাদেয়েভ ছত্রভঙ্গ

